

23483

ওমত্যং

জয়তি ।

১। জাতিমিত্রঃ।

প্রথমভাগঃ ।

শ্রুতিস্মৃতিপ্রভৃতি-প্রমাণনিবন্ধঃ

কেনচিৎ কবিরঞ্জনেন প্রণীতঃ ।

শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালঙ্কারেণ

বিশোধিতঃ ।

২। কায়স্থ-সংগ্রহঃ

কলিকাতা

মাণিকতলা ট্রাই ৭৯নং ভবনে

পুরাণপ্রকাশ যন্ত্রে

মুদ্রিতঃ ।

সন ১২৮২শাল । 1873 AD

মূল্য ৥০

R.M.C. LIBRARY	
Acc. No.	
Class. No.	
Date:	
S. Card	
Cat.	556
Cat.	
Bk. Card	
Checked	

মতঃ
জয়তি ।

বিজ্ঞাপনী । ২৩. ৪৪৩

কোন সময়ে আমরা কতিপয় বন্ধু সম্মুখে হইয়া কৌতু-
কাবহি চিত্তে নানাকথার প্রসঙ্গ করিতেছিলাম। তৎসময়ে
রাজপুর আর্য্যসভা হইতে এক মুদ্রিত পত্র কোন বন্ধুবরের
নিকটে উপস্থিত হইল। পত্র পাঠ করিয়া কোন বন্ধু বলিলেন,
পৃথিবীতে যে কলিয়জাতির অমীম পরাক্রম ও একাদিপত্য
ছিল, যাঁহাদের শাসন বলে পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রজা স্বয়ং জাতি-
মর্যাদার কিস্কিন্মাত্রও উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া সকলেই
জাতীয় ধর্মে ও আচার ব্যবহারে রত ছিল। এইক্ষণে সেই
কলিয়জাতি নিপ্পন্ন হওয়াতে কলিয়তা একপ্রকার ‘বেওয়া-
রিদী মাল’ হইয়া পড়িল। এইক্ষণে যাঁহাব ইচ্ছা সেই কলিয়
হইতে পারে। পশ্চিমদেশে ব্রাহ্মণ ভিন্ন যজ্ঞোপবীতধারী
ব্যক্তিমাত্রকেই কলিয় কহে, বৈশ্যদিগকে বেণে কলিয় কহে,
উগ্রজাতিরা আগুরি কলিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, কলিয়
দিগের দামা পুত্রেরা পাঞ্জা কলিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু
তাঁহারা কলিয় বলিয়া পরিচয় দিলেও স্বজাতীয় ধর্ম্ম আচার
ব্যবহারের উল্লঙ্ঘন করে না। এদেশে যাঁহারা নূতন কলিয়
হইতে চাহেন তাঁহারা মর্কথা পরিবর্তন-প্রিয়। পূর্বাধি
কাল হইতেই কলিয়ের কলিয়জাতি ও বর্ণসঙ্কর রাজপুত্র

প্রতিই নির্ভর করিতেছে, ভরসা করি, অনেকেই ইহার পর পর
খণ্ডের আশু প্রচারের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

উপসংহারকালে নিবেদন, কোন প্রকার ঈর্ষ্যা বা জিগীষার
অথবা অন্য কোন অভিপ্রায়ের বশবস্তী হইয়া এই গ্রন্থের
প্রচার হইতেছে না। আমাদের বর্তমান সমাজে প্রাচীন জ্ঞাতি-
তত্ত্ব ও কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়, এমন নিগূঢ়ভাবে রহি-
য়াছে যে, এইক্ষেপে অনেকেই তত্ত্বদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ
করেন। কেহ কেহ বা নানা প্রকার কল্পনা করেন, ঐ সকল বিষয়
যাহাতে সকলে অনায়াসে জানিতে পারেন, সেই অভিপ্রায়েই
এই গ্রন্থের প্রচার হইতেছে। ইহাতে আমার স্বকপোল-
কল্পিত অথবা পরকীয় জাধুনিক কল্পিত কিছুই নাই।
প্রাচীন গ্রন্থকারেরা ও প্রাচীন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির যাহা লিখিয়া
গিয়াছেন, আমি সেই সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ
করিলাম। ইহাতে যদি কোন জ্ঞাতি বিশেষ বা সম্প্রদায়
বিধেগের কোন নিগূঢ়ত্ব অথবা অপকৃষ্টত্ব প্রকাশিত হয়,
তাহাতে আমি ন্যায় অনুসারে অনুযোজ্য হইতে পারি না।
তবে যদি নিতান্তই কাতার ও অশ্রুৎকরণে অকারণ অসন্তোষ
জন্মে, অনুগ্রহ পূর্বক ক্ষমা করিবেন। অসমতিবিস্তরণ।

১২ই আশ্বিন)
শন ১২৮২)

কশিচৎ কবিবরগুনঃ।

ওঁ সত্যং

জয়তি।

জাতি-মিত্র ।

— ০ —

মঙ্গলাচরণ ।

বন্দে গুরুং ত্রিজগদীশমপেতদোষং

ভূতোদ্ব্যং ভুবনভব্যভূবং ভবঞ্চ ।

মহাদেয়ো মুনিগণা মনুজাশ্চ বন্দ্যঃ

যেষাং বচো ভবতি ধর্মবিধৌ প্রমাণম্ ॥১॥

ভূদেবৈঃ ক্রিয়তাং মনুষ্যপুরজৈরাশীর্মমৈঃ শুভা

ক্ষত্রা অপ্রমবিক্রমাঃ পরিমুদং বৃদ্ধিং নয়ন্ত ক্ষমাঃ ।

ত্রিজগতের ঈশ্বর সমস্তদোষরহিত গুরুদেবের বন্দনা করি । তিনি, ভূতপ্রপঞ্চের উৎপত্তিস্থান । ভুবনমিচয়ের মঙ্গলভূমি জ্ঞানপ্রদায়ক মহাদেবেরও বন্দনা করি । মনুপ্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা মুনিগণ এবং যাঁহাদের বাক্যকলাপ ধর্ম-বিধিতে প্রমাণস্বরূপ, সেই সকল মহানুভব মনুষ্যগণও বন্দনীয় ।১

মনুষ্যগণের অগ্রজাত নমস্য ব্রাহ্মণেরা শুভাশীর্বাদ করুন । অপ্রমেয়পরাক্রম ক্ষত্রিয়েরা আমাদের প্রীতি বৃদ্ধি

বৈদ্যনোঃ মুবলান্ভবন্ত সকলোঃ প্রখ্যাতবৈশ্যাভ্যকাঃ
 সন্ধ্যাঃ স্ববলধ্যাতাঃ চিরমুহুচ্ছুদ্রৈঃ শুভাকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২॥
 অজ্ঞানন্তমঃ সদানীম, অন্ধবদ্বহবো জনাঃ ।
 জাতিমূলং সমন্বেষ্টুং নানা পন্থানমাশ্রিতাঃ ॥৩॥
 কেচিদন্যপথাকুষ্ঠাঃ কেচিৎ কুপথগামিনঃ ।
 পতন্তীতন্ততঃ কেচিৎ কেচিমানাবিজ্ঞানিনঃ ॥৪॥
 দুষ্টৈতৎ সজ্জনা দয়ামুবশগা অম্বষ্ঠবংশোদ্ভবাঃ
 আজ্ঞাক্রুরিমাং প্রকাশয়ত নো মোহাককরাস্তকম্ ।

করুন ; সুবিখ্যাত বৈশ্যাভ্যক অম্বষ্ঠগণ আমাদের পৃষ্ঠ-
 বল হউন ; এবং চিরমুহুৎ শুভাকাঙ্ক্ষী শূদ্রেরাও সন্ধ্যা
 অবলম্বন করুন ।২

সম্প্রতি, অনেকে (অজ্ঞানান্ধকারে অন্ধ হইয়া) জাতির
 মূলান্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া নানা পথের পথিক হই-
 যাচ্ছেন কিন্তু কেহই যথার্থ পথ বা মূলের নির্ণয় করিতে
 পারিতেছেন না । ৩ তাঁহাদের মধ্যে কেহ পথান্তরেণীত হই-
 যাচ্ছেন, কেহ বা কুপথগামী হইয়াছেন, কেহ বা দিশা-
 হারা হইয়া ইতস্তত পতিত হইতেছেন এবং কেহ কেহ
 কেবল নানা প্রকার বিজ্ঞান করিয়াই বেড়াইতেছেন ।৪

ইহা দর্শন করিয়া কতিপয় দয়াবান্ অম্বষ্ঠবংশীয়
 সদাশয় ব্যক্তি, আমাদিগকে এই আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে,
 তোমরা এমন কোন পুস্তক প্রকাশ কর, যদ্বারা লোকের
 ভ্রমান্ধকার দূরীভূত হইয়া কাল্পনিক লতাপরিত্ত জাতি-

গ্রহঃ কখন যেন বীক্ষিতুমতঃ সর্বে ভবেয়ুঃ কমাঃ
 নানাকাল্লনিকা বৃণোতি লতিকা বজ্জাতিমুমং হি তৎ ॥৫
 অয়মুদয়তি ভাস্মাৎ কাশকো জাতিমিত্রঃ *
 প্রভবতি কুত ঐষৎ কৌস্তভম্য † প্রভাশ্মিন্ ।
 প্রথরক্ষিরণতপ্তা কৌমুদী ‡ মুদ্রিতাস্ত
 প্রপতিততপনাতো দর্পণো § ছঃখহেতুঃ ॥৬॥
 গ্রহঃ সদ্ভিষজাং নিয়োগবশতো যদিপ্যয়ং রাজতে
 অস্মাভীরচিতস্তথাপ্যভিনবস্তস্মাদমুশ্মিন্ কিল ।

মূল, সাধারণ সকল ব্যক্তিরই স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতে পারে ।৫

সেই হেতু এই দীপ্তিকারক জাতিমিত্র * উদিত হই-
 তেছে । এই ক্ষণে ক্ষুদ্রপ্রভ কৌস্তভের † প্রভাব কোথায়
 থাকিবে ? আর রবিকিরণতপ্তা কৌমুদীও ‡ মুদ্রিত
 হউক । এই ক্ষণে সূর্য্যকিরণ পতিত দর্পণবৎ দর্পণও §
 তদবলম্বিগণের স্মৃতিতর ছঃখ হেতুই হইবে ।৬

যদিও এই গ্রহ, কতিপয় বৈদ্যবংশীয় মহাশয়ের
 নির্দেশ ক্রমেই প্রকাশিত হইতেছে, তথাপি ইহা এক
 অভিনব বস্তু বলিয়া ভ্রমসঙ্কুল হইবার বহুল সম্ভাবনা অত-

* সূর্য্য ও এতদ্ গ্রহ ।

† কৌস্তভনামক যণ ও কায়স্থকৌস্তভ গ্রহ ।

‡ শাপলা ও কায়স্থকৌমুদী গ্রহ ।

§ মুকুর ও কায়স্থদর্পণ গ্রহ ।

সদ্বিদ্বেষবিধৌ সমাধিরধুনা সৈঃ সৈর্কির্থেষো গুণৈ-
রস্বাকং চিরবন্ধুভিগুণিবরৈঃ সাহায্যমালস্যতাম্ ॥৭॥

এব ভরসা করি, সাধু ব্যক্তির নিজ নিজ গুণদ্বারা ভ্রম
প্রমাদ সংশোধন করিয়া লইবেন । অপিচ আমাদিগের
চিরপরিচিত গুণিবর বন্ধুগণের নিকট প্রার্থনা যে, তাঁহারা
এই সময়ে সাহায্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত
করেন । ৭

জাতিমিত্র ।

— ০ —

প্রথমভাগ ।

সংপ্রতি কায়স্থ জাতি বিষয়ক আন্দোলন বাহ্যরূপে অনেক স্থানে বিস্তৃত হইতে চলিল । সর্বপ্রথম রাজা রাজনারায়ণ বঙ্গ ভূমিতে এই প্রস্তাবের অবতারণা করেন যে, তাঁহাদের উপনয়নের অধিকার আছে, কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়, তদনুসারে কলিকাতা সিমলা নিবাসী বাবু রাজনারায়ণ মিত্র কতকগুলি সংস্কৃত বচন ও কতকগুলি গ্রন্থের নাম সঙ্কলন করেন । তাহা হইতে কায়স্থকৌস্তভ নামক গ্রন্থের সৃষ্টি হয় । তাহাতে অনেক কায়স্থ উৎসাহিত হন । রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তদ্বিষয়ের অনুমোদন না করিয়া কায়স্থ জাতিকে শূদ্রান্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন । তৎকৃত শব্দ-কল্পদ্রুম অভিধানে প্রথম কায়স্থ শব্দের অর্থ প্রকরণে তাহা স্পষ্টীকৃত রহিয়াছে । তাহাতেই অনেকে ভ্রমোৎসাহ হইয়া অবনত হইয়া পড়েন । বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা বলে পুনর্বার তাহার জীব সঞ্চার করেন । রহস্যসন্দর্ভও কেবল কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় শাখান্তর্গত বলিয়া ক্ষান্ত রহেন নাই । বৈদ্য জাতিরা বল্লাল সেনকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন এবং এতদ্দেশে কাণ্যকুজ হইতে

অনীত সভ্যত্ব ব্রাহ্মণগণ বৈদ্য কর্তৃক সংস্থাপিত ও কোলীন্য মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বৈদ্য জাতির এই চিরপ্রসিদ্ধ গৌরব রহস্য সন্দর্ভ সহ্য করিতে না পারিয়া বল্লাল সেনকে বৈদ্য জাতি হইতে চ্যুত করিয়া ক্ষত্রিয় শাখান্তর্গত কায়স্থ জাতি মধ্যে নিবিষ্ট করাইয়াছেন এবং বৈদ্য জাতির রাজবংশীয় গৌরব ও কোলীন্য মর্যাদা দাতৃত্ব গৌরব অপহরণ করিয়া কায়স্থ জাতিকে তাহার স্বত্বান্ করিতে যত্ন করিয়াছেন। অশ্বর্ষ শব্দের চিরপ্রসিদ্ধ বৈদ্য অর্থের লোপ করিয়া ঐ শব্দের অশ্রুতপূর্ব্ব অর্থ ক্ষত্রিয় শাখান্তর্গত কায়স্থ জাতি বলিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তিনি ঈর্ষ্যা বা ক্রোধের বশবর্তী হইয়া বৈদ্য জাতিকে দংশন করিতেও ক্রটি করেন নাই, বৈদ্য জাতি বর্ণসঙ্কর বিধায় তাহাদের প্রতি “খচ্চর” ইত্যাদি অসম্মত শব্দেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। ইনি নিজ বিদ্যা বুদ্ধির প্রভাবে কতকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত কবিতার অর্থান্তর এবং ভাবান্তর করিয়া সংস্কৃতানভিজ্ঞ যুবকগণকে বল্লাল সেনের জাতিনির্ণয় বিষয়ে সন্ধিগ্ধ চেতা করিয়াছেন।

অল্প দিন হইল, কোন কায়স্থ-প্রধান সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহুবিবাহ প্রথার প্রতিকূলে প্রস্তাব হওয়াতে কোন কোন বহুবিবাহরুচি ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “ব্রাহ্মণ সমাজের উপরে কর্তৃত্ব করিতে কায়স্থ শূত্রের কোন ক্ষমতা নাই, কায়স্থপ্রধান সমাজে ব্রাহ্মণের কর্তব্যাকর্তব্যের বিচার অনধিকার চর্চা হইতেছে” তাহাতে কোন কোন কায়স্থ বলিলেন “রাজা আদিশূর রাজা বল্লাল ক্ষত্রিয়

ছিলেন, বর্তমান কায়স্থ জাতিও ক্ষত্রিয় বংশজাত, ক্ষত্রিয় জাতি চিরকাল সকল সমাজের উপরে কর্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছেন, যখন ব্রাহ্মণেরা আমাদের দ্বারা (ক্ষত্রিয় দ্বারা) আনীত ও প্রতিষ্ঠিত এবং আমরাই (ক্ষত্রিয়েরাই) কুল-মর্যাদা প্রদান করিয়াছি, তখন সেই কুলমর্যাদা অনুসারে বহুবিবাহের কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে।” এই ঘটনার পর অবধিই কোন কোন কায়স্থ যুবক ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে যত্নবান্ হন। কায়স্থ সমাজে ক্রমশঃ উহার আন্দোলন হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে দল বল সংগ্রহ হয়। অপরিচিতবিদ্য গৃহজাত বিজ্ঞেরা আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। কোন কোন স্থানে শাখাসমাজেরও সংস্থাপন হইয়াছে। কোন কোন উচ্চমস্তিষ্ক যুবক আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। তাঁহারা (অজাত পুত্রের নামকরণ) একেবারে গলায় যজ্ঞ-মূত্র তুলিয়া দিয়াছেন, কেহ বা স্বীয় নামের অন্তে ক্ষত্রিয় উপাধি বস্না শব্দের উল্লেখ করিতেছেন। ইহাদের শাস্ত্রবল ও পণ্ডিতবল আছে কিনা অদ্য পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে,—ধনবল, মুখবল, এবং অনভ্যন্তবিদ্য গৃহজাত কৃতবিদ্যবল বিলক্ষণ আছে। এ দিকে কতকগুলি সর্বসম্প্রদায়স্থ বৃদ্ধ ও যুবক উহাদের অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুত-পূর্ব্ব অশুচিত ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া তৎপ্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তন্নিবন্ধন বিবাদ বিসংবাদ দলা-দলি নানাপ্রকার গণ্ডগোল হইতেছে। এইক্ষণে প্রায় অনেক স্থানেই ঐ প্রস্তাবের আন্দোলনের কথা শুনা যায়।

ভাগলপুর অঞ্চলে গবর্ণমেন্টের বিচারালয়ে কায়স্থ জাতির এক পোষ্যপুত্রের মোকদ্দমা উপলক্ষে কায়স্থগণ কোন্ জাতি মধ্যে পরিগণিত এবং তাহাদের দান প্রতি-গ্রহের অধিকার আছে কি না ? পোষ্যপুত্র গ্রহণ কালীন তাহাদের যজ্ঞের প্রয়োজন হইবে কিনা এবং পোষ্যপুত্র গ্রহণের ও দানের মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে কি না ? এই সকল বিষয়ের তর্ক হইয়া কমিসন দ্বারা নানা স্থান হইতে জবানবন্দী গ্রহণ করা হইতেছে, কায়স্থের জাতিবিচারে গবর্ণমেন্টকেও বিলক্ষণ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল ।

কেহ বলেন, কায়স্থ জাতি ত্রাত্য ক্ষত্রিয় সন্তান । ইহাদের সাবিত্রী মন্ত্র ও উপনয়নের অধিকার নাই । কেহ বলেন, ক্রিয়া লোপ হেতু যে সকল ক্ষত্রিয় বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারাই এইক্ষণে কায়স্থ নামে খ্যাত । কেহ বলেন, সগর রাজা কতকগুলি বিপক্ষ ক্ষত্রিয়কে আচারভ্রষ্ট করিয়া তাড়িত করেন, তদবধি যাহারা আচারহীন ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিয়া লুক্কায়িত ছিল, তাহারা এইক্ষণে কায়স্থ নামে খ্যাত । কেহ বলেন, পরশুরামের ভয়ে কতকগুলি ক্ষত্রিয় আচারহীন হইয়া ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিত, তাহারাই কায়স্থ । কেহ বলেন, চন্দ্রসেন রাজার স্ত্রী পরশুরামের ভয়ে দালভ্য মুনির আশ্রমে পলায়ন করেন । তিনি গর্ভবতী ছিলেন । পরশুরাম ঐ গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিবার জন্য মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন । তখন মুনি বলিলেন, গর্ভস্থ সন্তান জননীর কায়ার ভিতরে লুক্কায়িত আছে, অদ্যাবধি উহাকে কায়স্থ বলা গেল, উহাকে আর ক্ষত্রিয় বলা যাইবে না । তদবধি

কায়স্থ জাতির সৃষ্টি । কেহ বলেন, কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণ শরীর হইতে উৎপন্ন যমরাজার মোহরি চিত্রগুপ্তের বংশ । কেহ বলেন, ব্রাহ্মণ পদ হইতে শূদ্রের ন্যায় কায়স্থেরও উৎপত্তি হইয়াছে । কায়স্থ জাতি ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া শূদ্র হইতে উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয় বৈশ্যের তুল্যস্ব লাভ করিয়াছে । কেহ বলেন, কায়স্থ জাতি শূদ্র জাতির মধ্যে পরিগণিত । ইহাদের শূদ্রবৎ আচার ব্যবহার এবং শূদ্রবৎ দ্বিজসেবাই ধর্ম । কেহ বলেন, বৈশ্য ও শূদ্র হইতে যে করণ জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারাই কায়স্থ । এই প্রকার কায়স্থ জাতি বিষয়ে নানা জনে নানা প্রকার বলিতেছে, কোন মতের স্থিরতা নাই, পরস্পর কোন মতের সহিত কোন মতের ঐক্যও নাই । যাহার যেমন ইচ্ছা, সেই তাহাই বলে । কেহ বলেন, অগ্নিপুরাণে প্রমাণ আছে, কেহ বলেন, স্কন্দপুরাণে, কেহ বলেন, মহাভারতে, কেহ বলেন, বিষ্ণুপুরাণে, কেহ বলেন, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, কেহ বলেন, স্মৃতিশাস্ত্রে, কেহ বলেন, তন্ত্রশাস্ত্রে, ইহার প্রমাণ আছে । কেহ কেহ বা “কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন” কায়স্থকৌস্তভ-লিখিত এই শ্লোকাক্ষের উল্লেখ করেন । তদ্বিন্ন কোন বচন প্রমাণ শাস্ত্র কাহারো মুখে শুনা যায় না । ঐ বচন কোন্ গ্রন্থের লিখিত, তাহারও উল্লেখ নাই । কল্পনাদেবীর প্রাসাদাৎ সকলেই বাচস্পতি । কেহ কেহ উপকথাকে মপ্রমাণ করিতেছেন, কেহ কেহ বা কায়স্থ জাতিকে অন্ত্যজ জাতিমধ্যে নিবিষ্ট করিতে চাহেন । উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ বাগাড়ম্বরের সহিত সময়ে সময়ে তুলুল বাক্যযুদ্ধ

হইয়া থাকে । এ সময়ে অনেকেই কায়স্থ জাতির প্রকৃত তত্ত্ব ও বল্লাল সেনের জাতি নিশ্চয় জানিতে সমুৎসুক হইয়াছেন, অতএব কায়স্থ জাতির ও বল্লাল সেনের জাতির নিরূপণ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ যুক্তি প্রভৃতির যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তদান্দোলনে প্রবৃত্ত হইলাম ।

“বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতিঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্ ।
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং ন ভস্য কুর্য্যাদ্ভবচনং প্রমাণম্ ॥”

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বোক্তবচনম্ ।

বেদ সকল প্রমাণ, স্মৃতি সকল প্রমাণ, ধর্ম্মার্থযুক্ত বচন অর্থাৎ পুরাণাদিও প্রমাণ । এই সকল প্রমাণকে অর্থাৎ বেদ স্মৃতি পুরাণাদিকে যে প্রামাণ্য না করে তাহার বাক্যেরও প্রামাণ্য হয় না । তাহা অগ্রাহ্য বাক্য ।

হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে সর্ব প্রধান বেদ, অতএব সর্ব্বাদৌ বেদের প্রামাণ্য, তৎপরে স্মৃতির প্রামাণ্য, তৎপরে পুরাণাদির প্রামাণ্য । ব্যাস বলিয়াছেন ।

“ঋতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে ।

তত্র শ্রোতং প্রমাণং হি তয়োদ্বৈধে স্মৃতির্করা ॥”

ঋতি স্মৃতি পুরাণের যে স্থলে বিরোধ দেখা যায় সেখানে ঋতিরই প্রামাণ্য । যেখানে স্মৃতির ও পুরাণের দ্বৈধ অর্থাৎ বিরোধ হয়, সেখানে স্মৃতি শ্রেষ্ঠা ।

স্মৃতির মধ্যে সর্ব্বস্মৃতি অপেক্ষা মনুস্মৃতি প্রশস্তা ।

যদাহ পরাশরঃ ।

“ন কশ্চিদ্বেদকর্তা চ বেদস্মৃতা চ তুমুখঃ ।

তথৈব ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্লাস্তরাস্তরে ॥”

বেদের কৰ্ত্তা কেহ নাই, ব্রহ্মা বেদের স্মরণ করিয়াছেন, এই প্রকার বেদ হইতে কল্লান্তরে কল্লান্তরে মনু ধর্ম্মের স্মরণ করিয়াছেন ।

“ বেদার্থোপনিবন্ধ্ত্বাং প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্ ।
মন্মর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন’প্রশস্যতে ॥”

ইতি বৃহস্পতিঃ ।

মনু বেদার্থের উপনিবন্ধন করিয়াছেন, অতএব সর্ব স্মৃতি অপেক্ষা মনুস্মৃতির প্রাধান্য । মন্মর্থের বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশস্তা নহে । ঐতিহ্যেও বলিয়াছেন । মনুর্বে যৎকিঞ্চিদবদৎ তদ্র্যমজং ভেষজতায়াম্ ।

ইত্যাदि ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন বিষয়ের বিবাদ বা সন্দেহ উপস্থিত হইলে ঐতিহ্য স্মৃতি পুরাণাদি দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতে হয় । তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঐতিহ্যের প্রামাণ্য, তদভাবে স্মৃতির প্রামাণ্য । সেই স্মৃতির মধ্যেও সর্ব স্মৃতি অপেক্ষা মনুস্মৃতির প্রামাণ্য । স্মৃতির অভাবে পুরাণের প্রামাণ্য, পুরাণ দ্বারাও বাহার মীমাংসা না হয়, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে প্রাচীন প্রসিদ্ধ বাক্য, তদভাবে চির প্রচলিত সর্বজন মানিত কিংবদন্তী, তদভাবে বিশেষ বিশেষ যুক্তির অবলম্বন করিতে হয় । আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি, কায়স্থেরা কোন্ জাতির অন্তর্নিবিষ্ট এবং বল্লাল সেন কোন্ জাতি ছিলেন, তদুপলক্ষে

বঙ্গদেশের নানা স্থানে নানাপ্রকার তর্ক ও অনেকের সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে । আমরা যতদূর পারি শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব । সেই প্রতিজ্ঞানুসারে আমরা প্রথম শ্রুতির) তৎপরে স্মৃতির (স্মৃতির মধ্যেও প্রথম মনুস্মৃতির তৎপরে যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতির, তৎপরে পুরাণের, তৎপরে তন্ত্রের, তৎপরে প্রাচীন প্রসিদ্ধ বচনাবলী, তৎপরে প্রচলিত সর্ব-মর্মান্বিত কিংবদন্তীর, তৎপরে বিশেষ বিশেষ যুক্তির অবলম্বন করিয়া প্রথম বর্ণ চতুর্ষয়ের নিরূপণ, তৎপরে বর্ণ-সঙ্কর জাতির নিরূপণ, তাহাদিগের আচার ব্যবহার, কায়স্থ শব্দের অর্থ ও শ্রেণী বিভাগ, আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণ শূত্রের আনয়ন রত্নাস্ত্র, বল্লাল সেনের জাতি নিরূপণ, অর্থাস্ত্র গৃহীত এবং ভাবাস্ত্র গৃহীত প্রাচীন সংস্কৃত বচনগুলির প্রকৃত অর্থ ও ভাব গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম ।

তত্রাদৌ শ্রুতিঃ ।

“ ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যকৃতঃ ।

উক তদস্য যদৈশ্যঃ পদ্মাং শূত্রোহজায়ত ॥ ”

সৃষ্টিকর্তার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, পদদ্বয় হইতে শূত্র জন্মিয়াছে । অর্থাৎ সর্ব প্রধান ব্রাহ্মণ, বেদাধ্যাপনাদি ধর্ম, তন্মূ্যন ক্ষত্রিয়, অস্ত্র শস্ত্রাদি ধারণ যুদ্ধ বিগ্রহাদি ধর্ম, তন্মূ্যন বৈশ্য, কৃষি বাণিজ্য পশুপালন ধর্ম, তন্মূ্যন শূত্র, দ্বিজাতির পদ সেবাদি

ধর্ম ; অতএব ইহাদের উৎপত্তি মুখ, বাহু, উরু, পাদ হইতে কল্পিত হইয়াছে ।

কেহ কেহ বলেন, সর্ব শক্তিমান্ পরমেশ্বর সৃষ্টির প্রথমে ব্রাহ্মণাদির লিঙ্গশরীর দৈবী শক্তি দ্বারা নির্মাণ করিয়াছেন। উক্ত প্রমাণ স্থূল শরীর বিষয়ক নহে। ঐশ্বর্য্যদ্বারা কেবল এইমাত্র সপ্রমাণ হইতেছে যে, সৃষ্টিকর্তার মুখ, বাহু, উরু ও পাদহইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই বর্ণ-চতুষ্টয় মাত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কায় হইতে অন্য কোন বর্ণের উৎপত্তির প্রমাণ ঐশ্বর্য্যে পাওয়া যায় না, স্তরাং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র ভিন্ন যত জাতি আছে, তাহারা বর্ণসঙ্কর। মনু বলিয়াছেন।

“লোকানাস্তু বিরুদ্ধার্থং মুখবাহুরুপাদতঃ ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ঃ বৈশ্যঃ শূদ্রঃ নিরবর্তয়ৎ ॥”

ভগবান্ স্রষ্টা লোক বৃদ্ধির জন্য মুখ বাহু উরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের সৃষ্টি করিয়াছেন ।

“ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতিয়ঃ ।

চতুর্থ একজাতিস্ত শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ ।”

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি অর্থাৎ এই বর্ণত্রয়ের উপনয়নাদি সংস্কার আছে। অতএব ইহার দ্বিজশব্দ বাচ্য। চতুর্থ বর্ণ শূদ্র, ইহার উপনয়ন নাই, অতএব ইহাকে * দ্বিজাতি না বলিয়া এক জাতি বলা গেল। পঞ্চম

* বাহাদের উপনয়ন সংস্কার আছে তাহাদিগকে দ্বিজ বা দ্বিজাতি কহে, বাহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই, তাহাদিগকে একজ বা একজাতি কহে ।

বর্ণ নাই। ইহার তাৎপর্য এই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ভিন্ন যত জাতি আছে, তাহারা বর্ণ শব্দ বাচ্য নহে, উহাদিগকে বর্ণসঙ্কর বা সঙ্কর জাতি কহে।

“সর্ববর্ণেষু তুল্যাম্ পত্নীষু কৃতযোনিষু।

আনুলোম্যেন সন্তু তা জাত্যা জেয়াস্তএব তে।”

মনুঃ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই সকল বর্ণ হইতে অক্ষত যোনি বিবাহিতা তুল্যা (সমানবর্ণা) পত্নীতে আনুলুমিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্যদ্বারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা বৈশ্যাতে, শূদ্রদ্বারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা শূদ্রাতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা সেই ব্রাহ্মণ বর্ণ, ক্ষত্রিয় বর্ণ, বৈশ্য বর্ণ, শূদ্রবর্ণ ই হইয়াছে। যাহারা অসমান বর্ণেতে যথা—ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা বৈশ্যাতে, ইত্যাদিরূপে জন্মিয়াছে, তাহারা সেই সেই বর্ণ বা সেই সেই জাতি হইতে পারে নাই, এবং যাহারা অক্ষতযোনি বিবাহিতা স্ত্রীতে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে নাই অর্থাৎ অন্য পুরুষ কর্তৃক বিবাহিতা স্ত্রীতে সমান বর্ণ দ্বারাও যে সকল ঃ জারজ গোলক প্রভৃতি

‡“অমৃতে জারজঃ কুণ্ডো মৃতে ভর্তরি গোলকঃ।” স্বামীর মৃত্যু না হইতে অন্য পুরুষ দ্বারা যে সন্তান জন্মে তাহাকে জারজঃ এবং কুণ্ড কহে। স্বামীর মৃত্যু হইলে অন্য পুরুষ দ্বারা যে সন্তান জন্মে তাহাকে গোলক কহে।

সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা পিতৃ মাতৃ বর্ণ হয় নাই, তাহা-
দিগকেও বর্ণসঙ্কর বা পিতৃ মাতৃ জাতি হইতে বিভিন্ন
জাতি জানিতে হইবে।

তৎপ্রমাণং যথা কুল্লুকভট্টোক্তদেবগবচনম্।

“ দ্বিতীয়েন তু যঃ পিত্রা সর্বণ্যাং প্রজায়তে।

অবাবট ইতি খ্যাতঃ শূদ্রধর্ম্যঃ স জাতিতঃ। ১।

ব্রতহীনো ন সংস্কার্যাঃ স্বত্ত্বাস্বপি যে স্মৃতাঃ।

উৎপাদিতাঃ সর্বণেন ব্রাত্যা ইব বহিকৃতাঃ। ২।

সর্বণাতেও দ্বিতীয় পিতা দ্বারা অর্থাৎ যিনি যথাবিধান
ক্রমে অক্ষতযোনি পত্নী রূপে গ্রহণ না করিয়াছিলেন,
তাহাদ্বারা যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান অবাবট নামে
খ্যাত এবং শূদ্রধর্ম্য। ১

যে সকল সন্তান ব্রতহীন, সংস্কারহীন এবং যাহারা
অন্যস্ত্রীতে উৎপাদিত, তাহারা সর্বণদ্বারা (সমানবর্ণদ্বারা)
উৎপন্ন হইলেও ব্রাত্যের ন্যায় (পতিতের ন্যায়) বহিকৃত। ২

“ সর্বণেভ্যঃ সর্বণাস্থ জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।

অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্জনাঃ।

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

সমানবর্ণ হইতে সমানবর্ণা স্ত্রীতে অনিন্দ্য বিবাহজাত
যে সকল সন্তান, যথা ব্রাহ্মণ দ্বারা যথাবিহিত অক্ষত-
যোনি বিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা যথাবিহিত অক্ষত-
যোনি বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্য দ্বারা যথাবিহিত অক্ষত-
যোনি বিবাহিতা বৈশ্যাতে এবং শূদ্র দ্বারা বিবাহিতা
শূদ্রাতে যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই পিতৃ-
জাতি মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইয়া বংশ বর্দ্ধক হইয়াছে।

সমানবর্ণাশ্চ পুত্রাঃ সমানবর্ণা ভবন্তি ।

অনুলোমাশ্চ মাতৃবর্ণাঃ । প্রতিলোমাস্বার্য্যধর্ম্মবিগহিতাঃ ॥

বিষ্ণুসংহিতা ।

সমানবর্ণ দ্বারা সমানবর্ণা স্ত্রীতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা সমানবর্ণ হইয়াছে । যথা ব্রাহ্মণদ্বারা ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণবর্ণ, ক্ষত্রিয়দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয়বর্ণ, বৈশ্যদ্বারা বৈশ্যাতে বৈশ্যবর্ণ, শূদ্রদ্বারা শূদ্রাতে শূদ্রবর্ণ হইয়াছে । অনুলোমা স্ত্রীতে (উচ্চ জাতীয় পুরুষদ্বারা নীচ-জাতীয়া স্ত্রীতে) যথা ব্রাহ্মণদ্বারা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা বা শূদ্রাতে, ক্ষত্রিয়দ্বারা বৈশ্যা বা শূদ্রাতে, বৈশ্যদ্বারা শূদ্রাতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা মাতৃধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে । প্রতিলোমা স্ত্রীতে (নীচ জাতীয় পুরুষ দ্বারা উচ্চ জাতীয়া স্ত্রীতে) যথা ক্ষত্রিয়দ্বারা ব্রাহ্মণীতে বা বৈশ্য দ্বারা ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণীতে, শূদ্রদ্বারা বৈশ্যা ক্ষত্রিয়া বা ব্রাহ্মণীতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা আর্য্যধর্ম্ম বিগহিত অর্থাৎ দ্বিজাতির বহির্ভূত উপনয়নাদি সংস্কারের অযোগ্য নির্দিত সন্তান ।

উল্লিখিত স্মৃতি-বচনসমূহ দ্বারা কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তির কথা কথিত হইল ।

ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয় ভিন্ন অন্য জাতির বর্ণত্ব প্রতিপাদন কিংবা ব্রহ্মার কায় হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উৎপত্তি ভিন্ন কায়স্থ বর্ণের উৎপত্তি ত্রুটি স্মৃতিদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে না এবং কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়বর্ণাভিধায়ক প্রমাণও পাওয়া যায় না ।

অথানুলোমজাতয়ঃ ।

পূর্বের বর্ণচতুর্ক্যের আনুক্রমিক সমানবর্ণজাত, সমজাতীয় সন্তানের কথা উল্লেখ হইয়াছে । অধুনা অসমান-বর্ণজাত, অসমান জাতি প্রাপ্ত বর্ণসঙ্কর অনুলোমজ সন্তানগণের কথার উল্লেখ হইতেছে ।

“ স্ত্রীষ্মনন্তরজাতাস্থ দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সন্তান্ ।
সদৃশানেব তানাহ্নমাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥ ”

মন্তুঃ ।

দ্বিজাতি দ্বারা অনন্তর জাতীয়া পত্নীতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে বৈশ্যাতে, ক্ষত্রিয় দ্বারা বৈশ্যাতে এবং বৈশ্যদ্বারা শূদ্রাতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা মাতৃদোষ বিগর্হিত অর্থাৎ মাতা হীন জাতি হইলেও পিতৃজাতি সদৃশ । পিতৃ সদৃশ বলার তাৎপর্য এই যে, পিতৃ-সমানজাতি না হইয়া পিতৃজাতি অপেক্ষা নিকট, মাতৃজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাতৃ পিতৃ জাতি হইতে পৃথক্ একজাতি হইবে । যথা ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, ক্ষত্রিয়-দ্বারা বৈশ্যাতে মাহিষ্য, বৈশ্য দ্বারা শূদ্রাতে করণ জাতি হইয়াছে ।

“ ব্রাহ্মণাঽদৈশ্যকন্যায়াম্ অশ্বষ্ঠো নাম জায়তে ।

নিষাদঃ শূদ্রকন্যয়াঃ যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ”

মন্তুঃ ।

ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে অশ্বষ্ঠ, (বৈদ্য)
ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে নিষাদ জন্মিয়াছে।
নিষাদ জাতির অপর নাম পারশব ।

“কত্রিয়াচ্ছূদ্র কন্যায়াং কুরাচারবিহারবান্ ।

কত্রশূদ্রবপুজন্তুরুগ্ৰৌ নাম প্রজায়তে ॥”

মমুঃ ।

কত্রিয় হইতে বিবাহিতা শূদ্রাতে ক্রুরচেষ্ঠ ও নির্ধূর-
কর্মনিরত কত্র শূদ্র স্বভাব উগ্রজাতি (আণ্ডরি জাতি)
জন্মিয়াছে ।

“বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতেবর্ণয়ে।দ্বয়োঃ ।

বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়্ভেতেহপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥”

মমুঃ ।

ব্রাহ্মণের কত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এই তিন বর্ণেতে, কত্রি-
য়ের বৈশ্য শূদ্র, এই দুই বর্ণেতে, বৈশ্যের শূদ্র এই এক
বর্ণেতে জাত যে ছয় সম্ভান, তাহারা সর্বজাত পুত্র
অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে ।

“বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি কত্রিয়ায়াং বিশস্ত্রিয়ান্ ।

অশ্বষ্ঠঃ শূদ্রায়াং নিষাদৌ জাতঃ পারশবোহপি বা ॥

বৈশ্যাশূদ্র্যোস্ত্ব রাজন্যাং মাহিষ্যাগ্ৰৌতথা হৃতৌ ।

বৈশ্যাশূদ্র্য করণঃ শূদ্রায়াং বিশাস্থেষ বিধিঃ স্মৃতাঃ ॥”

যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।

ব্রাহ্মণ হইতে বিবাহিতা কত্রিয়াতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত,
বিবাহিতা বৈশ্যাতে অশ্বষ্ঠ, বিবাহিতা শূদ্রাতে নিষাদ
(পারশব) জন্মিয়াছে । কত্রিয় হইতে বিবাহিতা বৈশ্যাতে

মাহিষ্য, বিবাহিতা শূদ্রাতে উগ্র, (আগুরি) বৈশ্য হইতে
বিবাহিতা শূদ্রাতে করণ জাতি জন্মিয়াছে ।

“ মাহিষ্যেণ করণাস্ত রথকারঃ প্রজায়তে ।

অসংসস্তস্ত বিজেরাঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ ॥”

মাহিষ্য দ্বারা করণীতে রথকার জাতির জন্ম, প্রতিলোম
ক্রমে (মীচ জাতি দ্বারা উচ্চ জাতিতে, যাহাদের জন্ম,
তাহারা অসং (নিন্দিত জাতি) অনুলোম ক্রমে (উচ্চ
জাতি দ্বারা নীচ জাতিতে) যাহাদের জন্ম, তাহারা সং
(অনিন্দিত) জাতি ।

“শূদ্রায়াং বৈশ্যতশ্চৈর্য্যাং কটকার ইতি স্মৃতঃ ।”

উশনঃসংহিতা ।

বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে কটকার জাতি জন্মিয়াছে ।
দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের) শূদ্র কন্যা বিবাহ
প্রশস্ত নহে, উহা নিন্দিত ।

যদাহ ব্যাসঃ ।

“ ন চ শূদ্রাং দ্বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ববর্ণজাম্ ।”

দ্বিজেরা শূদ্রকন্যা বিবাহ করিবে না এবং নীচ
বর্ণেরা উচ্চ বর্ণের কন্যা বিবাহ করিবে না । তাদৃশ বিবাহই
অপ্রশস্ত (নিন্দিত) ।

অথ প্রতিলোমজাতয়ঃ ।

“ক্ষত্রিয়াধিপ্ৰকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ ।

বৈশ্যাম্মাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাক্ৰনাস্তৌ ॥

শূদ্ৰাদায়োগবঃ ক্ৰতা চণ্ডালশ্চাধমো নৃণাম্ ।

বৈশ্য-রাজন্য-বিপ্রাশ্চ জায়ন্তে বৰ্ণসঙ্করাঃ ॥”

মন্ত্ৰঃ ।

ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ কন্যাতে সূত জাতি, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়াতে, মাগধজাতি, ব্রাহ্মণীতে বৈদেহজাতি,* শূদ্ৰ দ্বারা বৈশ্যাতে আয়োগব, ক্ষত্রিয়াতে ক্ৰতা, ব্রাহ্মণীতে নরাগম চণ্ডাল জন্মিয়াছে । ইহারা সকলেই বৰ্ণসঙ্কর ।

“তত্র বৈশ্যাপুত্রঃ শূদ্ৰেণায়োগবঃ ।

মাগধকৃত্যরৌ ক্ষত্রিয়াপুত্রৌ বৈশ্যশূদ্ৰাভ্যাম্ ।

চণ্ডাল-বৈদেহক-সুতাশ্চ ব্রাহ্মণাপুত্রাঃ শূদ্ৰবিট্ক্ষত্রিয়ৈঃ ।

সঙ্করসঙ্করাশ্চাসংখ্যেয়াঃ । বিযুঃসংহিতা ।

শূদ্ৰদ্বারা বৈশ্যাপুত্র আয়োগব, বৈশ্য শূদ্ৰদ্বারা ক্ষত্রিয়া-
পুত্র মাগধ ক্ৰতা, শূদ্ৰ বৈশ্য ক্ষত্রিয় দ্বারা ব্রাহ্মণী পুত্র
চণ্ডাল, বৈদেহ, সূত, জন্মিয়াছে এবং পরস্পর বৰ্ণসঙ্কর
দ্বারা অসংখ্যেয় বৰ্ণসঙ্কর জন্মিয়াছে ।

* বৈদেহ জাতিকে কেহ কেহ বণিক্ জাতিবিশেষ বলিয়া
নির্দিষ্ট করেন ।

✦ “ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য-শূর্যো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ।

তেষাং জন্ম দ্বিতীয়ন্ত বিজ্ঞেয়ং মৌঞ্জিবন্ধনম্ ॥”

শঙ্খসংহিতা ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি, মৌঞ্জি-
বন্ধন (উপনয়ন) ইহাদের দ্বিতীয় জন্ম, দুইবার জন্ম
হয় অতএব দ্বিজ এবং দ্বিজাতি বলা যায় ।

তথাহি বশিষ্ঠঃ ।

✦ “মাতুরাগে বিজ্ঞননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে ।

তদ্রাস্য মাতা সাবিত্রী পিতা দ্বাচার্য্য উচ্যতে ॥”

মাতা হইতে প্রথম জন্ম হয়, মৌঞ্জিবন্ধনে (উপনয়নে)
দ্বিতীয় জন্ম হয়, সেই উপনয়নস্বরূপ দ্বিতীয় জন্মে
সাবিত্রী মাতা, আচার্য্য পিতা ।

“সজ্জাতিজানন্তুরজাঃ ষট্ স্ততা দ্বিজধর্ম্মিণঃ ।

শূদ্রাণাম্ভ সপশ্মাণঃ সর্কেঃ পশ্বঃ সজাঃ স্মৃতাঃ ॥”

মনুঃ ।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীজাত সন্তান, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াজাত
সন্তান, বৈশ্যের বৈশ্যাজাত সন্তান, এই তিন এবং ব্রাহ্মণ
হইতে ক্ষত্রিয়াজাত, বৈশ্যাজাত, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য
জাত, এই তিন দ্বিজাতি দ্বারা সজাতিয়াজাত এবং অনু-
লোম জাত উক্ত ছয় সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী । উপনয়নাদি
সংস্কারহ' । দ্বিজ শব্দ বা ১ দ্বিজাতিদ্বারা প্রতিলোম জাত
সন্তান অপশ্বঃসজ সন্তান সকলেই শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী উপ-
নয়নাদি ক্রিয়ারহিত ।

“পুত্রা যেহনন্তরজীজ্ঞাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজম্ভনাম্ ।

তাননন্তরনারস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে ॥”

মমুঃ ।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে একান্তর জাত মূর্খাভিষিক্ত জাতি, দ্যন্তরজাত অশ্বষ্ঠ জাতি, এবং ক্ষত্রিয় হইতে একান্তর দ্যন্তর অনুলোম সন্তান, বৈশ্য হইতে একান্তর জাত অনুলোমজসন্তান, মাতৃ পিতৃ ব্যতিরিক্ত সংকীর্ণ জাতি হইলেও মাতৃজাতিতে ব্যপদেশ অর্থাৎ মাতৃজাতির সংস্কারাদি ধর্ম প্রাপ্ত ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, এই তিন দ্বিজাতির অনুলোমজ সন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাতে, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে জাত সন্তান অপেক্ষা দ্বিজাতির প্রতিলোমজ সন্তান কিঞ্চিৎ হীন হয়, অতিশয় গর্হিত নহে । কিন্তু শূদ্র প্রতিলোমজ সন্তানেরা অর্থাৎ শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে ক্ষত্রিয়াতে ও ব্রাহ্মণীতে জাত সন্তানেরা ক্রমশঃ নিতান্ত গর্হিত । ইহা মনুতে কথিত হইয়াছে ।

ব্রাহ্মণ হইতে উগ্র কন্যাতে আরুত নামক জাতি, অশ্বষ্ঠ কন্যাতে আভোর জাতি, আয়োগবীতে ধিগ্ধ জাতি, নিষাদ হইতে শূদ্রকন্যাতে পুরুসজাতি * শূদ্র হইতে নিষাদ কন্যাতে কুঙ্কটক জাতি, ক্ষত্ৰ হইতে উগ্রা স্ত্রীতে স্বপাক জাতি, বৈদেহ হইতে অশ্বষ্ঠকন্যাতে বেণ জাতি, এই সকল বর্ণসঙ্কর মনুতে উক্ত হইয়াছে ।

* চণ্ডালসদৃশ জাতিবিশেষ ।

উশনা কহেন, ক্ষত্রিয়াতে শূদ্রদ্বারা চৌর্য্যক্রমে রঞ্জক জাতির উৎপত্তি । রঞ্জক জাতি হইতে চৌর্য্যক্রমে বৈশ্য-কন্যাতে নর্ত্তক জাতির উৎপত্তি । ইহাদিগের অপর নাম গায়ক । অধুনা উহারা নর জাতি বলিয়া বিখ্যাত । শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে অপর এক বৈদেহিক জাতির উৎপত্তি হয় । ইহাদের রুতি অজ, মহিষ, গো পালন করিয়া দধি ক্ষীর স্নাত তক্রের বিক্রয় । চণ্ডাল হইতে বৈশ্য কন্যাতে শপচ জাতির উৎপত্তি । উহারা কুকুরমাংস ভক্ষণ করে ।

“দ্বিজাতয়ঃ সর্বণামু জনয়ন্ত্যত্র হাংস্তু যান্ ।

তান্ সাবিদ্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দেশেৎ ১১॥

ব্রাত্যাত্তু জায়তে বিপ্রাং পাপায়্যা ভূর্জকণ্টকঃ ।

আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ ১২॥

বল্লো মল্লশচ রাজন্যাং ব্রাত্যামিচ্ছিবিরেব চ ।

নটশচ করণশৈচব খমো দ্রবিড় এব চ ১৩॥”

মনুঃ ।

দ্বিজাতির পরিণীতা সর্বণাতে যে পুত্র উৎপাদন করেন, উহারা যদি উপনয়ন সংস্কার বিহীন হয়, তবে ঐ সন্তান-দিগকে ব্রাত্য বলে । ইহারা প্রতিলোমজ পুত্রের ন্যায় পুত্রকার্য্যে অক্ষম, অতএব ইহাদিগকে প্রতিলোমজ প্রকরণে বলা হইল । ১ । ব্রাত্য ব্রাহ্মণ হইতে সর্বণা স্ত্রীতে পাপায়্যা ভূর্জকণ্টক জাতি জন্মিয়াছে । দেশভেদে ইহাদিগকে আবন্ত্য বাটধান, পুষ্পধ, শৈখ জাতি কহে । ২ । ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে সর্বণা স্ত্রীতে বল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খম, দ্রবিড় এই সকল সন্তান জন্মিয়াছে । ৩

এই প্রকার ত্রাত্য বৈশ্য হইতে স্ত্রধন্যচার্য, কারুণ্য, বিজ্ঞান্য, মৈত্র, সান্ত্বিত জাতি জন্মিয়াছে, এবং দম্য জাতি হইতে আয়োগবী স্ত্রীতে সৌরিন্দ্র, বৈদেহ জাতি হইতে মৈত্রের জাতি জন্মিয়াছে। নিষাদ জাতি হইতে আয়োগ-বীতে কৈবর্ত জাতি জন্মিয়াছে। তাহার অপর নাম দাস জাতি। নিষাদ হইতে বৈদেহী স্ত্রীতে বারাবর নামক চর্ম্মচ্ছেদনকারী জাতি, (চর্ম্মকার জাতি) বৈদেহ হইতে কারাবর স্ত্রীতে অন্ধ জাতি, নিষাদ স্ত্রীতে মেদ * জাতি উৎপন্ন হয়। ইহার গ্রামের বাহিরে বাস করে। চণ্ডাল হইতে বৈদেহ স্ত্রীতে পাণ্ডু সোপাক জাতি, নিষাদ হইতে আহিণ্ডক জাতি † নিষাদ দ্বারা শূদ্রাণীতে পুন্স জাতি, চণ্ডাল দ্বারা পুন্সীতে সোপাক জাতি, চণ্ডালদ্বারা নিষাদী স্ত্রীতে অন্ত্যাবসায়ী (মুর্দারফরাস) জাতি জন্মে। ইহার চণ্ডাল হইতেও নিকৃষ্ট।

মম্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে এই প্রকার কতকগুলি উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর বিবৃত আছে, এবং ঐ সকল গ্রন্থে ইহা উক্ত আছে, যে সকল বর্ণসঙ্কর জাতি গ্রন্থে বর্ণিত না হইল এবং যে সকল বর্ণসঙ্কর জাতি প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে, আচার ব্যবহার দ্বারা তাহাদের জাতির নিরূপণ করিতে হইবে।

অধ্যয়ন, অধ্যাপন, বজ্রন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, এই

* স্নেহবিশেষ।

† ইহাদের কার্য্য রক্ষক (২০ রী)।

ছয়টি ব্রাহ্মণের কর্ম । অধ্যয়ন, যজন, দান, শাস্ত্রাঙ্গধারণ, প্রজা-
রক্ষা, এই সকল ক্ষত্রিয় কর্ম । অধ্যয়ন, যজন, দান, কৃষি-
কর্ম, গো প্রভৃতি পশু পালন, বাণিজ্য, কুসীদ (সুদ গ্রহণ)
প্রাণিপোষণ, এই সকল বৈশ্য কর্ম । ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের
সেবা, সর্ব প্রকার শিল্প কর্ম, কারু কর্ম (পাকক্রিয়ার
অনুকূল কাষ্ঠ তক্ষণাদি কার্য্য) এই সকল শূদ্রের কর্ম ।
ইহা মনু, অত্রি, বিষ্ণু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হই-
য়াছে ।

← ‘সুতানামশ্বসারথ্যমশ্বষ্ঠানং চিকিৎসিতম্ ।

বৈদেহকানাং স্ত্রীকার্য্যং মাগধানাং বণিকৃপথঃ ॥’

মনুঃ ।

সুত জাতির অশ্ব সারথ্য বৃত্তি, অশ্বঠের (বৈদ্য জাতির)
চিকিৎসা বৃত্তি, বৈদেহ জাতির অন্তঃপুর রক্ষা বৃত্তি, মাগধ
জাতির স্থল পথে বাণিজ্য বৃত্তি ।

উশনঃসংহিতায় উক্ত আছে ।

‘‘বৈশ্যায়াং বিপিনা বিপ্রাং জাতৌ হ্যশ্বষ্ঠ উচ্যতে ।

কুষ্যাজীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ ॥

সজ্জিনী জীবিকা বাপি চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ ।’’

ব্রাহ্মণ হইতে বিধিপূর্ব্বক বৈশ্যা স্ত্রীতে জাত সন্তান
অশ্বষ্ঠ জাতি । কৃষি, আগ্নেয়, সেনাপত্য, চিকিৎসা, এই
সকল তাঁহার বৃত্তি ।

নিবাদজাতির * মৎস্য বধ রুত্তি, আয়োগব জাতির কাষ্ঠতক্ষণ রুত্তি, মেদ জাতি ও অন্ধু জাতির আরণ্য পশু হিংসা রুত্তি, ক্ষত্ৰা উগ্র ও পুঙ্কস জাতির বিল মধ্যে গোধা প্রভৃতির বধ বন্ধন রুত্তি, দ্বিধ্বজ জাতির চক্ষু নিৰ্ম্মাণ রুত্তি, বেণ জাতির করতাল ও মৃদঙ্গাদি বাদ্য বাদন রুত্তি, চণ্ডাল ও শূপচ প্রভৃতি জাতিরা রাজাজ্ঞানুসারে বধ্য ব্যক্তির বধ করিবে, অনাথ শব সকল গ্রাম হইতে বাহির করিবে, শবের বস্ত্র শয্যা প্রভৃতি গ্রহণ করিবে। গর্দভ ও কুকুর ইহাদিগের ধন। সৈরিকু জাতির উচ্ছিক্ত ভক্ষণাদি দাস-কৰ্ম্ম, রহিত কেশ রচনাদি এবং অঙ্গসম্মাহনাদি দাসরুত্তি এবং দৈবকার্য্য পিতৃকার্য্য ও ঔষধনির্মিত পাশ বন্ধনদ্বারা যুগ-বধ রুত্তি, মৈত্রেয় জাতির রুত্তি মধুরভাবী হইয়া প্রাতঃকালে ঘণ্টা বাজাইয়া রাজাদিগের স্তব করা, দাস জাতির (কৈবৰ্ত্ত জাতির) নৌরুত্তি। পাণ্ডুমোপাক জাতির বেণু ব্যবহার রুত্তি। অন্ত্যাবসায়দিগের শ্মশান রুত্তি। ইহা মনু বলি-
য়াছেন।

১ “রঙ্গাবতরণমায়োগবানাং ব্যাপতা পুঙ্কসানাং স্থতিক্রিয়া
মাগধানাং বধ্যঘাতিত্বং চণ্ডালানাং অশ্বসারথ্যং সূতানাম্।”

ইতি বিষ্ণুঃ।

আয়োগব জাতির রঙ্গাবতরণ,† পুঙ্কস জাতির ব্যাপ কৰ্ম্ম,

* নিষাদ জাতিকে কেহ চণ্ডালবিশেষ কহেন, কেহ বা ভিল্লাদি
জাতিবিশেষ কহেন, কেহ কেহ দ্বীবরবিশেষ কহেন।

† অভিনয়স্থলে নটের কার্য্য করণ অথবা নৃত্যগীতাদি স্থলে
রঙ্গাবতরণ।

মাগধ জাতির স্তুতিক্রিয়া, চণ্ডাল জাতির বধ্যবাতিহ, নৈদেহ জাতির স্ত্রীরক্ষা, সূত জাতির অশ্বসারথ্য রুত্তি। উশনা কহেন, পুন্ড্র জাতির মধু ও মদ্য ব্রহ্মসায়।

“হস্তাশ্বরথশিক্ষা অস্ত্রধারণমুর্দ্ধাভিষিক্তানাং নৃত্যগীত-
নক্ষত্রজীবনং শস্যরক্ষা চ মাহিষ্যাণাং দ্বিজাতি-শুশ্রূষা
ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবা তুর্গাস্তঃপুররক্ষা চ পারশবোগ্র-
করণানাম্।”

ইতি কুল্লকভট্টোক্ত-উশনসৌক্ত-প্রমাণম্।”

হস্তি অশ্ব রথ শিক্ষা অস্ত্রধারণ মুর্দ্ধাভিষিক্তের রুত্তি, নৃত্য গীত গণনা শস্য রক্ষা মাহিষ্যের রুত্তি। দ্বিজাতির শুশ্রূষা, ধনধান্যের অধ্যক্ষতা রাজসেবা এবং তুর্গারক্ষা ও অন্তঃপুর রক্ষা, পারশব উগ্র ও করণ জাতির রুত্তি।

মহাদি শাস্ত্রে এই প্রকার সঙ্করাসঙ্কর জাতি ও তাহাদের রুত্তি নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু আমরা মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাত্নবক্ষ্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্ক, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ, এই বিংশতি ঋষি প্রণীত বিংশতি স্মৃতিসংহিতায় বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম, এবং কতকগুলি সংস্কৃত বচন, কতকগুলি সংস্কৃত বচনের অর্থ মাত্র, কতকগুলি সংস্কৃত বচনের ভাবার্থ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকেও বিরক্ত করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন কিংবা ব্রাহ্মণ কায় হইতে কায়স্থের উৎপত্তির প্রতিপাদন করিতে পারি-

লাম না । ক্ষত্রিয় পর্যায়ক কোন শব্দে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ নাই এবং কোন স্মৃতি গ্রন্থে কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলে না । অতএব ইহাই স্থির হইতেছে যে, ব্রহ্মার কায় হইতে কায়স্থ নামক কোন জাতি বিশেষের উৎপত্তি হইয়াছে কিংবা কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় শাখা, ইহা ঋতি স্মৃতি দ্বারা প্রমাণ হয় না । অথচ এ কথাও সম্ভবপর নহে যে, যে স্মৃতি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ অবধি চণ্ডাল, মূরদার ফরাস পর্যন্ত কীর্তিত হইয়াছে, তাহাতে হবিষ্যাত, বিস্মৃত, দ্বিজাতিসমাজে প্রচলিত একটি জাতি বিশেষের উৎপত্তির ও বৃত্তির কীর্তন হয় নাই ।

আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, স্মৃতিশাস্ত্রে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ নাই, কেবল এইমাত্র বলিতেছি, স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয় না যে, কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়, কিংবা ব্রহ্মার কায় হইতে কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে । আমরা এ কথা ভূয়োভূয়ঃ স্বীকার করিতেছি, স্মৃতি শাস্ত্রের অনেক স্থানে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ আছে এবং তদ্বারা কায়স্থ জাতি যে বর্ণসঙ্কর ও নিকৃষ্ট জাতি তাহা প্রমাণিত হইতেছে ।

তৎপ্রমাণং যথা ব্যাসসংহিতায়াম্ ।

২ “বর্দ্ধকৌ নাপিতৌ গোপ আশাপঃ কুণ্ডকারকঃ ।

বণিক্ কিরাত-কায়স্থ-মালাকার কুটুম্বিনঃ ॥

বরাটৌ মেদ-চণ্ডা-দাস-শ্বপচ-কোলকাঃ ।

এতেহস্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গব্যাশনাঃ ॥”

ব্যাসসংহিতার সঙ্কীর্ণ জাতি প্রকরণে বলিয়াছেন, বর্দ্ধকৌ

(সূত্রধার) নাপিত, গোপ, আশাপ, কুস্তকার, বণিক, কীরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, * বরাট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, স্বপচ, কোলক, ইহারা অন্ত্যজ জাতি এবং গবাসন জাতি অন্ত্যজ ।

তথাহি উশনঃসংহিতায়াম্ ॥

† “কাকাকৌল্যঃ যমাং ক্রৌর্যঃ স্থপতেরথ কুন্তনম্ ।

আদ্যক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্তিতঃ ॥”

উশনঃসংহিতার বর্ণসঙ্কর প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, কাকের কা যমের য (য়) স্থপতির স্থ, এই কাক যম স্থপতি শব্দত্রয়ের আদ্যক্ষর সকল গ্রহণ করিয়া কায়স্থ শব্দ কীর্তিত হইয়াছে। যে হেতু ইহাতে কাক হইতে চঞ্চলতা, যম হইতে ক্রুরতা, স্থপতি হইতে কুন্তন, এই সকল গুণ গৃহীত হইয়াছে।

তথা হি যা জ্বরক্যঃ ।

“চাট-তক্ষর-দুর্লভ-মহাসাহসিকাদিভিঃ ।

পীড়্যমানাঃ প্রজা রক্ষেঃ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ ॥”

অস্য টীকা ।

“চাটাঃ প্রতারকাঃ বিশ্বাস্য যে পরধনমপহরন্তি । প্রচ্ছন্নাপ-
হারিণস্তক্ষরাঃ । দুর্লভা ঐন্দ্রজালিকাঃ কীরাতাদয়ঃ । মহো-
বলঃ সহসা বলেন ক্রুতং সাহসং, মহচ্চ তৎ সাহসকেতি মহা-
সাহসং তেন বর্তন্ত ইতি মহাসাহসিকাঃ প্রসহ্যাপহারিণঃ ।
আদিশব্দাং মৌনিককুহকবৃত্তয়ঃ । এতৈঃ পীড়্যমানা বাধ্য-
মানাঃ প্রজা রক্ষেঃ । কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ, তৈঃ পীড়া-

* কৃষক বিশেষ ।

মানাঃ বিশেষতো রক্ষ্যেং, তেষাং রাজবল্লভতয়া অতিমায়া-
বিতয়া চ দুর্নিবারত্বাৎ ॥'

ইতি মিতাক্ষরায়াম্ আচারাধ্যায়ঃ ।

চাটি (প্রতারক) তক্ষর (চোর) দুর্বৃত্ত (ঐন্দ্রজালিক
কিরাতাদি) মহাসাহসিক বাহারা বল পূর্বক হঠাৎ ধন
অপহরণ করে । ইহাদের দ্বারা পীড়্যমান প্রজাগণকে রক্ষা
করিবে, বিশেষতঃ কায়স্থ হইতে পীড়্যমান প্রজাগণকে রক্ষা
করিবে । কায়স্থ শব্দের অর্থ গণক এবং লেখক । ইহারা
সর্বদা রাজসম্মিধানে থাকিয়া রাজসেবা করে, অতএব রাজার
প্রিয় পাত্র, সুতরাং দুর্নিবার হয় । ইহা মিতাক্ষরার আচার
অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে । ২৩, ৪৪৩

এই সকল স্মৃতি প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, কায়স্থ
জাতি বর্ণসঙ্কর নিকৃষ্ট জাতি, ক্রুরস্বভাব । ইহারা দ্বিজাতি-
শব্দবাচ্য ক্ষত্রিয় নহে । এই ক্ষণে দেখা যাউক পূর্বের যে
সকল বর্ণসঙ্করের কথার উল্লেখ হইয়াছে তাহার মধ্যে
কোন বর্ণসঙ্কর জাতিকে কায়স্থ বলা যাইতে পারে ?
তাহাতে স্মার্ত পণ্ডিতেরা নির্দেশ করিয়াছেন, কায়স্থ
জাতি পূর্বোন্নিধিত করণ জাতি ।

তৎপ্রমাণং যথা ।

* “কায়স্থঃ করণো জ্ঞেয়ঃ শূদ্রাগর্ভসমুদ্ভবঃ ।”

করণ জাতিকে কায়স্থ জানিবে । ইহারা শূদ্রাগর্ভ-
সমুদ্ভূত । পূর্বের অনুলোম জাতি প্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্য বচন
দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, বৈশ্য হইতে শূদ্রাণীতে করণ

জাতির উৎপত্তি । সেই করণ জাতিই কায়স্থ । ইহা দ্বারা এই স্থির হইতেছে, কায়স্থ জাতি বর্ণসঙ্কর, শূদ্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । শূদ্রা গর্ভসম্মত হইলেও ইহারা বিজাতি দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া পিতৃ জাতির উৎকৃষ্টতা হেতু ইহাদের উৎকৃষ্টতা স্বীকার করা যাইতেছে । ইহা পূর্বো-
ল্লিখিত—

“স্ত্রীষনন্তরজাতাস্থ দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সূতান্ ।

সদৃশান্বে তানাহঃ মাতৃদোষবিগহিতান্ ॥”

এই মনুবচন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, কায়স্থ জাতি বর্ণসঙ্কর করণ জাতি । অতএব অমরসিংহ বর্ণসঙ্কর প্রকরণে লিখিয়াছেন ।

“শূদ্রাবিশেষোক্ত করণোহম্বষ্ঠো বৈশ্যা দ্বিজস্রবোঃ ॥”

শূদ্রা আর বৈশ্য হইতে করণ জাতির উৎপত্তি । বৈশ্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি । জটাম্বর অভিধান দ্বারাও করণ জাতি কায়স্থ, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে । যেহেতু কায়স্থ, করণ, পঞ্জিকাকার, এই সকল এক পর্যায়ায়ক শব্দ ।

রাধাকান্তদেবকৃত শব্দকল্পদ্রুমে উল্লেখ আছে ।

“কায়স্থঃ পুং জাতিবিশেষঃ ইতি মেদিনী । তৎপর্যায়ঃ,
হুটকুং পঞ্জীকর ইতি ত্রিকাংশেষঃ । করণঃ পঞ্জিকাকরঃ
ইতি জটাম্বরঃ ॥”

অমরসিংহকৃত অভিধানে উক্ত আছে ।

“রথকারস্ত মাহিষ্যাং করণ্যাং যস্য সন্তবঃ ॥”

মাহিয়া জাতি হইতে করণ জাতীয়া ত্রীতে রথকার জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। রায়মুকুটটীকাকার ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। “করণ্যাং কায়স্থ্যাং” করণী শব্দের অর্থ কায়স্থী। রায় মুকুট স্বপ্রসিদ্ধ প্রাচীন টীকাকার। স্মৃতিসংগ্রহকর্তারা ইহার অনেক স্থানে ধ্বনি করিয়াছেন।

“কায়স্থে সাধনে ক্লীবং পুংসি শৃঙ্গাবিশোঃ স্মৃতে”

ইতি করণশব্দার্থে মেদিনী।

করণ জাতি যে কায়স্থ, তাহা করণ জাতির বৃত্তি দ্বারাও অনুমিত হইতেছে। যথা পূর্বলিখিত কুল্লুকভট্টোক্ত উশনসোক্ত প্রমাণে কথিত হইয়াছে,—দ্বিজাতির শুশ্রূষা, ধনের অধ্যক্ষতা, ধান্যের অধ্যক্ষতা, রাজসেবা, দুর্গরক্ষা, অন্তঃপুররক্ষা, এই সকল পারশব উগ্র ও করণ জাতির বৃত্তি। অধুনা কায়স্থেরাও বলিয়া থাকেন।—

২. “কায়স্থো লিপিকারকঃ।”

লেখাপড়ার কাজ ও হিসাবপত্রের কাজকেই কায়স্থিতি ব্যবসায় বলিয়া থাকে। কায়স্থ শব্দের অপভ্রংশ শব্দ কায়েতি। কায়স্থের ব্যবসায়ের নাম কায়েতি ব্যবসায়, ধনের অধ্যক্ষতা তহবিলদারী কর্ম, ধান্যের অধ্যক্ষতা ভাণ্ডারি কর্ম। এই সকলই লেখা পড়ার কার্য্য, অর্থাৎ হিসাবের কার্য্য। রাজসেবা ও রাজার নিকট থাকিয়া মোহরিগিরি প্রভৃতি রাজার অন্য প্রকার চাকরি। রাজসেবা শব্দের অর্থ রাজার শুশ্রূষা নহে, যেহেতু পূর্বেই দ্বিজাতি শুশ্রূষা বলিয়া একবার উক্ত হইয়াছে, সুতরাং পরের রাজসেবা শব্দের অর্থ রাজশুশ্রূষা

নহে, অতএব পূর্বোল্লিখিত “চাট তক্ষর দুর্বৃত্ত” ইত্যাদি যাক্সবন্ধ্য বচনের টীকা মিতাক্ষরাতে কায়স্থকে রাজবল্লভ বলিয়াছে। ইহার। রাজার নিকট থাকিয়া রাজার চাকরি করিত, সর্বদা রাজার আজ্ঞানুবর্তী থাকিত, স্ততরাং ইহার। বাজার নিতান্ত অনুগ্রহের পাত্র।

করণ জাতিই যে কায়স্থ তাহার আরও এক প্রমাণ দেখা যাইতেছে। উৎকল দেশীয় ভাষাকে যদিচ আমরা কদর্য ভাষা জ্ঞান করি কিন্তু বহু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে, উৎকল ভাষাতে প্রায় অনেক গুলি শব্দই সংস্কৃতের অনুরূপ। সেই উৎকলদেশীয় কায়স্থেরা অদ্যাপি করণ জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। অন্য পর্য্যন্ত উৎকল দেশীয় কায়স্থ জাতিতে করণ শব্দ প্রচলিত আছে। পশ্চিম দেশেও অনেক কায়স্থ করণ বলিয়া পরিচয় দেয়।

উশনঃসংহিতায় উক্ত আছে।—

“শূদ্রায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্যাং কটকার ইতি স্মৃতম্।”

বৈশ্যদ্বারা শূদ্রাতে চৌর্য্যক্রমে যে সকল সম্মান হইয়াছে, তাহাদিগকে কটকার কহে। এই কটকার শব্দের অপভ্রংশ শব্দ কটকী। অদ্য পর্য্যন্তও কটকা কায়েত নামক এক সম্প্রদায় কায়েত বিখ্যাত আছে। এতদ্দেশীয় কায়েতেরা তাহাদিগকে অবজ্ঞা করেন, তাহার কারণ এই অনুস্মিত হয়, যাক্সবন্ধ্য সংহিতায় বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে করণ জাতির উৎপত্তির কথা উল্লেখ আছে। যাক্সবন্ধ্য চনে “বিন্নাস্থ” শব্দের প্রয়োগ আছে। বিন্না শব্দের অর্থ বিবাহিতা “বিন্নাস্থ” “বিবাহিতাস্থ” অর্থাৎ বৈশ্যের বিবা-

হিতা শূদ্রজাতীয়া স্ত্রীতে করণ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে ।
উশনঃসংহিতায় বিবাহিতা শব্দের উল্লেখ নাই “চৌর্যাং”
এই শব্দের উল্লেখ আছে । বৈশ্য পুরুষ হইতে চৌর্য্য
ক্রমে শূদ্রাতে যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহারা কটকী ।
করণেরা বৈশ্যের বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রী গর্ভজাত, কটকীরা
বৈশ্যের অবিবাহিতা শূদ্রা গর্ভজাত, অতএব করণ কায়-
শ্বেরা কটকী কায়তদিগকে অবজ্ঞা করেন ।

অনেকে বলেন “ কায়শ্বেরা ত্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সন্তান,
যেহেতু কতকগুলি প্রমাণবরা দ্বিরীকৃত হইতেছে, করণ
জাতিই কায়শ্বেজাতি । করণ ও কায়শ্বে এক পর্য্যায়ক শব্দ ।
মনু বলিয়াছেন, ত্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে বাল্ল, মল্ল, নিচ্ছিব,
নট, করণ, খস ও দ্রবিড় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে । এই সকল
ত্রাত্য ক্ষত্রিয়সন্তানগণ মধ্যে করণেরও উল্লেখ আছে, সুতরাং
কায়শ্বেগণকে অবশ্যই ত্রাত্য ক্ষত্রিয়সন্তান বলা যাইতে
পারে । কিন্তু ঐ বাল্ল মল্ল নট করণ দ্রবিড় ও খস জাতিকে
কেহ কেহ অন্ত্যজ * জাতি মধ্যে গণনা করিয়াছেন । কোন
কোন গ্রন্থে দেখা যায়, বাল্ল মল্ল প্রভৃতির স্বেচ্ছ জাতি
মধ্যে পরিগণিত । অতএব আমরা বঙ্গীয়সমাজে বর্তমান
সম্ভ্রান্ত কায়শ্বেগণকে ত্রাত্য ক্ষত্রিয়সন্তান বলিতে বাধ্য
না হইয়া বৈশ্য হইতে শূদ্রাগর্ভসম্ভূত এবং শূদ্রবর্ণ অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ বলিয়া স্বীকার করিতেছি ।

* এস্থলে অন্ত্যজ শব্দের অর্থ কনিষ্ঠ বা নিকৃষ্ট পারিভাষিক
অর্থ নহে । ইহার বিস্তারিত দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকে লিখিত হইবে ।

কোন কোন কায়স্থবান্ধব বহুবিধ শাস্ত্রপারদর্শিতা প্রদর্শন পূর্বক বলিতেছেন “ইদানীং ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা শূদ্র, ইহারাই অসিদ্ধ ও গণনীয় জাতি। বস্তুতঃ কলিতে যথাশাস্ত্রানুসারে পূর্ববৎ স্বধর্ম্মাচারী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধা-বসিত, অশ্বষ্ঠ ও মাহিষ্য জাতি নাই। ইহারা সকলেই ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন “ইদানীন্তন-ক্ষত্রিয়াণা-মপি শূদ্রত্বম্” ইদানীং ক্ষত্রিয়েরাও শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে।

মনু বলিয়াছেন।—

“শনৈশ্চ ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।

বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥”

বারংবার ক্রিয়ালোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু ইদানীং ক্ষত্রিয়েরা বৃষল (শূদ্র) প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারত-সনকৃত-কুলদীপিকোক্ত যমবচন ও বিষ্ণুবচন যথা।

“যুগে জঘন্যে দ্বৈ জাতৌ ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হি।”১

জঘন্য যুগে (কলিযুগে) ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, এই দুইটি মাত্র জাতি। অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অশ্বষ্ঠ প্রভৃতি সকল জাতিই শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে, স্ততরাং কলিকালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, এই দুইটি মাত্র জাতি আছে।

“শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।

কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশাঃ ॥” ২

পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ালোপ হেতু যেমন ক্ষত্রিয়েরা ও বৈশ্যেরা শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমন বৈদ্য জাতিরও শূদ্র প্রাপ্ত

হইয়াছে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুপুরাণীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন।

১ “মহানন্দিতঃ শূদ্রাগর্ভসমুদ্ভবোহতিব্রূহো। মহাপদ্মনো
নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরাখিলক্ষত্রিয়াস্তকারী ভবিতি। ততঃ
প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি। তেন মহানন্দিপর্য্যস্তং ক্ষত্রিয়
আসৌং। এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদৈশ্যানাংমপি তথা। এবমম্বষ্ঠা-
দীনামপি জাতিপ্রসঙ্গাচ্ছতম্।”

ইতি শুদ্ধিতত্ত্বয়লিখনম্।

শূদ্রাণ্য গর্ভে মহানন্দির এক পুত্র জন্মিবে। তাহার নাম মহাপদ্ম নন্দ। সে অতিলুরু হইয়া পরশুরামের ন্যায় সকল ক্ষত্রিয় ধ্বংস করিবে। তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবে। মহানন্দি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল। তৎপরে আর ক্ষত্রিয় নাই। ক্রিয়ালোপ হেতু বৈশ্যও নাই অম্বষ্ঠও নাই।

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা স্থির হইতেছে, এই ক্ষণে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ সকলেই শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ নামে খ্যাত। আচারভ্রষ্ট বৈশ্যেরা বণিক, আচার হীন অম্বষ্ঠেরাও অম্বষ্ঠ কায়ত বলিয়া পশ্চিম দেশে পরিচয় দেয়। ব্রাহ্মণের পরেই ক্ষত্রিয় জাতি উৎকৃষ্ট ছিল। সেই ক্ষত্রিয়েরা এইক্ষণে কায়স্থ হইয়াছে। অতএব একদদেশে ব্রাহ্মণ জাতির পরেই কায়স্থ জাতির উৎকৃষ্টতা দেখা যায়।

যদ্যপি এইক্ষণে কোন কোন স্থানে দেখা যায়, বর্তমান ক্ষত্রিয়েরা যুগান্তরায় ক্ষত্রিয়গণের ন্যায় এবং বৈদ্যেরা

যগান্তরীয় বৈদ্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন, কিন্তু উহা সর্বশাস্ত্র সম্মত বা সমস্ত পণ্ডিতের পরামর্শ সিদ্ধ নহে। উহা উৎকল দেশে দেবরপতি ব্যবহারের ন্যায়, এবং যেমন দাক্ষিণাত্যের মাতুলকন্যা বিবাহ ব্যবহার শাস্ত্র নিষিদ্ধ, অথচ কোন এক শাস্ত্রান্তর সিদ্ধ দেশ ব্যবহার। যথা।

“মাতৃভ্রাতৃস্বতাং কেচিৎ পিতৃস্বস্বতাং তথা।

বিবহন্তি কচ্চিদে দেশে সংকোচ্যাপি সপিণ্ডতামিতি ॥

শাতাতপোক্তে মাতুলকন্যোদ্ধাহঃ কার্য্যঃ। যদ্যপি পিতৃ-
স্বস্বকন্যোদ্ধাহোহপি প্রাপ্তস্তথাপি অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্ট-
মিতি নিষেধাৎ বচনান্তরেণ উদ্ধাহস্যাবিধানাচ্চ ন কার্য্যঃ।
অয়ং দাক্ষিণাত্যশিষ্টাচারঃ কার্য্য ইতি নির্ণয়সিকৌ তৃতীয়-
পরিচ্ছেদে প্রকীর্ত্তনিয়ে ব্যবস্থাপিতম্।

কোন দেশে সপিণ্ডতার সংকোচ করিয়া কেহ মাতুল-
কন্যাকে কেহ পিতার ভগিনী-কন্যাকে বিবাহ করে।
শাতাতপোক্ত এই বচন দ্বারা মাতুলকন্যা বিবাহ বিধান
হইয়াছে। পিতৃ-ভগিনীকন্যার বিবাহ বিধান থাকাতেও
লোকে বাহ্য বিদ্বৈষ করে সেকর্ম্ম স্বর্গজনক নহে, এই নিষেধ
হেতু এবং বচনান্তরে বিধান না থাকা প্রযুক্ত ঐ বিবাহ
কর্ত্তব্য নহে। দাক্ষিণাত্যদিগের শিষ্টাচার প্রযুক্ত মাতুল-
কন্যা বিবাহ বিধেয়। নির্ণয়সিকু গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে
প্রকীর্ত্তন নির্ণয় প্রকরণে ইহা লিখিত আছে।

বস্তুতঃ প্রকৃত ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি জাতির যে অভাব, তাহা
প্রত্যক্ষণ দেখা যাইতেছে। এ দেশে ক্ষত্রিয় প্রায় নাই।
অর্থোপার্জন নিমিত্ত পশ্চিম দেশ হইতে এ দেশে আসিয়া

যাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির গলায় যজ্ঞসূত্র দেখা যায় সত্য, কিন্তু যজ্ঞসূত্রের কার্য্য কিছুই নাই, আচার ব্যবহার সকলই শূদ্রবৎ। বৈশ্য জাতির কেবল নাম মাত্র শুনা যায়। মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্য জাতির নাম পর্য্যন্ত লোপ হইতেছে। এখানে বৈদ্যেরা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত অম্বষ্ঠ কি না; তাহার সন্দেহ ভগ্নক বিশিষ্ট প্রমাণ কিছুই নাই। পশ্চিম দেশে শাকলদীপী ব্রাহ্মণদিগকে বৈদ্য কহে, কিন্তু তাহারা বেদবিধি বর্জিত। কেবল কায়স্থ জাতির মধ্যে অম্বষ্ঠ নামক এক শাখা আছে। তাহারা পশ্চিম দেশে অদ্যাপি অম্বষ্ঠ কায়েত বলিয়া পরিচয় দেয়। এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের মধ্যে এই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ ভিন্ন অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত বৈদ্য জাতি আর কোথাও নাই।

যথাশাস্ত্রানুসারে অম্বষ্ঠ নামক জাতি বটে কিন্তু বৈদ্য জাতি বলিয়া কোন শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। চিকিৎসা রত্নির নাম বৈদ্যরত্নি। যাহারা চিকিৎসা করে, তাহা দিগকে বৈদ্য কহে। বৈদ্য কোন জাতি বিশেষের নাম নহে। চিকিৎসা-ব্যবসায়ী সকল জাতীয় লোককেই বৈদ্য বলা যায়। এ দেশে ব্যবহারও আছে, নাপিত কৈবর্ত চণ্ডাল প্রভৃতি যাহারা চিকিৎসা করে, তাহাদিগকেই বৈদ্য কহে। অভিধানকার অমরসিংহও তাহাই লিখিয়াছেন। যথা—

“রোগহার্য্যগদঙ্কারো ভিষগ্‌বৈদ্যৌ চিকিৎসকে ॥”

রোগহারী, অগদঙ্কার, ভিষক্, বৈদ্য, এই সকল শব্দ

চিকিৎসক অর্থ বোধ করাইবে । সুতরাং যাহারা চিকিৎসক তাহাদিগকেই বৈদ্য কহে, ।—

রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে এক প্রকার বৈদ্যের উৎপত্তি লিখিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা অস্বস্ত শব্দ-বাচ্য হইতে পারেন না । এবং বৈদ্য শব্দ ব্যালগ্রাহিকেও বুঝায় । যথা—

†‘বৈদ্যোহশ্বিনীকুমারেণ জাতশ্চ দিপ্রাযোষিতি ।

বৈদ্যবীৰ্য্যেণ শূদ্রায়াং বভূবুর্বহবো জনাঃ ॥

তে চ গ্রামগুণজ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধিপরায়ণাঃ ।

তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রায়াং তে ব্যালগ্রাহিনো ভূবি ॥”

অশ্বিনীকুমারদ্বারা ব্রাহ্মণীতে বৈদ্যের উৎপত্তি হয় । ইহারা বেদ বিবর্জিত । সেই বৈদ্য হইতে শূদ্রাতে কতক-গুলি সম্ভান জন্মে । তাহারা গ্রামের গুণজ্ঞ ও মন্ত্রৌষধি-পরায়ণ । তাহাদের দ্বারা শূদ্রার্গীতে যাহারা জন্মে, তাহারা ব্যালগ্রাহী । ইহাদিগকে সাপুড়িয়া বা মালবৈদ্য কহে । ইহারাও বৈদ্য কবিরাজ বলিয়া পরিচয় দেয় ।

যাহা হউক, এইক্ষণে এ দেশে যাঁহারা বৈদ্য বা অস্বস্ত বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহাদের শাস্ত্রসিদ্ধ অস্বস্তবৎ ব্যবহার কিছুই নাই । তাঁহারা শূদ্রের ন্যায় আচার ব্যবহার করেন । শূদ্রের আচারাতির সহিত বিভিন্নতা-সূচক আচার ব্যবহার ইহাদের কিছু দেখা যায় না, সুতরাং তাঁহাদিগকে শূদ্র বলা যাইতে পারে ।

প্রচলিত ব্যবহার অনুসারেও বোধ হয়, কায়স্থেরাই

ক্ষত্রিয়, যেহেতু লোকে প্রায় সচরাচরই “ব্রাহ্মণ কায়স্থ” “কায়স্থ ব্রাহ্মণ” বলিয়া থাকে । শূদ্র প্রধান দেশে “ব্রাহ্মণ শূদ্র” বলে । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বৈশ্য অথবা ব্রাহ্মণ বৈদ্য বলিলে প্রচলিত প্রথানুসারে আমাদের বঙ্গ-সমাজে নূতন কথার ন্যায় শুনা যায় । বাস্তব ব্রাহ্মণ জাতির পরেই ক্ষত্রিয় জাতি উৎকৃষ্ট ছিলেন, অতএব লোকে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা কায়স্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকে । এই ক্ষণে প্রকৃত ক্ষত্রিয়াদির অভাব প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বৈশ্য অথবা ব্রাহ্মণ অশ্রুত বলে না ।

আরও দেখা যায়, পশ্চিম দেশায় লালদিগের মধ্যে প্রাচীন ক্ষত্রিয় ব্যবহারের অনেক প্রচলন আছে । লালারাও কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, ইহা দ্বারা নিশ্চয় বোধ হয় । বর্তমান কায়স্থেরাই পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন ।

কায়স্থ বান্ধবেরা স্মাৰ্ত্তীক সিদ্ধার্থযে সকল কুযুক্তি ও কুতর্কের অবলম্বন করিয়া কুপথের আবিষ্কার করিতেছেন, উহার কিছুই নূতন নহে ; ঐ পথ অতিজীর্ণ প্রাচীন ও অতিকান্তার । নানাদেশীয় পণ্ডিতেরা বহুশাস্ত্রালোচনাদ্বারা ঐ পথে পুনঃ পুনঃ বিস্তর কণ্টক নিক্ষেপ করিয়াছেন ।

যে সময়ে রাজা রাজনারায়ণ ক্ষত্রিয় হইতে যত্নবান হইয়াছিলেন, যে সময়ে কায়স্থ-কৌস্তভের সৃষ্টি হয়, যে সময়ে সহস্র মুদ্রা ব্যয়দ্বারা—

“কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন ।”

এই বচনের সৃষ্টি হয়, সে সময়ে কায়স্থ পক্ষ বিপক্ষ সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া শাস্ত্রসিদ্ধির মন্ধান করেন ।

তৎকালে অমৃত বা বিষ কিছুই উৎপন্ন না হইয়া কতকগুলি তীক্ষ্ণ কণ্টক উদ্ভিত হয়। পণ্ডিতেরা সেই কণ্টকগুলি কায়স্থ-বিক্ষৃত পথে বিক্ষিপ্ত করেন। জনাই অঞ্চলের একজন প্রধান পণ্ডিত,—

“ কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন। ”

এই বচন রচনা করিয়া ও কায়স্থদিগের ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া সমাজে অসম্মানিত হন। পরে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া চিরজীবনের নিমিত্ত কাশী যাত্রা করেন।

পূর্ব দেশে চট্টল নগরে কতকগুলি ধনগর্ভিত কায়স্থ, শাস্ত্রীয় বিধির অবহেলন পূর্বক বৈদ্যবিদ্রোহী হইয়া ধর্মশাস্ত্র-বিশারদ একজন পণ্ডিত-চূড়ামণির অপমান করেন। কায়স্থ-পক্ষীয় পণ্ডিতবর কান্তিচন্দ্র দ্বারা নূতন এক ব্যবস্থাপত্রি-কার স্থাপ্তি হয়। “ যুগে জঘন্যে দ্বৈ জাতী,, ইত্যাदि কতক-গুলি সংস্কৃত বচন তাহাতে সন্নিবেশিত থাকে। তদুপ-রক্ষে চট্টগ্রামে বিক্রমপুরে নদীপ রাজধানীতে সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া পুনঃপুনঃ শাস্ত্রসিদ্ধির মত্বন করেন। সে মত্বনেও প্রথম কতকগুলি তীক্ষ্ণ কণ্টক উদ্ভিত হইয়া অবশেষে অমৃত উদ্ভিত হয়। ক্ষত্রিয় বৈশ্য বৈদ্য প্রভৃতি সেই অমৃতের আশ্বাদন করেন। তীক্ষ্ণ কণ্টকগুলি কায়স্থ-বিক্ষৃত পথে বিন্যস্ত থাকাতে সেই পথ অতিকান্তার হয় ও অপরূপ থাকে। অধুনা ঐ সকল বিষয়ের পুন-নিদোলন যদিচ চর্কিত-চর্কণের ন্যায় হইতেছে, তথাপি

অপরিস্রুত-শাস্ত্র আধুনিক বৃত্তান্তমানিগণের প্রবোধার্থ
কায়স্থ-বান্ধবগণের অবলম্বনীয় কুযুক্তি প্রমাণাদির অমূল-
কতা প্রতিপাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়েরা ইদানীং কায়স্থ নামে খ্যাত,
এতৎপ্রতিপাদনাভিপ্রায়ে বলা হইতেছে, কলিতে যথা-
শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অশ্বৰ্থ, মাহিষ্য ও মূৰ্দ্ধাবসিক্ত
জাতি নাই। উহারা সকলেই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।
কায়স্থ-বান্ধবগণের এ সকল উক্তি—শাস্ত্র, যুক্তি, অনুমান,
প্রত্যক্ষ, এই সমুদায় প্রমাণের বিরুদ্ধ। যেহেতু কলিতে
ক্ষত্রিয়াদির সত্তা নানাবিধ শাস্ত্রাদি প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন
হইতেছে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উক্ত আছে।

× ‘অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌ যুগে।

অষ্টাবিংশতিমে জাতঃ কৃষ্ণোহসৌ দেবকীস্বতঃ ॥

কলিকালে অষ্টাবিংশতিতমে যুগে ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা-
ষ্টমীতে দেবকীস্বত কৃষ্ণ জন্মিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের
দেবীমাহাত্ম্যে উক্ত আছে।

† বৈবস্বতেহস্তুরে প্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে।

শুন্তো নিশুন্তশ্চৈবান্যা-বুৎপৎসেতে মহাস্বরো ॥

নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।

তত্তন্তো নাশয়িষ্যামি বিক্র্যাচলনিবাসিনী ॥’

বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতিতম যুগে শুন্ত ও নিশুন্ত
পুনর্বার উৎপন্ন হইবে। আমি যশোদার গর্ভে নন্দগোপ-

গৃহে জন্মিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিব। এই সেই বৈবস্বত
মহাস্তরের অষ্টাবিংশতিতম যুগ। এই যুগে মহামায়া নন্দ-
গোপগৃহে জন্মেন, শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে জন্মেন।

তথা হি হরিবংশে কালযবন-বধোপক্রমে।—

“ত্রেতাযুগে প্রসুপ্তে হুসি বিদিতো মে বিশারদাং ।

ইমং কলিযুগং বিদ্ধি কিমন্যং করবাণি তে ॥

মম শত্রুশ্চয়া দক্ষো দেবদত্তবরাম্ প ।

অবধ্যোহয়ং ময়া সশ্চেভবেদ্বর্ষশতৈরপি ॥”

সুযুপ্তি হইতে উত্থিত মুচুকুন্দ রাজার প্রতি কালযবন-
বধোপক্রমে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন। হে নৃপ! তুমি ত্রেতা
যুগে প্রসুপ্ত হইয়াছ। এইক্ষণে কলিকাল, ইহা তুমি আমার
নিকটে অবগত হও। আর আমি তোমার কি করিব। যে
শত্রু আমার শত বৎসরেও অবধ্য, তাহা তুমি দেবদত্ত বর
প্রভাবে দণ্ড করিয়াছ। এই সকল প্রমাণ দ্বারা অবগত
হওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কলিকালে হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের
উপনয়ন সংস্কার হইয়াছিল।

তৎপ্রমাণং যথা মহাভারতে ।—

“তত্তত্তয়োঃ সমকরোদ্বিধিনা দ্বিজসংস্কৃতিম্ ।

বনুদেবঃ সমানীয়াচার্য্যং গর্গং মহামুনিম্ ॥”

বনুদেব, মহামুনি আচার্য্য গর্গকে আনিয়া বলরাম ও
শ্রীকৃষ্ণের দ্বিজসংস্কার (উপনয়ন) করাইয়াছিলেন। কলিতে
ক্লিয়াদির শূদ্রত্ব ভাব থাকিলে কৃষ্ণ ও বলরামের দ্বিজ-
সংস্কার শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বীকার করিতে হয়।

“শতেন্ বটৈশ্চ শাকৈশ্চ ত্র্যধিকৈশ্চ ভূতলে ।

কলেগতেষু বর্ষণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥”

রাজতঃস্বিগী ।

কলির ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরু পাণ্ডবেরা
ভূতলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ।

“আসন্ মঘাস্ত্র মুনয়ঃ শাসতি পৃথিবী যুধিষ্ঠিরে নৃপতো ।

ষড়্ দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য ॥”

রাজতরঙ্গিণী, বরাহসংহিতা, জ্যোতির্বিদ্যাত্তরঙ্গ ।

বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বরাহমিহির, বরাহসংহিতা নামক
স্বকৃত জ্যোতিষ গ্রন্থে এবং মহাকবি কালিদাস, জ্যোতির্বিদ্যা-
ভরণ নামক জ্যোতিষগ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সপ্তর্ষিমণ্ডল এক
শত বৎসর অন্তর এক এক নক্ষত্রে গমন করেন। যুধিষ্ঠিরের
রাজত্ব সময়ে ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মধ্য নক্ষত্রে ছিলেন। তদ-
নুসারে জ্যোতির্গণনায় উক্ত বরাহমিহির ও কালিদাস,
বিক্রমাদিত্যের সভায় যাহা স্থির করেন, তাহার সহিত
তৎকাল-প্রচলিত যুধিষ্ঠিরাদের কোন বিরোধ ঘটে নাই।
সে সময়ে অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে যুধিষ্ঠিরাদ
২৫২৬ হইয়াছিল ।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্থির হইতেছে, যুধিষ্ঠিরাদি
ক্ষত্রিয়গণ কলিতে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের যে দ্বিজাতি-
সংস্কার ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যুধিষ্ঠিরের
পরেও পরীক্ষিত জনমেজয় প্রভৃতি অনেক ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মে
রত থাকিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। স্মৃতরাং এ কথা

কোন মতে বলা যাইতে পারে না যে, কলিতে ক্ষত্রিয়াদি সকলের শূদ্র প্রাপ্তি হওয়াতে ক্ষত্রিয়াদির অভাব হইয়াছে।

গায়ত্রীতন্ত্রে উক্ত আছে।

† “যুগে যুগে তথা রাজা বৈশ্যশ্চৈব যুগে যুগে।

প্রণবদ্বয়সংযুক্তাঃ গায়ত্রীং প্রজপেৎ প্রিয়ে ॥”

ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এই প্রত্যেক যুগে প্রণবদ্বয়সংযুক্তা গায়ত্রীর জপ করিবে। যুগে যুগে এই বীণা থাকাতে কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির বিজ-সংস্কারাভাব কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বকৃত শুদ্ধিতত্ত্বে ক্রিয়ালোপ হেতু ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অশ্বঠের যে শূদ্র স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পৃথিবীস্থ সমুদায় ক্ষত্রিয় বৈশ্য অশ্বঠ বিষয়ক নহে। উহা “শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাৎ” ইত্যাদি মনু বচনের সহিত এক্য করিয়া দেশ ভেদে ক্ষত্রিয়াদি বিষয়ক বলিতে হইবে। যেহেতু ঐ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যই শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন।

“শুদ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিগঃ।

বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥”

ব্রাহ্মণ দশাহে শুদ্ধ হইবে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশাহে শুদ্ধ হইবে, বৈশ্য পঞ্চদশাহে শুদ্ধ হইবে, শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হইবে। যদি কলিতে ক্ষত্রিয়াদি না থাকে তবে কলিকালীয় বিরচিত গ্রন্থে ক্ষত্রিয়াদির অশৌচব্যবস্থা কেন লিখিত হইল? রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে ক্ষত্রিয়াদি বধের প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়াদির

গোবধ প্রায়শ্চিত্তের বিশেষ লিখিয়াছেন। সংস্কারতত্ত্বে
ক্ষত্রিয়াদির সংস্কার বিষয়ে লিখিয়াছেন যথা—

১. “ষোড়শাঙ্কো হি বিপ্রস্য রাজন্যস্য দ্বিবিংশতিঃ ।

বিংশতিঃ সচতুর্থী চ বৈশ্যস্য পরিকীর্তিতা ॥”

ব্রাহ্মণের ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের কাল, ক্ষত্রি-
য়ের দ্বাবিংশতি বর্ষ, বৈশ্যের চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত
উপনয়নের কাল। ইহার পরে আর সাবিত্রী গ্রহণ করিতে
পারে না। ঐ কালাতিক্রমে সাবিত্রী গ্রহণ করিতে হইলে
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য সামান্যভাবে
অর্থাৎ সমুদায় ক্ষত্রিয় বৈশ্যই শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা যদি
রঘুনন্দনের অভিপ্রেত হইত, তবে তিনি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের
উপনয়নের কাল নিরূপণ করিতেন না। রঘুনন্দন ভট্টা-
চার্য্য ব্যবহারতত্ত্বে কাত্যায়ন বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখ-
িয়াছেন।

“যদা কার্য্যবশাদ্রাজা ন পশ্যেৎ কার্য্যনির্ণয়ম্ ।

তদা নিযুক্ত্যাদ্বিদ্ধাংসং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্ ॥

যদি বিপ্রো ন বিদ্বান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্র ষোজয়েৎ ।

বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥”

রাজা যদি বিশেষ কার্য্যবশতঃ স্বয়ং কার্য্যনির্ণয় দর্শন
করিতে না পারেন, তবে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কার্য্য-নির্মা-
য়ক (প্রাড়্‌বিবাক) নিযুক্ত করিবেন। যদি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ
না পাওয়া যায় তবে উপযুক্ত ক্ষত্রিয় অথবা উপযুক্ত বৈশ্যকে
প্রাড়্‌বিবাক নিযুক্ত করিবেন, কিন্তু শূদ্রকে কদাচ কার্য্য-
নির্মাণক (প্রাড়্‌ বিবাক) পদে নিযুক্ত করিবেন না।

রঘুনন্দন-লিখিত ঐ সকল প্রমাণ দ্বারা জানা যায়, রঘুনন্দনের সময়েও ক্ষত্রিয় বৈশ্য ছিল। রঘুনন্দন ছাপর যুগের বা কলির আরম্ভ কালেরও মনুষ্য নহেন। তিনি কলির পঞ্চমহশ্র বৎসর অতীত হইলে লক্ষ্মণসেনের বহু দিন পরে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বকৃত গ্রন্থ সকল মধ্যে যখন ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির বিষয় অনেক লিখিয়াছেন, তখন কোন মতেই বলা যাইতে পারে না যে, কলিতে সমুদায় ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, বলিয়া রঘুনন্দন স্বীকার করিতেন। যদি বলেন, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রসঙ্গক্রমে যুগান্তরীয় ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির আচার ব্যবহার ও ধর্মবিষয়ক কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। যে হেতু রঘুনন্দনের গ্রন্থে দেখা যায়।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ ।

দেবরেণ স্ততোংপত্তিদত্তা কন্যা প্রদীয়তে ॥

কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ।

আততায়ি-দ্বিজাগ্রাণাং ধর্ম্মযুদ্ধেন হিংসনম্ ॥

বানপ্রস্থাপ্রমস্যাপি প্রবেশো বিধিদেশতঃ ।

বৃত্তস্যার্থ্যায়সাপেক্ষমঘসঙ্কোচনং তথা ।

প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকম্ ।

সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোর্কধঃ ॥

দত্তৌরসেতরেষাঞ্চ পুত্রত্বেন পরিগ্রহঃ ।

শূদ্রেষু দাসগোপালকূলমিত্রাঙ্কিশীরিণাম্ ॥

ভোজ্যাম্নতা গৃহস্থস্য তীর্থসেবাতিদূরতঃ ॥”

ইত্যাদীন্যাভিধায় ।

এতানি, লোকশুশ্রূষাং কলেরাদ্ভী মহাভক্তিঃ ।

নিবর্তিতানি কৰ্ম্মাদি ব্যবস্থাপূৰ্ব্বকং বুধৈঃ ॥

সময়শ্চাপি সাধুনাং প্রায়শ্চিৎতং বেদবদ্ভবেৎ ॥”

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্যা কৰ্ম্মশু ধারণ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি, দত্তা কন্যার পুনর্বার দান, দ্বিজাতির অসবর্ণে বিবাহ, ধর্মযুদ্ধ দ্বারা আততায়ী ব্রাহ্মণের হিংসা, বিধিপূর্ব্বক বানপ্রস্থশ্রমে প্রবেশ, বৃত্তসাধায়সাপেক্ষ পাপের সঙ্কোচ, ব্রাহ্মণের মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত, পাপেতে সংসর্গদোষ, মধুপর্কে পশুবধ, দ্বাবশবিধ পুত্রের মধ্যে দত্তক পুত্র ও ঔরস পুত্র ভিন্ন অন্য সকলের পুত্রত্বে পরিগ্রহণ, শূত্রের মধ্যে দাস, গোপাল, পুরুষানুক্রমের বন্ধু, কৃষির অর্দ্ধাংশী হইয়া যে ভূমিকর্ষণ করে, তাহার সহিত ভোজ্যামতা, অতিদূর দেশে তীর্থসেবা, ইত্যাদি সকল কৰ্ম্ম লোকদিগের পালনার্থ কলির আদিতে মহাত্ম-জনগণ দ্বারা ব্যবস্থা পূর্ব্বক নিবর্তিত হইয়াছে। যেহেতু সাধু ব্যক্তির। যাহা নিয়ম দ্বারা স্থির করিয়াছেন, তাহাই বেদের ন্যায় মান্য করিতে হইবে।

কলিতে বর্জনীয় এই সকল কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলির আচরণায় কৰ্ম্ম সকল ব্যবহারতত্ত্বে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, অর্থাৎ যে সকল কৰ্ম্ম কলিতে নিষিদ্ধ রঘুনন্দন তাহা লিখেন নাই। কলিতে যে সকল কৰ্ম্ম করণীয়, রঘুনন্দন তাহাই লিখিয়াছেন। কলিতে যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভাব থাকিবে তবে রঘুনন্দনকৃত ব্যবহারতত্ত্বে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রাড্‌বিধাকতার বিষয় উক্ত হইত না।

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি ভট্টাচার্য্য স্বকৃত প্রায়শ্চিত্ত-
বিবেক গ্রন্থের প্রথমেই লিখিয়াছেন ।

“নিভ্যং ঞ্চ তু দিতস্বধর্ম্মচরণাঃ স্তুষ্ঠানহীনাস্থনাঃ
তত্ত্বদেদনিষিদ্ধকর্ম্মনিরতাস্তুষ্ঠা ননিষ্ঠাবতাম্ ।
লোকানাং কলিকালকটকলুপধ্বংসার্থমেষোহধুনা
প্রায়শ্চিত্তবিবেকমত্র বিদধে শ্রীশূলপাণিঃ স্বধীঃ ॥”

বেদোক্ত ধর্ম্মাচারহীন এবং বেদনিষিদ্ধ কর্ম্মে রত যে
কলিকালের লোক সমস্ত তাহাদের পাপনাশের নিমিত্ত
এই প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব রচনা করিতেছি । শূলপাণি ভট্টাচার্য্য
এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বচনোক্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য
বধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, যথা —

“যাগস্থক্ষত্রবিড়্ষাতে চরেদ্রুক্ষনো ব্রতম্ ।
গভঃ ৮ যথাবর্ণং তথাত্রেয়ি নিস্বদন ॥”

প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ ।

যাগস্থ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যার
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, আর ভ্রূণ হত্যা করিলে যে বর্ণের
দেহমত প্রায়শ্চিত্ত তাহাই করিতে হয় । শূলপাণি ভট্টা-
চার্য্য প্রথম শ্লোকে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কলিকালের
লোকদিগের পাপনাশের জন্য প্রায়শ্চিত্তবিবেক গ্রন্থ করি-
তেছি । পরে ঐ গ্রন্থে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বধের প্রায়শ্চিত্ত বিধান
করিলেন । যদি কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য সকল শূদ্রত্ব প্রাপ্ত
হইয়া থাকে, তবে কলির মনুষ্যের জন্য যাজ্ঞবল্ক্যীয়
বচনানুসারে ক্ষত্রিয় বৈশ্য বধের প্রায়শ্চিত্ত লেখা অসম্ভব

হয় । শূলপাণি ভট্টাচার্য্য বহুকালের লোক নহেন । তাঁহার সময়েও যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অভাব হইত, তবে তিনি ক্ষত্রিয় বৈশ্যবধের প্রায়শ্চিত্ত লিখিতেন না ।

‘পরশরসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে উক্ত আছে ।

“অতঃপরং গৃহস্থস্য কৰ্ম্মাচারং কলৌ যুগে ।

ধৰ্ম্মসাধারণং যৎযাং চাতুবর্ণাশ্রমাগতম্ ॥

ক্ষত্রিয়োহপি কৃষিঃ কুত্বা দেবান্ পিতৃংশ্চ পূজয়েৎ ।

বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথা কুর্যাৎ কৃষিবাণিজ্যশিল্পকম ॥”

অতঃপর কলিযুগে গৃহস্থদিগের কৰ্ম্মাচার এবং বর্ণাশ্রমগত সাধারণ ধৰ্ম্ম বলিতেছি । কলিকালে ক্ষত্রিয়েরাও কৃষিকার্য্য করিয়া দেবতা ও পিতৃলোকের পূজা করিবে । বৈশ্য ও শূদ্রেরা কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পকৰ্ম্ম করিবে । কলিকালে যদি ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অভাব হয় তবে কলিধৰ্ম্মবল্লা পরশর কর্তৃক কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ধৰ্ম্ম কখন সম্ভত হয় না ।

কোন স্মৃতিগ্রন্থকর্তা বা কোন প্রাচীন স্মার্ত্তপণ্ডিত এমন ব্যবস্থা করেন নাই যে, কলিতে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অশ্বষ্ঠের একেবারে অভাব অথবা সমস্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য অশ্বষ্ঠই শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে । তবে যে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন, ইদানীং ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অশ্বষ্ঠেরা শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে, উহা “শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাৎ” ইত্যাদি মনুবচনের সহিত একবাক্যতা স্বীকার করিয়া দেশবিশেষ জাত ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির শূদ্র প্রাপ্তিবিশয়ক

বলিতে হইবে। অর্থাৎ ক্রিয়া লোপ হেতু এবং ব্রাহ্ম-
ণের অদর্শন হেতু যে যে দেশে ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত
হইয়াছে, অম্বষ্ঠ ও বৈশ্যেরাও সেই সেই দেশে ক্রিয়া
লোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হই-
য়াছে। পৃথিবীস্থ সমস্ত অম্বষ্ঠ বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত
হয় নাই।

কায়স্থবান্ধবেরা বলেন, যে সকল ক্ষত্রিয়দিগের পুনঃ-
পুনঃ ক্রিয়া লোপ হেতু বহুলত্ব প্রাপ্তির কথা
মন্মথ বলিয়াছেন, সেই হীনাচার ক্ষত্রিয়েরাই এইক্ষণে
কায়স্থ নামে খ্যাত। এ কথা শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত
হইতে পারে কি না! এই ক্ষণে তদ্বিষয়ের সমালোচনা করা
যাউক।

তথাহি মনুঃ।

‘‘শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।

বহুলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥’’

অস্য কুল্লুকভট্টঃ। ‘‘ইমা বক্ষ্যমাণাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ উপ-
নয়নাদিক্রিয়ালোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যজনাধ্যাপনপ্রায়শ্চিত্তা-
দ্যর্থদর্শনাভাবেন শনৈঃ শনৈলোকে শূদ্রত্বংপ্রাপ্তাঃ।’’

পশ্চাৎ কথ্যমান ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপহেতু
এবং যজন, অধ্যাপন, প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের
দর্শনাভাবহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

‘‘পৌণ্ড্রকাশ্চোদ্ভ্রবিড়াঃ কাশ্বোজা যবনাঃ শকাঃ।

পারদা পল্লবাস্তীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খম্বাঃ॥’’

মনুঃ।

অন্য কুলকণ্ঠঃ । “পৌণ্ড্রাদিদেদেশোদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সমুঃ
ক্রিয়ালোপাদিনা শূদ্রত্বমাপন্বাঃ ।”

পশ্চাৎ কথ্যমান ক্ষত্রিয় কথিত হইতেছেন, যথা । পৌণ্ড্র,
উদ্র, ঐবিড়, কাঞ্চোজ, যবন শক, পারদ, পঙ্কব, চীন,
কিরাত, দরদ, খস, এই সকল দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা
পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণাদর্শন ও ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত
হইয়াছে ।

ভগবান্ মনু পূর্বোক্ত বচন দ্বারা ক্রিয়ালোপ হেতু দেশ
বিশেষ-জাত ক্ষত্রিয়গণের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির কথা উল্লেখ
করিয়া পুনর্ব্বার সমুদায় স্বিজাতি বিষয়ে বলিয়াছেন ।

“মুখবাহুরুপাঙ্কানাং বা লোকে জাতয়ো বহিঃ ।

স্নেহব্যাচচার্য্যবাচঃ সর্বে তে দম্যবঃ স্মৃতাঃ ॥”

মনুঃ ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের মধ্যে যাহারা বাহ্য জাতি প্রাপ্ত
হয়, তাহারা স্নেহভাষীই হউক কি আর্ঘ্যভাষীই হউক তাহা-
দিগকে দম্য বলা যায় ।—

পূর্বে যে শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই
শূদ্রত্ব দুই প্রকার । যথা—

“শূদ্রত্বং দ্বিবিধম্ অক্ষতম্ অনক্ষতঞ্চ । অক্ষতশূদ্রাঃ

প্রায়শ্চিত্তানাহঁ অনক্ষতাঃ প্রায়শ্চিত্তাহঁ ভবন্তি ॥”

শূদ্রত্ব দুই প্রকার, অক্ষত ও অনক্ষত । অক্ষত শূদ্রেরা
প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য । অনক্ষত শূদ্রেরা প্রায়শ্চিত্তের
যোগ্য । অতএব মনু দশম অধ্যায়ে “শনৈকস্তু” ইত্যাদি

বচন দ্বারা ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথার উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার একাদশাধ্যায়ে বলিয়াছেন।

“যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানুচ্যেত যথাবিধি।

তাংস্চারয়িত্বা ত্রীন্ কুচ্ছান্ যথাবিধ্যাপনায়য়েৎ ॥”

অস্য কুলকণ্ডটঃ।

“যেষাং ব্রাহ্মণকল্লিয়বিশিষ্টাঃ আনুকুলিক কালেইপি উপ-
নয়নং যথাশাস্ত্রং ন কৃতং তান্ প্রাজাপত্যত্রয়ান্ কারয়িত্বা
যথাশাস্ত্রম্ উপনয়েৎ। যতু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভিঃ প্রায়শ্চিত্ত-
নুত্তং তেন সহায়্য গুরুস্বাঘবমমুসজ্জায় জাতিশক্ত্যাদ্যপেক্ষা
বিকল্পো মন্তব্যঃ।”

যে সকল ব্রাহ্মণ কল্লিয় বৈশ্য অন্তর্গত প্রভৃতির অনু-
কুলকালেও যথাশাস্ত্র উপনয়ন হয় নাই, তাহাদিগকে
তিন প্রাজাপত্য ব্রত করাইয়া যথাশাস্ত্র উপনয়ন করা-
ইবে। যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরা যে প্রায়শ্চিত্ত বলিয়াছেন তাহার
সহিত লঘু গুরু বিবেচনা করিয়া জাতি অনুসারে ও শক্তি
অনুসারে প্রায়শ্চিত্তের কল্পনা করিবে।—

পূর্ব্বোক্ত মনুবচন লিখিত শক যবনাদির সগর রাজা
কর্তৃক অন্যবেশধারিত্ব তৎপরে স্বেচ্ছত্ব প্রাপ্তির কথা
বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে যথা—

“শক-যবন-কাস্বোজ-পারদ-পল্লবা ইন্যমানাস্তংকুলগুরুং
বশিষ্ঠং শরণং যযুঃ। ১৮। অথৈতান্ বশিষ্ঠো জীবন্মৃতকান্
কুত্বা সগরমাহ, বৎস! অলমেভিরতিজীবন্মৃতকৈরমুত্ৱৈঃ। ১৯।
এতে চ মমৈব ত্বংপ্রতিজ্ঞাপরিপালনায় নিজধর্ম্মং দ্বিজসদ-
পরিভ্যাগং কারিতাঃ। ২০। স তথৈতি তদংকুবচনমভিনন্দ্য

তেষাং বেশান্যত্মম্ অকারয়ৎ । যবনান্ মুণ্ডিতশিরসঃ অর্দ্ধ-
মুণ্ডান্ শকান্, প্রলম্বকেশান্ পারদান্, পল্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধরান্
নিঃস্বাধ্যায়বষ্ট্কারান্ এতানন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার । তে চ
নিজধর্মপরিভ্যাগাদ্ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা স্নেহুতাং যযুঃ ।
সগরোহপি স্বমধিষ্ঠানমাগম্য অস্থলিতচক্রঃ সপ্তদ্বীপবতী-
মিমামুর্কীং প্রশশাস । ২১ ।”

বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে তৃতীয়াধ্যায়ঃ ।

সগররাজা কর্তৃক হর্ষমান শক, যবন, কাষোজ, পারদ,
পল্লবগণ, তাঁহার কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইয়া-
ছিল । ১৮ । অনন্তর বশিষ্ঠ তাহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া
সগরকে কহিলেন, বৎস ! ইহারা জীবন্মৃত । ইহাদিগকে
পুনর্ব্বার বিনাশ করিবার নিমিত্ত ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
ধাবমান হইবার আবশ্যকতা নাই । ১৯ । তোমার প্রতিজ্ঞা
রক্ষার নিমিত্ত আমি ইহাদিগকে স্বীয় ধর্ম ও দ্বিজসংসর্গ
পরিভ্যাগ করাইলাম । (তাহাতেই ইহারা জীবন্মৃত হই-
য়াছে) । ২০ । সগর তথাস্তু বলিয়া গুরুবাক্য অনুমোদন
করিলেন এবং শক যবন প্রভৃতির অন্যবিধ বেশ করিয়া
দিলেন । যবনদিগের মস্তক মুণ্ডন করাইলেন, শকদিগকে
অর্দ্ধমুণ্ডিত করিয়া দিলেন, এইরূপ পারদগণকে প্রলম্বিত-
কেশধারী এবং পল্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করিলেন । সগর
এই সকল ক্ষত্রিয় ও অন্য অন্য অনেক ক্ষত্রিয়কে বেদা-
ধ্যয়ন রহিত ও যাগাদি ক্রিয়াহীন করেন । ইহারা ধর্ম
পরিভ্যাগ হেতু ব্রাহ্মণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া স্নেহ
হইল । (বিজয়ী) সগরও নিজ রাজধানীতে আগমপূর্ব্বক

সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন । তাঁহার আজ্ঞা
বা হেঁদনাগণ কোথাও প্রতিহত হয় নহি ॥২১ ॥

হরিবংশে উক্ত আছে ।—

“সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্বাক্যং নিশমা চ ।

ধর্মং জবান তেষাং তৈব বৈশান্যত্বং চকার হ ॥

অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যমর্জয়ৎ ।

যবনানাং শিরঃ সর্ষৎ কাষ্মোজানাং ত্রুথৈব চ ॥

পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ ।

নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ কৃতান্তেন মহাত্মনা ॥

সগর বশিষ্ঠগুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এই প্রকারে
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন । যথা—শক যবন প্রভৃতি সেই
সকল রাজাদিগের ধর্ম নষ্ট করিয়াছিলেন এবং অন্য বেশ
ধারণ করাইয়াছিলেন । শকদিগের অর্দ্ধশিরোমুণ্ডন করা-
ইয়াছিলেন, যবনদিগের সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করাইয়া
ছিলেন । কাষ্মোজদিগেরও মস্তক মুণ্ডন করাইয়া ছিলেন ।
এইরূপ পারদদিগকে মুক্তকেশ এবং পহ্লবদিগকে শ্মশ্রু-
ধারী করাইয়াছিলেন । মহাত্মা সগর এই প্রকারে বিপক্ষ
ক্ষত্রিয়দিগকে বেদাধ্যয়ন রহিত ও স্বাহাপ্রণব রহিত করা-
ইয়াছিলেন ।

আমরা এখানে মনু প্রভৃতির কতকগুলি বচন উদ্ধৃত
করিলাম । পাঠকগণ ইহার পূর্বাপর সমালোচন পূর্বক
স্মৃতিপুরাণের সামঞ্জস্য রাখিয়া বিবেচনা করুন ।—

† বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদ হইতে ।

মনু দশম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন, ক্রিয়ালোপ হেতু এবং যাজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদি নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অভাব হেতু কতকগুলি ক্ষত্রিয় বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন্ কোন্ ক্ষত্রিয় বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা জানাইবার নিমিত্ত পরশ্লোকে লিখিয়াছেন, শক, যবন, কাশ্মোজ, চীন, কিরাত প্রভৃতি দেশজাত ক্ষত্রিয়গণ বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পরে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতির। যে কেহ বাহ্য জাতি * প্রাপ্ত হয় তাহারা দম্য।

শূদ্রত্ব (দ্বিজাতীতরজাতিত্ব) দুই প্রকার। তন্মধ্যে কতকগুলি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্ব্বার দ্বিজাতিত্ব লাভ করিতে পারে, কতকগুলি দ্বিজাতিত্ব লাভ করিতে পারে না। তাহারা প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য অক্ষত শূদ্র। যাহারা প্রায়-

* এখানে বাহ্য জাতি শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজাতীতর জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতি ভিন্ন অগ্র জাতি। স্মৃতিশাস্ত্রকর্ত্তারা ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির ইতর জাতি-মাত্রকেই শূদ্রজাতিতে ব্যপদেশ করিয়াছেন। যেহেতু ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতির পৃথক পৃথক বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম লিখিয়া “শেষাস্ত শূদ্রবৎ” অগ্র সমুদায় জাতির শূদ্রবৎ অশ্লোচ, ব্যবহারাদি লিখিয়াছেন। উগ্র, কৈবর্ত্ত, স্বর্ণবর্ণিক, করণ (কায়স্থ) মালাকার, স্বর্ণকার, চর্ম্মকার প্রভৃতির জন্ত স্বতন্ত্র ব্যবস্থা লিখেন নাই। ইহাদের শূদ্রবৎ অশ্লোচাদি। অতএব শূদ্রজাতি বলিলে যেমন তদন্তর্গত অনেক জাতি বুঝাইতে পারে, তেমন বাহ্য জাতি বলিলেও শূদ্র জাতি বুঝাইতে পারে।

শিষ্ট করিয়া দ্বিজাতিহ লাভ করিতে পারে তাহাদের নিমিত্ত মনু পুনর্ব্বার একাদশ অধ্যায়ে প্রাজাপত্য ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে ও হরিবংশে কথিত আছে, মগররাজা শক, যবন, কাশ্মোজ প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়গণকে স্বধর্ম্ম চ্যুত করিয়া এবং দ্বিজ সংসর্গ হীন করিয়া অন্যবেশ ধারণ করা-ইয়াছিলেন। তাহারা স্নেহ প্রাপ্ত হইয়াছে। স্মৃতিপুরাণের একবাক্যতা স্বীকার করিয়া এই সকল বচনের এই তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইতেছে যে, মগর রাজা যে সকল ক্ষত্রিয়গণকে স্বধর্ম্ম চ্যুত করিয়া এবং দ্বিজ সংসর্গ রহিত করিয়া স্বাধ্যায় ববট্কার হীন অর্থাৎ বিদ্যাধ্যয়ন ও স্বাহা প্রণবের অনধিকারী করিয়াছিলেন, মনু “শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাৎ” ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহাদিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

মনুবচনে পৌণ্ড্র, উড্র দ্রবিড়, কাশ্মোজ, যবন, শক পারদ পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খস, এই দ্বাদশদেশীয় ক্ষত্রিয়দিগের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণে প্রথম শক, যবন, কাশ্মোজ, পারদ, পহ্লব, এই পঞ্চ ক্ষত্রিয়ের কথার উল্লেখ করিয়া পরে যবন, শক, পারদ, পহ্লব, এই চতুর্বিধ ক্ষত্রিয়ের মস্তক মুণ্ডন শ্মশ্রুধারণ প্রভৃতি অন্যবিধ বেশধারণের কথা উক্ত আছে। হরিবংশে ঐ শক, যবন, কাশ্মোজ, পারদ, পহ্লব, এই পঞ্চ ক্ষত্রিয়েরই অন্য বেশ ধারণের উল্লেখ দেখা যায়। কাশ্মোজ ও যবন উভয়েরই একবিধ বেশ অর্থাৎ মস্তক মুণ্ডন, অতএব বিষ্ণুপুরাণে অন্যবিধ বেশধারণ বিষয়ে

কাষোজের স্বতন্ত্র উল্লেখ না করিয়া যবন শব্দই কাষোজের উপলক্ষণ স্বীকার করা যাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণে প্রথম শক, যবন, কাষোজ, পারদ, পহ্লব, এই পঞ্চবিধ ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিয়া পরে উক্ত আছে “ নিঃস্বাধ্যায়বট্কারান্ এতানন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার ” শক, যবন, কাষোজ, পারদ, পহ্লব, এই সকল ক্ষত্রিয়দিগকে এবং অন্য ক্ষত্রিয়গণকেও বেদাধ্যয়ন রহিত ও স্বাহা প্রণব রহিত করিয়াছিলেন। এইক্ষণে স্মৃতিপুরাণের ঐক্য করিতে হইলে এই মীমাংসা করিতে হইবে, সগর রাজা যে সকল ক্ষত্রিয়গণকে বেদাধ্যয়ন-হীন স্বাহাপ্রণব-হীন এবং দ্বিজসংসর্গ-হীন করিয়াছিলেন ; মনু, পৌণ্ড্রকাশ্যে-দ্রবিড় ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহাদিগকেই নির্দিষ্ট করিয়াছেন অর্থাৎ মনু উক্ত পৌণ্ড্র, উড়ু, দ্রবিড়, কাষোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খস, এই দ্বাদশবিধ ক্ষত্রিয়ই সগর রাজা কর্তৃক স্বধর্ম চ্যুত হইয়া এবং দ্বিজসংসর্গ হীন হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শক যবন কাষোজ দরদ পহ্লব, এই পঞ্চবিধ ক্ষত্রিয়ের মন্তক মুণ্ডনাদি দ্বারা সগররাজা বেশান্তর করাইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে স্বধর্ম চ্যুত পূর্বোল্লিখিত পৌণ্ড্র উড়ু প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা সকলেই স্নেহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের শেষভাগে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। যথা—

‘তে চ নিজধর্ম পরিত্যাগাদ্ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা স্নেহতাং যযুঃ।’

তাহারা স্বধর্ম পরিত্যাগ হেতু ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পরি-

ত্যাগ হইয়া স্বেচ্ছ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল পতিত ক্ষত্রিয়েরা প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য ।

পাঠকগণ এইক্ষণে পূর্বোক্ত স্মৃতিপুরাণের বচন নিচয়ের তাৎপর্য পরিগ্রহ করিয়া অবশ্যই কৃতনিশ্চয় হইতে পারিবেন, মনুভূক্ত “শনকৈস্ত্র ক্রিয়ালোপাৎ” ইত্যাদি বচনানুসারে কলিতে ক্ষত্রিয় সামান্যতাব প্রতিপাদন হয় কি না এবং বৃষলহ প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়েরা এইক্ষণে কায়স্থ নামে খ্যাত,এ কথা যুক্তি সঙ্গত কি না ।

মনুর “শনকৈস্ত্র ক্রিয়ালোপাৎ ” ইত্যাদি শ্লোকে কলি শব্দের উল্লেখ নাই সুতরাং মনুবচন কলিযুগের পর এ কথা বলা যাইতে পারে না । মনু পর শ্লোকে স্পষ্ট লিখিয়াছেন, পৌণ্ড্র উদ্ভূ প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়েরা ক্রিয়ালোপ হেতু ও ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহাতে অবশ্যই প্রতীতি হয়, অন্যান্যদেশীয় সমস্ত ক্ষত্রিয়েরা শূদ্র প্রাপ্ত হয় নাই । যে সকলদেশে বাজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অভাব ছিল । সেই সেই দেশেই ক্ষত্রিয়েরা শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে । আর্য্যাবর্তে বাজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের অভাব কোন কালেও হয় নাই, সুতরাং আর্য্যাবর্তবাসী ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে পূর্বোক্ত মনুবচন কোন মতেই সঙ্গত হয় না । এজন্য মনুবচনের সহিত বিষ্ণুপুরাণের ও হরিবংশের একতা স্বীকার করিয়া অবধারিত হইতেছে, মনুর ‘ শনকৈস্ত্র ক্রিয়ালোপাৎ ’ ইত্যাদি বচন অনুসারে যাহারা শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা এইক্ষণে স্বেচ্ছ নামক অনার্য্য জাতি বিশেষ হইয়াছে । আর্য্য

মস্তানেরা তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে অশুচি হয়। অতএব আমরা বঙ্গীয় সমাজের কায়স্থগণকে তাদৃশ বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলিতে নিতান্ত অনুচিত বোধ করি, এমন কি যদি কেহ আমাদের প্রিয়তম কায়স্থগণকে মনুবচনানুযায়িক বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলেন, তবে আমরা নানাবিধ কারণ বশতঃ নিতান্ত মর্ষ পীড়িত হই, এবং আমাদের প্রেমাস্পদ কায়স্থগণকে প্রকারান্তরে তিনি স্বেচ্ছ বলিয়া গালাগালি দিলেন। এই মনে করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হই।

এই উপলক্ষে নীতি বিষয়ক একটি শ্লোক আমার স্মৃতি-পথারূঢ় হইল, এই স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। কায়স্থ মহোদয়গণ বিশেষ স্মরণ করিয়া রাখিবেন। যথা—

বরং পণ্ডিতশত্রুশ্চ নচ মুখের মিত্রতা ।

বানরেণ হতো রাজা বিপ্রচৌরেণ রক্ষিতঃ ॥

পণ্ডিত যদি শত্রু হয় তাহাও ভাল তথাপি মুখের সহিত মিত্রতা ভাল নহে। কোন রাজার একটি প্রতিপালিত বানর তাঁহাকে অজ্ঞতা নিবন্ধন নষ্ট করিতেছিল, একজন ব্রাহ্মণ চোর সে সময় রাজাকে রক্ষা করিল।

ধনী কায়স্থগণ বহু অর্থ ব্যয় দ্বারা অনেক চেষ্টা দ্বারা অনেক দণ্ডবল সংগ্রহ করিতেছেন। ইহাতে অনেক কৃতবিদ্য (নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ) অনেক চুড়ামণি কায়স্থ বান্ধব হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্যে কোন কোন কায়স্থ মহোদয় (পরের মুখে চিনি ভক্ষণ) গ্রন্থরচনা প্রবন্ধরচনা ইত্যাদি দ্বারা কৃতবিদ্য বহুদর্শী

অশেষশাস্ত্রাভিজ্ঞ হইয়া সমাজে পরিচিত হইতেছেন। কার্যস্বাক্ষরবেরাও প্রভুরঞ্জনার্থ ও স্বার্থসাধনার্থ কাণ্ডজ্ঞান শূন্যের ন্যায় শশব্যস্ত হইয়া যেখানে যাহা প্রাপ্ত হন তাহারই সংগ্রহ করিতেছেন। এ দিকে যে “শিব গড়িতে বানর” হইয়া পড়ে তৎপ্রতি আক্ষেপও নাই। কায়স্থ-গণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে বলা হইতেছে। যথা শাস্ত্রানুসারে কলিতে প্রকৃত ক্ষত্রিয় নাই। ক্ষত্রিয়-গণ রুমলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই রুমলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ। তদর্পে মনুবচনেরও সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিন্তু তদ্বারা যে কায়স্থদিগের স্লেচ্ছত্ব প্রতিপাদন হয়, তৎপক্ষে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করে না। যাহা হউক অদূরদর্শী লোকেরা যাহা ইচ্ছা তাহা বলুক, কিন্তু আমরা আমাদের চির-স্বহৃৎ কায়স্থগণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা অনভিস্ত লোকের কথায় মুগ্ধ হইয়া তাদৃশ কুপথের আশ্রয় লইবেন না।

অপরিণামদর্শী আধুনিক কায়স্থ যুবকেরা যদি এ কথা বলেন যে, তাঁহারা “শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাৎ” ইত্যাদি মনু বচনানুমোদিত রুমলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়। এইক্ষেণে তাঁহারা গতিপূর্ব পুরুষাচরিত ক্ষত্রিয়োচিত ধর্মের প্রতিপালন করিতে যত্নবান হইয়া গলায় যজ্ঞসূত্রেরধারণ করিতেছেন। সন্দ নামের অস্ত্রে ঘোষবর্ষা বসু বর্ষা ইত্যাদি লিখিতেছেন। কায়স্থদিগের দ্বাদশাহ অশৌচ ব্যবহারে যত্ন করিতেছেন। করুন কিন্তু এতদৃষ্টে অনেকের মনে ঈদৃশ বিতর্ক সমুহ সমুপস্থিত হইতে পারে যে, কায়স্থেরা পতিত ক্ষত্রিয় সন্তান

বলিয়া যদি যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে পারেন, তবে শক যবন
কিরাত চীনদেশীয় প্রভৃতির। যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে
পারিবে না কেন ? মনুবচনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে শক,
যবন, কিরাত, চীনদেশীয় প্রভৃতির। ক্রিয়ালোপ হেতু
এবং যজন অধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের
অদর্শন হেতু, শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এইক্ষণে কায়স্থেরা
ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলে শক, যবন, কিরাত,
চীন প্রভৃতির। ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইতে বিশেষ
প্রতিবন্ধক কি আছে ? বিশেষ, সূক্ষ্মানুসন্ধান করিলে
দেখা যায়, বর্তমান কায়স্থ জাতি অপেক্ষাও যবন জাতির
ক্ষত্রিয়ত্বাধিকারিত্ব অধিকতর সম্ভব পর হইতেছে। যথ
ক্ষত্রিয়েরা সাহসী ছিলেন, বর্তমান কায়স্থগণ অপেক্ষ
যবনেরা অধিক সাহসী। ক্ষত্রিয়েরা বীরপুরুষ ছিলেন,
বর্তমান কায়স্থগণ অপেক্ষা যবনদিগের অধিক বীরত্ব আছে।
ক্ষত্রিয়েরা বিবাদমত্ত ছিলেন, সে বিষয়েও বোধ করি
কায়স্থগণ অপেক্ষা যবনদিগের প্রাধান্য আছে। ক্ষত্রিয়েরা
নিষ্ঠুর ছিলেন, বোধ হয় সে বিষয়েও যবন অপেক্ষা
কায়স্থগণের প্রাধান্য হইবে না। সুতরাং কায়স্থ অপেক্ষা
যবন জাতিতে ক্ষত্রিয় লক্ষণ অধিক থাকাতে ত্রাত্য ক্ষত্রিয়-
সন্তানদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়ত্বাধিকারবিষয়ে কায়স্থ অপেক্ষা
যবন জাতিরই প্রথম সন্দ্ব সাব্যস্ত হইতে পারে। এই
ক্ষণে যদি যবনেরা যজ্ঞসূত্রধারণের অথবা ক্ষত্রিয় বলিয়া
পরিচয় দেওয়ার ব্যবস্থা চায় তবে কায়স্থবান্ধব কৃত
বিদ্যেরা ব্যবস্থা দিতে পারিবেন কি না ?

পূর্বোক্ত মনুবচন ও বিষ্ণুপুরাণাদির বচনানুসারে জানা যায়, ক্ষত্রিয় ধর্ম-পরিত্যক্ত কোন এক জাতিবিশেষের নাম “শক” সূনু শব্দের অর্থ পুত্র, শকসূনু শব্দের অর্থ শকের পুত্র (শকের সন্তান) সেই শকসূনু শব্দের অপভ্রংশ শব্দ “সকসন্” এইক্ষণে অনেকে অনুমান করেন, বর্তমান শকসন্ জাতির। সগররাজকর্তৃক দেশান্তরে প্রতাড়িত শকের বংশ। পূর্বতন ক্ষত্রিয়দিগের রীতি-প্রকৃতির তুলনা করিলে অনেক ঐক্য হয়। ক্ষত্রিয়েরা অসীম পরাক্রমশালী, দিগ্বিজয়ী, প্রবলপ্রতাপাশ্রিত, মহাশূর। ক্ষত্রিয়েরা পৃথিবীর সমস্ত জাতির উপরে একাধিপত্য করিয়াছিলেন। বর্তমান শকসন্ জাতীয়েরাও সমস্ত জাতির উপরে একাধিপত্য কবিতেন। ক্ষত্রিয়েরা মহাসাহসী মহাযোদ্ধা ছিলেন, বর্তমান শকসন্ জাতীয়েরাও মহাসাহসী মহাযোদ্ধা। ক্ষত্রিয়কন্যাদিগের স্বয়ম্বর হওয়া প্রথার অনেক অনুরূপ আছে। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধ, যুগয়া বনবিহার ইত্যাদি উপলক্ষে সস্ত্রীক যাত্রা করিতেন, বর্তমান শকসন্ জাতীয়েরাও যুদ্ধ, যুগয়া, বনবিহার ইত্যাদি উপলক্ষে সস্ত্রীক বহির্গত হন। পূর্বতন ক্ষত্রিয়-কন্যারা কেহ কেহ অশ্বারোহণে পটীয়সী ছিলেন, শকসন্ জাতীয় কন্যারাও অশ্বারোহণে পটীয়সী। ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইত, শকসন্ জাতির মধ্যেও জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। পূর্বতন ক্ষত্রিয় রাজারা যতিশয় যুগয়ারুচি ছিলেন, বর্তমান শকসন্ জাতীয়েরাও বলক্ষণ যুগয়ারুচি। এই প্রকারে পূর্বতন ক্ষত্রিয়দিগের

সহিত বর্তমান শকসন জাতির অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এইক্ষেণে তাহাদিগকে বর্ণনা লিখিতে পারা যায় কি না এবং ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ জাতির পরেই শকসন জাতিকে উৎকৃষ্ট জাতি বলিয়া মান্য করা যায় কি না ?

কায়স্থ বান্ধবেরা এইক্ষেণে যদি পূর্বোক্ত যুক্তি সকলের অবলম্বন করিয়া কতকগুলি প্রাচীন গ্রন্থের ধ্বনি পূর্বক কতকগুলি সংস্কৃত বচন রচনা দ্বারা কতিপয়, চটি পুস্তকের প্রচার করেন অথবা এমন এক ব্যবস্থা পত্রের প্রচার করেন যে, শকসন জাতি ক্ষত্রিয়জাতি, তাহাদের যজ্ঞোপবীতের অধিকার আছে এবং বর্ণনা উল্লেখের অধিকার আছে; তাহারাও দ্বিজ শব্দবাচ্য হইতে পারে। তবে কায়স্থ বান্ধবগণের বিশেষ খ্যাতি লাভ ও বিশেষ উপকার লাভ হওয়ার সম্ভব। কালবশতঃ ভাগ্যক্রমে যদি শকসন জাতির মধ্যে একজনের গলাতেও একবার যজ্ঞসূত্র ধরাইতে পারেন, তবে ইয়োরোপ খণ্ডে পর্যন্ত সম্মানিত হইতে পারিবেন। ভারতবর্ষে অসাধারণ কৃতবিদ্য-খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন, নানা প্রকারে স্বার্থসাধন হইবে, এমন কি, সহস্র গোপাল দেবার ফল একজন শকসন জাতীয় লোক দ্বারাই হইতে পারিবে। বিশেষ পুনর্মুদ্রিত শব্দ কল্পদ্রুমে নিম্নদেশে ক্ষুদ্রাক্ষরে কতকগুলি সংস্কৃত কবিতা লিখিয়া দিতে পারিলে ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রীয় গৌরবেরও বৃদ্ধি হইবে।

কায়স্থ বান্ধবেরা বলেন, যম বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, কলিযুগে ব্রাহ্মণজাতি ও শূদ্রজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতি নাই।

যমবচনং যথা।

যুগে জঘন্যে দ্বৈ জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হি।

জঘন্যযুগে (কলিযুগে) ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, এই দুইটি মাত্র জাতি আছে অর্থাৎ ইদানীং ক্ষত্রিয় বৈশ্য অশ্রুত প্রভৃতির স্বধর্মচ্যুত হইয়া সকলেই শূদ্রবৎ হইয়াছে, সুতরাং যম বচনে কলিযুগে কেবল ব্রাহ্মণ জাতির ও শূদ্রজাতির নির্দেশ রহিয়াছে।

আমরা যমসংহিতার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম,
“যুগে জঘন্যে দ্বৈ জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হি।”

এই শ্লোকান্বিত যমসংহিতার কোন স্থানেও প্রাপ্ত হই-
লাম না। পরিশেষে অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম, যমচন্দ্র-
নামক একজন প্রাচীন কবি ছিলেন। তিনি “কলিধর্মোদয়”
নামক এক নাটকের প্রণয়ন করেন। তাহাতে ঐ শ্লোক
লেখা আছে।

প্রায় দ্বাত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইতে চলিল, পূর্ব-
দেশে চট্টলনগরে রাজকর্মচারী নানাদেশীয় কায়স্থ একত্র
হইয়া কল্লনাদেবীর প্রসাদাৎ একবার ক্ষত্রিয় বৈশ্য অশ্রুত
প্রভৃতি দ্বিজাতির বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা
কতকগুলি স্বাম্য প্রতিপালিত পণ্ডিত বৈশ্যধারী ভট্টাচার্য্য
নামধেয় ভূতলদেবতার সাহায্যে বলিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ
ভিন্ন অন্য আর্য্যসন্তানেরা সকলেই কলিতে কায়স্থ শূদ্রের
তুল্য। এই ক্ষণে আর তাহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই।
বিশেষতঃ বৈদ্যেরা দ্বিজশব্দ বাচ্য নহে ও কায়স্থ শূদ্রের
নমস্য নহে। ইহার প্রকৃতাধারণ অভিলাষে বঙ্গদেশের মধ্যে

স্মৃতিশাস্ত্রে সর্বপ্রধান পণ্ডিত বিক্রম পুর নিবাসী শ্রীযুত কালীকান্ত শিরোমণির নিকটে কায়স্থেরা অনুকূল ব্যবস্থার প্রার্থনা করাতে পণ্ডিতপ্রধান শিরোমণি অনুকূল ব্যবস্থা না দিয়া বলিয়াছিলেন, মন্বাদি শাস্ত্র অনুসারে ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ ইহারা সকলেই দ্বিজশব্দ বাচ্য, এবং উপনয়ন সংস্কারের অধিকারী। কলিতে স্বধর্মনিরত ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠের একেবারে অভাব হয় নাই, বিশেষ অম্বষ্ঠেরা কায়স্থ শূদ্রের নমস্যা বটে। ধনগর্বিত কায়স্থগণ তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া ধর্মশাস্ত্রবিশারদ কালীকান্ত শিরোমণির অপমান করেন। তৎপরে নবদ্বীপ বিক্রমপুর প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান দেশে উল্লিখিত বিষয়ের আন্দোলন হইয়া নানাবিধ শাস্ত্রাবলম্বন পূর্বক পুনঃপুনঃ বিচার হয়। সমস্ত পণ্ডিত একত্র হইয়া বিচার দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, কলিতে সমস্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠেরা শূদ্র প্রাপ্ত হয় নাই, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অম্বষ্ঠেরা দ্বিজশব্দ বাচ্য, উপনয়নের অধিকারী, এবং কায়স্থ শূদ্র প্রভৃতির নমস্যা।*

* প্রবাদ আছে, নবদ্বীপ প্রভৃতি নানা দেশীয় পণ্ডিতগণ একবাক্য হইয়া যখন এই ব্যবস্থা দিলেন যে, ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠ প্রভৃতির দ্বিজ শব্দবাচ্য, উপনয়নের অধিকারী; কায়স্থ শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও কায়স্থ শূদ্রের নমস্যা এবং যে সকল বৈজ্ঞানিক উপনয়নহীন হইয়াছে, তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্বার উপনীত হইতে পারে। সে সময়ে কায়স্থ জাতীয় রাজা রাজনারায়ণ অভিমানে অগৈর্য্য হইয়া বৈদ্যজাতি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বর্ণ

যে সময়ে নানাদেশীয় পণ্ডিতেরা কায়স্থদিগের অভীষ্ট-প্রতিকূলে ব্যবস্থাপত্র দান করিতে লাগিলেন, সে সময়ে কায়স্থগণ অন্যস্থানীয় পণ্ডিতগণের আশ্রয় না পাইয়া কলিকাতানিবাসী পণ্ডিতবর কান্তিচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ কান্তিচন্দ্র কায়স্থগণের অনুরোধ ও অর্থবশ হইয়া চতুরতা পূর্ব্বক এক ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দেন। ঐ ব্যবস্থাপত্রে “যুগে জঘন্যে ঘে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব হীত্যাদি যমবচন” ইত্যাদি লেখা থাকে। পণ্ডিতবর চতুর কান্তিচন্দ্র উল্লিখিত শ্লোকান্বিকে যমবচন বলিয়া লিখিয়া-ছিলেন, তাহা বাস্তব মিথ্যা নহে। যমচন্দ্রনাথক কোন হইতে যত্ববান্ হন। বৈদ্য জাতির ঋায় প্রায়শ্চিত্ত করিয়া উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেন, কায়স্থকোন্তভ ঐশ্বের সৃষ্টি হয়। জনাই নিবাসী অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার দ্বারা, “কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন” এই বচন রচিত হয়, এক ব্যবস্থাপত্র লিখিত হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয় ঐ ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া এতদ্দেশে স্থানে স্থানে পণ্ডিতমণ্ডলীতে অসম্মানিত হন। পরে তিনি “কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন” এই বচন রচনার ও ব্যবস্থাপত্রের দক্ষিণা স্বরূপ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাশী যাত্রা করেন। সংপ্রতি পুরম্পরায় শ্রুত হওয়া যাইতেছে, খ্রীষ্টী৩ কাশীধামেও কয়েকজন অর্থলোভী পণ্ডিত ধনের বশ হইয়া কায়স্থদিগের অভীষ্টানুমোদক ব্যবস্থাপত্র লিখিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহারা কাশীরাজ সমীপে নিন্দনীয় হওয়াতে তাদৃশ ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই।

প্রাচীন কবি স্বকৃত কলিধর্মোদয়নামক নাটকে ঐ বচন রচনা করিয়া লিখিয়াছেন, অতএব কান্তিচন্দ্র যে যমবচন বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রকাশ পাইতেছে। কায়স্থপক্ষীয়েরা কান্তিচন্দ্রের চতুরতা বৃদ্ধিতে না পারিয়া বিংশতি স্মৃতিসংহিতার অন্যতম যমসংহিতার বচন মনে করিয়া ধর্মশাস্ত্রের বিচারস্থলে ‘যুগে জঘন্যে দ্বৈ জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্রএব হি’ এই শ্লোকার্দের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে ব্যগ্র হইতেছেন।

প্রাচীন কবি যমচন্দ্রকৃত কলিধর্মোদয়নামক নাটক হইতে পণ্ডিতবর কান্তিচন্দ্র যে শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমরা সেই সম্পূর্ণ শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

“যুগে জঘন্যে দ্বৈ জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্রএব হি ।

ত্যক্তা স্বধর্মকর্ম্মাণি পরধর্ম্মরতাবুভৌ ॥”

জঘন্য যুগে (কলিযুগে) ব্রাহ্মণ জাতি ও শূদ্রজাতি ইহারা স্বকীয় ধর্ম্ম কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পর ধর্ম্মে রত হইবে। এই বচনের পূর্বার্দের এমত তাৎপর্য্য নহে যে, কলিতে ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, এই দুই জাতিমাত্র থাকিবে, অন্য কোন জাতি থাকিবে না। যদি শ্লোকের পূর্বার্দের তাদৃশ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা হয় তবে পরাধর্ম্ম দ্বারাও এই তাৎপর্য্য পরিগৃহীত হইতে পারে যে, ব্রাহ্মণদিগের স্বধর্ম্ম কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে রত হওয়া কর্তব্য এবং শূদ্রদিগেরও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে রত হওয়া কর্তব্য।

যদিচ আমরা দেখিতেছি, ইদানীন্তন অনেক অবিবেক-মত্ত ব্রাহ্মণ যুবক পূর্ব পুরুষোচিত ধর্ম যজ্ঞসূত্র ধারণ ও সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকলের পরিত্যাগ করিতেছেন এবং অবিবেকমত্ত শূদ্রেরা পূর্ব পুরুষোচিত দ্বিজাতি সেবা পরিত্যাগ করিয়া দাস উল্লেখ পরিত্যাগ করিয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ পূর্বক স্বাহা প্রণবের উচ্চারণ করিতে চাহেন, বর্ষা উল্লেখ করিতে চাহেন, কিন্তু ঐ সকল নিন্দিত কর্ম ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত বিধিবোধিত নহে । তাদৃশ পাপ কর্ম সকল পাপময় কলির স্বভাব বশতঃ হইতেছে । কলির স্বভাব বশতঃ মনুষ্যেরা ক্রমে ক্রমে স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক অবৈধ কর্মে রত হইয়া নিরয়গামী হইবে, এই সকল তাহারই অন্তর্ধান । শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির ও ধর্মভীত ব্যক্তির তাদৃশ দুর্কার্যের অনুমোদন করেন না বা তাদৃশ কার্যে রত হন না । ব্রাহ্মণ জাতির যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিত্যাগ যেমন শ্রুতি স্মৃতি বিরুদ্ধ ও অধঃপতনের কারণ, শূদ্র জাতিরও তেমন যজ্ঞসূত্র ধারণ পূর্বক স্বাহা প্রণবের উচ্চারণ শ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধ ও অধঃপতনের কারণ । শ্রুতিতে উক্ত আছে ।

সাবিত্রীং প্রণবং যজুঃস্মিৎ স্ত্রীশূদ্রয়োনেচ্ছন্তি যদি জানী-
য়াৎ স মৃতোহধোগচ্ছতি ।

ইতি তিথিতত্ত্বোক্ত শ্রুতিপ্রমাণম্ ।

সাবিত্রী (গায়ত্রী) প্রণব, বেদ, শ্রীবীজ, এই সকলের উচ্চারণ করিতে স্ত্রীর ও শূদ্রের অধিকার নাই । যদি

উহার ঐ সকল জানে অর্থাৎ স্ত্রীও শূদ্র যদি গায়ত্রী প্রণব বেদ প্রভৃতির পাঠ করে, তবে মরণান্তে উহাদের অধোগতি হয় ।

“প্রণবোচ্চারণাক্ষেমাচ্ছালগ্রামশিলার্চনাং ।

ত্রাক্ষণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ ॥

ইতি কৃষ্ণানন্দধৃত তন্ত্রসার বচনম্ ।

প্রণবের উচ্চারণ, হোম, শালগ্রামের পূজা, ত্রাক্ষণীগমন, শূদ্র এই সকল কর্ম করিলে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও যখন অনধিকারীরা প্রণবের অধিকারী হইতে যত্নবান্ হইতেছেন, তখন উহা কালস্বভাব ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ।

বস্তুতঃ কলিধর্মোদয় নাটকে “যুগে জঘন্যে দ্বৈ জাতা” ইত্যাদি যে শ্লোক উক্ত আছে, তাহা কলির বিধিবোধক নহে, ঐ সকল কলির নিন্দা শ্রুতিমাত্র । যেমন—

অহঙ্কারগৃহীতাশ্চ প্রাক্ষীগ্নৈহবাক্সবাঃ ।

বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তু সর্বে কলৌ যুগে ॥

কলিকালে ত্রাক্ষণেরা অহঙ্কারী হইবেন, বাক্সবগণের প্রতি স্নেহহীন হইবেন, এবং শূদ্রাচারী হইবেন । এই বচনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, কলিকালের ত্রাক্ষণদিগের অহঙ্কারযুক্ত ও স্নেহশূন্য হওয়া কর্তব্য এবং শূদ্রবৎ আচার কর্তব্য । ঐ বচনে কলির নিন্দা শ্রুতিমাত্র হইতেছে । ইহার তাৎপর্য্য, এই পাপময় কলির স্বভাববশতঃ

ব্রাহ্মণেরা অহঙ্কারী, স্নেহশূন্য ও শূদ্রাচারী হইয়া পাপিষ্ঠ হইবেন ।

তথা হি অধ্যাক্ষরামায়ণে ।

“যে পরেষাং ভূতিপরাঃ ষট্ কৰ্ম্মাদি-বিবৰ্জিতাঃ ।

কলৌ বিপ্রা ভবিষ্যন্তি শূদ্রা এব বরাননে ॥” ইত্যাদি

কলিতে ব্রাহ্মণেরা পরের চাকরি লইবে, ব্রাহ্মণেরা স্বধৰ্ম্ম ষট্ কৰ্ম্ম বিবৰ্জিত হইবে এবং শূদ্রতুল্য হইবে ।

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ।

“যদা পাপবশান্মর্ত্যাস্ত্যক্তধৰ্ম্মা বস্করে ।

কলৌ স্নেচ্ছত্মাপন্নঃ প্রায়শো রাজশাসনাং ॥

সন্ধ্যাবিহীন বিপ্রাঃ স্ম্যৰ্ভূতিকৰ্ম্মরতা মহি ।

কল্পবৈশ্যাদিকৰ্ম্মণঃ শূদ্রাচারা অপি দ্বিজাঃ ॥

দ্বিজসেবাচ্যুতাঃ শূদ্রা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ।

পরদাররতাঃ সৰ্গে হিংসাপৈশুন্যসংযুতাঃ ॥

সৰ্গঃমহে ভবিষ্যন্তি শিববিষ্ণুনিন্দকাঃ ।

হৈ বস্করে ! কলিযুগে প্রায় সকল মনুষ্যেরাই রাজ-শাসনবশতঃ স্বধৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্নেচ্ছত্ম প্রাপ্ত হইবে । ব্রাহ্মণেরা সন্ধ্যাবিহীন ও সেবাকৰ্ম্ম (চাকরি) করিবে এবং কল্পবৈশ্যের কৰ্ম্ম করিবে, শূদ্রাচারে রত হইবে । শূদ্রেরা দ্বিজসেবা করিবে না, প্রায় সকলেই পরদাররত হইবে, হিংসাপৈশুন্যযুক্ত হইবে, এবং শিবনিন্দা ও বিষ্ণুনিন্দা করিবে ।

পূর্বোন্নিখিত বচননিচয়ে যাহা যাহা উক্ত হইল তৎসমুদয় কলির বিধেয় কৰ্ম্ম নহে, ঐ সকল বচনের তাৎপর্য

এই, পাপময় কলিতে ব্রাহ্মণাদিরা তাদৃশ পাপকৰ্ম দ্বারা পাপিষ্ঠ হইবে। এই সকল কলির নিন্দা শ্রুতিমাত্র। তেমন কলিধর্মোদয় নাটকের “যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী” ইত্যাদি বচন দ্বারাও কেবল কলির নিন্দাশ্রুতি হইতেছে; কলিতে ব্রাহ্মণ শূদ্র ভিন্ন অন্য জাতি নাই, ঈদৃশ তাৎপর্য-সূচক নহে।

কায়স্থবান্ধবেরা বলেন, বিষ্ণুবচন দ্বারা নিশ্চিত হইয়াছে, কলিতে বৈদ্যজাতিরা পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ালোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুবচনং যথা—

‘শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদিত্বা বৈদ্যজাতয়ঃ।

কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ॥”

যেমন পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ালোপহেতু ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তেমন পুনঃপুনঃ ক্রিয়ালোপহেতু বৈদ্যজাতিরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা যমসংহিতার আদ্যন্ত পাঠ করিয়া যেমন ‘যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী’ ইত্যাদি বচন প্রাপ্ত হই নাই, তেমন বিষ্ণুসংহিতার আদ্যন্ত পাঠ করিয়াও “শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ” ইত্যাদি বচন প্রাপ্ত হই নাই। পণ্ডিতবর কান্তিচন্দ্র স্বকীয় ব্যবস্থাপত্রে বিষ্ণুবচন বলিয়া দুইটি শ্লোক লিখিয়াছিলেন “শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ” ইত্যাদি শ্লোক তাহারই অন্যতর।

কান্তিচন্দ্রের ব্যবস্থাপত্রে লিখিত শ্লোকদ্বয় বিষ্ণুসংহি-

তার নহে, কিন্তু তিনি কোন্ গ্রন্থ হইতে ঐ শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমরা অদ্য পর্য্যন্ত তদ্বিময়ে কৃত-নিশ্চয় হইতে পারি নাই। যাহা হউক পণ্ডিতপ্রধান কান্তিচন্দ্র ইহাতেও বিলক্ষণ চতুরতা প্রকাশ করিয়াছেন। অনু-রোধ ও ধনের বাধ্য হইয়া অপরিচিত-ধর্মশাস্ত্র কায়স্থ-গণের মনস্তৃষ্টি জন্মাইয়াছেন, অথচ শাস্ত্রমর্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া পণ্ডিতসমাজে বিচারমুখে নির্দোষী রহিয়াছেন। পাঠকগণের বিদিতার্থ আমরা এখানে কান্তিচন্দ্র লিখিত বচনদ্বয়ের সমালোচন করিতেছি। ইহাতেই কান্তিচন্দ্রের অসাধারণ চতুরতা প্রকাশ হইবে এবং যাঁহারা কান্তিচন্দ্রের কুহকে পড়িয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদেরও ভ্রম দূর হইবে।

তদ্বচনে যথা।

“তপোযোগাৎ পুরা বৈদ্যাংস্তেজসা পিতৃবৎ স্মৃতাঃ।

বিপ্রাঃ ক্ষত্রাদ্ যতো ন্যূনাঃ ক্রিয়য়া বৈশ্যবৎ কৃতাঃ ॥

শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।

কলৌ শূদ্রত্বাপন্ন্য যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ ॥”

পূর্বকালে বৈদ্যেরা তপস্যা প্রভাবে পিতৃসদৃশ ছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সদৃশ ছিল, পরে ক্রিয়াদ্বারা তাহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে ন্যূন বৈশ্যবৎ হইয়া পড়ে। এক্ষণে কলিতে পুনঃপুনঃ ক্রিয়া লোপ হেতু সেই বৈদ্যজাতির ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

উক্ত বচনদ্বারাও ঈদৃশী উপলব্ধি হয় না যে, কলিতে সমুদায় বৈদ্যজাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যেহেতু উল্লি-

খিত বচনে কথিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যেমন শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে, বৈদ্যেরাও সেইরূপ শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে । ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উপমান * বৈদ্য উপমেয় † । উপমানে বাদশ জ্ঞান হইবে, উপমেয়েও তাদৃশ জ্ঞান হইবে । উপমানের অপ্রসিদ্ধি থাকিলে উপমেয়েরও অপ্রসিদ্ধি হয় । কলিতে যদি সমুদায় ক্ষত্রিয় জাতি ও সমুদায় বৈশ্য জাতি শূদ্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে তবে কলিতে সমুদায় বৈদ্যজাতিও শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে । যদি কোন দেশীয় কতিপয় ক্ষত্রিয় বা কতিপয় বৈশ্য শূদ্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে বৈদ্যজাতির মধ্যেও কোন দেশীয় কতিপয় ব্যক্তিমাত্র শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে । ক্ষত্রিয় বৈশ্যের শূদ্র প্রাপ্তির যদি অপ্রসিদ্ধি হয়, তবে বৈদ্যজাতির শূদ্র প্রাপ্তিরও অপ্রসিদ্ধি । তাহা হইলে উপমান উপমেয় ভাব থাকিতে পারে, ইহার অন্যথা হইলে ব্যভিচার দোষ ঘটে । এইক্ষেণে দেখা যাউক, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের শূদ্র প্রাপ্তি কতদূর সম্ভব হয় ।

পূর্বে কথিত হইয়াছে—পৌণ্ড্র, উড়ু, খস, দ্রবিড়, শক, যবন, কাম্বোজ, চীন, দরদ, প্রভৃতি দেশবাসী ক্ষত্রিয়েরা পুনঃ পুনঃ ক্রিয়ালোপহেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা মনু নির্দিষ্ট করিয়াছেন ।

* উপমীয়তে সদৃশঃ ক্রিয়তে যেন তদুপমানম্ ।

যাহার সহিত সদৃশ (তুলনা) করা হয় তাহার নাম উপমান ।

† উপমীয়তে সদৃশঃ ক্রিয়তে যৎ তদুপমেয়ম্ ।

যাহাকে সদৃশ (তুল্য) করা যায় তাহার নাম উপমেয় ।

তন্নিম্ন সমস্ত দেশাবচ্ছেদে ক্ষত্রিয়জাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা কোন স্মৃতিগ্রন্থে উক্ত হয় নাই। বিশেষ কোন দেশাবচ্ছেদে বৈশ্যজাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথাও কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ন্যায় সমুদায় বৈদ্য জাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, একথা সঙ্গত হয় না।

মনুস্মৃতিতে কতকগুলি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ও কতকগুলি ব্রাত্য বৈশ্যের উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের ও ব্রাত্য বৈশ্যের উল্লেখের ন্যায় কতকগুলি ব্রাত্য ব্রাহ্মণেরও উল্লেখ আছে। ঋগ্ন মল্ল করণ প্রভৃতির ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সন্তান। অধ্বাচার্য্য প্রভৃতি ব্রাত্য বৈশ্যের সন্তান। ভূজ্য-কণ্টক প্রভৃতির ব্রাত্য ব্রাহ্মণের সন্তান। ইহারা পরস্পর বিভিন্ন জাতি, এই সকল কারণ বশতঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ব্রাত্যতা বিষয়ক বচনের সহিত “শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদতঃ তা বৈদ্যজাতয়ঃ” ইত্যাদি বচনের উপমান উপমেয়ভাব সঙ্গত হয় না।

যদি বলেন “শনৈকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ” ইত্যাদি মনু বচনে ক্ষত্রিয় শব্দ ও বৈশ্য শব্দের উপলক্ষণ * স্বীকার করিয়া সেই বচনের এই প্রকার অর্থ করিতে

* স্বপ্রতিপন্নত্ব সতি স্বেতরপ্রতিপাদকত্বম্ উপলক্ষণত্বম্।
স্বয়ং প্রতিপন্ন থাকিয়া যে অপরের প্রতিপাদক হয় তাহাকে উপলক্ষণ বলে। ক্ষত্রিয় শব্দ স্বপ্রতিপাদক (ক্ষত্রিয় প্রতিপাদক) থাকিয়া বৈশ্যেরও প্রতিপাদক হইল অতএব ক্ষত্রিয় শব্দ বৈশ্যের উপলক্ষণ হইল।

হইবে, পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া লোপহেতু বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতিরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে মনুবচনের সহিত “শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদত্ব তা বৈদ্যজাতয়ঃ” ইত্যাদি বচনের উপমান উপমেয় ভাব সম্ভব হইতে পারে।

যদিও ক্ষত্রিয় শব্দ বৈশ্যের উপলক্ষণ স্বীকার করা যায় তথাপি মনু ক্ত “শনৈকৈস্ত ক্রিয়ালোপাৎ” ইত্যাদি বচনে কলিশব্দের উল্লেখ নাই। বিশেষ বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের সহিত ঐক্য করিয়া জানা যায়, সত্যযুগে সগররাজা যে সকল শক, যবন প্রভৃতি দেশবিশেষবাসী ক্ষত্রিয়দিগকে আচারহীন ও দ্বিজসংসর্গরহিত করিয়াছিলেন, তাহারাই ক্রিয়ালোপহেতু ও ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মনু-সংহিতাতেও সেই সকল ক্ষত্রিয়জাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির কথা লিখিত আছে, সুতরাং মনুবচন সত্য যুগপরবোধ হয়।

“শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদত্ব তা বৈদ্যজাতয়ঃ।”

ইত্যাদি বচনে কলিশব্দের উল্লেখ আছে, অতএব উভয় বচনে পরস্পর যুগভেদের প্রতীতি হওয়াতে উপমান উপ-মেয়ভাব সুসম্ভব হয় না।

“তুষান্ত দুৰ্জনাঃ” দুৰ্জনেরা সম্ভ্রাম যুক্ত থাকুন।

যদি চ আমরা “শনৈকৈস্ত ক্রিয়ালোপাৎ” ইত্যাদি মনু-বচনের সহিত “শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাৎ” ইত্যাদি বচনের উপমান উপমেয় ভাব স্বীকার করি, তথাপি পৃথিবীস্থ সমস্ত বৈদ্য জাতির শূদ্রত্ব প্রাপ্তির উপলক্ষি হয় না।

স্বীকার করিলাম, শক, যবন, কাম্বোজ প্রভৃতি দেশীয় ক্ষত্রিয়েরা ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই সেই দেশের বৈশ্যেরাও ক্রিয়ালোপহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৈদ্য জাতির মধ্যেও ততদ্দেশবাসী বৈদ্যেরাই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল দেশে ক্ষত্রিয়েরা শূদ্রত্ব পায় নাই, যে সকল দেশে বৈশ্যেরা শূদ্রত্ব পায় নাই, সেই সেই দেশে বৈদ্যেরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, এ কথা স্বীকার না করিলে উপমান উপমেয়ভাব কোন মতে সঙ্গত হইবে না। যে দেশের ক্ষত্রিয় নৃপতিরা আচারহীন হইয়াছিলেন, সেই দেশের বৈশ্য ও অশ্বর্থেরা আচারহীন হইয়াছেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত ও সম্ভবপর বোধ হয়।

ইহা অনুভবসিদ্ধ ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে, প্রবল-পরাক্রম নৃপতিরা যখন যে দেশে বুদ্ধধর্মাবলম্বী হয়, তদধীন প্রজারাও প্রায় তদ্ধর্মাবলম্বী হইয়া থাকে।

বেণরাজা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁহার শাসনাধীন কতকগুলি প্রজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া সে সময়ে নানাবিধ নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্করের উৎপাদন করে। অশোক প্রভৃতি প্রবলপরাক্রম রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হওয়াতে পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইয়াছিল। পূর্বের হিন্দু রাজাদিগের রাজত্ব সময়ে হিন্দুস্থানে অন্য ধর্মের নামগন্ধও ছিল না। যদবধি মুসলমানেরা হিন্দুস্থানে একাধিপত্য আরম্ভ করিলেন, তদবধি এখানে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই ক্ষণে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই বিস্তীর্ণ হিন্দুস্থানে মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা

সমুদায়ে ৫ পঞ্চ লক্ষের অধিক হইবে না। এইক্ষণে এদেশ-কে যেমন হিন্দুস্থান বলা যায়, তেমন মুসলমানের স্থানও বলা যাইতে পারে। বাস্তব কি পারস্য প্রভৃতি মুসলমান দেশ হইতে এত মুসলমান হিন্দুস্থানে আসিয়াছিল, তাহা নহে, মুসলমানগণ এদেশে রাজা হইয়া অনেক হিন্দুকে মুসলমান করিয়াছিল। অন্য পর্য্যন্ত যদি মুসলমানদিগের তাদৃশ একাধিপত্য থাকিত তবে হিন্দুস্থানে হিন্দুর নামমাত্র অবশিষ্ট থাকিত।

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণ ভারতবর্ষের বর্তমান অধিপতি। এক্ষণে ক্রমেই এদেশে খ্রীষ্ট ধর্মের বাহুল্য হইতেছে। যে কারণেই হউক, যে জাতীয়ই হউক, অনেক হিন্দুসন্তান খ্রীষ্ট ধর্মের অবলম্বন করিয়াছেন এবং খ্রীষ্টধর্মাবলম্বন না করিয়াও অনেক হিন্দুসন্তান ইংরাজ জাতির সহিত আহার ব্যবহার করিয়া স্বধর্মচ্যুত হইয়াছেন। যদিচ তাদৃশ জনগণকে ইংরাজ জাতীয়েরাও ঘৃণা করুন, অসমান জাতি বলিয়া গ্রাহ্য না করুন কিন্তু হিন্দুরা তাহাদিগকে স্বধর্মচ্যুত স্লেচ্ছ বলিয়াই গণ্য করেন।

পূর্বকালে শক, যবন, চীন প্রভৃতি দেশীয় প্রবল-পরাক্রম ক্ষত্রিয় রাজারা ক্রিয়ালোপবশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজ সংসর্গ দোষে বোধ হয় ক্রমে ক্রমে তত্তদদেশীয় বৈশ্যেরাও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, স্ততরাং তত্তদদেশীয় বৈদ্য জাতিরও শূদ্রত্ব প্রাপণ অসম্ভব নহে, বরং অধিকতর সম্ভবপর বলিয়াই বোধ হয়। পরে যখন শক যবন চীন দেশীয় রাজারা স্লেচ্ছ প্রাপ্ত হইয়াছেন, বোধ হয় তখন তত্তদদেশীয়

শূদ্র প্রভৃতিরও স্বেচ্ছ প্রাপ্ত হইয়া সকলেই একজাতি হইয়াছে। এখন প্রত্যক্ষও দেখা যায়, যখন প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষের ন্যায় বর্ণ বিচার বা জাতি বিচার নাই। ঐসকল দেশের ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বৈদ্যেরা সকলেই শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছিল, অন্য অন্য দেশীয় ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বৈদ্যেরা শূদ্র প্রাপ্ত হয় নাই।

কলিতে পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অশ্বষ্ঠ শূদ্র প্রাপ্ত হইবে, এ কথা শাস্ত্র যুক্তি প্রত্যক্ষ এই সকল প্রমাণ-বিরুদ্ধ। অবশ্য স্বীকার করি, কদাচিৎ কোন কারণ বশতঃ কোন দেশীয় কতিপয় বৈদ্য কিম্বা কতিপয় বৈশ্য অথবা কতিপয় ক্ষত্রিয় স্বধর্মাচার হীন হইয়াছে, তদ্বক্ষে বৈদ্য-সামান্য্যাব কি বৈশ্যসামান্য্যাব, অথবা ক্ষত্রিয়সামান্য্য-ভাব কল্পনা করা অসঙ্গত।

মনু লিখিয়াছেন।

“তপোবীজপ্রভাবৈস্ত তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।

উৎকর্ষকাপকর্ষক মনুষ্যোষিহ জন্মতঃ ॥”

মনুঃ ।

ইহার কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন।

“তে প্রাপ্তভাঃ স্বজাতিজানন্তরজাঃ ঘটন্তাঃ দ্বিজধর্ম্মিণঃ ।”

পূর্বে যে কথিত হইয়াছে স্বজাতীয়া দ্বীজাত সন্তান এবং অনন্তর দ্বিজাতিতে অনুলোমজ সন্তান দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী। যথা ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য হইতে বৈশ্যোতে বৈশ্য, এই স্বজাতি-জাত তিন প্রকার সন্তান, এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে মুদ্রাব-

মিত্র, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে
মাহিষ্য, এই অনন্তর দ্বিজাতি অনুলোমজাত তিন প্রকার
সন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিত, অম্বষ্ঠ,
মাহিষ্য, এই ছয় প্রকার সন্তান দ্বিজধর্মাবলম্বী, (উপ-
নয়নসংস্কারার্হ দ্বিজশব্দবাচ্য) ইহার স্বীয় স্বীয় তপম্যা
প্রভাবদ্বারা যুগে যুগে (সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, এই
প্রত্যেক যুগে) উৎকর্ষ ও অপকর্ষ লাভ করিবে । অর্থাৎ
উৎকৃষ্ট তপম্যা থাকিলে উৎকৃষ্ট হইবে, অপকৃষ্ট তপম্যা
থাকিলে অপকৃষ্ট হইবে । উক্ত মনু বচনে “যুগে যুগে”
এই বীপ্সা থাকাতে নিশ্চিত প্রতীয়মান হইতেছে, কলিতে
ক্ষত্রিয় বৈশ্য অম্বষ্ঠাদির অভাব হইবে না । যদি কলিতে ক্ষত্রিয়
বৈশ্য অম্বষ্ঠাদি সকলেই শূদ্র প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে
মনুবচনে “যুগে যুগে ” এই বীপ্সা থাকিত না ।

বৈদ্যক গ্রন্থে বালরোগ চিকিৎসাধিকারে উক্ত আছে ।

“বলিশাস্তীষ্টকর্মাণি কার্যাণি গ্রহশাস্তয়ে ।

মন্ত্রশচায়ং প্রয়োক্তব্যস্তদ্বাদৌ সর্বকামিকঃ ॥

ওঁ নমো ভগবতে গুরুভ্যায় ত্র্যম্বকায় সদ্যস্তবস্তুতঃ স্বাহা ” ।

বালকের গ্রহশাস্তির নিমিত্ত বলি শাস্তি ও ইষ্ট কৰ্ম
সকল করিবে । তাহার আদিতে সর্বকামিক মন্ত্র বলিয়াছেন ।
ঐ মন্ত্র স্বাহা প্রণব সংযুক্ত ।

স্ত্রীরোগাধিকারে উক্ত আছে ।

“ জলং চ্যবনমন্ত্রেণ সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্ ।

পীড্বা প্রসূয়তে নারী দৃষ্ট্বা চোভয়ত্রিশকম্ ” ॥

চ্যবন মন্ত্রদ্বারা সপ্তবার অভিমন্ত্রিত জল পান করিয়া
এবং উভয়ত্রিংশক কোষ্ঠ দর্শন করিয়া গর্ত্তবতী নারী
প্রসব করিবে। ঐ চ্যবন মন্ত্র বৈদ্যক গ্রন্থে লেখা আছে।
তাহা বৈদ্যের পাঠ করিবেন। সেই মন্ত্র স্বাহা প্রণবসংযুক্ত।

সোমঘৃত পাক প্রকরণে লেখা আছে।

“ধীমান্ গজ্জ্বা ঘৃতপ্রস্বং সম্যগ্জ্জ্বাভিমন্ত্রিতম্। মন্ত্রো যথা।
ওঁ নমো মহাবিনায়কায়ামৃতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি
রুদ্রবচনেন স্বাহা”।

সোম ঘৃত পাক করিবার সময়ে বৈদ্যেরা সপ্ত দুর্বা
হস্তে করিয়া পূর্বোক্ত স্বাহা প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

অনেক ঘৃতপাকবিধিতে লেখা আছে।

“বিপচেৎ পাকবিদ্ বৈদ্যো রুদ্রমন্ত্রঞ্চ সংজপেৎ।”

পাকবিদ্ বৈদ্য ঘৃতপাক করিবেন এবং রুদ্রমন্ত্র জপ
করিবেন। সেই রুদ্রমন্ত্রও স্বাহা প্রণবসংযুক্ত।

রসক্রিয়াধিকারে লেখা আছে।

“স্বতপ্তখলো নিজমন্ত্রযুক্তাং বিধায় রক্ষাং স্থিরসারবুদ্ধিঃ।
অনন্যচিত্তঃ শিবভক্তিযুক্তঃ সমাচরেৎ কর্ম্ম রসস্য তজ্জুঃ ॥

রক্ষামন্ত্রো যথা।

ওঁ অঘোরেভ্যোহথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ।

সর্গতঃ সর্গসর্গেভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপিভ্যঃ স্বাহা ॥”

স্থিরসারবুদ্ধি বৈদ্য অনন্যচিত্ত ও শিবভক্তিযুক্ত হইয়া
এবং নিজ মন্ত্রযুক্ত রক্ষা বিধান করিয়া রসের (পারদের)
কর্ম্ম করিবে। সেই রক্ষামন্ত্রও স্বাহা প্রণবসংযুক্ত।
বৈদ্যক গ্রন্থদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, স্বাহা প্রণবযুক্ত মন্ত্র-

সকল বৈদ্যদিগের পাঠ্য। বৈদ্যদিগের শূদ্র প্রাপ্তি শাস্ত্রসিদ্ধ হইলে প্রাচীন বৈদ্যকগ্রন্থনিচয়ে পূর্বোক্ত মন্ত্রবিধি থাকিত না।

ঐ সকল বিধান যুগান্তরীয় বৈদ্যদিগের নিমিত্ত ছিল, কলিকালের বৈদ্যদিগের নিমিত্ত নহে, এ কথাও যুক্তি সঙ্গত নহে, যেহেতু মাধব কর স্বকৃত রসচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে এবং চক্রপাণি দত্ত স্বকৃত সংগ্রহে ঐ সকল মন্ত্রবিধি উদ্ধৃত করিয়াছেন। চক্রপাণি দত্ত যুগান্তরীয় লোক নহেন। সেন বংশীয় বৈদ্য রাজাদিগের সময়ে তাঁহার জন্ম হয়। চক্রপাণি দত্ত স্বকৃত গ্রন্থের শেষে পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার পিতা নারায়ণ দত্ত গোড়াধিপতির পাত্র ছিলেন এবং তিনি ভানুদত্তের অনুজ লোপ্রবলী দত্ত বংশীয় ছিলেন মাধব কর, তৎসমকালীন অথবা তাঁহার কিছু কাল পূর্ব বর্ত্তী ছিলেন, নানাবিধ কারণে তাহা অনুমিত হয়।

কায়স্থ বাসুদেবেরা বলিয়া থাকেন, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্বকৃত শুদ্ধিতত্ত্বে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অশ্বঠের ইদানীং শূদ্র প্রতিপাদনার্থ যে বিয়ুপুত্রাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই লেখা আছে, শূদ্রাগর্ভজাত মহানন্দপুত্র নন্দ ভূপতি, পরশুরামের ন্যায় নিখিল ক্ষত্রিয় নষ্ট করিবে, অতএব মহানন্দ পর্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল। তৎপরে শূদ্রের রাজা হইবে। ক্ষত্রিয় আব থাকিবে না। ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্য অশ্বঠও থাকিবে না।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য যে, ইদানীং ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অশ্বঠে অভাব স্বীকার করেন নাই, পূর্বে তাহা বিশেষরূপে প্র

শ্রিত হইয়াছে। বাণিতগুকারীরা পৌরাণিক বচনের যথা-
শ্রুত অর্থমাত্র অবগত হইয়াছেন, তাহার প্রকৃত তাৎ-
পর্য্য পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই। অতএব ইদানীং
বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করা
বাইতেছে।

বিষ্ণুপুরাণে ভবিষ্যদ্বাক্য আছে।—

“মগধ দেশে শিশুনাগের বংশে মহানন্দ নামক একজন
রাজা হইবে। সেই মহানন্দের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে মহা-
পদ্ম নন্দ নামক অতিলুন্ধ এক পুত্র জন্মিবে।

“মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাখিলক্ষত্রিয়াস্তকারী ভবিতা।”

মহাপদ্ম নন্দ পরশুরামের ন্যায় অখিল ক্ষত্রিয়াস্তকারী
হইবে।

“ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি।”

তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবে।

এই বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে পরশুরাম উপমান, মহাপদ্ম নন্দ
উপমেয়। উপমান উপমেয়ে সৌমাদৃশ্য জ্ঞান থাকিবে, অর্থাৎ
পরশুরাম যেমন ক্ষত্রিয়াস্তকারী ছিলেন, মহাপদ্ম নন্দও
সেইরূপ ক্ষত্রিয়াস্তকারী হইবেন। এইক্ষেণে বিবেচনা পূর্ব্বক
দেখা যাউক, পরশুরাম পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ
করিয়াছিলেন কি না। জনপ্রবাদ আছে, পরশুরাম এক-
বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। এই
নিঃক্ষত্রিয়া শব্দের, সমস্ত ক্ষত্রিয়াভাব অর্থ করিলে কতদূর
দ্রষ্টব্য হয়, অনায়াসে সকলেই তাহা বুঝিতে পারেন।
একবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইলে পৃথিবীর সমুদায় ক্ষত্রি-

যেয় অভাব হইল, স্ততরাং ক্ষত্রিয়ের অবদ্যমানতা হেতু দ্বিতীয়বার নিঃক্ষত্রিয় করা সম্ভব হইতে পারে না, অতএব পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয়তা বিষয়ক প্রতিজ্ঞায় একবিংশতি-বারের অনুপপত্তি হয় । বিশেষতঃ পরশুরামের সমকালীন বহু ক্ষত্রিয় বিদ্যমান ছিল । অজ দশরথাদি সূর্য্যবংশীয় রাজা-দিগের অবিরত স্থায়িত্বের বিবরণ বহুপুরাণে পুনঃপুনঃ শ্রুত হওয়া যায় ।

মহানাদকে উক্ত আছে ।

“যাবদ্ধ জটীর্ষ্মপুত্রপরশুক্ষুণ্ণাখিলক্ষত্রিয়-

শ্রণীশোণিত-পিচ্ছিলা বহুমতী কোহস্যামধাস্যং পদম্ ।

তৈরলোক্যভয়দানদক্ষিণভুজারম্ভো দিবেশোদয়েণ

দেবোহয়ং দিনকুংকুলৈকতিলকো ন প্রাভবিষ্যদ্ যদি ॥”

মহাদেবের ধর্ম্মপুত্র পরশুরামের কুঠারদ্বারা ক্ষত্রিয় সকল ক্ষুণ্ণ হওয়াতে তাহাদের রক্তদ্বারা পৃথিবী পিচ্ছিলা হইয়াছেন । এ সময়ে সূর্য্যবংশের তিলক এই রামচন্দ্র, ত্রিলোকের অভয় দানের নিমিত্ত দক্ষিণ হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক সূর্য্যদেবের ন্যায় উদিত না হইলে সেই পিচ্ছিলা পৃথিবীতে কেহ পদ নিক্ষেপ করিতে পারিত না ।

“জাত্বা প্রভাবং রঘুনন্দনস্য তদঙ্গমালিঙ্গ্য ততোহতিগাঢ়

বিন্যস্য তস্মিন্ যমদগ্নিস্থনুস্তেজো মহৎ ক্ষত্রবধামিবৃতঃ ॥”

যমদগ্নিপুত্র পরশুরাম রঘুনন্দনের প্রভাব অবগত হইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক মহৎতেজ রামচন্দ্রেতে নিহিত করিয়া ক্ষত্রিয় বধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন । এই সকল

প্রমাণদ্বারা জানা যায়, পরশুরামের সমকালীনও অনেক ক্ষত্রিয় ছিলেন ।

বস্তুতঃ পরশুরাম পৃথিবীর সমুদায় ক্ষত্রিয়ের ধ্বংস কবিত্তে পারেন নাই এবং করেনও নাই ; এমন কি, যিনি পিতৃবধামর্ষে উদ্দীপ্ত হইয়া পিতৃশত্রু যজুবংশায় নৃপতি-সংহারে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, এবং মহাবীর্য্য কার্ত্তবীৰ্য্যের সহস্র ভুজছেদন ও প্রবলপরাক্রম হৈহয়াধিপতির সংহার করিয়াছিলেন, যিনি বহুক্ষত্রিয় নিধন পূর্ব্বক শত্রুশোণিতে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই পিতৃশত্রু যজু-কুলেরই সমূলে উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই । রুষিওবংশীয়েরা ধারাবাহিকক্রমে কলির আদিম সময় পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন এবং পরশুরামের পরে যুদ্ধিষ্ঠিরাদি অনেকানেক ক্ষত্রিয় রাজত্ব করিয়াছেন । যদি পরশুরাম পৃথিবীকে একেবারে নিঃক্ষত্রিয়া করিতেন, তাহা হইলে ঐ সকল ক্ষত্রিয়গণের সম্ভা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে । পরশুরামের ঐদৃশী প্রতিজ্ঞা ছিল না যে, পৃথিবীস্থ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের একেবারে অভাব করিব ।

পরশুরামের প্রতিজ্ঞা গণেশখণ্ডে উক্ত আছে, যথা ।

“ত্রিঃসপ্তকৃষ্ণো নিভূপাং করিষ্যামি মহীমমাম্ ।”

আমি একবিংশতিবার এই পৃথিবীকে নৃপতিশূন্য করিব । অভিষিক্ত রাজাদিগের বধসাধনার্থ পরশুরাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন ।

দশাবতার-স্তোত্রেও তাহাই উক্ত আছে । যথা—

“ত্রিঃসপ্তবারং নৃপভীষ্মিহত্য যন্তর্পণং রক্তময়ং পিতৃভ্যঃ ।”

যিনি একবিংশতিবার নৃপতিগণের হিংসা করিয়া রক্ত দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন।

পরশুরাম ক্ষত্রিয় রাজাদিগেব বিনাশ করিয়াছিলেন, বিষ্ণুপুরাণীয় বচনে সেই পরশুরামের সহিত মহাপদ্মনন্দের উপমান উপমেয় ভাব লক্ষিত হয়, সুতরাং বিষ্ণুপুরাণীয় বচনের ঐদৃশ তাৎপর্য পরিগৃহীত হইতেছে যে, পরশুরাম যেমন ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের বিনাশ করিয়াছিলেন, নন্দ ভূপতিও সেইরূপ ক্ষত্রিয় নৃপতিদিগের বিনাশ সাধন করেন। অতএব বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে ‘ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি’ শূদ্রাগর্ভজাত নন্দ ক্ষত্রিয় রাজাদিগের ধ্বংস করিবে, তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবে।

এই নন্দ ভূপতির রাজত্ব অবধিই যে সমস্ত পৃথিবীতে শূদ্র রাজ্য হইবে, এবং সমস্ত ক্ষত্রিয় নৃপতির অভাব হইবে, বিষ্ণুপুরাণ-কর্তার তাদৃশ অভিপ্রায় নহে। বিষ্ণুপুরাণে নন্দ ভূপতি অবধি শূদ্র রাজার কথা কেবল মগধদেশ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে, অন্য অন্য দেশে অন্যান্য বংশীয় ভবিষ্যৎ রাজাদিগের কথার উল্লেখ আছে। মগধদেশেও নন্দবংশীয় শূদ্র রাজাদিগের ১০০ একশত বর্ষ রাজত্ব কালমাত্র উক্ত হইয়াছে। তৎপরে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতির, তৎপরে অক্ষুবংশীয় আভীরবংশীয় শক যবন তুখার পুলিন্দ প্রভৃতি নানাজাতীয় রাজার উল্লেখ আছে। নন্দ ভূপতির পরে উজ্জয়িনী প্রভৃতি দেশে ভিন্ন জাতীয় রাজারা রাজত্ব করিয়াছেন, ইহা সর্বজন প্রসিদ্ধ; অতএব বিষ্ণুপুরাণীয় বচন সর্বদেশবিষয়ক নহে।

“ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তি।”

বিষ্ণুপুরাণীয় এই বচনের কেহ কেহ এইরূপ অর্থ করেন যে, তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবে, অর্থাৎ ইতিপূর্বে পৃথিবীতে কোন শূদ্র কখনও রাজ্যশাসন করে নাই। নন্দ অবধি শূদ্রেরাও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবে। কলিতে যে সমস্ত শূদ্র রাজা হইবে, তাহাদের মধ্যে নন্দই প্রথম। এবচনের একরূপ তাৎপর্য্য নহে যে, ননের পরে আর ক্ষত্রিয় রাজা থাকিবে না, এবং শূদ্র ভিন্ন আর কোন জাতিই রাজা হইবে না। প্রত্যক্ষও দেখা যাইতেছে, হস্তিনাপুর প্রভৃতি কতিপয় স্থানে সত্যযুগ অবধি মুসলমান রাজত্ব পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়েরাই সিংহাসনে বিরাজমান ছিলেন।

কেহ কেহ বলিয়াছেন ‘আচারহীন ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ, আচারহীন বৈশ্যেরা বণিক, আচারহীন অশ্বষ্ঠেরা পশ্চিম দেশে অশ্বষ্ঠ কায়ত।

স্মৃত্যাদি শাস্ত্রদ্বারা পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে, বৈশ্যের বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রীতে যে করণজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা কায়স্থ। কায়স্থগণ বর্ণসঙ্কর হইলেও দ্বিজাতির অনুলোমজ সন্তান, অতএব প্রতিলোমজ সন্তান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহারা আর্য্যসন্তান হইয়াও আর্য্যসংস্কার (উপনয়নাদি) প্রাপ্ত হইতে পারে নাই, তাহার কারণ এই, মনু বলিয়াছেন।

‘তথার্য্যাজ্ঞাত আর্য্যায়ান্ সর্কং সংস্কারমহতি’

আর্য্য হইতে (দ্বিজাতি হইতে) আর্য্যাতে (দ্বিজাতীয়া জ্ঞীতে) যে সকল সন্তান জন্মে, তাহারা আর্য্যদিগের সমস্ত সংস্কার প্রাপ্ত হয়। মূর্খাবসিক্ত, অশ্বৰ্ণ, মাহিষ্য, ইহারা আর্য্য হইতে আর্য্যা জ্ঞীতে জন্মিয়াছে; অতএব আর্য্য-সংস্কার (উপনয়নাদি) প্রাপ্ত হইয়াছে। কায়স্থজাতি আর্য্য-সন্তান বটে, কিন্তু আর্য্যা-গর্ভে ইহাদের জন্ম হয় নাই, অনার্য্যা গর্ভে (শূদ্রাগর্ভে) জন্ম হইয়াছে, অতএব আর্য্য সংস্কার (উপনয়নাদি) লাভ করিতে পারে নাই, এবং মূর্খাবসিক্ত, অশ্বৰ্ণ ও মাহিষ্য অপেক্ষা ইহারা হীন হইয়াছে। সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রই অনুলোমজ সন্তানদিগকে মাতৃবর্ণে ব্যপদেশ করিয়াছেন। যথা—

“ শৌচাশৌচং প্রকুর্কীরন্ মাতৃবর্গসঙ্করাঃ ॥ ”

অনুলোমজ বর্ণসঙ্কর জাতিরা মাতৃজাতির ন্যায় শৌচাশৌচ প্রভৃতির আচরণ করিবে। অতএব কায়স্থেরা দ্বিজাতির সন্তান হইয়াও মাতৃবৎ [শূদ্রবৎ] ব্যবহার করিবে। কিন্তু ইহাদের শূদ্রবৎ ব্যবহার থাকিলেও ইহারা শূদ্রজাতি অপেক্ষা পৃথক্, এবং দ্বিজাতির সন্তান প্রযুক্ত শূদ্রজাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। অতএব স্মৃতিশাস্ত্রে কায়স্থজাতির পৃথক্ উল্লেখ দেখা যায়।

কোন শাস্ত্রে ঐদৃশী উক্তি নাই যে, আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ। ভগবান্ মনু অচারহীন সমুদায় দ্বিজাতি বিষয়ে লিখিয়াছেন, যে সকল দ্বিজাতিরা আচারহীন হইয়া বহির্জাতিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহারা দম্য। ক্ষত্রিয়জাতি বিষয়ে লিখিয়াছেন, কোন কোন দেশবিশেষজাত ক্ষত্রিয়েরা পুনঃপুনঃ ক্রিয়া

লাপ হেতু শূদ্র প্রাপ্ত হইয়াছে । বিষ্ণুপুরাণের মতে
গাহারা স্বেচ্ছ প্রাপ্ত হইয়াছে । মনুর অপর এক স্থানে
চতকগুলি ব্রাত্য ব্রাহ্মণ ব্রাত্য ক্ষত্রিয় এবং ব্রাত্য বৈশ্যের
উল্লেখ আছে ; কিন্তু আচারহীন ক্ষত্রিয়েরা কায়স্থ হইয়া-
ছেন বা হইবেন, ঈদৃশী উক্তি মনু স্মৃতিতে কিংবা অন্য
কোন স্মৃতিতে নাই ।

সত্য বটে, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতেও একপ্রকার করণ
জাতির উৎপত্তি হইয়াছে ।

ইহা মনু লিখিয়াছেন । যথা—

বল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যামিচ্ছিবিরেব চ ।

নটশ্চ করণশ্চৈব খমো দ্রবিড় এব চ ॥

ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হইতে বাল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ,
দ্রবিড়, খম, এই সকল সম্ভ্রান্ত জন্মিয়াছে । উল্লিখিত বাল্ল,
মল্ল, খম প্রভৃতির নিকৃষ্ট জাতি । কোন কোন গ্রন্থে ইহারা
শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত আছে ।

বর্তমান সম্ভ্রান্ত কায়স্থ সম্ভ্রান্তের মধ্যে যদি কেহ এইক্ষণে
ব্রহ্মসূত্র ধারণের লোভে অথবা বর্ণা উপাধির লোভে উল্লি-
খিত বাল্ল মল্লাদির মধ্যে পরিগণিত করণজাতি বলিয়া
স্বীকৃত হন, তবে তাঁহার অতিমহাপ্রাচীন পূর্বপুরুষ যে
ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইহা আমরাও অবশ্য স্বীকার করি । কিন্তু
পুণ্ডরিক বিষয় এই যে, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় সম্ভ্রান্ত বলিলে বাল্ল মল্ল
নট দ্রবিড় প্রভৃতি নিকৃষ্ট স্বেচ্ছ জাতির মধ্যে পরিগণিত
নহিবে অনেকে অবজ্ঞা করিলেও করিতে পারেন ।

বস্তুতঃ কায়স্থেরা যদি ক্ষত্রিয় হইবেন, তবে ধোষ, বহু-
গুহ, মিত্র, দত্ত, দাস, এবং “নাগ, পাল, দৈত্য, দানা।
রাহা, রাহুত সোম, সানা ॥ নন্দী, কুণ্ড, আইচ, গণ। ভূত,
প্রেত, কেওনন্দন ॥ চন্দ্র, নন্দন, বর্দ্ধন, কেশ। ধর, ধরণী, রক্ষি-
মেঘ” * ইত্যাদি সকল উপাধি কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন
ক্ষত্রিয়দিগের রীতি নীতি ব্যবহার প্রভৃতি কিছুই কার্য-
দিগের মধ্যে লক্ষিত হয় না। ক্ষত্রিয়দিগের এবং কায়স্থ
দিগের গোত্র প্রবর প্রভৃতি সকলই বিসদৃশ †।

“আচারহীন বৈশ্যেরা বণিক্” একথা নিতান্তই অ-
ভিজ্ঞ লোকের ন্যায় বলা হইয়াছে। বাণিজ্য কার্য্য বৈশ্যে
স্বরূপিত। অতএব স্বধর্ম্ম নিরত বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্যদিগকে
ও বণিক্ কহে। পশ্চিম প্রদেশে অনেক স্বধর্ম্ম নির-
বৈশ্যেরা বাণিজ্য কার্য্যে রত আছে। তাহাদের যত্নোপরী
দর্শন করিয়া অনেক অজ্ঞ লোকেরা ক্ষত্রিয় বিবেচনায় ‘বৈ-
ক্ষত্রিয়’ কহে। এদেশেও বাণিজ্য-প্রধান স্থানে, অনেক
অভ্রষ্টাচার বৈশ্য দেখা যায়। তাহাদিগকে আকৃত্রিয়ও
বৈশ্য কহে।

এ কথাও বলা যাইতে পারে না, বণিক্ জাতিমাত্র
বৈশ্য। আমরা স্বীকার করি যে বাণিজ্য ব্যবসায় হে
বৈশ্যজাতিকে বণিক্ বলা যাইতে পারে, কিন্তু বৈশ্য
ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন বৈদেহজাতিকেও শাস্ত্রানুসারে বণি-

* কায়স্থদিগের ঘটকের কারিক।। বায়ুস্তরে কায়স্তের না
† ইহার বিস্তারিত দ্বিতীয় খণ্ডে তৃতীয় খণ্ডে উক্ত হইবে।

কহে। এই বনিক্জাতি আৰ্য্য জাতি হইতে উৎপন্ন ও আৰ্য্য জাতির গৰ্ভজাত বটে কিন্তু ইহারা প্রতিলোমজ সন্তান, অতএব ইহাদের উপনয়নাদি সংস্কার না হইয়া শূদ্রবৎ ব্যবহার হইয়াছে। তাহারা বৈশ্য হইতে জাত অতএব অধুনা বাণিজ্য ব্যবসায়ে রত দেখা যায়।

অধুনা বাণিজ্য ব্যবসায়ের রত দেখা যায়।
 অন্য এক প্রকার বণিক আছে, তাহারা বণিক হইতে
 আয়োগবী * গর্ভজাত। ইহাদিগকে বণিক জাতি কহে।
 মনু বলিয়াছেন “বণিকানাং বণিক পথঃ” বণিকজাতিদিগের
 স্থল পথে বাণিজ্য ব্যবসায়। বঙ্গদেশে তাহারা বণিক জাতি
 বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারা কোন জাতীয় শাখা, অন্য পর্যন্ত
 তাহার কোন চূড়ান্ত মোমাংসা হয় নাই। উল্লিখিত বিভিন্ন
 বণিক জাতিদিগের পরস্পর সংমিশ্রণ হেতু অধুনা শাখা
 বিভাগ করাও নিতান্ত দুঃসাধ্য।

কোন কোন বৈশ্য পরিবার জাতিচ্যুত হইয়া ঐ সকল বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিণত হইয়াছেন কি না, তদ্বিশয়ের নিঃসন্দেহ সূচক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে বৈশ্যত্ব প্রতিপাদক লক্ষণ কিছুই লক্ষিত হয় না। বিশেষত তাহাদের দত্ত, দে, কর, সেন, সিংহ, দাস, কুণ্ড, নাগ, দাঁ, চন্দ্র, পাল, দাম, ঘর, রুদ্র, লাহা প্রভৃতি যে সকল উপাধি আছে, তন্মধ্যে কেবল দত্ত উপাধি বৈশ্যদিগের মধ্যে দেখা যায়, তদ্বিন্ন অন্য কোন উপাধিই বৈশ্যদিগের মধ্যে নাই। ঐ দত্ত উপাধি শুদ্ধ হইতেও পরিগৃহীত হইতে পারে।

* শূদ্র হইতে বৈশ্যের গর্ভে আয়োগব জাতির জন্ম ।

আচারহীন অশ্বর্থেরা অশ্বর্ষ্ঠ কায়েত নামে পশ্চিমদেশে খ্যাত, কল্পনা দেবী একথার প্রসব করিয়াছেন । পূর্বে বলা হইয়াছে, মনুতে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যাতে অশ্বর্থের জন্ম । বৈশ্য হইতে বিবাহিতা শূদ্রাতে কায়শ্বের জন্ম । কায়শ্বের অপভ্রংশ শব্দ কায়েত । ঐ অশ্বর্ষ্ঠ ও কায়েত ইহারা পরস্পর বিভিন্ন জাতি । অশ্বর্ষ্ঠ আর কায়েত কদাচ একজাতি হইতে পারে না । অশ্বর্থেরা আচারহীন হইলে কায়শ্ব হইবার কোন শাস্ত্র বা কোন যুক্তি অথবা কোন কিং-বদন্তী নাই ।

পশ্চিম দেশীয় লালাদিগের নিকটে “ কায়শ্ব ধর্ম তর্পণ ” নামক এক গ্রন্থ আছে । তাহাতে লেখা আছে, কায়শ্বজাতি দ্বাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত ; যথা মাথুর ১ সূর্য্য-ধ্বজ ২ অশ্বর্ষ্ঠ ৩ ভট্টনাগর ৪ গৌর ৫ নিগম ৬ সক্ষসেনা ৭ করণ ৮ অহিটানা ৯ শ্রীবাস্তব ১০ কুলশ্রেষ্ঠ ১১ বাল্মীক ১২ । ঐ সকল নাম দেশ ভেদে হইয়াছে । যথা মাথুরা দেশবাসিগণ মাথুর । মগধদেশীয়েরা সূর্য্যধ্বজ । অশ্বর্ষ্ঠ দেশবাসীরা অশ্বর্ষ্ঠ । ভট্টনগর দেশবাসীরা ভট্টনাগর । গৌরদেশবাসীরা গৌর । সরয়ুনদের নিকটস্থ কায়শ্বেরা নিগম । কাবুল কান্দাহার বাসীরা সক্ষসেনা । কর্ণাট দেশীয়েরা করণ । নেপাল-দেশীয়েরা অহিটানা । শ্রীনগর দেশীয়েরা শ্রীবাস্তব । কুলাপতবাসীরা কুলশ্রেষ্ঠ । বাল্মীকদেশীয়েরা বাল্মীক । † এত-

* এই পুস্তকের অপর খণ্ডে কায়শ্ব বিবরণে বিস্তারিত উক্ত হইবে ।

দক্ষিণ কায়তদিগের মধ্যে যেমন উত্তররাঢ়ী কায়ত, দক্ষিণ রাঢ়ী কায়ত, বঙ্গজ কায়ত ইত্যাদি শ্রেণী ভেদ আছে, পাশ্চিম দেশে লালদিগের মধ্যেও তেমন মাথুর, সূর্য্যবজ্র, অম্বষ্ঠ, ভট্টনাগর ইত্যাদি রূপ দেশ ভেদে শ্রেণী বিভাগ আছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পর সকলের সহিত সকলের বিবাহাদি ক্রিয়াকলাপ হয় না । অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ অম্বষ্ঠ নামক জাতি বিশেষ, বাসক বৃক্ষ, হস্তিপক, অম্বষ্ঠ নামক দেশ বিশেষ । সেই অম্বষ্ঠদেশীয় কায়তদিগকেই অম্বষ্ঠ কায়েক কহে, অতএব রাজা রাধাকান্তদেব স্বকৃত শব্দ-কল্পদ্রুম অভিধানে অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন “পশ্চিম দেশে কায়স্থজাতি বিশেষঃ” বস্তুতঃ আচার ভ্রষ্ট অম্বষ্ঠেরা অম্বষ্ঠ কায়ত নামে খ্যাত নহে ।

কেহ কেহ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়া থাকেন, এ দেশে ব্রাহ্মণজাতির পরেই কায়স্থজাতির উৎকৃষ্টতা দেখা যায়, কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এ দেশ ক্রমে ক্রমে কায়স্থ-প্রধান দেশ হওয়াতে ব্রাহ্মণাদি সমুদায় জাতি অপেক্ষা কায়স্থজাতির উৎকৃষ্টতা হইতেছে । কোন স্মরসিক কবি বলিয়াছিলেন ।

“ তটৈবাদরনীয়াঃ শূলোঁকানাং ব্রাহ্মণাদয়ঃ ।

যত্র শূদ্রা ন বিদ্যন্তে ধনিনো মানিনো বরাঃ ॥

ব্রাহ্মণাঃ সুপকারাশ্চ ক্ষত্রিয়া দ্বারপালকাঃ ।

শূদ্রাঃ সর্কে স্বনামানো হ্যম্বষ্ঠান্তচ্চিকিৎসকাঃ ॥”

যে স্থানে ধনিমানিশ্রেষ্ঠ শূদ্রেরা না থাকেন, সেই স্থানেই ব্রাহ্মণাদির লোকের আদরণীয় হইতে পারেন ।

শূদ্রেরাই স্বনামখ্যাত। ব্রাহ্মণেরা পাচক, ক্ষত্রিয়েরা দ্বার-পাল, বৈদ্যেরা তাহাদিগের চিকিৎসক। কালক্রমে এই রহস্য বচনও প্রমাণ হইবে।

জনসংখ্যা ধরিলে এ দেশে বৈদ্য জাতি অতি নিকৃষ্ট। যেহেতু সমুদায়ে বৈদ্যের সংখ্যা ৬৮০০০ অষ্টযষ্টি সহস্রের অধিক হইবে না, ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১১০০১০৫ এক শত পঞ্চাধিক একাদশ লক্ষ, কিন্তু কায়স্থের সংখ্যা তদপেক্ষাও অধিক। গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, কায়স্থের সংখ্যা ১১৬০৪৭৮ একাদশ লক্ষ, যষ্টিসহস্র, চতুঃশত, অষ্টসপ্ততির ন্যূন হইবে না, স্বতরাং জনবহুলতাবশত কায়স্থ জাতির উৎকৃষ্টতা এবং ধন বহুলতা প্রযুক্তও কায়স্থজাতিরই উৎকৃষ্টতা। কিন্তু কিঞ্চিৎকাল স্থিরচিত্ত হইয়া যদি পূর্বপুরুষোচিত আচার, ব্যবহার, রীতি, ধর্ম, পাণ্ডিত্য অবস্থা প্রভৃতির স্মরণ করা যায়, তবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্খাবসিক্ত, অশ্রুত, মাহিষ্য, এই সকল আর্য্য জাতি অপেক্ষা কায়স্থজাতির উৎকৃষ্টতা কোন ক্রমেই লক্ষিত হয় না। অদ্য পর্য্যন্তও অনেক কায়স্থ বৈদ্যের নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকেন, ত্রীখণ্ড প্রভৃতি দেশজাত বৈদ্যবংশীয় গোস্বামিগণের অনেক কায়স্থ শিষ্য আছে।

এ দেশে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির অদৃষ্টি কল্পনা করিয়া কেহ কেহ বলেন, অধুনা এ দেশে কায়স্থ নামে যাহারা খ্যাত। তাহারাই ক্ষত্রিয় ছিল, এবং বণিক নামে যাহারা খ্যাত তাহারাই বৈশ্য ছিল, তদ্বিম্ব প্রকৃত ক্ষত্রিয়

বৈশ্য জাতির অভাব। পশ্চিম দেশ হইতে যাঁহারা এ দেশে আসিয়া ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাঁহারা প্রকৃত ক্ষত্রিয় কি না সন্দেহ। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের গলায় পৈতে আছে সত্য, কিন্তু অনেকের প্রকৃত ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার দেখা যায় না, প্রত্যুত শূদ্রবৎ ব্যবহার দেখা যায়। পশ্চিম দেশীয় লাল কায়স্থদিগের মধ্যেও অবিকল তদাচরণই দেখা যায়। স্বতরাং প্রতীতি হইতেছে, ক্ষত্রিয়ের পরিণাম কায়স্থ।

পশ্চিম দেশ হইতে যাঁহারা এ দেশে আসিয়া ক্ষত্ৰ্ বলিয়া পরিচয় দেয়, তাঁহারা যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় নহে, তাহা যথার্থ। এ দেশীয়েরা যাঁহাদিগকে ক্ষত্ৰ্ কহে, পশ্চিম দেশে তাঁহারা ই ক্ষত্ৰ্ নামে খ্যাত। যাঁহারা প্রকৃত ক্ষত্রিয় তাঁহাদিগকে পশ্চিম দেশে ছত্রি কহে। অর্থাৎ যাঁহারা কৃত্রিম ক্ষত্রিয়, তাঁহাদিগকে পশ্চিমদেশে ক্ষত্ৰ্ এবং এ দেশে ছত্রি বলিয়া থাকে। যাঁহারা অকৃত্রিম ক্ষত্রিয়, তাঁহাদিগকে পশ্চিম দেশে ছত্রি, এ দেশে ক্ষত্রিয় কহে। ককার মিশ্রিত হইয়া ক্ষ হয়। হিন্দুস্থানীয়েরা মকার স্থানে ছ উচ্চারণ করে, অতএব ক্ষত্রিয়কে ছত্রি বলিয়া থাকে। এতদ্দেশে ক্ষত্ৰ্ শব্দের অপভ্রংশ শব্দ ছত্রি। ক্ষত্রিয়াগর্ভে প্রতিলোমজ বর্ণসঙ্কর জাতির নাম ক্ষত্ৰ্ জাতি, দেশ ভেদে ক্ষত্রিয়দিগের দাসীপুত্রদিগকেও ক্ষত্ৰ্ জাতি বলিয়া থাকে। এ দেশে তাঁহারা পাঞ্জা ক্ষত্রিয় নামে বিখ্যাত। উঁহারা গলায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করে, এবং ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়, সময় বিশেষে স্থানবিশেষে স্বনামান্তে

বর্ণা শব্দেরও উল্লেখ করে। উগ্রজাতির * উগ্রক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, এবং বিবাহের সময়ে একবার যজ্ঞ-সূত্র গলায় ধারণ করে। বস্তুত তাহারা শাস্ত্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় জাতি নহে। পশ্চিম দেশ হইতে এখানে আসিয়া যাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা ঐ উগ্রজাতির বা ক্ষত্ৰজাতিরই অন্যতম জাতি। ইহাদের উপাধি বায়, সিংহ, বাবু ইত্যাদি। অর্থশালী হইলে বর্ণাও হইতে পারে। তাদৃশ ক্ষত্রিয় নামধারী বর্ণসঙ্করগণের আচার ব্যবহার দেখিয়া এ দেশে ক্ষত্রিয় নাই বলিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের অভাব কল্পনা করা এবং ক্ষত্রিয়দিগকে কায়স্থ জাতিতে পরিণত করা অসঙ্গত।

প্রবলপরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়দিগের অভাব কোন কালেও হয় নাই, এবং হইবেও না। অদ্য পর্য্যন্তও লাহোর, মুলতান ও অত্রসরে বিস্তর ক্ষত্রিয় আছে। দিল্লী লক্ষৌ মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানেও অনেক স্বধর্ম্মাচারী ক্ষত্রিয় দেখা যায়। এই বঙ্গ দেশে এবং তম্বিকটবর্ত্তী স্থান সমূহেও অনেক স্বধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়ের নিবাস দেখা যায়। প্রসিদ্ধ বর্দ্ধমানাধিপতি এতদ্দেশে বিখ্যাত। বর্দ্ধমান, সিসুুর, গোলগ্রাম, কাশীঘোড়া, পাড়দহ, ধনেখালী, বংশবাটী, কলিকাতা, ঢাকা, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, শাকো, পাবনা, মাজেরগাঁ, রাণীবন্ধ, কুচুট, বিজুর, ব্রাহ্মণআড়া, গুটুলে, গৌরবাজার, মুরসিদাবাদ, কেরাইব, জামাইল, জামতারা, গোপী-

* ক্ষত্রিয় হইতে শূদ্রোতে উগ্র জাতির উৎপত্তি, ইহাদিগকে আগুুরি কহে।

নাথপুর, খাটোরা, কেশবপুর, দৌপেদারহাটা, গোপী-
নগর, এই সকল স্থানে ক্ষত্রিয়দিগের নিবাস । তত্তদ্বংশীয়
ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে কাহাকেও আচারহীন দেখা যায়
না, এবং কায়স্থ জাতি তাঁহাদের শাখা বলিয়া স্বীকার
করেন না ।

আমরা এ কথা অবশ্য স্বীকার করি, ক্ষত্রিয় জাতি
আদিম মূলজাতি হইয়াও বর্ণসঙ্কর কায়স্থ জাতি অপেক্ষা
অল্পতর । ক্ষত্রিয়বর্ণ আচারহীন হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হই-
য়াছে, কিংবা ক্ষত্রিয়বর্ণ হইতে কায়স্থ নামক এক শাখা
বহির্গত হইতেছে, এই সকল কারণে ক্ষত্রিয় সংখ্যা লঘো-
য়সী হইতেছে, আমরা এই কাল্পনিক যুক্তির অনুমোদন
করি না । ক্ষত্রিয় জাতির অল্পতার প্রবল কারণ দেদীপ্যমান
দেখা যায় । যথা—

সময়ে সময়ে ক্ষত্রিয় জাতির উপরে যত উপদ্রব হইয়া
গিয়াছে, তত উপদ্রব অন্য কোন জাতির উপরে হয়
নাই । এই ক্ষণে বিসূচিকা (ওলাউঠা) জ্বর, বসন্ত ইত্যাদি
রোগ উপস্থিত হইয়া সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে জনপদ
বিস্বংসন (মহামারি) উপস্থিত হয় । পূর্বতন লোকেরা
বর্তমান লোকদিগের ন্যায় যদৃচ্ছাচারী হইয়া শারীরিক
নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন না অতএব রোগের প্রাদুর্ভাব
মল্ল ছিল, কিন্তু সময়ে সময়ে ক্ষত্রিয় জাতির যুদ্ধ উপ-
পক্ষে জনপদ বিস্বংসন হইত ।

সময়ক্রমে ক্ষত্রিয়জাতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল,
গাহারা সর্বসাধারণ জাতির প্রতি অত্যাচারী হইয়া

অবশেষে সর্বমান্য ব্রাহ্মণদিগের উপরেও অমর্যভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন । সে সময়ে ভৃগুবংশাবতংস মহাবীৰ্য্য পরশুরাম পিতৃবধামর্ষে উত্তপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণ-হিংসক ক্ষত্রিয়গণের বিনাশার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হন । ক্রমে ক্রমে তিনি একবিংশতি বার যুদ্ধ করেন । তাহাতে অসংখ্য ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হইয়াছে । ক্ষত্রিয়রাজারাজ্য সময়ে সময়ে দ্বিগীষার বশবর্তী হইয়া কেহ বা ধনলোভে উন্মত্ত হইয়া দ্বিগীষার বহির্গত হইতেন । তদুপলক্ষে কতবার কত ক্ষত্রিয় বিনাশ ও কত দেশ উৎসন্ন প্রায় হইয়াছে । ক্ষত্রিয় কন্যারা স্বয়ম্বর হইতেন, তদুপলক্ষে কতবার কত স্থানে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । তাহাতে ক্ষত্রিয় বিনাশের ত ইয়তাই নাই । ঐ সকল যুদ্ধবিগ্রহ উপলক্ষে রাজ্যবিপ্লব উপস্থিত হইলে অনেক মূর্খাবসিক্ত, বৈশ্য, অশ্বষ্ঠেরও অভাব হইয়াছে । এই প্রকার মত্যা কালাবধিই ক্ষত্রিয়কুলের ধ্বংস হইয়া আসিতেছিল, অবশেষে কলির প্রারম্ভে রাজা যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন, তিনি ভীমার্জুনের বাহুবল ও শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণা চাতুর্য্য প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর ক্ষত্রিয়ভার বহন ক্রেশের অপনোদন করিতে ক্রটি করেন নাই । রাজসূয় যজ্ঞ, কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে অল্প ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হয় নাই । প্রায় তাহাতেই প্রবলপরাক্রম ক্ষত্রিয়কুল নিশ্চূল হইয়াছিল । ক্ষত্রিয়গণ তদবধিই নিস্প্রভ, ভারতভূমি তদবধিই বীরশূন্য, আর্য্যগণ তদবধিই গৌরবহীন, হিন্দুস্থানে তদবধিই অলক্ষ্যীর আবাস, এ কথা বলিলে অসঙ্গত হয় না ।

তদনন্তর ভিন্ন দেশীয় রাজারা আসিয়া এ দেশে পুনঃ-পুনঃ উপদ্রব করে, এতদ্দেশ জয় করে, তদুপলক্ষেও অধিকাংশ ক্ষত্রিয়েরই নিধন হয়। ক্ষত্রিয় জাতির উপরে এই সকল অত্যাচার হইয়া গিয়াছে, সুতরাং ক্ষত্রিয় জাতির সংখ্যা অল্পতরা।

বৈশ্য জাতির নামমাত্র শুনা যায়, এ কথাও অসঙ্গত। পশ্চিম দেশে অদ্যাপি অনেক বৈশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজপুতনা প্রভৃতি দেশে বৈশ্যের অল্পতা নাই, নেপাল, কান্যকুব্জ, এলাহাবাদ, আগরা, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, বানারস প্রভৃতি স্থানেও বৈশ্যের অভাব নাই। কলিকাতা, মুরসিদাবাদ, সেরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও অনেক অনেক বৈশ্যের সমাগম দেখা যায়, সুতরাং চক্ষুস্থান ব্যক্তির। বলিতে পারেন না যে, ইদানীং বৈশ্য জাতির অভাব। সত্য বটে, একটি আদিমবর্ণ বৈশ্য জাতির যত অস্তিত্ব থাকার সম্ভব, তত নাই রাজবিপ্লবে সময়ে সময়ে এই জাতিরও অনেক উৎসাদ হইয়াছে, এবং ইদানীং অনেক বৈশ্য ক্ষত্রিয় জাতিতে লীন হইয়াছে। পশ্চিম দেশীয় অনেক অনতিস্ত লোকের। ব্রাহ্মণ ভিন্ন যজ্ঞসূত্রধারা ব্যক্তিমাত্রকেই ক্ষত্রিয় বলিয়া থাকে, সেই অস্তিত্ব জনিত কুসংস্কার বশতঃ অনেক বৈশ্য ক্ষত্রিয় নামে খ্যাত, পশ্চিম দেশে এইক্ষণে বৈশ্যদিগকে বেণেক্ষত্রিয় বলে। অস্ত্র-লোকের ঈদৃশ সংস্কার বিস্ময়কর নহে, এতদ্দেশেও দেখা যায় যজ্ঞসূত্রধারী ক্ষত্রিয় কিংবা বৈদ্যগণকে দেখিলে অপ-রিচিত অস্ত্র ব্যক্তির। ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশ্বাস করে ও ব্রাহ্মণ

জ্ঞানে প্রণাম করে। এতদ্দেশে ও পশ্চিম দেশে যাহারা আগরওয়ালা কিংবা মহেশ্বর বলিয়া পরিচিত তাহারা বৈশ্য ।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করি, এ দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের নিতান্ত বিরলতা, এমন কি কিছুকাল পূর্বে এতদ্দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বাসস্থান ছিল না বলিলেও হয় । তাহার কারণ এই বর্তমান সময়ে বঙ্গ গোড় ও তৎপার্শ্বস্থ স্থানসমূহ যেমন উৎকৃষ্ট হইয়াছে, পুরাকালে তাদৃশ উৎকৃষ্ট ছিল না, এমন কি অনেকে তীর্থ যাত্রা ব্যতীত বঙ্গ দেশে আসিতে ঘৃণা করিতেন। অদ্যাপি ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতটস্থ দেশ সমূহকে অনেকে পাণ্ডুবর্জিত দেশ বলিয়া ঘৃণা করেন। আজকাল যে কলিকাতা নানাবিধ ধনল সৌধ পরিশোভিতা, নানাদেশীয় বিবিধ বিদ্বজ্জনগণ বিরাজিতা, ভারতবর্ষীয় প্রধান নগরী, প্রধান রাজধানী নামে প্রসিদ্ধা, কিয়ৎকাল পূর্বে ইনি অরণ্যময়ী এবং বহু পশুরাশির আবাস ভূমি ছিলেন। দুইশত বৎসর পূর্বে কেহ ইহার নামমাত্রও অবগত ছিল না। কলিকাতার নিকটবর্তী গঙ্গাসাগর নামক প্রসিদ্ধ স্থান যে স্থানে ভগবান্ কর্ণালের আশ্রম ছিল, সগরের সহস্র সন্তান যে স্থানে ভয়ীভূত হয়, মিন্ধতা নিবন্ধন পৌরাণিকেরা ঐ স্থানকে পাতাল কল্প বলিয়াছেন। পূর্ব পূর্ব কালে গোড় বঙ্গ প্রভৃতি স্থান অরণ্যময় ছিল। ভূমির তাদৃশী উর্বরতাশক্তি ছিল না, জলবায়ুর সুস্বকারিতাশক্তি বা বলবীৰ্য্যবর্দ্ধিনী শক্তি ছিল না, ঈদৃশী সভ্যতা ছিল না। বল, বীৰ্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি

ধন, স্বস্থতা, ধর্ম প্রভৃতি যে সকল মনুষ্যের প্রয়োজনীয় তাহার নিতান্তই অপ্রতুল ছিল, সুতরাং লোকসংখ্যাও অত্যন্ততম ছিল, অতএব কোন প্রবলপরাক্রমশালী রাজা এ দেশে রাজধানীর স্থাপন করেন নাই। রাজধানী, রাজ-দুর্গ, রাজসৈন্য, রাজপ্রতিনিধি প্রভৃতির অপ্রয়োজন-বশতঃ রাজজাতীয় কোন ক্ষত্রিয় এ দেশে বসতি করে নাই। রাজধানীর অভাব ও জনসংখ্যার অল্পতা প্রযুক্ত এই দেশ বাণিজ্যপ্রধান ছিল না। সুতরাং বৈশ্য জাতিরও অভাব ছিল। এ দেশে শ্রমজীবী শূদ্রাদি এবং তদুপযোগী ব্রাহ্মণের বাস ছিল, কিন্তু তাঁহারা তাদৃশ কর্শুকুশল ছিলেন না। কালক্রমে এ দেশে বঙ্গালের পূর্ব পুরুষ বৈদ্যবংশীয়দিগের রাজত্ব হয়। তাঁহারা এ দেশে আসিয়া মগুগ্রাম, স্ববর্ণগ্রাম, বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল এই তিন স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। “রাজার বাস হইলেই রাজ্যের উন্নতি” ক্রমে ক্রমে গোঁড় রাজ্যের বঙ্গরাজ্যের উন্নতি হইতে থাকে। যে দেশে যখন যে জাতীয় লোক বাজা হয়, তখন সে দেশে তজ্জাতীয় লোকের বাহুল্য থাকে এবং তদ্দেশে তজ্জাতীয় লোকের উন্নতির ও গৌরবের বৃদ্ধি হয়।* এ দেশে বৈদ্য জাতির রাজধানী থাকাতো

* কেহ কেহ বলেন, বঙ্গালসেন কায়স্থ বংশীয় ছিলেন। কায়-স্থেরা শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয় জাতি এবং তাহাদের বহুস্বত্বধারণের অধিকার আছে ইত্যাদি; বঙ্গালসেন যদি কায়স্থজাতীয় হইতেন তবে ঐ সেন বংশীয় রাজাদিগের সময় হইতে কায়স্থদিগের অভ্যু-

ক্রমে ক্রমে বৈদ্য জাতির সংখ্যার বৃদ্ধি ও গৌরবের বৃদ্ধি হইয়াছিল, স্ততরাং অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এ দেশে বৈদ্য জাতির বাহুল্য দেখা যায়। এ দেশে বৈদ্যবংশীয় সেনরাজাদিগের রাজত্ব এবং তৎপরেও অনেক বৈদ্যের অভ্যুদয় হওয়াতে ইহাকে বৈদ্য প্রধান দেশ বা বৈদ্য দেশ বলা যাইত। এ দেশে সে সময়ে প্রবলপরাক্রম ক্ষত্রিয় ছিল না, অতএব ব্রাহ্মণ জাতির পরেই বৈদ্য জাতি মান, সম্মান, বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ে উৎ-

দয় হইতে থাকিত। হিন্দুরাজাদিগের রাজত্ব লোপ অবধি কায়স্থদিগের অভ্যুদয় হইতেছে। কোন হিন্দুরাজার রাজত্ব সময়ে কায়স্থদিগের ঐদৃশ অভ্যুদয় ছিল না। যে যে স্থানে সেন বংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল, সেই সেই স্থানে বৈদ্যজাতিরই আধিক্য ও সম্মান বাহুল্য ছিল; সেই সেই স্থানে অল্প পর্যাশ্রিত ও কায়স্থগণ অত্যাচারী হয় নাই। সেন বংশীয় রাজাদিগের সমকালীন কায়স্থাবস্থা স্মরণ করিলে কোন মতেই ইহাদিগকে আর্য্যজাতি বলিয়া বোপ হয় না।

অপিচ। সেন বংশীয় রাজারা যদি কায়স্থ ছিলেন এবং কায়স্থদিগের যদি যজ্ঞোপবীতের অধিকার থাকিত তবে যে সময়ে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের আনয়ন করেন, সে সময়েই কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত পরিগৃহীত হইত, এবং ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে যে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিল তাহাদেরও যজ্ঞসূত্র থাকিত এবং তাহাদের সম্মানগণ মধ্যেও তাহার প্রচার থাকিত।

কৃষ্ণ ছিল, ধারাবাহিকক্রমে অন্য পর্য্যন্ত তাহাই চলিয়া আসিতেছে ।*

রাজা বল্লাল সেনের পূর্বপুরুষ বৈদ্যজাতীয় ছিলেন, অতএব এ দেশে বৈদ্য জাতির বাহুল্য হয়, সেই বৈদ্যদিগের ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল, এবং শূদ্র ভূত্যের প্রয়োজন ছিল, অতএব কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রের পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন । তাঁহারা এই ক্ষণে রাড়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত ণ ঐ ব্রাহ্মণগণের সহিত

* বিস্তারিত সেন রাজাদিগের প্রকরণেও বৈদ্য বিবরণ উক্ত হইবে ।

† এদেশীয় বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের গ্রন্থে লেখা আছে, শ্যামল বর্ষ নামক কোন এক রাজার গৃহোপরি শকুন পক্ষী পড়িয়াছিল । রাজা ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া তাহার শাস্তির নিমিত্ত শাকুন সত্র (শকুনমাংসদ্বারা যজ্ঞ) করিতে শুনক, শাণ্ডিল্য বশিষ্ঠ, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ, এই পঞ্চ গোত্রের পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন । ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত যজ্ঞ প্রভাবে শকুন ধৃত করিয়া তন্মাংস দ্বারা যজ্ঞ নির্বাহ করেন । রাজা সসন্তোষ হইয়া পঞ্চ ব্রাহ্মণকে পঞ্চ গ্রাম প্রদান করেন । ব্রাহ্মণেরা দেশে যাইয়া পশ্চাৎ সবঙ্কু সভ্যতা সস্ত্রীক এখানে আগমন করেন । সে সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে বাৎস্তগোত্র কাশ্যপ গোত্রের বৈদিকেরাও এখানে আগমন করেন । রাজা ঐ সপ্ত গোত্র সপ্ত বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের বসতির জন্ত সপ্ত গ্রাম নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যথা “অতর্জ্যারি গোড়ারি কোটালিপাড় এবং আখরা পানকুণ্ড” ইত্যাদি । অতর্জ্যারি গ্রাম মুরসিদাবাদ হইতে পশ্চিমধ্যে তন্নিকটস্থ ছিল । গোড়ারি গ্রাম বিক্রমপুরের

পঞ্চ জন ভূত্যেরও সমাগমন হয়, এই ক্ষণে ঐ পঞ্চ গোত্রের ব্রাহ্মণ ও পঞ্চভূত্যের বংশবৃদ্ধি হইয়া এতদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। বৈদ্যরাজাদিগের এবং ব্রাহ্মণ ও শূদ্ৰদিগের অন্যান্য যে সকল জাতীয় লোকের প্রয়োজন ছিল। যথা—নাপিত, গোপ, কুম্ভকার, বণিক, পূর্ণকার, মালাকার, স্বর্ণকার, রজক ইত্যাদি ঐ সমস্ত জাতিই এ দেশে আছে, এবং ঐ সকল জাতির মধ্যে বল্লালি নিয়ম প্রচলিত দেখা যায়। বৈদ্যরাজাদিগের সময়ে এ দেশে ক্ষত্রিয় বৈশ্যদিগের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না।

অশ্বগুপ্ত ভোজেশ্বরের নিকট। কোটালিপাড় বাকরগঞ্জের অধীন বিক্রম পুরের দক্ষিণ। আখরা গ্রাম করিদপুরের অধীন, নওয়া বাড়ী কায়নিয়ার পশ্চিম। পান কুণ্ড মাণিকগঞ্জের অধীন, ঝাউ-কান্দার উত্তর। মরীচি গ্রাম সাবস্তসার নামে খ্যাত। নবদ্বীপ স্বনাম প্রসিদ্ধ। নবদ্বীপে ভরদ্বাজ গোত্র বৈদিকদিগের আদিম বাস। তদ্বংশে জগন্নাথ মিশ্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যদেব। ঐ ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা শকুন ধরিয়াছিলেন, এবং বৈদিক ক্রিয়ার জন্তে এদেশে আসিয়াছিলেন অতএব তাঁহারা বৈদিক নামে প্রসিদ্ধ অত্ৰ্যপর্য্যন্তও এদেশে এই প্রথা প্রচলন আছে যে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই বরণীয় হইয়া থাকেন। ইহারা বৈদ্য বংশীয় রাজাদিগের সমকালীন আসিয়াছিলেন, কি পূর্বে আসিয়াছিলেন, কি পরে আসিয়াছিলেন, ইত্যাদি বিষয়ের সুবিস্তার রূপে পুনঃ সমালোচন এই গ্রন্থেরই অন্ততর খণ্ডে অবসর ক্রমে করিব।

স্বতরাং ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতির এ দেশে সমাগম হয় নাই, অতএব ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে কোন প্রকারে বল্লাল কৃত নিয়মও দেখা যায় না। বল্লালসেন যদি ক্ষত্রিয় জাতি হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই এদেশে তৎসমকালীন ক্ষত্রিয়জাতির বাহুল্য থাকিত, এবং তাঁহাদেব মধ্যে বল্লালকৃত নিয়মেরও প্রচলন থাকিত। এই ক্ষণে এ দেশে যে সকল ক্ষত্রিয় দেখা যায়, ইহারা সেনবংশীয় বৈদ্য-রাজস্বের অনেক পরে এখানে আসিয়াছেন, এবং তোড়ন মল্লকৃত * কৌলীন্য নিয়ম ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

সারস্বত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের পুরোহিত হইতে পারেন নাই, অদ্যাপিও পারেন না। ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে যেমন কপ্পুর, খাম্বা, নেহেড়া, টম্বন, মেট, মেহারা, তাড়োয়ার, মেট তাড়োয়ার, বুঁচিয়াতাড়ে ওয়াট, মল, মেহাই বাহল, মাহেতা, বহোড়া, ধুঁইধা, ধাওন, বুদ্ধ্যান, মৌনি, চোবড়া, কঙ্গড়, মেটচক্কন ইত্যাদি † সকল উপাধি ও শ্রেণী

*তোড়নমল্লের আদিম নিবাস স্থান মুলতানে ছিল। পবে তিনি কিয়ৎকাল দিল্লীশ্বরের মন্ত্রিত্ব পদে অতিবিক্ত ছিলেন।

† পূর্বেকালে পরমপবিত্র সরস্বতী নদীতটে বাঁহারা তপস্যা হোমাদি করিতো এবং বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে সারস্বত ব্রাহ্মণ কহে।

‡ কাষস্বেরা ক্ষত্রিয় হইলে তাঁহাদিগের মধ্যেও অবশ্য এই সকল উপাধি থাকিত এবং ক্ষত্রিয়দিগের যে সকল গোত্র প্রবর

বিভাগ আছে, তেমন তাঁহাদিগের পুরোহিত সারস্বত ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও মিশ্র, তিফা, বিষ্ণুধরণ, কার্ণায়া, মানিয়া, পাখা, কপ্পুর, গোসাঁই ইত্যাদি শ্রেণী বিভাগ ও উপাদি আছে। সেনরাজাদিগের সময়ে ঐ সকল সারস্বত ব্রাহ্মণও এ দেশে ছিলেন না। সেনরাজাদিগের পরে ক্ষত্রিয়েরা এ দেশে আসিয়াছেন। পরে সারস্বত ব্রাহ্মণগণও এ দেশে আসিয়াছেন। ইহাদের মধ্যেও বল্লালের নিয়ম প্রচলন নাই। বাহা হউক পূর্বোন্নিখিত কারণ বশতঃ এ দেশে পূর্বকাল অবধি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বাস ছিল না।

“মুন্ধাবিনিল্ল ও মাহিম্যের নাম পর্য্যন্ত লোপ হইতেছে” এ কথা সত্য। এই ক্ষণে আর মুন্ধাবিনিল্ল ও মাহিম্য জাতি প্রায় নাই; থাকিলেও তাহাদিগকে নিঃসন্দেহ রূপে বিভক্ত করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্বর্ণ আদিম মূল জাতি। ঐ চতুর্বর্ণ হইতে সমুদায় জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। তন্মধ্যে পরস্পর সমান বর্ণ দ্বারা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা ব্রাহ্মণ্যে, ক্ষত্রিয় দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে, বৈশ্য দ্বারা বৈশ্যাতে, শূদ্র দ্বারা শূদ্রাতে যে সকল সম্মান জন্মিয়াছে, তাহার স্ব স্ব পিতৃ মাতৃজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার পরস্পর অসমান বর্ণদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পিতৃ মাতৃ জাতি হইতে পৃথক আছে, কায়স্থদিগের মধ্যেও সেই সকল গোত্র প্রবর থাকিত। ক্ষত্রিয়দিগের গোত্র প্রবরের সহিত কায়স্থদিগের গোত্র প্রবরের ঐক্য নাই।

অন্য অন্য জাতিবিশেষ হইয়াছে, যথা—ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রি-
য়াতে মূর্খাবসিক্ত, বৈশ্যাতে অশ্বষ্ঠ, শূদ্রাতে পারশব,
ক্ষত্রিয় দ্বারা বৈশ্যাতে মাহিম্য, শূদ্রাতে উগ্র, বৈশ্য দ্বারা
শূদ্রাতে করণ (কায়স্থ) ইত্যাদি জন্মিয়াছে । ঐ সকল
জাতিকে অনুলোমজ জাতি কহে । পরস্পর বিভিন্নজাতি
দ্বারা ব্যতিক্রমে অন্য প্রকার জাতি বিশেষেরও উৎপত্তি
হইয়াছে । তাহাদিগকে প্রতিলোমজ জাতি কহে । যথা শূদ্র
দ্বারা ব্রাহ্মণীতে চণ্ডাল, ক্ষত্রিয়াতে ক্ষত্র, বৈশ্যাতে আয়ো-
গব, ক্ষত্রিয় দ্বারা ব্রাহ্মণীতে সূত, বৈশ্য দ্বারা ব্রাহ্মণীতে
বৈদেহ, ক্ষত্রিয়াতে মাগধ, এই সকল জাতি জন্মিয়াছে ।

এই যে সমান বর্ণজাত ও অসমান বর্ণজাত জাতি সমু-
দায়ের কথার উল্লেখ হইল, তন্মধ্যে সমান বর্ণজাত
জাতি অপেক্ষা অসমান বর্ণজাত জাতির সম্বন্ধা সম্ভবতঃ
অল্পই হইতে পারে । যেহেতু পূর্ববর্তন লোকেরা যদিচ
সমান অসমান সমুদায় জাতিতে বিবাহ করিতেন কিন্তু
তথাপি একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, সমান জাতিতে
যত বিবাহ হইত, অসমান জাতিতে তত বিবাহ হইত না ।
যে হেতু প্রাচীন ধর্মপ্রচারকেরা অসমান জাতি বিবাহ
অপেক্ষা সমান জাতি বিবাহের প্রশস্তত্ব পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত
করিয়াছেন এবং অসমান জাতি বিবাহ অপ্রশস্ত বলিয়া-
ছেন । যথা—

“উদ্বাহেত দ্বিজো ভার্য্যাঃ সর্বণাঃ লক্ষণান্বিতাম্ ।”

মন্ত্রঃ ।

দ্বিজাতির সমানবর্ণা লক্ষণান্বিতা ভার্য্যা বিবাহ করিবেন

“ব্রাহ্মণকলিয়বিশাঃ শূদ্রাণাক্ পরিগ্রহে ।

সজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্য্যা সজাতিশ্চ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ ।”

নারদসংহিতা ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, ইহাদের বিবাহে সজাতীয়া ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠা, এবং স্ত্রীদিগেরও সজাতীয় পতিই শ্রেষ্ঠ ।

“ভার্য্যাঃ সজাত্যাঃ সর্পেয়াঃ ধর্ম্মাঃ প্রথমকল্লিকঃ ।”

ইতি যমবচনম্ ।

সকল জাতীয় পুরুষেরই সজাতি হইতে ভার্য্যা গ্রহণ প্রথম কল্লিক ধর্ম্ম ।

“ভার্য্যাঃ সজাতীয়াঃ সর্পেয়াঃ শ্রেয়স্যাঃ স্যাঃ ।”

ইতি পৈষ্ঠীনাংবচনম্ ।

সকলেরই সজাতীয়া ভার্য্যা শ্রেষ্ঠা ।

মনু আরও বলিয়াছেন ।—

“সর্বর্ণ গ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মাণি ।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যাঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥”

দ্বিজাতিদিগের দারকর্মেতে সর্বর্ণা ভার্য্যাই প্রশস্তা । যাহারা কামতঃ বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা ক্রমেতে নীচজাতীয়া কন্যাও বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তাহা অপ্রশস্ত ।

ধর্ম্মপ্রণেতারা সকলেই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, সর্বর্ণা ভার্য্যাই শ্রেষ্ঠা, অতরাং অসর্বর্ণা ভার্য্যা প্রশস্তানহে । যাহারা অসর্বর্ণা ভার্য্যা পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহারা তৎকারণে কামতঃ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে—অসর্বর্ণ বিবাহ পূর্বকালেও সাধুসমাজে প্রশংসনীয় ছিল না ।

পৰ্বতন লোকেৱা বৰ্তমান কালৈৰ লোকেৰ ন্যায় নিতান্ত লম্পট ছিলেন না, বা প্ৰায় সচৰাচৰ অপ্রশস্ত কাৰ্য্য কৰি-
তেন না। তাঁহাৰা বিশেষ কোন কাৰণে বাধ্য হইয়া কদাচিৎ
অপ্রশস্ত কাৰ্য্য কৰিতেন। ইহা দ্বাৰা নিশ্চয় বোধ হয়, পুৰা-
কালে সজাতীয় বিবাহেৰ যত বাহুল্য ছিল, অসমানজাতি
বিবাহেৰ তত বাহুল্য ছিল না। অনেকেই সজাতি বিবাহ
কৰিতেন, কদাচিৎ কেহ কোন বিশেষ কাৰণে বাধ্য হইয়া
অসমানজাতীয় বিবাহ কৰিতেন স্তত্ৰাং সজাতি জাত সন্তা-
নই অধিক পৰিমাণে হইত, অসমানজাতি জাত সন্তান অল্প
হইত। এতাবতা এই স্থিৰ হইতেছে, ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য,
শূদ্ৰ, এই আদিম মূল জাতীয় লোক সংখ্যাৰ যত বৃদ্ধি
হইয়াছে, মূৰ্দ্ধাবসিক্ত অশ্বষ্ঠ মাৰ্হিয়া প্ৰভৃতি অনাদি জাতীয়
লোক সংখ্যাৰ তত বৃদ্ধি হইতে পাৰে নাই।

পৃথিৱীতে ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্ৰিয় বৈশ্য শূদ্ৰ, এই বৰ্ণচতুৰ্ক্ৰেয়ৰ
লোক সংখ্যা অপেক্ষা মূৰ্দ্ধাবসিক্ত অশ্বষ্ঠ, মাৰ্হিয়া, কৰণ
প্ৰভৃতি জাতিৰ সংখ্যা স্বভাবতই লঘীয়নী ছিল,। মূৰ্দ্ধা-
বসিক্ত প্ৰভৃতিৰা স্বশ্ব মাতৃজাতিতে লীন হওয়াতে তত্ত-
জাতিতে ব্যপদিক্ত হইয়াছে।

উশনঃসংহিতাতে উক্ত আছে, ব্ৰাহ্মণ হইতে ক্ষত্ৰি-
য়াতে স্বৰ্ণ ১ ভিষক্ ২ নৃপ ৩ এই তিন প্ৰকাৰ পুত্ৰ
জন্মিয়াছিল।

তদ্ যথা ।

“বিধিনা ব্ৰাহ্মণাৎ প্ৰাপ্ত-নৃপায়াস্ত সমস্তকঃ ।

জাতঃ স্বৰ্ণ ইত্যুক্তঃ সোহমূলোমদ্বিজঃ স্মৃতঃ ॥

ক্ষত্ৰবৰ্ণক্ৰিয়াৎ কুৰ্দ্ধন্ নিত্যনৈমিত্তিকী ক্ৰিয়াম্ ।

অশ্বঃ রথঃ হস্তিনঃ বা বাহয়েদ্বা নৃপাজ্জয়া ॥
 সেনাপত্যঞ্চ ভৈষজ্যং কুর্যাজ্জীবেতু বৃত্তিষু ।
 নৃপায়াং বিপ্রতশ্চৌর্যাং যোজাতঃ স ভিষক্ স্মৃতঃ ॥
 অভিষিক্তনৃপস্যাজ্ঞাং পরিপাল্য তু বৈদ্যকম্ ।
 আয়ুর্কেদমথাষ্টাঙ্গং বেদোক্তং ধর্মমাচরেৎ ॥
 জ্যোতিষং গণিতং বাপি কায়িকীং বৃত্তিমাচরেৎ ।
 নৃপায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতো নৃপ ইতি স্মৃতঃ ॥”

ব্রাহ্মণ হইতে বিধিপূর্বক প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়াতে সমস্তক
 যে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম স্বর্ণ। ইহার ক্ষত্র
 বর্ণোচিত কর্ম, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বৎ আচার ব্যবহার। স্বর্ণ
 জাতি রাজার আজ্ঞাক্রমে অশ্ব রথ হস্তির বহন করাইবে
 এবং সেনাপতিত্ব ভৈষজ্য ইহার বৃত্তি। ইহাদের ক্ষত্রবৎ
 ব্যবহার প্রযুক্ত ইহাদিগকে স্বর্ণক্ষত্রিয় বলে। স্বর্ণ
 ক্ষত্রিয়ের অপভ্রংশ শব্দ মোগ ক্ষত্রিয়, অদ্যাপি মোগ ক্ষত্রিয়
 নামক এক প্রকার ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ পশ্চিম দেশে
 বিদ্যমান আছে। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে চৌর্য্যক্রমে
 যে সন্তান জন্মিয়াছে, তাহার নাম ভিষক্। ইহারও
 ক্ষত্রিয়বৎ আচার ব্যবহার। অভিষিক্ত রাজার আজ্ঞা প্রতি-
 পালন করিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত, এবং
 কায়িক বৃত্তির অবলম্বন করিবে। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রি-
 য়াতে বিধিপূর্বক অমন্ত্রক বাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার নাম
 নৃপ। ইহারও ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার। ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া
 গর্ভজাত উক্ত তিন প্রকার পুত্রকেই যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়
 মূর্ধাবসিক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন।

তদ্যথা ।

“বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্ ।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্রায়াং নিষাদো জাতঃ পারশবোহপি বা ॥”
যাজবল্ক্যঃ ।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, শূদ্রাতে নিষাদ জাতি জন্মিয়াছে ।

উল্লিখিত অনুলোমজ সন্তানগণের মাতৃবৎ ব্যবহার হেতু মিতাক্রমাকার উহাদিগকে মাতৃবর্ণে ব্যপদিক্ত করিয়া লিখিয়াছেন । যথা—

“তত্র ক্ষত্রিয়ায়াং জাতঃ ক্ষত্রিয় এব, বৈশ্যায়াং
জাতো বৈশ্য এব, শূদ্রায়াং জাতঃ শূদ্র এব ভবতি ॥”

দ্বিজাতির অনুলোমজ সন্তানগণের মধ্যে যাহারা ক্ষত্রি-
য়ার গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহার ক্ষত্রিয়ই হইবে । যাহারা
বৈশ্যা গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহার বৈশ্যই হইবে । যাহারা
শূদ্রা গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহার শূদ্রই হইবে ।

ব্যাস বলিয়াছেন ।

“বিপ্রবৎ বিপ্রবিম্বাসু ক্ষত্রবিম্বাসু ক্ষত্রবৎ ।
জাতঃ কৰ্ম্মাণি কুর্করীত বৈশ্যবিম্বাসু বৈশ্যবৎ ॥
বৈশ্যক্ষত্রিবিপ্রৈভ্যঃ শূদ্রবিম্বাসু শূদ্রবৎ ॥”

ব্রাহ্মণদ্বারা বিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে যাহার জন্ম, তাহার
ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্যবহার । ব্রাহ্মণদ্বারা বিবাহিতা ক্ষত্রিয়াতে
যাহার জন্ম, তাহার ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার । ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়
দ্বারা বিবাহিতা বৈশ্যাতে যাহার জন্ম, তাহার বৈশ্যবৎ
ব্যবহার । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যদ্বারা শূদ্রাতে যাহার জন্ম,

তাহার শূদ্রবৎ ব্যবহার । ধর্মপ্রাণেত্বগণ কর্তৃক এই সকল ব্যবস্থাপিত হওয়াতে, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়গণের জাত স্বর্ণ ভিনক নৃপ, এই পৃথক পৃথক নামের এক মূর্দ্ধাবিস্তৃত জাতি, ক্ষত্রিয় ধর্মের সহিত অভিন্ন আচার ব্যবহার করিয়া ক্ষত্রিয় মধ্যেই অতিদ্রষ্ট হইয়াছে, অতএব মহামহোপাধ্যায় অমরসি'হ স্বকৃত কোষে মূর্দ্ধাবিস্তৃত ক্ষত্রিয় নৃপ ইত্যাদি এক পরিায়ক শব্দ নির্দিষ্ট করিয়াছেন । যথা—

“মূর্দ্ধাভিষিক্তো রাজন্যো বাহুজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট ।

রাজি রাট্ পার্থিবক্ষমাভূঃ নৃপভূপমহীকিতঃ ॥”

পূর্বে বলা হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ যুদ্ধদ্বারা ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস হইয়াছে, মূর্দ্ধাবিস্তৃত জাতিও পুনঃপুনঃ তৎসহচর হইয়াছিলেন । হস্তি অশ্ব রথ রক্ষা অস্ত্রধারণ সৈন্যপত্য চিকিৎসা, এই সকল মূর্দ্ধাবিস্তৃতের ধর্ম, স্ত্রতরাং যুদ্ধ সময়েই ইহাদের নিতান্ত প্রয়োজন, অতএব অনুমিত হয়, প্রত্যেক যুদ্ধে ক্ষত্রিয় অপেক্ষাও অধিক মূর্দ্ধাভিষিক্তের বিনাশ হইয়াছে । পরস্পর ভিন্ন বর্ণদ্বয় দ্বারা উৎপত্তিহেতু আদিম মূলজাতি অপেক্ষা স্বভাবতই মূর্দ্ধাভিষিক্ত অল্পসংখ্যক । যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগ্রে তাহারাই কালকবলিত হইয়াছে, স্ত্রতরাং মূর্দ্ধাবিস্তৃতের সংখ্যার ক্রমশঃ হ্রাস হইয়াছে : অবশিষ্ট যাহারা ছিল, তাহারা এইক্ষণে ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিলীন হইয়াছে । এই নিমিত্তই ইদানীং মূর্দ্ধাবিস্তৃত জাতির নাম পর্যন্ত লোপ হইতেছে । মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতির ন্যায় মাহিযাজাতিও জাত্যন্তরে পরিণত হইয়াছে ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই বর্ণচতুষ্টয়ের আদিম

মূলজাতি। অনুলোমজ্জ প্রতিলোমজ্জ জাতি সংখ্যা অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা স্বভাবতই অধিকতম থাকিবে। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্রাহ্মণের সংখ্যাবাহুল্য থাকা সম্ভব, যেহেতু পৃষ্ঠাতম ব্রাহ্মণগণ সর্বজাতিদ্বারা রক্ষণীয়। যুদ্ধ বিগ্রহাদি উপলক্ষে ব্রাহ্মণের প্রাণ হইয়া যায় না। বিশেষ ব্রাহ্মণেরা নিতাহারী নিতাতারা তপসী ছিলেন, তদ্বশতঃ ইহাদের প্রায় অকালমৃত্যু হয় নাই। প্রকৃত অয়ুর বৃদ্ধিই হইয়াছে, অতএব নিঃসন্দেহে সকলজাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণজাতির বাহুল্য থাকে।

ক্ষত্রিয়জাতি আদিমমূল জাতি হইলেও যুদ্ধবিগ্রহ বিলাসিতা প্রভৃতি নানা কারণে ক্ষত্রিয়কুলের প্রাণ হইয়াছে। ক্ষত্রিয়জাতিতে যত অত্যাচার হইয়াছে, তদ্বারা ক্ষত্রিয়-সংখ্যা অত্যন্তমাত্র হওয়াই সম্ভব, কিন্তু ক্ষত্রিয়গণ বহুবিবাহ-কর্তা ছিলেন, এবং ইহাদের মধ্যে রাক্ষস বিবাহের * প্রচলন ছিল। ক্ষত্রিয়জাতি অনেক ভিন্ন জাতীয় কন্যা বিবাহ করিতেন, সুতরাং ক্ষত্রিয়দিগের বহুসন্তান জন্মিয়াছে। মুন্ডাভিষিক্ত প্রভৃতির ক্ষত্রিয়জাতিতে মিশ্র হইয়াছে। অজ্ঞানতা বশতঃ বা কুমস্কার বশতঃ অনেক বৈশ্যও ক্ষত্রিয়-সংখ্যার গুণ্ঠি বর্দ্ধন করিয়াছে। এই সকল কারণ বশতঃ ক্ষত্রিয় সংখ্যা নিতান্ত লঘীভূত হইতে পারে নাই।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র অপেক্ষা পূর্বকালাবধি স্বভাবতই বৈশ্য

* বলপূর্বক কন্যা অপহরণ করিয়া বিবাহ।

† ভরতবর্ষের স্থানে স্থানে বৈশ্যদিগকে বেণে ক্ষত্রিয় কহে।

অল্প ছিল । * বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় তাদৃশ বহু বিবাহ-
রুচি ছিল না বিশেষতঃ কতকগুলি লোকের অনাভিজ্ঞতা
বশতঃ কতকগুলি বৈশ্য ক্ষত্রিয়জাতিতে অতিদিক্ত হইতেছে
সুতরাং বৈশ্যের সংখ্যা ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষা অল্প ।

শূদ্রজাতিও আদিম মূলজাতি । ক্ষত্রিয় বৈশ্য অপেক্ষা
শূদ্র সংখ্যার আধিক্য থাকার সম্ভব † শূদ্রেরা এইক্ষণে
কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন । মুটে, মজুর, দাঁড়ি, মাঝি,
ভাণ্ডারি প্যাঁদা, প্রভৃতি সকলেই এইক্ষণে কায়স্থ হইয়াছে,
কিন্তু অনেক রায়, সিংহ, মজুমদার সরকার চৌধুরি, মুনসী,
জমিদার, বাবু প্রভৃতিরও পিতা পিতামহাদি শূদ্র ছিলেন ।
এমন কি কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত ঘোষ, বসু,
গুহ, মিত্র, দত্ত, এই যে পাঁচ জন ভূত্য আসিয়াছিলেন,
তাহারাও তৎকালীন এ দেশে আসিয়া শূদ্র বলিয়াই পরি-
চয় দিয়াছিলেন । তৎকালিক গ্রন্থে এবং কুলঙ্গী গ্রন্থে ‡
তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া উক্ত করিয়াছে, তৎকালীয়েরা
কিছুকাল শূদ্র থাকিয়া পরে কায়স্থ হইয়াছিলেন, এইক্ষণে
অনেকে ক্ষত্রিয় হইতেছেন ।

* পূর্বে কালে সত্ত্বাদিগুণের অন্যতম সংমিশ্র গুণদ্বয়বলদ্বী
মনুষ্যগণ বৈশ্য হইয়া ছিলেন, অতএব বৈশ্যসংখ্যা অল্প ছিল ।

† শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য মূর্দ্ধাবসিত
প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জাতি সকলের সেবক ছিল, অতএব অনেক
শূদ্রের প্রয়োজনহেতু স্বভাবতই শূদ্রসংখ্যার বাহুল্য ছিল ।

‡ এই পুস্তকের অন্যতম খণ্ডে প্রমাণের সহিত ইহার সুবিস্তার
সমালোচন হইবে ।

অনেকের সংস্কার আছে, শূদ্র ও কায়স্থ অভিন্নজাতি, অত-
এব তাহারা কদাচিৎ কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, কদাচিৎ
শূদ্র বলিয়াও পরিচয় দেয় । তাদৃশ সংস্কার কায়স্থ শূদ্রদিগের
স্ত্রীলোকের মধ্যে বিশেষরূপে বঙ্গমূল আছে । তাহারা
নিঃসন্দেহ চিতে মুক্তকণ্ঠে “শূদ্রাণী, (শূদ্রা) বলিয়া পরিচয়
দিয়া থাকে । শূদ্রেরা এইরূপে কায়স্থ হওয়াতে ক্রমে
শূদ্রের সংখ্যা অগ্না হইতেছে । অনেকে বলেন ‘নবশাখ
জাতির শূদ্র, আর সকলে কায়স্থ । এই কাল্পনিক কথা যে
দ্রম-পরিপূর্ণ তাহা দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকে প্রকাশ হইবে ।

আদিম মূলজাতি অপেক্ষা অনুলোমজ প্রতিলোমজ-
জাতির সংখ্যা হীনা । তন্মধ্যে অনুলোমজ জাতি অপেক্ষাও
প্রতিলোমজ জাতির সংখ্যা হীনতর । তাহার কারণ এই,
কামতঃ প্রবৃত্তিদিগের অনুলোম ক্রমে অসবর্ণা বিবাহের বিধান
অপ্রশস্তরূপে শাস্ত্রে দেখা যায়, কিন্তু প্রতিলোম বিবাহের
বিধান কোন শাস্ত্রে নাই ববৎ অনেক স্থানে প্রতিলোম
বিবাহের নিষেধ বা নিন্দাই শুনা যায় । যথা—

“ন চ শূদ্রাঃ দ্বিজঃ কশ্চিৎ নাদমঃ পূৰ্ণবর্ণজান্ ।” ব্যাসঃ ।

কোন দ্বিজ শূদ্রা বিবাহ করিবে না এবং নীচ জাতীয়
পুরুষেরা উচ্চজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিবে না ।

অতএব মনু নির্দেশ করিয়াছেন ।

“শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সী চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বা চৈব রাজঃ স্মৃঃ তাশ্চ স্বা চাগজ্ঞানঃ ।”

শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইবেক, বৈশ্যের শূদ্রা ও
বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া, ব্রাহ্মণের শূদ্রা বৈশ্যা

ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী ভাৰ্য্যা হইতে পারিবেক । ইহার তাৎপর্য্য এই, উত্তম বর্ণেরা অধম বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে, অধমেরা উত্তম বর্ণের কন্যা বিবাহ করিতে পারিবে না ।

“ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যেন স্ত্রিয়োহন্যাস্তিস্তত্র এব তু ।”

নারদসংহিতা ।

ব্রাহ্মণের অনুলোম ক্রমে ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা, এই তিন স্ত্রী হইতে পারে ।

“দ্বৈ ভাৰ্য্যে ক্ষত্রিয়স্যান্যে বৈশ্যাষ্টম্যাকা প্রকীৰ্ত্তিতা ।

বৈশ্যায়া দ্বৌ পত্না স্ত্রিয়াবেকোহন্যঃ ক্ষত্রিয়াপতিঃ ॥”

নারদ সংহিতা ।

ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা শূদ্র এই অন্য দুই ভাৰ্য্যা হইতে পারে । বৈশ্যের শূদ্রা এই অন্য এক ভাৰ্য্যা হইতে পারে । বৈশ্যার ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই অন্য দুই পতি হইতে পারে । ক্ষত্রিয়ার ব্রাহ্মণ, এই একমাত্র অন্য পতি হইতে পারে ।

প্রতিলোম বিবাহ নিষেধ হেতু শাস্ত্রকারেরা প্রতি-
লোমজ সন্তানগণকে আৰ্য্যধৰ্ম্ম বিগর্হিত বলিয়াছেন । যথা --
‘অনুলোমাস্থ মাতৃবর্ণাঃ প্রতিলোমাস্থাৰ্য্যধৰ্ম্মবিগর্হিতাঃ ।’

বিষ্ণু সংহিতা ।

অনুলোমজ সন্তানেরা মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে, প্রতি-
লোমজ সন্তানেরা আৰ্য্যধৰ্ম্ম বিগর্হিত হইবে ।

অনুলোমজ সন্তান অপেক্ষা প্রতিলোমজ সন্তান
নিন্দনীয়, অতএব ধৰ্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ
অনুলোমজ সন্তানের বর্ণমংকরত্ব স্বীকার না করিয়া কেবল
প্রতিলোমজ সন্তানের বর্ণমঙ্করত্ব স্বীকার করিয়াছেন । যথা

“অনুলোমেন বর্ণনাঃ যজ্ জন্ম স বিধিঃ স্মৃ তঃ ।

প্রতিলোমেন যজ্ জন্ম স জ্যেয়ো বর্ণদক্ষরঃ ॥”

নারদসংহিতা ।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অনুলোম ক্রমে যে জন্ম হয়, তাহাই বিধি বলিয়া পরিগণিত, প্রতিলোম ক্রমে যে জন্ম তাহাকে বর্ণদক্ষর বলে । এই প্রমাণানুসারে মুর্দ্ধাবসিক্ত অশ্বষ্ঠ প্রভৃতি অনুলোমজ সন্তানগণের বর্ণদক্ষরতা নাই । বাহারা প্রতিলোমজ সন্তান তাহারাি বর্ণদক্ষর ।

“অধনাত্মমায়ান্ত জাতঃ শূদ্রাধম স্মৃ তঃ ।”

ব্যাসসংহিতা ।

নীচ জাতীয় পুরুষ হইতে উত্তম জাতীয়া স্ত্রীতে যাহাদের জন্ম হয়, তাহারা শূদ্রেরও অধম । এই সকল নিন্দা ক্রতি দ্বারা জানা যাইতেছে, প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্রানু-মোদিত নহে । অতএব অনুলোমজ জাতি অপেক্ষা প্রতি-লোমজ জাতির সংখ্যা অল্পতরা, স্ততরাং সূত মাগধ বৈদেহ প্রভৃতি জাতির বাহুল্য ছিল না । এইক্ষেণে ঐ সকল প্রতিলোমজ জাতির অনেকগুলির লোপ হইয়াছে, কতক গুলি ভিন্ন জাতিতে লীন হইয়াছে ।

অনুলোমজ জাতির মধ্যে ইদানীং কায়স্থ জাতির অতি-বিস্তীর্ণতা দেখা যায়, এমন কি ব্রাহ্মণ সংখ্যা অপেক্ষাও কায়স্থ সংখ্যা ভূয়িষ্ঠা । কিন্তু সম্ভবতঃ আদিম মূল জাতি অপেক্ষা বিশেষ ব্রাহ্মণ জাতি অপেক্ষা অনুলোমজ জাতির সংখ্যা কোন ক্রমেই অধিক হইতে পারে না, তাহা পূর্বের প্রদর্শিত হইয়াছে । বিশেষ কায়স্থজাতি বৈশ্য হইতে

শূদ্রাগর্ভসমুৎপত্তা, দ্বিজাতিদিগের শূদ্রা বিবাহ নিতান্ত
গর্হিত । যথা—

ব্যাসসংহিতায়াম্ ।

ন চ শূদ্রাং দ্বিজঃ কশিৎ নাধমঃ পূর্ববর্ণজাম্ ।”

দ্বিজাতির শূদ্রা বিবাহ করিবে না এবং অধম বর্ণ উত্তম
বর্ণজা কন্যা বিবাহ করিবে না ।

“আপদ্যপি ন কর্তব্য শূদ্রা ভার্য্যা দ্বিজাতিনা ।”

ইতি শঙ্খঃ ।

দ্বিজাতির আপৎকালেও শূদ্রা ভার্য্যা করিবে না ।

“তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন শূদ্রভার্য্যাং বিবর্জয়েৎ ।”

শঙ্খসংহিতা ।

দ্বিজাতির যত্নপূর্বক শূদ্রভার্য্যা পরিত্যাগ করিবে ।
এই সকল প্রমাণ দৃষ্টিে অনুমিত হয়, দ্বিজাতিদিগের মধ্যে
অনুলোম দ্বিজাতি বিবাহের যত বাহুল্য ছিল, শূদ্রা বিবা-
হের তত বাহুল্য ছিল না, অতএব দ্বিজাতি হইতে শূদ্রা-
গর্ভজাত পারশব, উগ্র, করণ (কায়স্থ) জাতিরও বাহুল্য
ছিল না । অদ্যপি দেখা যায়, পারশব ও উগ্রজাতির অল্পতা
রহিয়াছে । সাহায্য বশতঃ কায়স্থ জাতিরও অল্পতাই
সম্ভবনীয় । কিন্তু এই ক্ষণে তাহার বিপরীত দেখা যায় ।
এদেশে কায়স্থের সংখ্যা ব্রাহ্মণের সংখ্যা অপেক্ষাও
অধিকতর । ইহার কারণ এই, ইদানীং অনেক জাতি
কায়স্থ জাতিতে পরিণত হইতেছে । পূর্বের বলা হইয়াছে,
এই ক্ষণে শূদ্র সংখ্যার ক্রমে লাঘব হইতেছে । সকলেই
কায়স্থ হইয়াছে । পিতা পিতামহ প্রভৃতি শূদ্র ছিলেন,

পুত্র কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়া চৰ্ম্মপাত্ৰকা পদলগ্ন করিতে পারিলেই প্রধান এক কায়স্থ হইলেন । তাঁহার আর ছোট শূদ্রের সহিত আহার ব্যবহার থাকিল না ; এমন কি দ্বিজাতি অম্বষ্ঠের অন্ন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন, অর্থের বলাবল অনুসারে প্রথম দাস, পরে সরকার, পরে ঘোষ বা বস্ত্র হইলেন । এই প্রকারে কায়স্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে ।

কায়স্থ ও শূদ্র ইহাদের পরস্পর সংমিশ্রণ হওয়াতে এই ক্ষণে কে কায়স্থ, কে শূদ্র, ইহার নিশ্চয়রূপে অবধারণ করা যায় না । এই ক্ষণে যদি কোন কোন কায়স্থকে জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনি যথার্থ কায়স্থ কি শূদ্র ? তবে অনেকে নিঃসন্দেহরূপে স্বীয়জাতির নিরূপণ পূর্বক উত্তর দিতে পারিবেন না । বর্তমান কালে কায়স্থ ও শূদ্রের পরস্পর বিভাগ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়াছে । দেখা যায়, কোন ব্যক্তি থানাতে বা কোন আদালতে প্যাঁদা গিরি চাকরি করিতেন, অতএব লোকে তাঁহাকে সিংহ বলিত । এই ক্ষণে তাহার সন্তানেরা সিংহ উপাধি মৌলিক কায়স্থেত হইয়াছেন । অনেক সিকদার সরকার হইয়াছেন । অনেক মাঝি, ছৈয়াল (ঘরামি) সরকার হইতেছেন । পল্লীগ্রামে যদ্যে অনেক ব্রাহ্মণের বা বৈদ্যের অথবা কায়স্থের ভৃত্য (নফর) বিদেশে তাহাদের পুত্রেরা গবর্ণমেণ্টের বিচারালয়ে অথবা কোন ধনিব্যক্তির সমীপে কৰ্ম্ম করিয়া ভদ্র কায়স্থগণের সংসর্গদ্বারা কায়স্থ হইতেছেন । এই প্রকারে প্রকৃত শূদ্রের সংখ্যার ন্যূন হইয়া কায়স্থের সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে ।

জাতিমিত্র ।

কায়স্থ সংখ্যার বৃদ্ধির আরও কারণ দেখা যায়। লোকে কথার বলে ‘জাত হারালে কায়েত’ অনেক ভিন্ন জাতীয় লোক আসিয়া কায়স্থ শ্রেণী ভুক্ত হইতেছে। অনেক তাঁতি ধনী হইয়া কায়স্থ হইয়াছেন। অনেক কৈবর্ত দাস হালুয়া দাস কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। অনেক দাসীপুত্র (চাকরাণীর পুত্র) প্রভুর অনুগ্রহে কায়েত। পশ্চিম দেশ হইতে অনেক তামলী প্রভৃতি এদেশে আসিয়া কায়স্থ হইয়াছে। নদগোপ চামা ধোপা প্রভৃতি নানাজাতীয় লোক স্বদেশ ও স্বীয় সমাজ হইতে বহির্গত হইয়া কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। বাহার বংশের আদি অন্ত বা কোন প্রকার নিশ্চয়াবধারণ না হয়, অগত্যা তাহারা পরিশেষে কায়স্থ হইয়া পড়ে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, অনেক কায়স্থের আদি বাস স্থানের নিরূপণ অথবা পূর্ব পুরুষের নিরূপণ পাওয়া যায় না। অনেক কায়স্থের জাতি বা পূর্ব পুরুষীয় কুটুম্ব দেখা যায় না। ইদানীং “জাত বৈষম্য” ও “কায়স্থ” এই দুটি শব্দ পতিতপাবন। বাহাদের কোন প্রকারে জাতির নিশ্চয় হইল না, তাহাদের হীনাবস্থা থাকিলে জাত বৈষম্য, উন্নতাবস্থা থাকিলে কায়স্থ আখ্যান হয়। এই সকল কারণে কায়স্থ সংখ্যার অতিশয় বৃদ্ধি দেখা যায়। গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, এদেশে কায়স্থের সংখ্যা প্রায় দ্বাদশ লক্ষ, ব্রাহ্মণের সংখ্যা কায়স্থ সংখ্যা অপেক্ষা ৬০৩৭৩ ন্যূন হইয়াছে।

বেহার প্রদেশে গোয়ালার সংখ্যাধিক্য। এদেশে যেমন “জাত হারালে কায়েত” বেহার অঞ্চলে তেমন “জাত

হারালে গোয়ালা ” সেই দেশে নীচ শ্রেণীর মধ্যে গোয়ালাজাতি আদরণীয়, অতএব নিকৃষ্ট জাতীয় লোকে-রাও গোয়াল। বলিয়া পরিচয় দেয় । তদ্দেশে গোয়ালার সংখ্যা ২৩০৭৪০৬ কিন্তু আদিম মূল জাতি ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১০১৩৬১৬ ইহার অধিক হইবে মা ।

বর্ণসঙ্কর কৈবর্ত দাস ও চণ্ডালের সংখ্যাও অধিক দেখা যায় । কৈবর্তের সংখ্যা ২০,৬৪,৩৯৪ চণ্ডালের সংখ্যা ১৬২০৫৪৫ বর্ণসঙ্কর নিকৃষ্ট জাতীয় লোক ঐ সকল জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হওয়াতে সংখ্যার বাহুল্য হইয়াছে । এই সকল কারণ বশতঃ নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর নিষাদজাতি প্রভৃতির বিরল প্রচার দেখা যায় ।

“এখানে বৈদ্যেরা অশ্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন । তাঁহার। প্রকৃত অশ্বষ্ঠ কি না, তাহার সন্দেহভঞ্জনক বিশিষ্ট প্রমাণ কিছু নাই “ইত্যাদি উক্তি সকল নিতান্ত হাস্য জনক । গগনমণ্ডলে দিগ্ভাঙল প্রকাশক সহস্রাকিরণ উদ্ভিত হন । তিনি প্রকৃত সূর্য্য কি না, এই সন্দেহ করিয়া যিনি বিশিষ্ট প্রমাণের অনুসন্ধান করিতে পারেন, তিনিই বৈদ্যেরা প্রকৃত অশ্বষ্ঠ কি না, এই সন্দেহ করিয়া বিশিষ্ট প্রমাণের অনুসন্ধিৎসু হইতে পারেন ।

মনু লিখিয়াছেন, “অশ্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্” উশনা লিখিয়াছেন । “চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ” অশ্বষ্ঠদিগের চিকিৎসা বৃত্তি । চিকিৎসক জাতিকেই বৈদ্য জাতি কহে । অতএব অমর সিংহ লিখিয়াছেন “ভিষগ্ বৈদ্যো চিকিৎসকে” বৈদ্য জাতিই অশ্বষ্ঠজাতি, এতদ্বিষয়ক নানাশাস্ত্রীয় প্রমাণ সকল

রাধাকান্তদেব শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে উদ্ধৃত করিয়াছেন।
যথা—

“জননোতো জন্মলব্ধা যজ্জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ ।
অম্বষ্ঠান্তেন তে সর্গে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥
অথ কৃক্ প্রতিকারিভাদ্ ভিষজন্তে প্রকীর্তিতাঃ ।
সত্যে বৈদ্যাঃ পিতৃতুল্যাজ্ঞেতায়াঞ্চ তথাস্মৃতাঃ ॥
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমাঃ স্মৃতাঃ ।”

জননী হইতে জন্ম লাভ করিয়া তাহাদের বেদ সংস্কার
হইয়াছিল, অতএব তাহারা অম্বষ্ঠ, দ্বিজ, এবং বৈদ্য নামে
খ্যাত । তাহারা রোগের প্রতিকার করিত, অতএব তাহাদের
নাম ভিষক্ । সত্যকালে এবং ত্রেতাকালে বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের
তুল্য ছিল, দ্বাপরকালে ক্ষত্রিয়ের তুল্য ছিল, কলিতে
তাহারা বৈশ্যের তুল্য ।

“বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতা হ্যম্বষ্ঠা মুনিমত্তমা ।

ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দিষ্টা মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥”

পরিশরঃ ।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠের জন্ম, ব্রাহ্মণদিগের
চিকিৎসার নিমিত্ত মুনিরা ইহাদিগকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন ।

“বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপুত্রকঃ ।”

অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণের পুত্র, ইহাদের বেদ সংস্কারে জন্ম
অতএব বৈদ্য কহে ।

“ব্রহ্মা মুর্দ্ধাবাসিক্তৃশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি ।

অমৌ পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথাপূর্বকঞ্চ গৌরবম্ ॥”

হারীতঃ ।

ব্রাহ্মণ, মুর্দ্ধাবাসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই পাঁচ

দ্বিজশব্দবাচ্য । ইহাদের যথাপূর্ব্ব গৌরব জানিবে ।

“তস্মাৎ ক্ষত্রবিশৌস্তল্যো বৈদ্যঃ শূদ্রস্য পূজিতঃ ।

কুলপঞ্জিকা ।

ক্ষত্রিয় বৈশ্যের তুল্য বৈদ্যেরাও শূদ্রদিগের পূজিতঃ ।

“অশ্বঠেষ্মৃতাচার্য্যঃ খ্যাতোহভূদ্ভুবনত্রেয় ।

সিদ্ধবিদ্যাং কন্যাং স বৈদ্যস্য তু মানসীম্ ॥

উপযেমে মহৌজাশ্চ চিকিৎসকতয়া শ্রুতঃ ।

অথ তস্য বরৈণৈব খ্যাতা বৈদ্যা মহৌজসঃ ॥

সেনোদাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো ধরঃ ।

রাজসোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চক্ষশ্চ রক্ষিতঃ ॥

সন্তানা বহবশ্চৈষাং বভূবুশ্চ চিকিৎসকাঃ ।

কুলানুরূপতশ্চৈষাং জাতাঃ পদ্ধতয়োহি প্যমুঃ ॥

তেষাং প্রশংসা নিন্দা চ বভূব স্মেন কর্ম্মণা ॥”

কুলপঞ্জিকোদ্ধৃতব্যাসবচনম্ ।

অশ্বঠদিগের মধ্যে আম্রতাচার্য্য নামক একজন ত্রিভুবন-
বিখ্যাত ছিলেন । তিনি চিকিৎসক বলিয়া বিশ্রুত ছিলেন ।
সেই মহৌজা পুরুষ স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারের সিদ্ধবিদ্যা-
নান্নী মানসী কন্যা বিবাহ করিয়াছেন । তাঁহার বর প্রভাবে
সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, নন্দি,
কুণ্ড, চক্ষ, রক্ষিত, এই সকল সন্তানেরা স্বচিকিৎসক হইয়া
বৈদ্য নামে খ্যাত হইয়াছিল । ইহাদের কুলানুরূপ পদ্ধতি
এবং স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদ্বারা প্রশংসা ও নিন্দা হইয়াছে । এই
সকল প্রমাণ দ্বারা বৈদ্যজাতির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত

হওয়া বাইতেছে * এবং বৈদ্যেরা অন্বষ্ঠ কি না, সন্দেহ ভঞ্জন হইতেছে ।

“পশ্চিমদেশে শাকলদীপী ব্রাহ্মণদিগকে বৈদ্য কহে” তাহাদিগের উৎপত্তি বিবরণ এবং চিকিৎসা বৃত্তির কারণ এই গ্রন্থের অন্যতম খণ্ডে কথিত হইবে । এই স্থলে এই মাত্র বক্তব্য যে, তাহারা বৈদ্য জাতীয় নহে । পশ্চিমদেশে কতকগুলি অন্বষ্ঠ কায়েত আছে, তাহারা শাস্ত্রানুমোদিত অন্বষ্ঠ শব্দবাচ্য কি না, তাহাও কায়স্থ প্রকরণে কথিত হইবে ।

“বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের মধ্যে এই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশে ভিন্ন অন্বষ্ঠ নামে পরিচিত বৈদ্যজাতি আর কোথাও নাই” এ কথা অদূরদর্শীরা বলিতে পারেন । কিন্তু বঙ্গদেশে ভিন্ন অনেক দেশেই বৈদ্যজাতি আছেন । যথা --

“দত্তানামাদ্যাগোত্রাণাং দেশভেদেহস্তি সন্ততিঃ ।”

আদ্যাগোত্র দত্তদিগের দেশ ভেদে সন্ততি আছে ।

“এবমাত্রেয় গোত্রোহপি দত্তো দেশান্তরে ঋতঃ ।”

আত্রেয় গোত্র দত্তও দেশান্তরে ঋত আছে ।

“দেশ ভেদে হি বিদ্যন্তে তংকরঃ সপ্তগোত্রকঃ ।”

দেশ ভেদে করেরও সপ্ত গোত্র আছে ।

“ঋয়ন্তে চ জামদগ্ন্যাগোত্রা দেশান্তরে ধরাঃ ।”

দেশান্তরে জামদগ্ন্য গোত্র ধর আছে, ইহা ঋত হওয়া যায় ।

* বিস্তারিত বৈদ্যোৎপত্তি প্রকরণে কথিত হইবে ।

“কাজীশাহুয়িসেনস্য গোত্রাণ্যকৌ ভবন্তি চ ।”

কাজীশ দেশ হইতে বুয়িসেনের অষ্ট গোত্র হইয়াছে ।

“নন্দাদীনাম বরেন্দ্রেষু চতুর্গাং প্রবরাশ্চ যে ।”

বরেন্দ্র ভূমিতে নন্দি প্রভৃতির চারি প্রবর আছে ।

“অকৌ সেনাদয়ো রাঢ়ে বঙ্গেষপি বসন্ত্যমী ।

নন্দাদয়ো মহারাষ্ট্রে লুপ্তপদ্ধ তয়োহপি চ ॥

কেচিজ্জ জাত্যা পরিখ্যাতা দৃষ্টা দেশান্তরেষপি ॥”

সেন আদি অষ্ট রাঢ়ে এবং বঙ্গে আছে, নন্দি প্রভৃতির মহারাষ্ট্রে আছে, এবং কেহ কেহ লুপ্তপদ্ধতি হইয়া দেশান্তরে বাস করেন । তাঁহারা কেবল বৈদ্যজাতি বলিয়া পরিখ্যাত ।

“রাজা বিমলসেনোহভূঃ সেনভূমিকৃতান্তরঃ ।

স সেনভূমৌ বিখ্যাতো নাপরং তস্য চ স্থলম্ ॥”

রাজা বিমলসেন সেনভূমিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন ।
বিমল বংশীয় সেনদিগের সেই স্থান, অন্য স্থান নহে ।

“পাত্নো দামোদরঃ সেনঃ পাত্নঃ শিখরভূপতেঃ ।

অমৌ শিখরভূজাতৌ নাপরং তস্য চ স্থলম্ ॥”

শিখর নামক ভূপতির দামোদর নামক পাত্ন ছিল ।
সেই পাত্ন দামোদর, সেন বংশীয়দিগের শিখর ভূমিই স্থান ।
কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি গ্রন্থে বৈদ্যদিগের নানাস্থলে স্থায়িহের কথার উল্লেখ আছে । এ স্থলে বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করা গেল না, অস্বচ্ছ প্রকরণে বিস্তারিত রূপে কথিত হইবে ।

পূর্বে বলা হইয়াছে, যখন যে দেশে মজ্জাতীয় লোকের

রাজত্ব হয়, তখন সে দেশে তজ্জাতীয় লোকের বাহুল্য থাকে, গৌরবের বৃদ্ধি হয়, এবং প্রভুত্ব থাকে। এতদ্দেশে বৈদ্যজাতীয় বল্লালাদি সেন রাজাদিগের রাজত্ব হওয়াতে বৈদ্যজাতির বিশেষ গৌরব ছিল, প্রভুত্ব ছিল, সুতরাং বৈদ্যের বাহুল্য ছিল। অন্য অন্য দেশে বৈদ্যজাতীয় কেহ রাজা হন নাই, সুতরাং ততদ্দেশে বৈদ্যজাতির বিশেষ প্রভুত্ব ছিল না, বিধায় বৈদ্যজাতি বিখ্যাত হইতে পারে নাই। যেমন কায়স্থজাতির শূদ্রবৎ ব্যবহার প্রযুক্ত কায়স্থ শূদ্র একজাতি বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে, মুর্দ্ধাবসিত জাতির ক্ষত্রিয়বৎ ব্যবহার প্রযুক্ত তাহারা ক্ষত্রিয়জাতিতে পরিণত হইয়াছে, তেমন ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রধান পশ্চিমদেশে বৈদ্যজাতির বৈশ্যবৎ ব্যবহার প্রযুক্ত অনেকে বৈদ্যজাতিকে বৈশ্যজাতি মধ্যেই গণনা করিয়াছে। কিন্তু ততদ্দেশে বৈদ্যজাতির অভাব ছিল, এ কথা বলা বাইতে পারে না। কথিত আছে উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্যের সভায় ধমন্তরি নামক একজন বৈদ্য ছিলেন। যথা—

“ধমন্তরিঃ ক্ষপণকোহমরসিংহ-শঙ্কু-

বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।

খ্যাতো বরাহমিহরো নপতঃ সভায়াং

রত্নানি বৈ বররুচিন'ব বিক্রমস্য ॥

রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নয়জন রত্ন ছিলেন, যথা
ধমন্তরি ১ ক্ষপণক ২ অমরসিংহ ৩ শঙ্কু ৪ বেতালভট্ট ৫
ঘটকর্পর ৬ কালিদাস ৭ বরাহমিহির ৮ বররুচি ৯।

পশ্চিম দেশে বৈদ্যজাতির অস্তিত্বের আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্যাখ্যা মধুকোষে বৈদ্যজাতীয় গ্রন্থকারগণের নাম উল্লেখ আছে। যথা—

“ভট্টার-জেজ্জড়-গদাধর-বাপ্পচন্দ্র-

ঐচক্রপাণি-বকুলেশ্বর-সেনভব্যঃ।

ঈশান-কার্ত্তিক-সুকীর-সুধীর-টবদৈ

মৈত্রেয়-মাধবমুর্শৈলিখিতং বিচিন্ত্য ॥”

ভট্টার, জেজ্জড়, গদাধর, বাপ্পচন্দ্র, চক্রপাণি, বকুল, ঈশ্বরসেন, ঈশান, কার্ত্তিক, সুকীর, সুধীর, মৈত্রেয়, মাধব প্রভৃতি বৈদ্যেরা চিন্তা করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। উপরে যে সকল গ্রন্থকর্তাদিগের নাম উল্লেখ করা গেল, তন্মধ্যে ভট্টার জেজ্জড় বাপ্পচন্দ্র সুকার মৈত্রেয় পশ্চিমদেশীয় লোক ছিলেন, যে হেতু ভট্টার জেজ্জড় প্রভৃতি নাম এতদেশীয় লোকের মধ্যে প্রচলিত নাই।

“বৈদ্যজাতি বলিয়া কোন শাস্ত্রে উল্লেখ নাই” একথা শাস্ত্রদর্শী ব্যক্তির বলিতে পারেন না। অনেক শাস্ত্রে বৈদ্যজাতি বলিয়া উক্ত আছে। তদ্বিষয়ে আমরা প্রথম অন্য প্রমাণের উল্লেখ না করিয়া বিপরীত পক্ষীয়েরা যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, আদৌ তাহারই উল্লেখ করিতেছি। যথা

“তপোযোগাং পুরা বৈদ্যাস্তেজসা পিতৃবৎ স্মৃতাঃ।

বিপ্রাং ক্ষত্রাদ্ যতো হ্যনাঃ ক্রিয়া বৈশ্যবৎ স্মৃতাঃ ॥

শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।

কলৌ শূদ্রত্বমাপন্ন্য যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ ॥”

তপস্যা প্রভাবে পূর্বকালীয় বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের সদৃশ

ছিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইত ন্যূন হইয়া পরে ক্রিয়া দ্বারা বৈশ্য সদৃশ হইয়াছিলেন। দেশ বিশেষে জাত ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ন্যায় পুনঃপুনঃ ক্রিয়ালোপ হেতু দেশবিশেষ জাত বৈদ্য-জাতিও কলিতে শূদ্র হইয়াছে ।

উক্তবচনে “বৈদ্যজাতয়ঃ” (বৈদ্য জাতি) বলিয়া উক্ত আছে ।

“ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি ।

অসী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথা পূর্বঞ্চ গৌরবম্ ॥”

হারীতঃ ।

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই পঞ্চ জাতিকে দ্বিজ কহে । ইহাদিগের যথাপূর্ব গৌরব জানিবে। এ স্থলে বৈদ্যশব্দের অর্থ বৈদ্য জাতি, চিকিৎসক ব্যক্তি-মাত্র বৈদ্যশব্দ বাচ্য নহে ।

“তস্মাৎ ক্ষত্রবিশেষস্তল্যো বৈদ্যঃ শূদ্রস্য পূজিতঃ ।”

ক্ষত্রিয় বৈশ্যের ন্যায় বৈদ্যেরাও শূদ্রদিগের পূজিত। এ স্থলেও বৈদ্য শব্দের অর্থ বৈদ্য জাতি, চিকিৎসক ব্যক্তি-মাত্র নহে। যদি বৈদ্যশব্দের চিকিৎসক ব্যক্তিমাত্র অর্থ করা যায়, তবে যে সকল নীচ জাতীয় লোক ইদানীং চিকিৎসক হইয়াছে, তাহাদিগকেও শূদ্রেরা পূজা করিতে পারে ।

সত্য বটে “এ দেশে যাহারা চিকিৎসা করে, তাহাদিগকেই বৈদ্য কহে। কিন্তু তাহারা শাস্ত্রের মৰ্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বৈদ্যবৃত্তি (চিকিৎসাবৃত্তি) অবলম্বন করিয়াছে। শাস্ত্রানুসারে তাহারা বৈদ্য নহে। তাদৃশ বৈদ্য

দিগের ঔষধ ভক্ষণ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ । ইদানীং অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থরূতি রাজসেবা অবলম্বন করিয়া খাসনবীশ, তহ-
বিলদার, ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত কি
তাহাদিগকে কায়স্থজাতি বলা যাইতে পারে ?

অশ্বিনীকুমার হইতে বৈদ্যের উৎপত্তি হইয়াছে,
ইহা রাধাকান্ত দেব শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে লিখিয়াছেন ।
তদ্বংশজাত সাপুড়িয়ারা (মালবৈদ্যেরা) বৈদ্য কবিরাজ
বলিয়া পরিচয় দেয়, একথা যথার্থ কিন্তু উহারা অম্বষ্ঠ শব্দ-
বাচ্য বৈদ্য নহে, বৈদ্য শব্দের অনেক অর্থ হইতে পারে,
যথা বৈদ্য শব্দার্থ বাসকরুক্ষ, বৈদ্য শব্দার্থ পণ্ডিত, বৈদ্য
শব্দার্থ বেদজ্ঞ, বৈদ্য শব্দার্থ প্রধান বেদ, বৈদ্য শব্দার্থ
অম্বষ্ঠ, বৈদ্যশব্দার্থ দৈবজ্ঞ, বৈদ্যশব্দার্থ ব্যালগ্রাহী (সাপু-
ড়িয়া) । শব্দকল্পদ্রুমে অশ্বিনীকুমারদ্বারা যে বৈদ্যের
উৎপত্তির কথা লেখা আছে, বোধ হয় তাহারাই পশ্চিম
দেশে বৈদ্য শব্দ বাচ্য শাকল দোপী ব্রাহ্মণ * ।

“এদেশে যাঁহারা বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন,
তাহাদের শাস্ত্রসিদ্ধ অম্বষ্ঠবৎ ব্যবহারি ছুই নাই” ইত্যাদি
উক্তিও বহুদর্শিতার পরিচায়িকা নহে, মানকুড়, কড়ইধা,
মাতসইকা, শ্রীখণ্ড, সপ্তগ্রাম, গৈরুফা, কালনা, শান্তিপুর
প্রদেশ, কাঁচড়াপাড়া, রাজনগর, জম্পা, সোমড়া, জয়পুর,
মাওপাও, ফুলশালী প্রভৃতি বৈদ্যপ্রধান অনেক স্থান

* এই পুস্তকের অন্ত্যতম খণ্ডে তদ্বিবরণ বিস্তারিতরূপে
কথিত হইবে ।

আছে। তত্তদদেশীয় বৈদ্যেরা শাস্ত্র সিদ্ধ অশ্বষ্ঠবদ্যবহারই করিতেছেন। বৈদ্যবংশীয় রাজা বল্লাল সেনের সহিত তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের কোন কারণ বশতঃ বিবাদ হইয়াছিল। সেই ঘটনাক্রমে পিতা পুত্র পরস্পর পৃথক্ হন। লক্ষ্মণ সেন রাঢ় দেশে আসিয়া বাস্তুব্য করেন। বল্লাল সেন বঙ্গদেশে রামপাল নামক স্থানে অধিবাস করেন। অদ্যাপি তথায় বল্লাল সেনের বাটী বিখ্যাত আছে। ঐ বিবাদ উপলক্ষে বল্লাল সেনীয় সম্প্রদায় ও লক্ষ্মণ সেনীয় সম্প্রদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। তদবধি অদ্য পর্য্যন্তও রাঢ়দেশীয় বৈদ্যদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় বৈদ্যদিগের বিবাহাদি হয় না। বল্লালসেনের মৃত্যুর পরে লক্ষ্মণসেন পূর্বজাত ক্রোধ বশতঃ বল্লালপক্ষীয় কতকগুলি বৈদ্যের অপমান করেন এবং যজ্ঞসূত্র ছিন্ন করেন। তৎকালীন রাজভয়ে চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ প্রভৃতি বারেন্দ্র ভূমি পাঞ্চে ও অনেক বৈদ্য পলায়ন করেন। তৎপরে মহারাজ রাজবল্লভ কাশী, কাশী, দ্রাবিড় কান্যকুব্জ মিথিলা প্রভৃতি দেশ হইতে পণ্ডিতগণ আনয়ন করিয়া রাজা লক্ষ্মণসেন বিড়ম্বিত কতকগুলি বৈদ্যের পুনঃ সংস্কার করাইয়াছেন। এতদ্বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকের শেষ খণ্ডে কথিত হইবে।

“লোকে প্রায় সচরাচরই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বা কায়স্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকে” “ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ অশ্বষ্ঠ বলিলে প্রচলিত প্রথানুসারে আমাদের বঙ্গদেশে নূতন কথার ম্যায় শুনা যায়” ইত্যাদি সকল উক্তি কেবল কায়স্থ প্রধান দেশে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে, অন্য দেশে নহে।

যে দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্য কোন উৎকৃষ্ট জাতি নাই, সেই দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? কিন্তু যে দেশে ক্ষত্রিয় অম্বষ্ঠ প্রভৃতি জাতি আছে, সে দেশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বৈদ্য ভিন্ন কেহই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বলে না । বৈদ্য প্রধান দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্যই বলিয়া থাকে । সেই সকল দেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বলিলে নূতন কথাই ন্যায় শুনা যায় । অনেকের সংস্কার আছে, কায়স্থ ও শূদ্র একজাতীয় । ইহারা যে পরস্পর পৃথক্ জাতীয় লোক, ইহা অনেকে বিশ্বাস করে না অতএব যে দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ এই তিন জাতিই বাস করে, সে দেশে ব্রাহ্মণ বৈদ্য শূদ্র, এরূপ বলিয়া থাকে । ব্রাহ্মণজাতির পরেই যে এদেশে কায়স্থজাতির উৎকৃষ্টতা, ইহা কেবল ধনদ্বারা ও জনসংখ্যা দ্বারা হইতে পারে । শাস্ত্রদ্বারা ধর্মদ্বারা ব্যবহারদ্বারা কিংবা সম্ভ্রমদ্বারা হইতে পারে না ।

“পশ্চিম দেশীয় লালাদিগের মধ্যে প্রাচীন ক্ষত্রিয় ব্যবহারের অনেক প্রচলন আছে” লালাদিগের তাদৃশ ব্যবহার আধুনিক কি প্রাচীন এবং উহা শাস্ত্রসম্মত কি না, তাহার মীমাংসা ৬ কাশীধামে ও এলাহাবাদে নানাবিধ পণ্ডিতদ্বারা হইতেছে । আমরা এই পুস্তকের শেষ খণ্ডে তাহা প্রকাশ করিব । এইস্থলে এইমাত্র বক্তব্য যে, পশ্চিম দেশীয় লালারা এদেশীয় কায়স্থদিগকে যথার্থ কায়স্থ বলিয়া স্বীকার করে না, তাহারা এদেশীয়দিগকে শূদ্র কহে ।

“বর্তমান কায়স্থেবাই পূর্বের ক্ষত্রিয় ছিলেন” একথা

শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসম্মত কি না, তদ্বিময়ক নৈশ্চিত্য প্রতি-
পাদনের নিমিত্তই নানাবিধ শাস্ত্র ও যুক্তির আশ্রয় লইয়া
ঈদৃশ গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছি। গ্রন্থের এই প্রথম খণ্ডে
আদৌ শ্রুতির তৎপরে নানাবিধ স্মৃতির সমালোচন হইল।
কোন প্রকারেও শ্রুতি স্মৃতিদ্বারা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতি-
পন্ন হইল না। স্মৃতিশাস্ত্রদ্বারা এইমাত্র স্থির হইল যে, বৈশ্য
পুরুষদ্বারা বিবাহিতা শূদ্রার গর্ভে করণজাতির উৎপত্তি
হইয়াছে, করণেরাই কায়স্থ। কায়স্থেরা যদিচ শূদ্রাগর্ভ-
সম্ভূত হউক তথাপি তাহারা আর্য্যসন্তান। কায়স্থেরা
যদিচ শূদ্রাচারী হউক তথাপি উহারা শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,
কিন্তু উহারা ক্ষত্রিয় নহে এবং যজ্ঞসূত্র ধারণের অধিকারীও
নহে। কেবল শ্রুতি স্মৃতির সমালোচন দ্বারাই এই পুস্ত-
কের প্রথম খণ্ডের সমাপন হইল, পর পর খণ্ডে পুরাণাদির
সমালোচন হইবে।

উপসংহারকালে বক্তব্য এই, অবিবেকমত্ত যুবকেরা
শাস্ত্র বিধির উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক পূর্ব্ব পুরুষোচিত এবং জাত্যাচিত
আচার ব্যবহার পরিত্যাগ এবং ক্রিয়াকলাপাদির লোপ
করিয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ ও স্বাহাপ্রণবাদির উচ্চারণ করিতে উদ্যত
হইতেছেন, হউন এমন কোন রাজকীয় দণ্ডবিধি নাই যে, তদ-
দ্বারা নিবারণিত হইবেন, কিন্তু ইহা নিশ্চিতই যে, শাস্ত্রানু-
গত ধর্ম্মভীত বিজ্ঞ পুরুষেরা তাদৃশ কার্য্যে কদাচ প্রবৃত্ত
হইবেন না। তথাপি তাঁহাদের পুনঃ স্মরণার্থ দুইটি শাস্ত্রীয়
প্রসিদ্ধ প্রমাণের উল্লেখ করিয়া প্রথম খণ্ডের উপসংহার
করিলাম।

তৎপ্রমাণং যথা—

“প্রণবোচ্চারণাক্ষোমাৎ শালগ্রামশিলাচ্চ’নাৎ
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চাপি শূদ্রচণ্ডালভাৎ ত্রজেৎ ॥”

ইতি তন্ত্রসারে—

প্রণবোচ্চারণ, হোম, শালগ্রাম পূজা, ব্রাহ্মণী গমন,
এই সকল কৰ্ম্মদ্বারা শূদ্র চণ্ডালহুঁ প্রাপ্ত হয় ।

“সাবিত্রীং প্রণবং যজুঃস্মৃতিং স্ত্রীশূদ্রয়োনেচ্ছন্তি,
যদি জানীয়াৎ সৌহৃদিগচ্ছেৎ ।”

ইতি শ্রুতিঃ ।

গায়ত্রী প্রণব বেদ লক্ষ্মীবীজ, ইহাতে স্ত্রীর ও শূদ্রের
গাধকার নাই । যদি স্ত্রী ও শূদ্রে তাহা পাঠ করে তবে
মৃত্যুর পর অধোগতি হয় ।

অলমতিবিস্তরতঃ ।

সমাপ্তোহয়ং প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

সপ্তাঙ্কসপ্ত শুভ্রাংশু-মে শাকৈ মাসি চাশ্বিনে ।

ত্র্যম্বুং প্রকাশয়ামাস কশিৎ শ্রীকবিরঞ্জনঃ ॥

বজ্রালবাসদেশেন্দ্রো বজ্রালসমজাতিকঃ ।

দ্বিজোহহং ব্রাহ্মণাদন্যো জাতিমিত্রপ্রকাশকঃ ॥

ও তৎসৎ

কায়স্থ-সংহিতা

অর্থাৎ

ভগবদ্বিরাট কায়স্থিত ব্রহ্মকায়স্থ

জাতির নিকপণ ।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, সংহিতা এবং তন্ত্রাদি নানাবিধ

শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রমাণাদি বহুবিধ পণ্ডিত সম্বন্ধে

হইয়া

কলিকাতা—কুমারটুলি নিবাসি

দেব ব্রহ্মাবনচন্দ্র মিত্র বর্ষ কর্তৃক সংগৃহীত ।

তৎপুত্র দেব ত্রিগিরিশচন্দ্র মিত্র বর্ষঃ

অর্থ সাহায্যেয়ান মুদ্রাক্ষিতঃ

প্রথম সংস্করণ ।

কলিকাতা ।

সিমুলিয়া বিডিন্‌ ষ্ট্রীট ৬৬ নং ভবনে

বিডিন্‌ যন্ত্রে ।

ত্রিভুজপ্রসাদ মজুমদার কর্তৃক

মুদ্রিত ।

১৯৮৩ সাল ।



উপলক্ষ্য ।

যথা—কর্ণাট রাজ্যী গোড়েশ্বর কায়স্থ শ্রীযুক্ত মহারাজ আদিত্যসুন্দর বাহাদুর
সম্বৎ পূর্বে ২৩৪ ষৎসবে কৃষ্ণপক্ষে বুধবারে প্রতিপদ তিথিতে অমৃতযোগে
অগ্নিনীলক্ষেত্রে আশ্বিন মাসে এক পত্নী শ্রীযুক্ত মহারাজা বীরসিংহ বাহাদুর
কর্ণজ দেশাধিপতিকৈ লিখিয়াছিলেন যে আপন দেশ হইতে পঞ্চ জন
ব্রাহ্মণ ও পঞ্চজন কায়স্থ যথার্থ বেদবেত্তা বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদান্তী যাজ্ঞিক
ও যজ্ঞক্ষম ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বর্ষামুঠান যজ্ঞ করণার্থে প্রেরণ করিত। ঐ রাজা
কর্ণজ দেশ হইতে গোড়দেশে যজ্ঞের উপযুক্ত ব্যক্তিদিগের পাঠাইয়া-
ছিলেন। ঐ দশ জন মহাপুরুষের সম্মান প্রায় তাবৎ এ প্রদেশে ব্রাহ্মণ
ও কায়স্থ মহাশয়েবা তিন ভাগে তিন রাজ্যের নামে অদ্যাপি খ্যাত হইয়া
রহিয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ী উত্তরাঢ়ী ও বঙ্গজ। অর্থাৎ যাহারা গাের পরে
বঙ্গদেশে জাত হইয়াছেন তাঁহারা বঙ্গজ। খ্যায় আছেন। কর্ণজ দেশের পশ্চিম
নর্মদা নদী দক্ষিণে তপ্তিনদী উত্তরে মানবদেশ অবন্তীনগর পূর্ক মৎস্যদেশ
বিরাট রাজ্য তৎপূর্ক এই গোড়দেশ।

ভূমিকা ।

জম্মুদ্বীপে ভারতবর্ষে, সিংহল ও বালি * প্রভৃতি উপদ্বীপস্থ কায়স্থ বংশাবতংশ মহামহিমগণ সমীপে কৃতাজ্জলি পূর্বক আমার নিবেদন আপনারা যে চারু উজ্জল মহাবংশ প্রসূত তাহা একক্ষণের নিমিত্তেও স্মরণ করেন না, যদিও ভগবদ্ভক্ত মর্যাদার ও জাতির স্লামা ও বিজিগীষা না করিয়া শতত নম্রভাবেই থাকেন মহতের ধর্ম বটে কিন্তু তাহা তুল্যমূল্যের নিকট নহে, ক্ষীণজনের নিকট কর্তব্য কেন না তুল্য পদস্থ সমীক্ষে নম্রতা প্রকাশ যে স্থানে ঐকান্তিক প্রীতি ও স্নেহ নাই, সে স্থানে নম্রতা প্রকাশে ইতরস্ব রূপ কটাক্ষের সম্ভাবনা আছে ! হীন ব্যক্তি সমীপে নম্রতায় প্রশংসা ও করুণতাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায় । তাহাতে হে কায়স্থ মহাশয়েরা যদনুরূপাচার ব্যবহার করিয়া থাকেন সে সকলের মধ্যে অনেকানেক অংশ বিবেচনা করিতে হইলে স্থির হয় যে যুদ্ধাদি এক রূপ অন্ত্যজ ফলতঃ হীনুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ এই উভয় বর্ণই শ্রীভগবানের অতি প্রিয়পাত্র, ব্রাহ্মণ শ্রীভগবানের মুখ হইতে উৎপন্ন এবং কায়স্থ শ্রীভগবানের বাহু ও কায়া যথা শ্রীবৎস বামপার্শ্বের চিহ্ন বক্ষস্থল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন । এই হেতু ইহাদিগের

* বালি অর্থাৎ ইহাকে এইক্ষণে মহাবালিপুর কহে এই স্থান হিন্দু-দিগের ।

এক নাম ধরুনীকোষাভিধানে লেখেন শ্রীবৎসজঃ ইহার।
 বৌদ্ধভ মনির ন্যায় শ্রীভগবানের বিরাট রূপের ভূষণস্বরূপ
 হয়েন এবং যাগ, যজ্ঞ, হোম, তাবৎ বৈদিক ও তান্ত্রিক
 কর্মের অধিকারি হয়েন। বিশেষতঃ এই উভয় বর্ণ অর্থাৎ
 ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বিদ্যা বিষয়ে সর্বগ্রাণ্য উদাহরণ যথা—
 কালিদাস কুল্লুক ভট্ট, বররুচি, জয়দেব, শঙ্করাচার্য্য, পূর্ণা-
 নন্দাচার্য্য, রূপগোস্বামি, মনাতন গোস্বামি, রঘুনন্দন ভট্টা-
 চার্য্য মহর্ষি গৌতম, শ্যামানন্দ গোস্বামী, উদয়নাচার্য্য,
 বোপদেব, শ্রীধর স্বামী ইত্যাদি যেমৎ মহামহোপাধ্যায়
 ছিলেন তেমৎ কায়স্থ বর্ণের মধ্যেও অভিধান প্রভৃতি নানা
 শাস্ত্রবেত্তা গ্রন্থকর্তা মহাকবি অমর সিংহ ব্যাকরণের টীকা-
 কর্তা দুর্গাদাস সিংহ বেণীসংহার নাটক কর্তা, ভট্টনারায়ণ
 সিংহ ও ব্রজরাজ সিংহ ন্যায়ের টীকাকার আর মহামহো-
 পাধ্যায় শ্রীমর্ক বস্মা মহাশয় কলাপ ব্যাকরণ কর্তা শ্রীবসু
 রামানন্দ মহাশয় জগন্নাথ মঙ্গল ও গুণ্ডিচাচম্পক কর্তা এবং
 দ্ব্যর্থবাদি মহাকবি শ্রীজগন্নাথ রায় মহাশয় খণ্ড ঘোষস্থ
 শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বসু মহাশয় ও শ্রীরসিকানন্দ গোস্বামি মহা-
 শয় বিন্দুপ্রকাশ কর্তা, ইঁহ কায়স্থ গোস্বামি ইঁহার পদবী
 লোকে খ্যাত এবং সর্বগ্রাণ্য শ্রীচৈত্ররথ দেব চিত্রগুপ্তির
 পুত্র কায়স্থকুলের আদিপুরুষ বেদাধ্যাপক হইয়া ঋষিভূত্য
 হইয়াছেন ইত্যাদি অনেকানেক আছেন। পরে শ্রীকাশীরাম
 দাসদেব মহাভারতের ভাষ্যকর্তা, শ্রীকীর্তিবাস পণ্ডিত গোড়-
 কায়স্থ পণ্ডিত নামে খ্যাত রামায়ণের ভাষ্যকর্তা ইত্যাদি

বদ্যা বিষয়ে কায়স্থকুলে অনেকেই প্রাবল্য রূপে খ্যাত হইয়াছেন।

তৎপরে সমাগরা পৃথিবীর রাজা চন্দ্রগোপ্তা নামক মগ-
 াধিপতি ছিলেন। ইহার দশম সন্তান বৃহদ্রথ নামা এই
 রাজা নিঃসন্তান হওয়াতে রাজমন্ত্রী অধিকস্মৃকৃত পশুপতি
 মিত্র মশীধারি ক্ষত্রিয় কায়স্থ সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া সমা-
 গরা পৃথিবী শাসন করিয়াছেন। ইহ শ্রোত্রিয় যজ্ঞাদি
 করেন। তন্তুপুত্র অগ্নিমিত্র অগ্নিষ্টোম যজ্ঞাদি করেন। তন্তু-
 পুত্র সূর্যশস্ত্র মিত্র রাজসূর্য যজ্ঞাদি করেন তন্তুপুত্র বিশ্বামিত্র-
 সশ্বমেধ যজ্ঞাদি করেন পরে ঐ বংশজাত রাজাধিরাজদি
 গের নাম লিখি ইঁ হারা মশীধারি কায়স্থ ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব
 নানা যজ্ঞ করিয়া মহাযশস্বী হইয়া পৃথিবী শাসন করিয়া-
 ছেন। ঐ বংশোদ্ভব রাজা রাজ্য করেন অবধারক মিত্র ও
 পুলিন্দ মিত্র ও ঘোষ মিত্র ও বজ্র মিত্র ও ভাগবত মিত্র ও
 ও দেবাহুতি মিত্র ইহ পঞ্চ প্রত্যহ যজ্ঞ করিতেন সূর্য
 আহুতি দ্বারা দেবতাদিগের তৃপ্তি করিয়াছিলেন। এজন্যে
 ইহার নাম দেবাহুতি জগতে খ্যাত। ইহারা সম্রাট রাজা
 ইয়া বেদোক্ত নানা যজ্ঞ ও কস্ম করিয়াছেন। বিস্তার
 রিয়া লিখিতে হইলে পৃথকের এক এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ
 প্রকাশ করিতে হয় স্মরণ্য নিবৃত্তি হইতে হইল। এই কায়স্থ-
 দিগের যজ্ঞোপবীত ধারণ করণে শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে
 সন্মুখারে দক্ষিণ ও পশ্চিম দেশে হিন্দুস্থানে কায়স্থ মহা-
 যেরা প্রায় অনেকেই যজ্ঞোপবীত অদ্যাপি ধারণ করিয়া

থাকেন। এবং অন্যান্য দেশেও রহিয়াছে। (কলিতে
ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলকেই রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শূর্ডশব্দে
কহিয়াছেন।

(ইহার দোষ খণ্ডন ও যথার্থ সংস্থাপন জন্য নানাশাস্ত্রের
প্রমাণাদি প্রমোক্তর দ্বারা খণ্ডন হইয়াছে) দেখিবেন।

কায়স্থসংহিতা ।

বিব্রাটস্‌ ধ্যানং ।

মুখঞ্চ ব্রাহ্মণং ধ্যায়েক্ততুর্বেদি চতুমুখং ।
 রবিশশিবহ্নিতেজো নয়নত্রয়মুজ্জ্বলং ॥
 গজ(১)সংখ্যা ভূমিপতির্বাহুরূপং বিরাজিতং ।
 বামে চর্ম্ম মস্যাধারং পুস্তকং পাশধারণং ॥
 দক্ষিণে তীক্ষ্ণখড়্গঞ্চ গদা শূলঞ্চ লেখনীং ।
 পার্শ্বয়োর্বৈশ্যজাতিস্ত্ব ধনধান্যসমম্বিতং ॥
 পাদয়োঃ শূদ্রজাতিস্ত্ব সেবান্বপরায়াণং ।
 পশ্বাদিজীবসর্বেষাং রোমরূপেণ রাজ্যিতং ॥
 এবং বিরাটরূপঞ্চ ধ্যাত্বা মোক্ষমবাণ্ণয়াৎ ॥
 ইতি বিরাটসংহিতায়াং ।

কায়স্থঃ পরমাত্মা নরজাতিবিশেষঃ ।

ইতি মেদিনী।

ক, ত্রৈলোক্যেতি সমাখ্যাতঃ । †, পঞ্চপ্রাণসংজ্ঞকঃ ।

ঈ, জাতঃ । স, স্বরূপাশ্চ, থ, ভয়াদ্রক্ষকঃ স্মৃতঃ ॥

ক, শব্দে ব্রহ্মা ।

ইতি মেদিনী ।

†, শব্দে পঞ্চপ্রাণময় বর্ণ স্বয়ং ।

ইতি কামধেনুতন্ত্রং ।

য়, শব্দে জাতঃ ।

ইতি শব্দরত্নাবলী ।

স, শব্দে স্বরূপ ।

ইতি ব্যাকরণং ।

থ, শব্দে ভয়রক্ষক ।

ইতি মেদিনী ।

ইহার আনুপূর্ব্বিক ব্যাখ্যা এই, ব্রহ্মা স্বয়ং পঞ্চপ্রাণময় কায়বিশিষ্ট হইয়া তৎস্বরূপ তৎকায়স্থিত কায়স্থ চিত্রগুপ্ত দেবকে সৃজন করিয়া জগতের ভয়রক্ষার্থে অর্থাৎ প্রাণি-দিগের সদস্য কৰ্ম্ম বিচার করণার্থে ধৰ্ম্মরাজ যমের নিকট স্থাপন করিলেন । এই চিত্রগুপ্ত স্বয়ং যম (১) ক্রিয়াভেদে নামভেদে মাত্র । যথা—

যমায় ধৰ্ম্মরাজায় যত্যবে চান্তকায় চ ।

বৈবস্বতায় কালায় সৰ্ব্বভূতক্ষয়ায় চ ॥

ঔড়ম্বরায় দধায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে ।

বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ ॥

ইতি স্মৃতিঃ ।

(১) প্রাণান্ সংযমতে যমঃ এবং যম রাজস্ত চতুর্দশ নামৈক নাম ।

এই চতুর্দশ যমই ত্রিলোকের পিতৃপতি হয়েন, একা-
রণ যমলোককেই শাস্ত্রে পিতৃলোক কহেন। তদ্ব্যতীত মহা-
লয়া অমাবস্যা শ্রাদ্ধে যমলোক হইতে পিতৃলোককে
আহ্বান করিয়া দীপাঘ্নিতা অমাবস্যা শ্রাদ্ধান্তে স্বস্থানে
প্রস্থান করান হয়। যথা—

যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে ।

উজ্জ্বলা জ্যোতিষাবল্লী প্রপশ্যন্ত ব্রজন্ত তে ॥

ইতি স্মৃতিঃ ।

স্মরণ্যমা নক্ষত্র হইতে যমের জন্ম এবং প্রজাপতি
নক্ষত্র হইতে চিত্রগুপ্তের জন্ম ইহা পুরাণে প্রাপ্ত হওয়া
যায়। ফলতঃ উভয় তেজস্বী সূর্য্যরূপে এক প্রজাপতি
হয়েন। পুরাণ শাস্ত্র প্রাহেলিকা রূপকরূপে তাবৎ দেব-
তার বর্ণন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে চিত্রগুপ্ত যমপরি-
করে (১) লেখ্যাধিষ্ঠাতা অনেক আছেন, তন্মধ্যে প্রধান
তেজস্বী দ্বাদশ নক্ষত্র লেখ্য অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হয়েন।
ইহারা সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ, মনীশ, শ্যামবর্ণ, বর্ণময় লেখ্যবৃত্ত-
ধারী, পঞ্চস্বরবর্ণে বর্ণিত এবং সরস্বতী, ভারতী ও বগলা
দেবীর উপাসক। পৃথিবীতে ইহাঁরদিগের স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম
কর্ম্ম ও গুণ ব্যুৎপত্ত্যানুসারে মূল শব্দসংজ্ঞা হইতে স্থূল
স্থূল পরিবর্ত্তে পরিভোগ শব্দে ইহাঁরদিগের নাম শাস্ত্রে ও
লোকে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে। যথা—

(১) পরিবার ইত্যমরঃ ।

শ্রীবৎসচিহ্ন নক্ষত্র নামানুকুলে	শ্রীবাস্তব কায়স্থঃ।
মধু নক্ষত্র নামানুকুলে	মাধুর " "
গণেশ নক্ষত্র নামানুকুলে	গোড় " "
সূর্য্যধ্বজ নক্ষত্র নামানুকুলে	সূর্য্যধ্বজ " "
নিগম নক্ষত্র নামানুকুলে	নিগম " "
অহিকণা নক্ষত্র নামানুকুলে	ঐঠানা " "
অগ্নি নক্ষত্র নামানুকুলে	অম্বষ্ঠ " "
সহস্রায়ুসেনানী নক্ষত্র নামানুকুলে	সকসেনা " "
অনীল নক্ষত্র নামানুকুলে	উনাথা " "
রোচি নক্ষত্র নামানুকুলে	রুড়ী " "
বিশ্বকৰ্ম্ম নক্ষত্র নামানুকুলে	বান্মীক " "
নৃসিংহ নক্ষত্র নামানুকুলে	নাগর(১) " "

কায়স্থ কৌন্তভ ঐশ্বর্য্যত বহুপুত্রাণং কুৰ্ম্মপুত্রাণঞ্চ বিশেষো ভৃগুসংহিতায়াং।

ইতি শ্রীভাগবতে বহুউপাখ্যানে।

উক্ত দ্বাদশ নক্ষত্র গণ দেবতা ভগবৎ বিরাটকায়স্থিত কায়স্থ, ইহাঁরদিগের বংশমধ্যে পঞ্চ জন কায়স্থ কান্য-কুজ দেশ হইতে এই গণকর(২) নামক দেশে অর্থাৎ গোড় দেশে রাজা আদিত্যস্বরের যজ্ঞার্থে আসিয়া যাজ্ঞিক হইয়া

(১) এই নাগর কায়স্থ হইতে এক প্রকার নাগরি অক্ষর প্রকাশ হয়, তাহা কায়থী নাগরী বলিয়া অদ্যাপি পশ্চিম দেশে প্রচলিত আছে।

(২) গোড় দেশের প্রাচীন এক নাম গণকর ছিল এবং অদ্যাপি কলিকাতার দক্ষিণ গঙ্গাতীরে ঐ রাজধানীকে লোকে গণকর গ্রাম কহেন। ইতি আৰ্য্য বৃত্তান্তে ৫ম স্বন্ধ ২৬৯ পৃষ্ঠা। তথাহি আইন আকবরী।

স্ব স্ব গোত্রীয় দেবতাদিগের আস্থান করিয়া ইষ্টসিদ্ধ হইয়া রাজার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদানান্তে স্ব স্ব গোত্রীয় দেবতা নামে পূর্বযজ্ঞীয় উপাধি অবধারিত রাখাতে ঐপদবী বংশানু ক্রমে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে । যথা—ঘোষ, বহু, মিত্র, দত্ত ও গুহ ।

কৌমুদী ব্যাকরণে লিখেন যে, মিথিলা নগরবাসী শ্রীবাস্তব কায়স্থকুলোদ্ভব শ্রীব্রজরাজ সিংহ মহাশয়স্য বির-
চিত বিজ্ঞানকৌমুদীতে কহেন, কায়স্থ যমের স্ববর্ণসংজ্ঞা ।
যথা—সামবেদের ১০ শাখায় ১০ বর্ণময় কায়স্থ, ড চ ণ ত থ
দ ধ ন প ফ । ঋগ্বেদের ১২ শাখায় ১২ বর্ণময় কায়স্থ,
ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ । যজুর্বেদের ১২ শাখায়
১২ বর্ণময় কায়স্থ ব ভ ম য র ম ব শ ষ স হ ল ।

ইতি কৌস্তভ গ্রন্থ ।

শ্রীভাগবতে ব্রহ্মপ্রতিপাদক বর্ণসমষ্টিকেই ব্রহ্মার কায়-
রূপে কহিয়াছেন । ঐ ব্রহ্মার কায়রূপ বর্ণ হইতে ব্রহ্ম-
কায়স্থ উৎপন্ন হইয়াছেন । যথা—

স্পর্শস্তস্য ভবজ্জীবঃ স্বরো দেহ উদাহতঃ । ১

উদ্ভাগমিস্ত্রিয়াণ্যাহরন্তুহা বলমাত্মনঃ ॥

ইতি শ্রীভাগবতং ।

অর্থাৎ পঞ্চ বর্ণ (১) ব্রহ্মার জীবন, স্বরবর্ণ (২) তাঁহার

(১) কাদয়ো মাস্তা পঞ্চ পঞ্চবর্ণাঃ । ককারাদয়ো মকার পর্যন্ত
পঞ্চ পঞ্চ ভূত্বা বর্ণাঃ বর্ণসংজ্ঞকা ভবন্তি । ইতি সংক্ষিপ্তসারং ।

(২) বিরাটকায়ে হি তিষ্ঠতি ।

শরীর, শ ব স হ বর্ণচতুষ্টয় তাঁহার ইন্দ্রিয় এবং য র ল ব
এই বর্ণচতুষ্টয় তাঁহার শক্তি । এই জন্য কোন কোন শাস্ত্রে
কহেন ব্রহ্মার কায় হইতে পঞ্চ বর্ণে ব্রহ্মকায়স্থ উৎপন্ন
হইয়াছেন । তদ্বৎ কোন কোন শাস্ত্রে কায়স্থকে পঞ্চ
বর্ণও কহিয়া থাকেন ।

ককারং ব্রাহ্মণং বিদ্যাদাকারং নিত্যসংজ্ঞকং ।

আয়ন্ত নিকটং জ্ঞেয়ং তত্র কায়ে হি তিষ্ঠতি ॥

কায়স্থেতি সমাখ্যাতঃ মদীশং প্রোক্তবাংশচ যং ।

জীবেক্ষণে ভৃগুপদে জন্মত্যাং শোভনাধিযঃ ॥

সতশ্চ শূরতা কিঞ্চিদনেকপ্রতিপালকং ॥

ইতি আচারনির্ণয়তঃ ।

ক শব্দে ব্রহ্মা, আ শব্দে নিত্য, য শব্দে নিকট
ব্রহ্মার নিত্য নিকটস্থ অর্থাৎ কায়স্থিত হেতু কায়
নামে খ্যাত হইয়াছেন । যাঁহাকে শাস্ত্রাদিতে মদীশ কহেন
ইঁহার জন্মকালে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি থাকাতে পিতৃস্বভায়ে
ইঁহার সন্তানাদিরা শোভনবুদ্ধি ও বহুলোক প্রতিপালন
হয়েন এবং শুক্রের এক পাদ দৃষ্টি থাকাতে শূরত্ব ও
সততা হইয়া থাকে ।

স্বষ্ট্যাদৌ সদসংকর্মজগুয়ে প্রাণিনাং বিধিঃ ।

ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্বকায়াদিনির্গতঃ ॥ -

কাহ্নসংগ্রহিতা ।

দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপাত্রঞ্চ লেখনী ।

চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্মরাজসমীপতঃ ॥

প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্মলেখায় স নিরূপিতঃ ।

ব্রহ্মণীতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্ন্যেয্যজ্ঞভুক্ স বৈ ॥

ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতিদীয়তে দ্বিজৈঃ ।

ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো বর্ণ উচ্যতে ॥

নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভূবি সন্তি বৈ ॥

ইতি পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ।

সৃষ্টির আদিতে প্রাণিদিগের সদসৎ কর্ম্ম জ্ঞাত হইবার নিমিত্তে ধ্যানস্থিত সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মার সর্বকায় হইতে মসীপাত্র এবং লেখনী হস্তে চিত্রগুপ্ত নামে দিব্য এক রূপবান পুরুষ উৎপন্ন হইয়া প্রাণিদিগের সদসৎ কর্ম্ম নিরূপণার্থে ব্রহ্মা কর্তৃক ধর্ম্মরাজ যমের নিকট স্থাপিত হইলেন । সেই চিত্রগুপ্ত ব্রহ্মা স্বরূপ এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানী(১) যাঁহাকে ব্রাহ্মণেরা দেবতাদিগের সহিত ভোজনার্থে আহুতি প্রদান(২) করিয়া থাকেন । তিনি ব্রহ্ম কায়োদ্ভব জন্য কায়স্থ বর্ণ(৩) হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ

(১) চক্ষু কর্ণ নাসিকা ও ত্বগাদি দ্বারা জ্ঞেয় নহেন । সর্বব্যাপক স্বরূপে সকলের মনোবৃত্তি জানিতে পারেন ।

(২) দেবতাদিগের সহিত যজ্ঞাহুতি ভোজী, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে সদা আহুতি প্রদান করেন ।

(৩) ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যেহাং তেষাং বর্ণো নিগদ্যতে । বর্ণসংখ্যদত্তং ।

পুলস্ত্য উবাচ।

শৃণু গাঙ্গেয় বক্ষ্যামি কায়স্থোৎপত্তিকারণং ।
 ন ঐতং যদ্বয়া পূর্বং তন্মে কথয়তঃ শৃণু ॥
 যেনেদং সকলং বিশ্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা ।
 উৎপাদ্য পাল্যতে ভূয়ো নিধনায় প্রকল্যতে ॥
 অব্যক্তঃ পুরুষঃ শান্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।
 যথাস্বজং পুরা বিশ্বং কথয়ামি তব প্রভো ॥

পুলস্ত্য কহিতেছেন। হে গাঙ্গেয়! ইতপূর্বে যাহা
 তোমার ঐতিহ্যগোচর হয় নাই, আমি সেই কায়স্থদিগের
 উৎপত্তির কারণ বর্ণন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ
 কর। হে ভীষ্ম! যিনি এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার
 সৃষ্টি করিয়া প্রতিপালন এবং প্রলয়কালে সংহার
 করেন, সেই অব্যক্ত পুরুষ পিতামহ ব্রহ্মা এই জগতের
 যেরূপ সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন, তাহা আমি কহিতেছি,
 শ্রবণ করুন।

মুখতোহস্য দ্বিজা জাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়ান্তথা ।
 উরুভ্যাঞ্চ তথা বৈশ্যাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রাঃ সমুদ্ভবাঃ ॥
 দ্বিচতুষ্টপদাদীংশ্চ প্লবঙ্গমনরীক্ষপান্ ।
 এককালেষ্বজং সর্বং চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাংস্তথা ॥

এবং বহুবিধানেন বিশ্বমুৎপাদ্য ভারত ।

উবাচ তং সূতং জ্যেষ্ঠং কশ্যপং চাতিতেজসং ॥

অতিযত্নেন ভোঃ পুত্র জগৎ পালয় সূত্রত ।

ইত্যাজ্ঞাপ্য সূতং জ্যেষ্ঠং ধ্যাসিসম্ভবহেতুকং ।

ততস্ত ব্রহ্মণা তেন যৎকৃতং তন্নিবোধ মে ॥

হে ভারত ! ব্রহ্মা মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন করিয়া স্বেচ্ছা পূর্বক দ্বিপদ, চতুষ্পদ, ষট্পদ, কীট, প্লবঙ্গম, সরীসৃপাদি প্রাণি সকল এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি এককালে উৎপাদন করিলেন । তিনি এই প্রকার বহুবিধানে বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া অতি তেজস্বী আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র কশ্যপকে আহ্বান করিয়া কহিলেন । হে পুত্র ! অতি যত্ন পূর্বক এই জগৎ প্রতিপালন কর । ব্রহ্মা এই প্রকার সৃষ্টি বিধান করিয়া তদনন্তর যাহা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করুন ।

দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ ।

সমাধিস্থোহভবৎ প্রাণান্ সংযম্য শান্তমানসঃ ॥

ততঃ সমাহিতমতে যদু তং তদ্বদামি তে ।

তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ ॥

কন্মুগ্রীবো গৃঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ ।
 লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ ॥
 নিঃসৃত্য দর্শনে তস্মৈ ব্রহ্মণেহব্যক্তজন্মনঃ ।
 উত্তমঃ স্ত্রবিচিত্রাঙ্গঃ ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ ॥
 ত্যক্ত্বা সমাধিং গাঙ্গৈয় তং দদর্শ পিতামহঃ ।
 অধোদ্ধৃস্তম্মিরীক্ষ্যাথ পুরুষশচাগ্রতঃ স্থিতঃ ॥
 নামধেয়ং হি মে তাত বক্তুর্মহস্যাতঃপরং ।
 যথোচিতঞ্চ যৎ কার্য্যং তৎস্বং মামনুশাসয় ॥

শান্তমানস মহাত্মা কমলাসন স্থপ্তি বিধানানন্তর স্থির-
 চিত্তে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করত দশসহস্র দশশত বর্ষ
 ব্যাপিয়া সমাধিস্থ হইলেন। তিনি এইরূপ সমাধি অবল-
 ম্বন করিলে যাহা হইয়াছিল, তাহাও রলিতেছি শ্রবণ
 করুন। তদনন্তর অব্যক্তজন্মা সেই ব্রহ্মের সমাধিস্থিত
 কায় হইতে শ্যামবর্ণ, পদ্মলোচন, কন্মুগ্রীব, গৃঢ়শিরা, পরম
 সুন্দর এক পুরুষ উদ্ভব হইয়া লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্র
 হস্তে তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। হে গাঙ্গৈয়! পিতামহ
 ব্রহ্মা সমাধি ভঙ্গ করিয়া সম্মুখস্থিত ধ্যানপরায়ণ স্ত্রবিচিত্র
 গঠন উত্তম পুরুষকে দর্শন করিলে, সেই পুরুষ পরম ভক্তি
 সহকারে ব্রহ্মের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন।
 হে তাত! আমার নাম কি এবং আমার উপযুক্ত কার্য্যে
 আমাকে নিয়োজিত করুন।

পুলস্ত্য উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্য ততো ব্রহ্মা পুরুষং স্বশরীরজং ।

প্রহৃষ্য প্রত্যাবাচেদমানন্দিতমতিঃ পুনঃ ॥

স্থিরচিত্ত সমাধায় ধ্যানস্বমতিস্বন্দরং ।

মচ্ছরীরাত্ সমুদ্ভূতস্তস্মাত্ কায়স্থসংজ্ঞকঃ ॥

চিত্তগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতে ভুবি ভবিষ্যসি ।

ধর্মাধর্মবিবেকার্থং ধর্মরাজপুত্রো সদা ॥

স্থিতির্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাত্ প্রাপ্য নিশ্চলাং ।

ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্মঃ পালনীযো যথাবিধিঃ ॥

প্রজাঃ স্বজস্ব ভোঃ পুত্র ভুবি ভারসমম্বিতাঃ ।

তস্মৈ দত্তা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥

পুলস্ত্য কহিতেছেন । ভগবান ব্রহ্মা স্বকায় সমুদ্ভব পুরুষের স্বমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত মনে কহিলেন, হে বৎস! আমি স্থিরচিত্ত হইয়া স্বন্দর সমাধিস্থ হইলে তুমি আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ । এনিমিত্ত তুমি সংসারে কায়স্থাখ্যায় বিখ্যাত হইলে এবং তোমার নাম চিত্রগুপ্ত রহিল । ধর্মাধর্ম বিচারার্থে ধর্মরাজের সভাতে তোমার স্থান নিরূপিত হইল । তুমি তথায় অবস্থিত হইয়া ক্ষত্রবর্ণোচিত ধর্ম প্রতিপালন এবং পৃথিবীতে ভারসমম্বিত প্রজা স্বজন কর । ব্রহ্মা এই বর প্রদান করিয়া অন্তর্ধান করিলেন ।

পুলস্ত্যউবাচ ।

চিত্রগুপ্তাম্বয়ে জাতাঃ শৃগুতাং কথয়ামি তে ।
 শ্রীমদ্রা নাগরা গোঁরাঃ শ্রীবৎসশৈব মাথুরাঃ ॥
 অহিফণাঃ সৌরসেনাঃ শৈব্যসেনান্তথৈব চ ।
 বর্ণাবর্ণদ্বয়শৈব অম্বষ্ঠাদ্যাশ্চ সত্তমঃ ॥
 শৃগু তেযাঞ্চ কৰ্ম্মাণি কুরুবংশবিবৰ্দ্ধন ।
 পুত্রান্ বৈ স্থাপয়ামাস চিত্রগুপ্তো মহীতলে ॥
 ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিবেকজ্ঞশ্চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ ।
 ভূঃ স্থানং বোধয়ামাস সৰ্ব্বসাধনমুত্তমং ॥
 পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতৃণাং যজ্ঞসাধনং ।
 বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সৰ্ব্বদাতিথিসেবনং ॥
 প্রজাভ্যঃ করমাদায় ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিলোকনং ।
 কর্তব্যং হি প্রযত্নেন পুত্রাঃ স্বৰ্গস্য কাম্যয়া ॥

পুলস্ত্য কহিতেছেন । হে কুরুবংশবিবৰ্দ্ধন ! অতঃপর
 চিত্রগুপ্তের বংশ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । শ্রীমদ্রা,
 নাগর,(১) গোঁর, শ্রীবৎস, মাথুর, অহিফণা, সৌরসেন, শৈব্য-

(১) এই নাগর কায়স্থ কর্তৃক এক প্রকার অক্ষর প্রস্তুত হয় তাহা
 কায়স্থি নাগরী বলিয়া পুরাকালাবধি পশ্চিম দেশে প্রচলিত রহিয়াছে ।
 ইতি দেশ প্রসিদ্ধ ।

সেন এবং অশ্বষ্ঠ (২) দ্বয়বর্ণ (৩) অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বর্ণে বর্ণিত চিত্রগুপ্তের এই উত্তম কয়েক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে, মহামতি চিত্রগুপ্ত এই সকল বিচার ক্ষম পুত্রগণকে দর্শন করিয়া অত্যানন্দ চিত্তে পৃথিবীমণ্ডলে স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে সর্বসিদ্ধিপ্রদ উপদেশ করিলেন । হে পুত্রগণ ! তোমরা স্বর্গকামনা করিয়া সর্বদা দেবার্চনা, পিতৃযজ্ঞ, ব্রাহ্মণদিগের পালন, অতিথিসেবা এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার পূর্বক প্রজাগণের কর গ্রহণ করিবে । এবং তোমাদিগের কর্তব্য প্রযত্নে পুত্রোৎপাদন করিয়া স্বর্গকামনা করিবে ।

যা মায়া প্রকৃতিঃ শক্তিঃ চণ্ডপ্রমর্দিনী ।

তস্যাস্ত পূজনং কার্যং সিদ্ধিং প্রাপ্য দিবং গতাঃ ॥

স্বর্গাধিকারমাসাদ্য যতো যজ্ঞভুজঃ সদা ।

ভবন্তিঃ সা সদা পূজ্যা ধাতব্যা সফলাদিভিঃ ॥

(২) অশ্বষ্ঠ কায়স্থেরা পশ্চিম দেশে প্রসিদ্ধ আছেন। ইহঁরা অনেকেই চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া থাকেন। ইহঁদিগের মধ্যে জনৈক অত্রবঙ্গ গোড় দেশে আসিয়া বাস করেন। তৎ সম্ভান মধ্যে এক জনেব নাম বিজয় সেন। ইনি এতদেশে বাজা হইয়াছিলেন এবং বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। ইহঁর এক নাম ধীসেন। বৌদ্ধ ধীমহি গায়ত্রী ছন্দ ব্রাত্য ব্রাহ্মণ দিগকে প্রদান করাতে ধীসেন নাম হইয়াছিল। ইহঁর আর এক নাম শুকসেন, কারণ শুক পক্ষাকৃতি এক সিংহাসন স্বীয়োপবেশনের নিমিত্তে প্রস্তুত করাইয়া উপবেশন করিতেন, একারণ ইহঁাকে লোকে শুকসেন বলিত এই শুকসেন নাম ছায় রোল মোতাকরিণে লিখন আছে।

ইতি কায়স্থ কৌস্তভ।

(৩) ইহঁদিগের স্ব নামে বংশ বিস্তার হইয়া রহিয়াছে।

ভবন্তু সিদ্ধিদা নিত্যং পুত্রদা সা তু চণ্ডিকা ।
 তথা চোক্তা সুরাপেয়া যানপেয়া দ্বিজাতিভিঃ ॥
 বৈষ্ণবং ধর্ম্মমাশ্রিত্য মদ্বাক্যং প্রতিপালয় ।
 কর্তব্যং হি প্রযত্নেন লোকদ্বয়হিতায় বৈ ॥
 অনুশাস্য স্ততানেবং চিত্রগুপ্তো দিবং যযৌ ।
 ধর্ম্মরাজস্যাধিকারী চিত্রগুপ্তো বভূব হ ॥
 স্বয়ং ভীষ্ম সমুৎপন্নঃ কায়স্থা যে প্রকীর্তিতাঃ ।
 যে পৃষ্ঠাস্তে ময়া খ্যাতাঃ সম্বাদং শৃণু তৎপরঃ ॥
 অহং তে কথয়িষ্যামি বিচিত্রং পরমাদ্ভুতং ।
 প্রভাবং চিত্রগুপ্তস্য সমুদ্ভূতং যথা পুনঃ ॥

মহাপুরুষেরা যে মহামায়ার প্রভাবে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া
 স্বর্গে যজ্ঞাংশভোজী হয়েন, তোমরাও সর্বদা সেই
 চণ্ডীস্বরমথিনী চণ্ডীর ধ্যানপরায়ণ হইয়া ও ফলপুষ্প
 ধূপ-দীপাদি নানা উপচার সহযোগে পূজা করিবে। তাহা
 হইলে তিনি তোমাদিগের প্রতি পুত্র দাত্রী ও সর্বসিদ্ধি-
 প্রদা হইবেন। আর দ্বিজাতির অপেয়া যে সুরা তাহাও
 চণ্ডিকা পূজনার্থে তোমাদিগের পেয়া বিধি রহিল। কিন্তু
 তোমরা লোকদ্বয় হিতের নিমিত্তে বৈষ্ণবধর্ম্মাশ্রয় পূর্বক
 আমার আজ্ঞাসকল প্রতিপালন করিবে। চিত্রগুপ্তদেব পুত্র-
 দিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান পূর্বক স্বর্গে গমন করিয়া

ধর্মরাজের পতি হইলেন । হে ভীষ্ম ! আপনি যে আমাকে কায়স্থদিগের উপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন । এক্ষণে চিত্রগুপ্তের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন ।

পুলস্ত্য উবাচ ।

সৌদাসো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ।

সদা পাপরতঃ সোথ ধর্মাদধর্মং ন বিন্দতি ॥

স যথা স্বর্গমাসাদ্য লেভে পুণ্যফলং শৃণু ।

সর্বপাপো ছুরাচারঃ সর্বধর্মবিবর্জিতঃ ॥

রাজনীতিগতং ধর্মং ন জানাতি কথঞ্চন ।

আতিথ্যজয়কর্মাণি ততঃ সাধনমুত্তমং ॥

ন কর্তব্যং দ্বিজৈঃ কাপি ময়াজ্ঞপ্তের্মহীতলে ।

এবমাজ্ঞপ্তবান্নোকে দৈবপিত্রেয়কর্মাণি ॥

পরিত্যজ্য স্বকং দেশং ততোদেশান্তরং যযৌ ॥

যে কেচিদ্বসতিং চক্রুর্লোকেষু ব্রাহ্মণাদিষু ।

ততঃ প্রভৃতি গাঙ্গেয় ন যজ্ঞবহনং কচিৎ ॥

পুলস্ত্য কহিতেছেন । এই পৃথিবীমণ্ডলে সৌদাস নামে এক রাজা সর্বদা পাপকর্মে রত থাকায় ধর্মাদধর্ম কিছুই বিবেচনা করিতেন না, কিন্তু তিনি যে কারণে স্থির স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন, তৎ পুণ্যফল শ্রবণ করুন । ঐ সৌদাস রাজা

অত্যন্ত দুরাচার, সৰ্ব্ব পাপ কৰ্ম্মে রত, সৰ্ব্ব ধৰ্ম্ম বিব-
ৰ্জিত ও রাজনীতি কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিলেন না এবং অতিথি
সেবা প্রভৃতি কোন উত্তম কৰ্ম্ম সাধন করিতেন না । তিনি
দ্বিজাতিদিগকে দেব পিতৃকৰ্ম্ম ও যজ্ঞাদি কিছুই করিতে
দিতেন না । স্বদেশে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া
পশ্চাৎ দেশ ভ্রমণে গমন করিলেন । পৃথিবীমণ্ডলে ব্রাহ্ম-
ণাদি যে কেহ বসতি করিতেন তাঁহারা কেহই যজ্ঞবহনাদি
কৰ্ম্ম করিতে পারিতেন না ।

ন কাপি কুরুতে ভীষ্ম পুণ্যং তত্র নিষেবিতং ।
গৃহীতো ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ করং কৰ্ম্মবিদূষকঃ ॥
অহো ধৰ্ম্মভূতাং শ্রেষ্ঠ শৃণু কৰ্ম্ম বিপাকজং ।
কালেনান্যেন গান্ধেয় সৌদাসো বিচরন্মহীং ॥
কান্তিকে শুক্লপক্ষেচ দ্বিতীয়া চোত্তমা তিথিঃ ।
তস্যাং কার্য্যঞ্চ কায়স্থৈশ্চিত্রগুপ্তস্য পূজনং ॥
মহতীভক্তিভাবেন ধূপদীপাদিভিস্তুথা ।
দৈবযোগাৎ তথায়াতঃ সৌদাসঃ পর্য্যটন্মহীং ॥
শ্রদ্ধায়ুক্ত শরীরেণ দৃষ্ট্বাচ পূজনং ততঃ ।
কৃৎস্না স্পৃজনং তত্র চিত্রগুপ্তস্য ভক্তিতঃ ॥
গতপাপোহভবৎ সদ্যঃ সৌদাসোসৌ মহীপতিঃ ।
চিত্রগুপ্তপ্রভাবেন গতোলোকং স্বরালয়ং ॥

ইদং বিচিত্রমাহাত্ম্যং চিত্রগুপ্তপ্রভাবজং ।

কথিতং নৃপশাদূল কিমন্যং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

হে ভীষ্ম ! তিনি কদাপি কোন পুণ্য কৰ্ম করেন নাই । সেই বিদূষক রাজা ব্রাহ্মণদিগের করগ্রহণ করিতেন । হে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ! তাঁহার কৰ্মফল শ্রবণ করুন । পাপাত্মা সৌদাস কোন সময়ে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন যে, কার্তিক মাসে শুক্লপক্ষে উত্তমা দ্বিতীয়া তিথিতে কায়স্থদিগের চিত্রগুপ্তের পূজা কর্তব্য বলিয়া কায়স্থেরা মহতী ভক্তিভাবে ধূপদীপাদি নানোপচারে চিত্রগুপ্ত দেবের পূজা করিতেছেন । দৈবযোগে সৌদাস রাজা তথায় আগমন করিয়া তাঁহাদের পূজা দর্শন করিয়া পরম সন্তোষে ভক্তিভাবে নানোপচারে চিত্রগুপ্ত দেবতার পূজাচরণে (১) তৎক্ষণাৎ নিম্পাপ হইয়া যথাকালে মৃত্যু হইলে চিত্রগুপ্ত দেবের প্রভাবে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন । অতএব চিত্রগুপ্তের বিচিত্রপ্রভাব ও মাহাত্ম্য তোমাকে কহিলাম । হে নৃপশাদূল ! এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন ।

ভীষ্ম উবাচ ।

ইত্যাকৰ্ণ্য ততোভীষ্মঃ প্রত্যাচ মুনিং ততঃ ।

বিধিনা কেন তত্রাপি পূজা কার্য্যা মহামুনে ॥

(১) কায়স্থদিগের চিত্রগুপ্তের পূজা করা কর্তব্য জ্ঞাত হইয়া সৌদাস রাজা শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ঐ চিত্রগুপ্তের পূজা করিলেন ।

কো মন্ত্ৰঃ কো বিধিস্তত্ত্ব সৰ্ব্বং তব্দ মে প্রভো ।

যামাসাদ্য মুনিশ্ৰেষ্ঠ সৌদাসঃ স্বৰ্গমাপ্তবান্ ॥

ভীষ্ম মহাশয় মুনিবরের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন । হে মহামুনে ! কোন্ বিধানে ও কোন্ মন্ত্ৰে চিত্রগুপ্ত দেবের পূজা করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুন । হে মুনিশ্ৰেষ্ঠ ! যাঁহার পূজা করিয়া সৌদাস রাজা স্থির স্বৰ্গলাভ করিয়াছিলেন ।

পুলস্ত্য উবাচ ।

চিত্রগুপ্তস্য পূজায়া বিধানং কথয়াম্যহং ।

নৈবেদ্যৈধূপদীপৈশ্চ যথাকালোদ্ভবৈঃ ফলৈঃ ॥

গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সমাসতঃ ।

চিত্রগুপ্তঞ্চ সংপূজ্য শ্রদ্ধাভক্তিসমম্বিতঃ ॥

নবকুম্ভং সমানীয় পানীয়পরিপূরিতং ।

শর্করাপূরিতং কৃত্বা পাত্রং তস্যোপরি ন্যসেৎ ॥

পূজান্তে চ প্রযত্নেন দাতব্যঞ্চ দ্বিজম্মনে ।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র কায়স্থানপি মন্ত্ৰবিৎ ॥

পুলস্ত্য কহিতেছেন । চিত্রগুপ্তের পূজার বিধি কহিতেছি শ্রবণ করুন । গন্ধপুষ্প ধূপ দীপাদি উপহার দ্বারা মন্ত্ৰজ্ঞ ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তি যুক্ত হইয়া চিত্রগুপ্তের পূজা করিবেন । জল পূরিত নূতন কলসোপরি শর্করা পূর্ণিত

পাত্ৰ রাখিয়া পূজান্তে দ্বিজাতিদিগকে দান করিবেন ।
তদনন্তর ত্ৰাঙ্কণ ও কাব্ৰহ্মদিগকে ভোজন করাইবেন ।

মসীভাজনসংযুক্তঃ সদা চরসি ভূতলে ।

লেখনীচ্ছেদনীহস্ত চিত্রগুপ্ত নমোস্তু তে ॥

চিত্রগুপ্ত নমস্তভ্যং নমস্তে ধৰ্ম্মৰূপিণে ।

তেষাং স্বং পালকোনিত্যং নমঃ শাস্তিং প্রযচ্ছ মে ॥

মন্ত্ৰেণানেন রাজেন্দ্র চিত্রগুপ্তস্য পূজনং ।

এবং সংপূজ্য বিধিবৎ সৌদাসো ভক্তিভাবতঃ ॥

অচিরাৎ পাপসংযুক্তো রাজ্যং কৃৎস্না য়তোনৃপঃ ।

নীতোসৌ যমদূতৈশ্চ যমলোকং ভয়ানকং ॥

চিত্রগুপ্তং তদাপৃচ্ছৎ ধৰ্ম্মরাজোপি ভারত ॥

হে চিত্রগুপ্ত ! তুমি মসীপাত্ৰ লেখনী ও ছেদনী হস্তে
ধারণ করিয়া পৃথিবীমণ্ডলে সৰ্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছ তোমাকে
নমস্কার করি । হে চিত্রগুপ্ত ! তোমাকে নমস্কার করি ।
যে হেতু তুমি সাক্ষাৎ ধৰ্ম্মরূপা, তোমাকে নমস্কার করি ।
তুমি লোক সকলের নিত্যপালক, তুমি আমাকে মঙ্গল প্রদান
কর, তোমাকে নমস্কার করি । হে মহারাজ ! সৌদাস
রাজা ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এইরূপ মন্ত্ৰ দ্বারা চিত্রগুপ্ত
দেবের পূজা করিয়া অচিরাৎ সৰ্ব্বপাপে মুক্ত হইয়া রাজ্য
ভোগান্তে মৃত্যু হইলে যমদূতেরা ভয়ানক যমপুরীতে আন-
য়ন করিলে ধৰ্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে এইরূপ কহিয়াছিলেন ।

ধৰ্ম্মরাজ উবাচ ।

সৌদাসোসৌ দুৰাচারঃ পাপকৰ্ম্মে সদা রতঃ ।

যানি কানিচ পাপানি রাজাসৌ কৃতবান্ ভুবি ॥

পৃষ্ঠোসৌ যমরাজেন ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিশারদঃ ।

ধৰ্ম্মরাজং ততঃ প্রাহ চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ ॥

বিপাকং কৰ্ম্মজং জ্ঞাত্বা তং প্রহস্যাত্রবীৰ্ঘচঃ ॥

ধৰ্ম্মরাজ কহিলেন । এই দুৰাচার সৌদাস রাজা সৰ্বদা পাপকৰ্ম্মে রত থাকিয়া নিরন্তর সংসার মধ্যে নানাবিধ পাপাচরণ করিয়াছেন । ধৰ্ম্মরাজ এরূপ কহিলে, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম বিশারদ মহামতি চিত্রগুপ্ত সৌদাসের কৰ্ম্মজনিত পাপকৰ্ম্মের বিপাক জ্ঞাত হইয়া হাস্ত পূৰ্ব্বক ধৰ্ম্মরাজকে কহিলেন ।

চিত্রগুপ্ত উবাচ ।

জানেহং পাপকৰ্ম্মাসৌ রাজায়ং বিদিতঃ সদা ।

ত্বৎপ্রসাদাদহং সৌরে পূজ্যোন্মি বসুধাতলে ॥

ত্বয়া দত্তং বরস্থানং ভক্তস্তেহং সদাপ্রিয়ঃ ।

ইতিজ্ঞাত্বা বদাম্যত্র রাজা পাপোস্তি মে মতিঃ ॥

পূজাং চকার রাজাসৌ দৃষ্ট্বা পূজাঞ্চ মামকীং ।

অতস্তচ্ছোন্মি হে দেব যাতু বিষ্ণুপদং নৃপঃ ॥

যমেনাজ্ঞাপিতো রাজা বৈষ্ণবং পদমাপ্তবান্ ।

যে চান্যে পূজয়িম্যস্তি চিত্রগুপ্তং মহীতলে ॥

কায়স্থাঃ পাপনিমুক্তা যাস্যস্তি পরমাং গতিং ।

তস্মাৎ ভুমপি গাঙ্গেয় পূজাকুরু বিধানতঃ ॥

চিত্রগুপ্ত কহিতেছেন । এই সৌদাস রাজা সর্বদা পাপ কৰ্মে রত ছিলেন তাহা আমি জ্ঞাত আছি । হে সূর্য্য-পুত্র ! তোমার প্রসাদে তোমা কর্তৃক শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে আমি পূজ্য আছি । সৌদাস রাজার এই সমস্ত জ্ঞাত থাকিয়া আপনাকে কহিতেছি, হে দেব ! এই পৃথিবী মণ্ডলে একদা আমার পূজা দেখিয়া ঐ রাজা ভক্তিভাবে আমার পূজা করিয়াছিলেন, সেই হেতু আমি তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত্যৰ্থে বর প্রদান করিয়াছি । এই কথা শুনিয়া ধৰ্ম্মরাজ বিষ্ণুপদ প্রাপ্তির অনুমতি করিলেন, অতএব পৃথিবীতে যে কেহ কায়স্থেরা (১) চিত্রগুপ্ত দেবের পূজা করিবেন তাঁহারা সৰ্ব্ব পাপ মুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করিবেন । অতএব হে ভীষ্ম ! ভূমিও বিধি পূৰ্ব্বক তাঁহার পূজা কর ।

দত্তাত্রেয় উবাচ ।

মূর্নেৰ্চনমাকৰ্ণ্য ভীষ্মঃ প্রযতমানসঃ ।

(১) পুলস্ত্য কহিলেন, যে কোন কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তের পূজা করিবেন তাঁহারা সৰ্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিবেন । হে ভীষ্ম ! ভূমিও তাঁহার পূজা কর । অতএব বিষ্ণুবরেরা বিবেচনা করিবেন কায়স্থ ও ক্ষত্রিয়ে কিছু মাত্র প্রভেদ রহিল না ।

চকার পূজনং তত্র চিত্রগুপ্তস্য তৎপরঃ ॥
 কার্তিকে শুরুপক্ষে তু দ্বিতীয়ায়াং ভারত ।
 যমঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ যমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ ॥
 অতো যমদ্বিতীয়েতি সংজ্ঞা লোকে বভূব হ ।
 তেনৈব ভগিনীহস্তে ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্ধনং ॥
 নিত্যং যশস্ত্রমায়ুষ্যং সর্বকামার্থসিদ্ধিদং ।
 দানানি দাপয়েদ্যস্ত ভগিন্যৈচ বিশেষতঃ ॥
 কালে তত্রচ সংপূজ্য চিত্রগুপ্তঞ্চ রাজনং ।
 চিত্রৈশ্চ চিত্রপুষ্পৈশ্চ রক্তচন্দনমিশ্রিতৈঃ ॥
 নৈবেদ্যং দীয়তে তস্মৈ মোদকং গুড়মিশ্রিতং ॥

দত্তাত্রেয় কহিলেন । পুলস্তের এই কথা শ্রবণ করিয়া
 ভীষ্ম মহাশয় ভক্তিভাবে কার্তিক মাসের শুরু পক্ষে দ্বিতীয়া
 তিথিতে যম যমুনা চিত্রগুপ্ত ও যমদূত সকলের পূজা
 করিলেন । এই নিমিত্তে এই তিথির নাম যম দ্বিতীয়া
 কথিত হইল । এই দিনে রক্তচন্দন মিশ্রিত চিত্রবিচিত্র পুষ্প
 ও নৈবেদ্যাদি এবং গুড় মিশ্রিত মোদক দ্বারা চিত্রগুপ্তের
 পূজা করিবে এবং ভগিনী হস্ত প্রস্তুত অম্মাদি ও গণ্ডুষ
 পান ভোজন করিলে বুদ্ধি শশঃ আয়ু বুদ্ধি এবং সর্ব
 কামনা সিদ্ধ হয় । ভ্রাতা ভোজনান্তে দানীয় দ্রব্যাদি
 ভগিনীকে দিবেন ।

ভীষ্মোক্তে প্রার্থনা ।

উৎপত্তৌ প্রলয়ে চৈব ভোগ্যে দানে কৃতাকৃতৌ ।

লেখকস্ত্বং সদা শ্রীমাংশ্চিত্রগুপ্ত নমোস্তুতে ॥

শ্রিয়া সহ সমুৎপন্ন সমুদ্ভবমথনোদ্ভব ।

চিত্রগুপ্ত মহাবাহো মমাদ্য বরদো ভব ॥

উৎপত্তি, প্রলয়, ভোগে, দানে ও পাপপুণ্যে তুমি লেখক
ও শ্রীমান্ এবম্ভূত চিত্রগুপ্ত তুমি তোমাকে নমস্কার করি ।
তুমি সমুদ্ভবম্বনে লক্ষ্মীর সহিত উৎপন্ন হইয়াছ । হে
মহাবাহো চিত্রগুপ্ত !-অদ্য আমাকে বর প্রদান করুন ।

চিত্রগুপ্তস্ত সস্তক্টৌ ভীষ্মায় চ বরং দদৌ ।

মৎপ্রসাদান্মহাবাহো যত্ন্যন্তে ন ভবিষ্যতি ॥

স্মরিষ্যসি যদা যত্ন্যন্তদা যত্ন্যর্ভবিষ্যতি ।

ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা চিত্রগুপ্তো দিবংযযৌ ॥

অনেন বিধিনা যন্ত চিত্রগুপ্তস্য পূজনং ।

করিষ্যতি মহাবুদ্ধে তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥

ইহৈব বিপুলান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা সর্বান্ মনোরথান্ ।

অক্ষয়ং বিষ্ণুলোকঞ্চ নরো যাতি নশংসয়ঃ ॥

চিত্রগুপ্তকথাং বিদ্যাং কায়স্থোৎপত্তি সংজ্ঞকাং ।

ভক্তি যুক্তেন মনসা যে শ্রবন্তি মরোত্তমাঃ ॥

দীর্ঘায়ুষোভবিষ্যন্তি সর্বব্যাদিবিবর্জিতাঃ ।

সর্বৈ বিষ্ণুপদং যাস্তি যত্রযাস্তি তপোধনাঃ ॥

চিত্রগুপ্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিলেন।
হে মহাবাহো ভীষ্ম ! আমার প্রসাদে তোমার মৃত্যু হইবে
না, তবে তুমি যখন মৃত্যু ইচ্ছা করিবে তখন তোমার মৃত্যু
হইবেক, অর্থাৎ ইচ্ছা মৃত্যু হইলেন। চিত্রগুপ্তদেব
ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এই
প্রকারে যাঁহারা পৃথিবীতে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন,
তাঁহারা ইহলোকে নানাবিধ মনোনীত স্তব ভোগ করিয়া
পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবেন। অতএব এই
কায়স্থোৎপত্তি প্রকরণে যে কেহ কায়স্থ চিত্রগুপ্তের
কথা ভক্তিভাবে শ্রবণ করিবেন তাঁহারা সর্ব ব্যাদি বিহীন
হইয়া দীর্ঘায়ুঃ হইবেন এবং মরণান্তে বিষ্ণু লোকে গমন
করিবেন।

অথ চিত্রগুপ্তপূজা ।

ত্রীত্রীচিত্রগুপ্তায় নমঃ ।

কার্তিকশুক্রপক্ষে দ্বিতীয়ায় পূজনবিধিঃ ।

নমঃ ত্রীপুরবে নমঃ নমো গণেশায় নমঃ ।

পূর্বাভিমুখ উপবিশতি। কৃষ্ণহস্ত আচম্য বিষ্ণুং সংস্মৃত্য
নারায়ণাদীন্ সংপূজ্য স্তুতি বাচনং কুর্য্যাৎ । ওঁ কর্তব্যো-
হস্মিন চিত্রগুপ্তদেবপূজনকর্ম্মণি ওঁ নমঃ স্তুতি ভবন্তোহ-
ধিক্রবন্ত ইতি ত্রিঃ । ও স্তুতি ন ইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবাঃ স্তুতি নঃ

পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তাকোঁ । রিষ্টনেমি স্বস্তি নো বৃহ-
 স্পতির্দধাতু ইতি ভূমো স্বস্তিকান্ বিকিরেৎ । তাত্রপাত্রে
 কুশতিলজলান্যাদায় সঙ্কল্পং কুর্য্যাৎ । অদ্যেত্যাদি
 অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ সর্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকদীর্ঘায়ুর্দ্ধন-
 পুত্র-পৌত্রাদ্যনবচ্ছিন্ন-সন্ততিবৃদ্ধি-লক্ষ্মী-শৈর্ঘ্যলাভ-শত্রুপরা-
 জয়াদি-সকলাভীষ্ট-সিদ্ধার্থং চিত্রগুপ্তপ্রীতিকামঃ সপরি-
 বারচত্রিগুপ্তপূজনমহং করিষ্যে । ইতি সঙ্কল্য তণ্ডুল-
 মৈশান্মাং ক্ষিপেৎ । সূক্তং পঠেৎ । যজ্ঞাগ্রতো দূরমুদেতি
 দৈবং তৎ স্তুত্ব্য তথৈবেতি দূরং গমং জ্যোতিষাং জ্যোতি-
 রেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু । অগ্নিন্ সঙ্কল্পিতার্থাঃ
 সিদ্ধিরস্ত অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু ইতি । প্রস্তরময়ীং কাষ্ঠ-
 ময়ীং বা ঘনময়ীং তৎপ্রতিমাং কৃৎবা তৎসমীপে তাত্রপাত্রে
 অথবা তাম্বলে নরাকার-চিত্রগুপ্ত-প্রতিমাং স্থাপয়েৎ ।
 আসনশুদ্ধাদিকং বিধায় যথা আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠধ্বমিঃ
 সূতলং ছন্দঃ কূর্ম্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ ।
 ওঁ পৃথি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা । ত্বঞ্চ ধারয়
 মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনং ॥ আধারশক্তয়ে কমলা-
 সনায় নমঃ । বামে গুরুভ্যো নমঃ দক্ষিণে গণেশায় নমঃ
 উর্দ্ধে ব্রহ্মাণে নমঃ অধো অনন্তায় নমঃ পশ্চাৎ ক্ষেত্রপালায়
 নমঃ সম্মুখে শ্রীচিত্রগুপ্তায় নমঃ । ঘটং সংস্থাপ্য ততো ভূত-
 শুদ্ধিং অঙ্গন্যাস-করাজ্ঞ-তাসাদিকং বিধায় প্রাণায়ামং কু-
 র্য্যাৎ । সামান্যার্চ্যং কৃৎবা দেবং ধ্যয়েৎ । মহাবাহুং ধর্ম্মরূপং
 শ্রামং কমললোচনং । কস্মুগ্রীবং গুচশিরঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননং ।

লেখনী-ছেদনী-হস্তং মসীভাজন-সংযুতং । এবং সংচিস্তয়ে-
 স্তক্ত্য চিত্রগুপ্তং শুভপ্রদং ॥ এবং ধ্যান্য শশিরসি পুষ্পং
 দত্তা মানসোপচারৈঃ সম্পূজ্য অর্ঘ্যস্থাপনং কুর্যাৎ । যথা
 স্ববাসে ত্রিকোণমণ্ডলোপরি সাধারণং অর্ঘ্যপাত্রং সংস্থাপ্য
 সম্পূজ্য তত্র গন্ধপুষ্পাকৃতান্ নিঃক্ষিপ্য মূলেন জনং দত্তা
 মৎস্তমুদ্রয়াচ্ছাদ্য মূলমন্ত্রমক্ৰুত্বা জপ্ত্বা অক্ষুশমুদ্রয়া গঙ্গেচে-
 ত্যাদিনা তীর্থমাবাহ্য যড়ঙ্গানি বিস্থ্য ওঁ চাং হৃদয়ায় নমঃ
 ওঁ চীং শিরসে স্বাহা ওঁ চুং শিখায়ৈ বষট্ ওঁ চৈং কবচায়
 হুং ওঁ চৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ ওঁ চঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং
 অস্ত্রায় ফট্ । তজ্জলেনাহ্বানং পূজোপকরণকাভ্যুক্ষ্য প্রো-
 ক্ষণীপাত্রে কিঞ্চিং স্থাপয়েৎ । চিত্রগুপ্ত ত্বমাগচ্ছ লেখ-
 পত্রধর প্রভো । ইক্ষানাস্ত্রাশতং হিমাচ্যমস্তাং সমিধীমহি
 বয়স্বস্তো বয়স্কৃতং সহস্রস্তং সহস্কৃতং অগ্নে সপত্নদন্তন
 মদবধাসো অদাভ্যক্ষিত্রাবসো স্বস্তি তে পারমসীয় । প্রতি-
 মায়াং হস্তং দত্তা পঠেৎ । ওঁ দেবেশ ভক্তিহ্নলত পরি-
 বারসমম্বিত । যাবদ্বাং পূজয়িষ্যামি তাবদ্বং স্থস্থিরো ভব ॥
 ইতি পঠিত্বা ওঁ চিত্রগুপ্তদেব ইহাগচ্ছ ২ ইহতিষ্ঠ ২ অত্রা-
 ধিষ্ঠানং কুরু মৎকৃতাং পূজাং গৃহাণ । ইত্যা-বাহন-স্থাপন
 সংনিবোধন-সম্মুখীকরণাবগুণ্ণমুদ্রাঃ প্রদর্শ্য ইত্যাদিনা
 আবাহয়েৎ । ততশ্চক্ষুর্দানং । ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনী-
 কং চক্ষুঃ মিত্রস্য বরুণস্ত্যাগ্নেরাপ্রাদ্যাবা পৃথিবীকান্তরীক্ষং
 সূর্য্যাত্মা জগতস্তম্বুশ্চ ইতি দক্ষিণচক্ষুর্দানং । ওঁ আ-
 প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃক্‌ং ভবাবাজস্য সঙ্গতে

ইতি বামচক্ষুর্দানং । প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্যাৎ দেবস্য হৃদয়ে
 হস্তং দত্ত্বা পঠেৎ । ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং
 যং সং হোং হংসঃ অস্মা চিত্রগুপ্তদেবস্য প্রাণা ইহ প্রাণাঃ
 পুনরামিত্যাদিনা অস্মা চিত্রগুপ্তদেবস্য জীব ইহস্থিতঃ পুনরা-
 মিত্যাদিনা অস্মা চিত্রগুপ্তদেবস্য সর্বেন্দ্রিয়াণি পুনরামিত্যা-
 দিনা অস্মা চিত্রগুপ্তদেবস্য বাঞ্ছন-শ্চক্ষুঃ-শ্রোত্র-স্রাণ-প্রাণাঃ
 ইহাগত্য স্মৃৎ চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা । ওঁ মনোজ্যোতি-
 র্জ্জ্বলতা মাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোহরিকটং যজ্ঞং
 সমিমং দধাতু বিশ্বদেবাঃ স ইহ মাদয়ন্তামোং প্রতিষ্ঠ কৃতা-
 ঙ্গলিঃ পঠেৎ । ওঁ অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণাঃ
 কুরুস্তুচ । অস্মৈ দেবত্বসংস্রায়ে স্বাহা । গায়ত্রীং পঠেৎ ।
 পুনর্যাহ্না ষোড়শোপচারৈঃ পূজয়েৎ ষোড়শোপচারং যথা ।
 আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কং । মধুপর্কামনস্নান
 বসনাভরণানি চ । গন্ধপুষ্পৌ ধূপদীপৌ নৈবেদ্যং বন্দনং
 তথা ॥ আসনং ধৃত্বা এতস্মৈ রং রজতাসনায় নম ইতি ত্রিঃ
 এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রং রজতাসনায় নমঃ । এত-
 দধিপতয়ে ত্রিবিম্ববে নমঃ সংপ্রদানায় ওঁ চীং চিত্রগুপ্তায়
 দেবায় নমঃ । ওঁ সর্বান্তর্যামিনে দেব সর্ববীজময়ং
 ততঃ । আত্মস্থায় পরং শুদ্ধমাসনং কল্পয়াম্যহং ॥ ইদং
 রজতাসনং ওঁ চিত্রগুপ্তায় দেবায় নমঃ । এবং সর্বত্র জেয়ং ।
 ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীক্টসিদ্ধয়ে । তস্মৈ তে
 পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে । কৃতার্থানুগৃহীতো স্মি
 সফলং জীবিতং মম । আগতো দেবদেবেশ স্নস্বাগতমিদং

বপুঃ ॥ ইতি স্বাগতং পৃচ্ছেৎ । পাদ্যং গৃহীত্বা । ওঁ যদ্বক্ত্রি-
 লেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভবঃ । তস্মৈ তে চরণাঙ্জায়
 পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে ॥ ইদং পাদ্যং পূর্ববৎ । অর্ঘ্যং গৃহীত্বা ।
 ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণং । তাপত্রয়-
 বিনির্মুক্তং তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহং ॥ এষোহর্ঘ্যঃ স্বাহা । জাতি-
 লবঙ্গ-ককোল-সহিতমাচমনীয়ং গৃহীত্বা । ওঁ দেবানা-
 মপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে । আচামং কল্পয়ামীশ
 শুদ্ধানাং শুদ্ধিহেতবে ॥ ইদমাচমনীয়ং স্বধা পূর্ববৎ ।
 মধুপর্কং গৃহীত্বা । ওঁ সর্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণস্থাত্মনে
 মধুপর্কমিদং দেব কল্পয়ামি প্রণীদ মে ॥ এষ মধুপর্কঃ
 স্বধা পূর্ববৎ । পুনরাচমনীয়ং গৃহীত্বা । ওঁ উচ্ছিষ্টোপ্যশুচি-
 র্বাপি यस্য অরণমাত্রতঃ । শুদ্ধিমাথোতি তস্মৈ তে পুন-
 রাচমনীয়কং ॥ ইদমাচমনীয়ং পূর্ববৎ । স্নানীয়ং জলং
 গৃহীত্বা । ওঁ পরমানন্দবোধায় নিমগ্ননিজমূর্তয়ে সাক্ষো-
 পাস্তমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশতে ॥ ইদং স্নানীয়োদকং
 পূর্ববৎ । বস্ত্রং গৃহীত্বা । ওঁ মায়াচিত্রপটচ্ছন্ন নিজগুহোরু-
 তেজসে নিরাবরণ বিজ্ঞায় বাসন্তে কল্পয়াম্যহং ॥ ইদং বস্ত্রং
 পূর্ববৎ । আভরণং গৃহীত্বা ওঁ স্বভাবসুন্দরাস্রায় নানা শক্ত্যা-
 শ্রয়ায় তে । ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চিতৈ ॥ ইদমা
 ভরণং পূর্ববৎ । গন্ধং গৃহীত্বা । ওঁ পরমানন্দমোরভ্যপরিপূর্ণ-
 দিগন্তর । গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥ এষ গন্ধঃ
 পূর্ববৎ । পুষ্পং গৃহীত্বা । ওঁ তুরীয়বনসমুতং নানাগুণমনো-
 হরং আনন্দমোরভং পুষ্পং গৃহতামিদমুত্তমং ॥ এতৎ পুষ্পং

পূর্ববৎ । ধূপং গৃহীত্বা । ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ
 স্তম্বনোহরঃ । আশ্রয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোয়ং প্রতিগৃহ্য-
 তাং ॥ এষ ধূপঃ পূর্ববৎ । দীপং গৃহীত্বা । ওঁ স্প্রকাশো
 মহাদীপঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ । সবাহ্যভ্যন্তরং জ্যোতি-
 দীপোয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ এষ দীপঃ পূর্ববৎ । অঞ্জমং
 গৃহীত্বা । ওঁ নমস্তে সর্বগোদেব নমস্তে স্তম্বদায়িন । চক্ষুষা-
 মঞ্জমং দিব্যং দেবদত্তং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ইদমঞ্জমং পূর্ববৎ ।
 নৈবেদ্যং গৃহীত্বা । ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং স্তব্ধিঃ বিবিধানেক-
 লক্ষণং । নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ ॥ এতম্নৈ-
 বেদ্যং পূর্ববৎ । তাম্বুলং গৃহীত্বা । ওঁ ফলপত্রসমায়ুক্তং
 কপূরেণ স্তবাসিতং । ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতি-
 গৃহ্যতাং ॥ ইদং তাম্বুলং পূর্ববৎ । তত আমান্নভোজ্যলড্ডু-
 কাদিকং ওঁ চাং চিত্রগুণ্ডায় দেবায় নমঃ ইতি দদ্যাৎ এবং
 সর্বত্র । গায়ত্রীং পঠেৎ । ওঁ ধর্ম্মায় বিদ্যাহে চিত্রগুণ্ডায়
 ধীমহি তন্নোদেবঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ইতি গায়ত্রীং পঠিত্বা পাদ-
 মূলে পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ । ওঁ চীং চিত্রগুণ্ডায় স্বাহা ইতি
 মন্ত্রং যথাশক্তি জপ্ত্বা । ওঁ হাদিগুহগোপ্ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং
 জপং । সিদ্ধির্ভবতু তৎ সর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ স্তবধর ॥ ইতি
 অর্ঘ্যোদকেন জপং সমপ্য স্তব্ধা প্রদক্ষিণাকৃত্য প্রণমেৎ ।
 চামর ব্যজনাদিকং দর্পণঞ্চ দর্শয়েৎ । ঘণ্টাদি নানাবিধবাদ্যং
 কোলাহলঞ্চ কুর্যাৎ । ততোহোমং কুর্যাৎ । হোতা হস্ত-
 প্রমাণং স্বণ্ডিলং কৃত্বা ষজ্জুর্বেদোক্তবহিস্থাপনং কৃত্বা ওঁ
 চীং চিত্রগুণ্ডায় স্বাহা ইতি মন্ত্রেণ তিলযবগোধূমমিশ্রিতা-

জ্যোন অষ্টাবিংশতিঃ অষ্টোত্তরশতং বা জুহুয়াৎ । পূর্ণা-
হুতিং দত্ত্বা ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদ্যাৎ ।

অথ স্তোত্রং ।

ব্রহ্মকায়সমুদ্ভূতং ব্রহ্মণঃ সদৃশং মতং ।
ত্বং হি ধর্ম্য ধর্ম্মময় চিত্ত্রগুপ্ত নমোস্তু তে ॥
শমতা সর্বভূতেষু যস্য সর্বস্য সাক্ষিণঃ ।
অতোযস্মায় শমনমিতি তং প্রণমাম্যহং ॥
যোনাস্তশ্চ কৃতোবিশ্বে সর্বেষাং জীবিনাং পরং ।
কর্মানুরূপকালে চ তং কৃতান্তং নমাম্যহং ॥
বিভক্তিঁ দণ্ডং দণ্ডায় পাপিনাং শুদ্ধিহেতবে ।
নমামি তং দণ্ডধরং যঃ শাস্তা সর্বদেহিনাং ॥
বিশ্বে চ কলয়তেব যঃ সর্বায়ুশ্চ সন্ততং ।
অতীব দুর্গিবার্যধ্বং তং কালং প্রণমাম্যহং ॥
তপস্বী বৈষ্ণবো ধর্ম্মী সংযমী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
জীবানাং কর্ম্মফলদন্তং যমং প্রণমাম্যহং ॥
স্বাস্থ্যারামশ্চ সর্বভজো মিত্রঃ পুণ্যকৃতাং ভবে ।
পাপিনাং ক্রেশদোযন্তং পুণ্যমিত্রং নমাম্যহং ॥
যজ্ঞশ্চ ব্রহ্মণোবংশে জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ।
যোধায়তি পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মবংশং নমাম্যহং ॥
চিত্রগুপ্তাফকং নিত্যং প্রাতরুথায় যঃ পঠেৎ ।

যমাস্তম্ভ ভয়ং নাস্তি সৰ্বপাপাং প্রমুচ্যতে ॥
 মহাপাপী যদি পঠেৎ নিত্যং ভক্ত্যা চ নারদ ।
 যমঃ কৰোতি তং শুদ্ধং কায়ব্যাহেৰ নিশ্চিতং ॥
 মসীভাজনসংযুক্ত রাজপূজ্য নমোস্তু তে ।
 লেখনী-ছেদনী-হস্ত স্বর্গাস্থরনমস্কৃতে ॥
 সৰ্বস্ব শুভকুল্লোকে ভক্তানাং বরদো ভব ।
 চিত্রগুপ্ত নমস্তভ্যং জগদানন্দদায়ক ॥
 পুণ্যপাপে বিবেকী ত্বং শুভাশুভপ্রদর্শক ।
 চিত্রগুপ্ত নমস্তভ্যং সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ ॥
 ধর্মরাজ নমস্ত্বং হি সৰ্বজ্ঞানপ্রকাশকঃ ।
 চিত্রগুপ্ত নমস্তে তু কৰ্ম্মণা লেখনাভিধ ॥
 অশুভত্বং পরিত্যজ্য শুভত্বং কুরু মে প্রভো ।
 সৰ্বসিদ্ধিপ্রদস্ত্বং মে সৰ্বকামফলপ্রদঃ ॥
 ভূমণ্ডলস্ত রাজত্বং দেহি মে ভক্তবৎসল ।
 যস্য গেহে তু তে পূজা তস্মৈব সৰ্বসিদ্ধয়ঃ ॥
 পাপং নাস্তি শুভং যাতি ইদমেব ন সংশয়ঃ ।
 যস্য গেহে স্বমাগচ্ছ যস্য গেহে তবার্চণং ॥
 ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যন্তবেৎ ।
 তৎ সৰ্বং ক্ষমতাং দেব প্রসাদ পরমেশ্বর ॥

লেখন্যাঙ্গীন্ প্রকাল্য সংপূজ্য প্রার্থয়েৎ ।

শ্রীলেখন্যৈ নমস্তভ্যং সকলানন্দদায়িনী ।

বর্ণকর্ত্তি চ ভো দেবি সদা মম প্রিয়ং কুরু ॥

মসীভাজনং সংপূজ্য প্রার্থয়েৎ ।

চতুর্গামপি বর্ণানাং কার্য্য-কর্ত্ত-জন-প্রিয় ।

চিত্রগুপ্তেন পূজ্যোসি মসীভাজন তে নমঃ ॥

সুরিকাং সংপূজ্য প্রার্থয়েৎ ।

সর্বায়ুধানাং প্রথমং নির্মিতাসি পিনাকিনা ।

শূলায়ুধাং বিনিক্ষ্য কৃত্বা মুষ্টিগ্রহং শুভং ॥

সর্বসত্ত্বাঙ্গভূতাসি সর্বশত্রুনিবর্হিণী ।

সুরিকে রক্ষ মাং নিত্যং শান্তিং যচ্ছ নমোস্ত তে ॥

কর্ত্তরীং সংপূজ্য প্রার্থয়েৎ ।

কর্ত্তরি ত্বং মহাতীক্ষে ভৈরবপ্রিয়কারিণি ।

ক্ষেমং কুরুষ মে গেহে কর্ত্তর্যৈ তে নমোনমঃ ॥

লেখনীবিধানং সংপূজ্য প্রার্থয়েৎ ।

সর্বাণি রাজকার্য্যাণি ত্বংকৃতানি বিশেষতঃ ।

তব ধারণসামর্থ্যাং মম সন্ত মনোরথাঃ ॥

তস্মা বিভর্দ্ধিবিভবৈ ধর্মদারাদিসম্পদাং ।

বুদ্ধয়েহস্মৎপ্রসমা ত্বং অবোধাঃ সর্বদাশ্বিকে ॥

ইমং মন্ত্রং লেখপত্রে বিলিখ্য ভয়স্বীং

মূলমন্ত্রেণ সংপূজ্য প্রার্থয়েৎ ।

যা কুন্দেশু ভূষারহারধবলা যা শুভবস্ত্রাবৃত্তা ।

যা বীণাবরদশুমণ্ডিতভূজা যা শ্বেতপদ্মাননা ।
 যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা ।
 সা মাম্পাতু সুরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা ॥
 এবং পূজাবিধিং কুর্য্যাৎ বিস্তরেণ যথাক্রমং ।
 পূজনান্তে কথ্যং শ্রদ্ধা ধ্যান্তা নারায়ণং হৃদি ॥
 ইতি পূজাবিধিঃ সমাপ্তা ॥ *

অগস্ত্য উবাচ ।

ব্যাসো যদাহ ভগবান্ সত্যমেতমরাধিপ ।
 পুরা যজ্ঞজাতমেতন্মে শৃণু রাজন্ বদাম্যহং ॥
 নৈমিষারণ্যমগমৎ যজ্ঞার্থমেকদা পুরা ।
 ধর্মরাজস্তদা ক্ষিত্যাং মনুষ্যাশ্চিরজীবিনঃ ॥
 পঠ্যেতান্দেবনিকরো ভীতো ব্রহ্মপুত্রং যযৌ ।
 শ্রদ্ধাশ্চর্য্যং দেবমুখ্যং ব্রহ্মা দেবগণৈঃ সহ ॥
 গহ্বা তু নৈমিষারণ্যং পপ্রচ্ছ লোকনাশকং ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

কিং কৰ্ম্ম ক্রিয়তে কাল হিত্ত্বা লোকবিনাশনং ।

* কলিকাতার দক্ষিণ হরিনাভি নিবাসী উপবীতধারী কায়স্থ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দেব বর্মা অত্র প্রমানানুসারে প্রতিমা নির্মাণ করাইয়া বিগত কার্তিক মাসের শুক্ল দ্বিতীয়া তিথীতে শ্রীচিদ্গুপ্তদেবের পূজা করিয়াছেন ।

জীবান্নং পাপপুণ্যস্ত বিচারে স্থিতবান্ময়া ।

মদীয়ং বচনং লজ্য যজ্ঞকারী কুতো বদ ॥

যম উবাচ ।

ত্রৈলোক্যেশঃ শচীনাথো যজ্ঞং কৰ্ত্তুং ক্রমো ভবেৎ ।

কুবেরবরুণাদ্যাশ্চ সৰ্ব্বৈপি যজ্ঞকারিণঃ ॥

বিনাশকৰ্ম্মণা যজ্ঞং ন কৰোমি কদা হুহং ।

তস্মাদশান্তো জীবানাং পাপপুণ্যবিচারণে ॥

তৎ শ্রুত্বা যমবাক্যঞ্চ চিন্তিতঃ স প্রজাপতিঃ ।

কায়ান্ সৃজতি সৌন্দর্য্যং চিত্রগুপ্তং স্থলক্ষণং ॥

লেখনীপত্রিকাহস্তে কায়স্থবর্ণনিশ্চিতঃ ।

ত্রিকালজ্ঞঃ সদা বিজ্ঞশ্চান্তে ব্যাধিস্বরূপকঃ ॥

ইতি মহাভারতং ।

অগস্ত্য বলেন সত্য কহিলেন ব্যাস । আমি যাহা জানি
শুন পূর্বের আভাষ ॥ পূর্বে এক কালে যজ্ঞ করেন শমন ।
অহিংসাতে কোন প্রাণি না হয় মরণ ॥ মনুষ্যে পুরিল ক্ষিতি
দেবে ভয় হইল । সবে আসি ব্রহ্মারে সকলি নিবেদিল ॥
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ । নৈমিষ কাননে যজ্ঞ
করেন শমন ॥ ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠি সম্ভাষেন । কি
কৰ্ম করহ বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন ॥ স্থষ্টির উপরে আছে তব
অধিকার । পাপ পুণ্য বুঝি দণ্ড দিবে সবাচার ॥ তাহা ছাড়ি
তুমি আসি যজ্ঞে দিলা মন । মম আজ্ঞা লজ্জিতেছ না চাহি

শমন ॥ শুনিয়া কহেন যম করি যোড় পাণি । মম শক্তি
এ কর্ম নহিল পদ্যবোধি ॥ সর্ব দেবগণ মধ্যে আমি হইনু
চোর । ত্রিভুবন উপরে বিষয় দিলা মোর ॥ ত্রৈলোক্যের
রাজা হইয়া দেব পুরন্দর । তিনি যজ্ঞ করিবারে পান
অবসর ॥ কুবের বরুণ যজ্ঞ ইচ্ছা কৈলে করে । অবকাশ
মুহূর্তেক নাহিক আমারে ॥ না পারিনু পাপ পুণ্য কর্মের
নির্ণয় । কার কত কাল আয়ু নির্ণয় না হয় ॥ যমের বচ-
নেতে চিন্তিত প্রজাপতি । সেই কালে কায় হইতে করিলা
উৎপত্তি ॥ লেখনী দক্ষিণ করে তাড়িপত্র বামে । জাতিতে
কায়স্থ হইল চিত্রগুপ্ত নামে ॥ যমেরে বলেন তুমি রাখহ
ইহারে । যখন যে জিজ্ঞাসিবে কহিবে তোমারে ॥ যাহার
যে কর্ম তুমি জানিতে পারিবে । ব্যাধিরূপ হয়ে তারে
সংসার করিবে ॥ *

পাদ্মে পাতালখণ্ডে ।

শৌনক উবাচ ।

সন্ধর্ম্মস্থিতিসাধনায় জগতো যাথার্থমাবেদিত্বং ।
ধর্ম্মস্থাধিপতেঃ সমুত্রনিয়মং জ্ঞাত্বং বিবিৎসাধিয়া ।
কার্য্যঃ কল্পিতি চিন্তয়া স ভগবান্ লোকে হিতায়াম্ভজং ।
কায়স্থাবতিস্বন্দরৌ স্তমনসাং মাগ্নৌ ততঃ স্তধিয়ৌ ॥

* কায়স্থ কুলোদ্ভব জগদ্বিখ্যাত ৮কাশী রাম দেব বর্ষণ কৃত মহাভারতীয়
পদ্যাহ্বাদ থাকাতে পৃথক পদ্যাহ্বাদ লিখিলাম না ।

শৌনক কহিতেছেন । জগতের উৎকৃষ্ট ধর্মস্থাপন ও তত্ত্বাবধারণ এবং বিবেচনা পূর্বক ধর্মরাজ যমের, যথার্থ নিয়ম অবগত হইবার জন্য কাহাকে সৃষ্টি করি এই চিন্তা করিয়া ভগবান ব্রহ্মা জগতের মঙ্গলার্থে সুন্দর সুবুদ্ধি মাননীয় কায়স্থদ্বয়কে সৃষ্টি করিলেন ।

শৌনকঃ সূতং উবাচ ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে তত্ত্বং শ্রেয়সঃ প্রেমসন্ধিয়ঃ ।

পুরাণসংহিতামেতাং কায়স্থশ্রেতি লক্ষণাং ॥

কো হেতুস্তস্য চোৎপত্তৌ কা বিধিঃ কস্য কীদৃশঃ ।

কো বর্ণঃ কস্ত কশ্চেচিৎ কার্য্যমাদায় কো হি সঃ ॥

কঃ কুলীনঃ কিমাকারঃ কিং গোত্রং কস্যচাস্থয়ঃ ।

এতদ্বিস্তারতো ব্রহ্মি কায়স্থকৃতশাসনং ॥

শৌনক সূতকে কহিতেছেন, আমরা আপনার নিকট পুরাণ সংহিতানুযায়ী কায়স্থের বিবরণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি । তাহাদিগের উৎপত্তির কারণ কি, কোন বর্ণ, কি কার্য্য, কি কুল, কি আকার, কোন গোত্র এবং কোন বংশ এই সকল বিস্তারক্রমে কীর্তন করুন ।

সূত উবাচ ।

ইদমদ্ভুতমাখ্যানং কায়স্থস্থিতিলক্ষণং ।

কথ্যামি মহাতাগ ভগবদ্গুণকীর্তয়ে ॥

বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ ।
 তদুদ্ভবোপি বৈচিত্র্যং জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ ॥
 চিত্রো বিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তৌ তাবুভাবপি ।
 ধর্মরাজস্য সচিবৌ সৃষ্টাবস্য তু বেধসা ॥
 অসতাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষণৌ ।
 যথার্থবাদিনৌ স্যাতাং শান্তিকর্ম্মণি তাবুভৌ ॥
 কায়স্থসংজ্ঞয়া খ্যাতৌ সর্বকায়স্থপূর্ব্বিণৌ ।
 লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপারায়ণৌ ॥
 অগ্নিন্ সংসারজলধৌ ষড়্ বিধাঃ কায়বর্তিনঃ ।
 তত্রস্থ কায়বিজ্ঞানাং কায়স্থহুমিহৈতয়োঃ ॥
 ধর্মরাজস্য সাচিব্যং কুর্ব্বতোঃ শান্তিকর্ম্মণি ।
 হরেরনুগ্রহাদাসন্ তয়োশ্চিত্রবিচিত্রয়োঃ ॥
 একবিংশতিভেদেন আভ্যাং কায়স্থজাতয়ঃ ।
 সস্তুষ্ঠঃ স ততস্তাভ্যাং পৃষ্ঠস্বাস্ত্রবিচেষ্টিতং ॥
 অস্মাকং কে চ সংস্কারাঃ কিস্বর্ণজাঃ বয়ং বিভো ।
 তৎ সর্বং কথয়স্বাবাং ভবৎসেবাংপারায়ণৌ ॥

সূত কহিতেছেন । হে মহাভাগ ! আমি কায়স্থের স্থিতি
 ও লক্ষণ বিষয়ক অদ্ভুত আখ্যান বর্ণন করিতেছি শ্রবণ
 করুন । এই জগতের আদি কারণ ভগবান বিষ্ণু ষাঁহা
 হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন । তিনি

চিত্র (১) ও বিচিত্র নামক ধর্মরাজ যমের মন্ত্রীদ্বয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন। এই উভয়েই অসাধুগণের দণ্ডনেতা, রাজনীতি বিশারদ, শাস্তি কার্যে নিপুন ও সত্যবাদী। ইহারা কায়স্থ নামে বিখ্যাত, সমুদায় কায়স্থের আদি পুরুষ এবং লেখন কার্যে পরিজ্ঞান বসতঃ মুখ্যকার্যের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। কায়বর্তী ষড়্‌বিধ (২) পরিজ্ঞান হেতু কায়স্থসজ্জা লাভ করিয়াছেন। এই উভয় হইতে এক বিংশতি প্রকার কায়স্থ জাতি উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই চিত্র ও বিচিত্র ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভগবন্ আমরা আপনার সেবাপরায়ণ, অতএব আমাদের কিরূপ সংস্কার কোন্‌ বর্ণ হইবে সেই সকল অনুজ্ঞা করণ।

সূত উবাচ ।

ইতি ব্রহ্মা তয়োর্বাক্যমনুমোদ্য পিতামহঃ ।

উক্তঃ সোত্তরমুৎকৃষ্টমুবাচ প্রহসন্নিব ॥

(১) অত্র চিত্র শব্দে চিত্রগুপ্ত । তৎপ্রমাণ—লোকে প্রসিদ্ধশব্দনামেকদেশোচ্চারণে সমুদয়স্তাপি প্রতীতিঃ । যথা—ভীমো ভীমসেনঃ ॥

ইতি আখ্যাতপত্রিকার্যঃ ।

(২) যন্মূর্ত্যবয়বঃ সূক্ষ্মান্ততোমাত্মাপ্রযুক্তি বট্ । তন্মাক্ষশরীরমিত্যাহৃত্য মূর্ত্তিং মনোবিণঃ ॥ মনু ১ অ, ১৭ শ্লোক ।

মূর্ত্তি সম্পাদক পাঁচটা তন্মাত্র পদবাচ্য সূক্ষ্ম অবয়ব ও অহঙ্কার এই ছয় প্রকৃতির সহিত বর্তমান ব্রহ্মের কার্যরূপে শরীরকে আশ্রয় করে। কেন না তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাত্ম ও অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়, এই হেতু পণ্ডিতেরা ছয়ের আশ্রয় বলিয়া ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট ব্রহ্মের মূর্ত্তিকে শরীর বলিয়া কহিয়াছেন ।

সূত কহিতেছেন। ব্রহ্মা তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ
করিয়া প্রীত মানসে সহাস্য বদনে উৎকৃষ্ট উত্তর করিয়া-
ছিলেন।

ব্রহ্মা উবাচ।

যত্র বর্ণাগ্র উৎকৃষ্টো ব্রাহ্মণঃ সর্বসম্মতঃ ।
তস্য বরয়তাং যস্মাৎ ক্ষত্রিয়ঃ পরিরক্ষকঃ ॥
বিজ্ঞানজীবতোপায়ী ব্যবহারনয়ান্বিতঃ ।
বৈশ্যবর্ণস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্বর্ণদ্বিতয়সেবয়া ॥
চতুর্থঃ শূদ্রবর্ণঃ স্যাদ্বর্ণত্রিতয়সেবকঃ ।
অনেকব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্র বৈ ॥
তেষামুত্তমতাং যায়াৎ কায়স্থোক্ষরজীবকঃ ।
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্তৌ দ্বিজ্ঞানৌ মহাশয়ৌ ॥
কৃতোপবীতিনৌ স্যাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ ।
পূৰ্ব্বপুণ্যবলোৎকর্ষ সাধ্যসাধনভাবিনৌ ॥
সৰ্বক্ষকল্পৌ হুয়েতাং ভগবদ্গতমানসৌ ।
এবমাখ্যায় ভগবান্ সৰ্ব্বামরগণান্বিতঃ ।
অম্বদর্দধে তয়োরন্তস্থিতঃ প্রত্যক্ষবৃত্তিতঃ ॥

ব্রহ্মা কহিতেছেন। সর্ববর্ণ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাঁহার
রক্ষক বিজ্ঞানবিশিষ্ট কন্মোপজীবী সদ্যব্যহারান্বিত দ্বিতীয়-
বর্ণ ক্ষত্রিয়। বর্ণত্রয়সেবী তৃতীয়বর্ণ বৈশ্য। বর্ণত্রয়সেবী

চতুর্থ বর্ণ শূদ্র। এই পৃথিবীতে অনেক ব্যবহারাহিত
কত্রিয়বর্ণ আছেন, তন্মধ্যে তোমরা উত্তম অক্ষরজীবী
কত্রিয়বর্ণস্থিত কায়স্থ সংজ্ঞালাভ করিলে। তোমরা
মহাশয় বিজ্ঞা, তোমাদিগের উপনয়ন কার্য্য হইবে এবং
বেদশাস্ত্রাধিকারী হইলে। পূৰ্ব্বপুণ্যবলে তোমরা সৰ্ব্বজ্ঞ
ও সত্য কার্য্য কারণ জ্ঞেয়, এবং বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ। ইহা
বলিয়া সৰ্ব্ব দেবগণ সহিত ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন।

সূত উবাচ।

অস্মিন্ ভ্রগতি দুঃখানি দুর্দান্তা এব ভুঞ্জতে।

তস্মাদ্দূর্নয়কর্তারো নিরম্যান্ত্যধিকারিণঃ ॥

দূর্নয়ং স্তনয়ং বাপি সর্কেবাং নয়বর্তিনাং।

অন্যায়িনামপি তথা লিখতুঃ কৰ্ম্মসূত্রিণাং ॥

ন ন্যনমধিকং বাপি দেহারন্তস্য কৰ্ম্ম যৎ।

জন্মান্তরং ভবং কৰ্ম্ম জীবানাং ভবিতাবুভৌ ॥

বিলোক্য প্রাণিনামায়ুঃ সম্পূর্ণকৰ্ম্ম বা যথা।

উপদেশং বিনাপ্যেতৌ লেখয়ামাসতুঃ স্বয়ং ॥

ধৰ্ম্মরাজানুবচনং একবাক্যমিব প্রিয়ং।

সম্মানয়িত্বা স্ততরাং ক্ষত্রভূতৌ ব্যবস্থিতৌ ॥

ইহ সংসারে দুর্কলোকেরা দুঃখভোগ করে। সেই হেতু
দুর্কৰ্ম্মবিশিষ্ট জনগণ ধৰ্ম্মে নিরাশ হয়। তৎকারণ তোমরা

ত্রতনীতিবিরোধী কৰ্ম্মসূত্র দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত জনসমস্তের
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মলিখন করিবে, ন্যূনাধিক লিখিবে না । জীবসকলের
দেহারম্ভীয় কৰ্ম্ম ও জন্মান্তরীয় কৰ্ম্ম দৃষ্ট করিয়া প্রাণিসক-
লের আয়ু ও কৰ্ম্ম উপদেশ ব্যতিরেকে স্বয়ং লিখিবে এবং
ধৰ্ম্মরাজের বাক্য স্বীয় বাক্য একজ্ঞান করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব
সাধন (১) করিবে ।

এবমভ্যস্য মনসা প্রমাণপদসিদ্ধয়ে ।

বচসা ছন্দয়ামাস মিত্রেতৌ প্রীতিহেতবে ॥

অনেকে ভূবি সংকীৰ্ত্তিসম্ভবার স্থিতিং স্বকাং ।

নিরূপয়ন্তি নিতরাং মুনয়ো দেবমানবাঃ ॥

পরিবারবিভূতৈচ স্বসন্তানপ্রসিদ্ধয়ে ।

ভবন্তাবপি তস্মাভু কুরুতাং সূতসংস্থিতিং ॥

মরুৎপ্রভোঃ সমাধেশ্চ তনয়ে ক্ষত্রজন্মনঃ ।

সম্পন্নকুলশীলৌ তৌ কর্তব্যে গৃহমেধসী ॥

কলত্রে বংশবিস্তারহেতবে চ পৃথক্ পৃথক্ ।

এবমাদিষ্টধৰ্ম্মাণৌ প্রণম্য স্বামিনং প্রতি ॥

দেবাদ্দেশং প্রমাণং স্মাদিত্যুক্তাস্থিতি চক্রতুঃ ।

বিধিনা পরিণেতারৌ সময়ে ভবনোদিতৌ ॥

তত এব সমান্নায় হেতবে কৃতনিশ্চয়ো ।
 সমাধিমানসৌ ধর্মরাজন্যবচনৈরিতৌ ॥
 কালিকামাদিজননীং প্রার্থয়ামাসতুস্ততঃ ।
 চিত্রোপাথ বিচিত্রোপি মিথো নিশ্চিত্য সাম্প্রতং ॥
 বিচিত্রজগতঃ কার্য্যং হুয়া তত্তদ্বিধীয়তাং ।
 কার্য্যদ্বয়স্তু কর্তব্যমস্মাভিঃ স্বামিবাক্যজং ॥
 ব্যাপারোপি প্রকর্তব্যঃ কালিকাপি হি সেব্যতে ॥

সূত কহিতেছেন । ব্রহ্মা প্রমাণ পদের সিদ্ধির নিমিত্ত মনেতে এইরূপ বিচার করিয়া প্রীতিহেতু মিত্রজ্ঞানে ঐ দুইজনেকে বলিয়াছিলেন । পৃথিবীমণ্ডলে স্বীয় সংকীর্তি-সম্ভবের নিমিত্ত মূনিগণ, দেবগণ, নরগণ সকলেই পরিবার পোষণ ও সন্তান উৎপাদন হেতু নিরূপণ করিয়া থাকেন । সন্তান জন্ম ক্ষত্রজন্মা সকল মরুৎ প্রভুর (১) সমাধি যোগ করিয়া থাকেন । অতএব কুল-শাল-সম্পন্ন তোমরা দুইজনে কর্তব্যকার্য্যে গৃহাশ্রম-বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্ কলত্রে বংশবিস্তার হেতু যত্নবান হও । এবম্প্রকার ধর্ম-জ্ঞানে উভয়ে ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া প্রভুকে প্রণামানন্তর ব্রহ্মার আদেশ প্রমাণ পরিবার নিমিত্ত স্বীকৃত হইয়া বিধি দ্বারা সময়ে গৃহাশ্রম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রাপ্তোপদেশ সিদ্ধির নিমিত্ত নিশ্চয় বুদ্ধিযুক্তে ধর্মরাজের

বাক্যেতে সমাধিমনে আদিজননী কালিকার আরাধনা
করিতে কালিকা সন্তোষ হইয়া বলিয়াছিলেন । হে বিচিত্র !
জগতের কার্য্যকরণে তোমরা প্রবৃত্ত হও । ব্রহ্মার আজ্ঞায়
কার্য্যদ্বয় অর্থাৎ স্বীয় স্বীয় সংসারশ্রম কার্য্যে ও জগতের
বদসং কর্ম্মের বিচার আমাদিগের কর্তব্য এই বলিয়া
গাহারা কালিকার প্রসাদে কার্য্যদ্বয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ।

সূত উবাচ ।

এবমেকান্তচিন্তেন তেন বিজ্ঞাপিতা সত্য ।
উবাচ কৃপয়া পুত্রস্বরূপং জননীব সা ॥
ভবংকৃতং বাঞ্ছিতঞ্চ সফলং সম্ভবত্বিতি ।
অমোঘবীর্য্যতামেতু ভবান্ সৰ্ব্বত্র বৃত্তিমু ॥
অহস্তাবকরুভীনাং রক্ষিতান্মি গুণপ্রদা ।
সুভামা ভামিনী নাস্মৌ সম্পন্নে সৰ্ব্বলক্ষণৌ ॥
সুভামা চিত্রগুপ্তস্য গৃহস্থামিত্তযোগিনী ।
ভামিনী তু বিচিত্রস্য সুন্দরী সুন্দরস্থিতিঃ ॥
উভে অপি সমাম্নাতে পাতিব্রত্যশিরোমণি ।
দেবদত্তাং পুরীং প্রাপ্য স্তথেনৈবানুতিষ্ঠতাং ॥
চিত্রগুপ্তেন ভামায়াং ত্রয় উৎপাদিতাঃ স্ততাঃ ॥
উদারশীলাশ্চরিতা ধর্ম্মরাজস্য বল্লভাঃ ।
শরীরবেগাঃ স্তদৃঢ়াঃ পিতৃবৎকার্য্যহেতবঃ ॥

বিচিত্রস্য স্ত্রীতাঃ পঞ্চ সমভূবন্ মহাশয়াঃ ।
 ভামিনী কুক্ষিকান্তার শার্দূল গুণশালিনঃ ॥
 তেষাস্ত কল্পয়ামাস কশ্যপো জাতকৰ্ম্ম চ ।
 তদাচরতি তৎপূৰ্ব্বং নামগত্ৰাদি বৈদিকং ॥
 তয়োঃ কুলপতিস্তস্মাত্তাবৎ কশ্যপসম্মতঃ ।
 বিতেনে সকলভীক্টমাশীঃ শত সমুচ্চয়ৈঃ ॥
 এতাবেতেচ সৰ্বেষ্যুর্গোত্রিণঃ কশ্যপাভিধাঃ ।
 কালিকা তস্য গোত্রস্য দেবতা শিবরূপিণী ॥
 বিরাজমানবিভবা বহুভিঃ স্বাস্থ্যনামভিঃ ।
 একৈক বহুধা ভাতি গোত্রিণাং গোত্রদেবতাঃ ॥
 তে কে কথং সমুদ্ভূতা তানাচক্ষু মহামতে ।

সূত্র কহিতেছেন । একান্তচিত্তে ইচ্ছদেবতা কালিকার
 স্তুতি করিলে পর কালিকা তাঁহাদিগকে পুত্রবৎস্নেই প্রকাশ
 করিয়া এই বরপ্রদান করিলেন যে, তোমরা যাহা অভিলষ
 করিয়াছ তাহা সফল হইবে এবং প্রতাপশালী বলবান
 হইবে, আমি তোমাদিগের সৰ্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিব ।
 তৎপরে চিত্রগুপ্ত স্ত্রীতাম্ভ এবং বিচিত্র ভামিনীর পাণি
 গ্রহণ করণান্তর পতিব্রতা স্ত্রীদ্বয় সহিত দেবদত্ত পুরীতে
 বাস করিয়া, চিত্রগুপ্তের ঔরসে স্ত্রীতাম্ভের গর্ভে উদার
 স্বভাব বলবান ধর্ম্মরাজের প্রিয় পিতৃবৎ কার্য্যক্ষম তিনপুত্র
 উৎপন্ন হয় এবং বিচিত্রের ঔরসে ভামিনীর গর্ভে নান

গুণালঙ্কৃত পাঁচপুত্র হয় । কশ্যপ মুনি তাঁহাদিগের জাত-
কৰ্ম্মাদি করিয়াছিলেন । তদবধি তিনি তাঁহাদিগের গৰ্ভাধা-
নাদি বৈদিককাৰ্য্য করিতেন এবং সতত অভীষ্টসিদ্ধার্থে
আশার্বাদ করিতেন । তাঁহাদিগের গোত্র কাশ্যপ এবং
গোত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা কালিকা । তাঁহারা নানা নামে দীপ্তি-
মান হইয়া এক এক জন বহুপ্রকার হইয়াছেন (১) এবং
গোত্রীয় জনসকলের গোত্রদেবতার অনেক নাম আছে ।
হে মহামতে ! তাঁহারা কে এবং কিরূপে আবির্ভূত হন
তাঁহা কীর্তন করুন ।

ধৰ্ম্মরাজ উবাচ ।

ভবতাং পরিবারোয়মাপ্যাপয়তি মে মনঃ ।
গোত্রাণি চাপি সৰ্ব্বাণি হৃষ্যন্তি চ স্তুন্তি চ ॥
সৰ্ব্বত্র শৈশবে সৰ্ব্বঃ পরিবারসমম্বিতঃ ।
নৈকাকী গুণসম্পন্নশ্চিহ্নস্বাহ্লাদদায়কঃ ॥
কুলীনঃ কুলবানেব কুলবন্তো যশোময়াঃ ।
বিজয়ী রাজতেতীব ইহ চামুত্রসম্পদঃ ॥
যস্য পুত্রাঃ পুত্রবধূস্তৎস্বতাশ্চ সহোদরাঃ ।
সঙ্গিনো জ্ঞাতয়শ্চৈব মিত্রাণি স্নহদস্তদা ॥
সম্বন্ধিনো বান্ধবাশ্চ যেযাং বিশ্বেশ্বরীক্ষণাং ।

(১) বহু সন্তান লাভ করিয়াছিলেন।

ধন্যাস্তে কৃতকৃত্যশ্চ সন্তস্তে ন্যায়বর্তিনঃ ॥
 যস্ত পুত্রা গরীয়াংসঃ সমধিকবলাশ্রয়াঃ ।
 পরত্রেহচ তে ভাগ্যনিধয়ঃ পুণ্যবৃত্তয়ঃ ॥
 অষ্টচত্বারিংশ্চ স্কারা বর্ণনাং দেহিনাং যতঃ ।
 পিতৃশ্বপুত্রকর্তব্যে সম্পূর্ণত্বমধিকৃতঃ ॥
 অপূর্ণসংস্কৃতির্লোকে পূজ্যতাং নাধিগচ্ছতি ।
 তস্মাৎ সংস্কারবান্ ভূয়াৎ পরত্র স্তুতসেবনঃ ॥
 অসৎকর্তব্যযুক্তোপি প্রাপ্তনঃ প্রেরিতো জনঃ ।
 পুত্রাধীনগতিভূয়াৎ পরলোকসুখাপ্তয়ে ॥
 তে পুত্রা দ্বাদশা জ্ঞেয়স্তারকস্ত প্রয়োজকাঃ ।
 স্বস্তাদয় উৎকৃষ্টসিদ্ধয়ে বাসহেতবে ॥

ইতি চিত্র বিচিত্রোৎপত্তি কায়স্থ স্থিতি নিক্রপণং ॥

ধর্মরাজ কহিতেছেন । তোমাদিগের পরিবার এবং
 সন্তানাদি দর্শনে আমার মন অত্যন্ত সুখী ও প্রফুল্ল
 হইতেছে । তোমাদের পরিবারবর্গ শৈশবাবধি গুণসম্পন্ন
 চিত্তাচ্ছাদদায়ক কুলীন (১) এবং সর্বত্র বিজয়ী হইবেন,
 আর ইহকালে ও পরকালে ঐশ্বর্যশালী হইয়া শোভা পাই-
 বেন । বিশেষরূপে যাহাদিগের পুত্র পুত্রবধু,
 তাহাদের পুত্র সহোদর সহবাসী জ্ঞাতিবর্গ মিত্র স্ত্রহৎ

(১) মহাকুল, আর্ষ্য, সভ্য, সজ্জন, সাধু, ইত্যমরঃ ।

বান্ধব সম্পর্কীয় লোক-বিরাজমান আছে, তাঁহারা ধন্য কৃত
কৃত্য (১) মহৎ এবং স্মার্যবান। যাঁহাদিগের পুত্রেরা গৌরবা-
স্থিত এবং অত্যন্ত বলশালী তাঁহারা ই ভাগ্যবান এবং পুণ্য-
শালী। দেহীদিগের অষ্টচত্বারিংশৎ (৪৮) প্রকার সংস্কার
হয়। পিতা পুত্রের সংস্কার কার্যে সম্পূর্ণ অধিকারী। পূর্ণ-
সংস্কার না হইলে লোকে পূজনীয় হয় না। সংস্কারবান
হইলে পরকালে স্ত্রুথ ভোগ করেন। যাহারা পূর্বজন্মে
অসৎ কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগের পুত্র (২) পরকালে
স্ত্রুথসাধনের গতি হয়। সেই পুত্রসকল দ্বাদশ প্রকার (৩)
প্রধান সম্মান সকল উত্তম প্রসিদ্ধ বাসের নিমিত্ত তারকের
(৪) প্রয়োজক হয়।

সূত উবাচ।

এবং প্রশংসিতৌ তৌ তু ভুবনপ্রীতিচেতসৌ।

স্বসেবাপত্যঃ সম্যক্ সর্ব্বথা ব্যাপ্তলক্ষণং ॥

আদৌ মহারাজবচো ভদ্রকালীবচঃ স্বদৃক্।

আনুকূল্যং ভজ্যেদেব পিতামহগিরঃ পুনঃ ॥

(১) কৃতকর্ম্ম।

(২) পুত্রায়ো নরকাদম্মাং পিতরং ত্রায়তে স্ত্রুতঃ। তস্মাৎ পুত্র ইতি
প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ন্তু বা ॥ ইতি পাণ্ডে স্বর্গ খণ্ডে ৩য় অঃ।

(৩) ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ। গূঢ়োৎপন্নোঃপবিত্রশ্চ
দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্ ॥ কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ জীতঃ পৌনর্ভব স্তথা। স্বয়ং
দত্তশ্চ শৌত্রশ্চ ষড়্ দায়াদাশ্চ বান্ধবাঃ ॥ ইতি পাণ্ডে ভূমিখণ্ডে ১১, ১২,
১৮, ১২০, অধ্যায়ে তদ্বিশেষাণি দ্রষ্টব্যং ॥

(৪) জাগ কারক।

প্রভবৈশ্বদেবী কালী কর্তব্যেগ্নিন্ নিরীকৃতে ।
 ব্যবসারব্যবসিতা মতিরেকৈব সিদ্ধিদা ॥
 অতএব হি কর্তব্যমস্মাভিঃ সুষোশিভিঃ ।
 বংশবিস্তারসদ্ধানসিদ্ধয়ে জাতিহেতুকং ॥
 চিন্তয়িত্বা মনঃশুদ্ধিং বিধায় স্বসমাধিনা ।
 বিজ্ঞাপ্যান্যোন্যমিচ্ছত্বং ফলবন্ধমিতাশয়ো ॥
 অমোঘসঙ্কল্পবতোস্তয়োঃ প্রবলচেতসোঃ ।
 মনস্যেতদ্যবশিত্বং বিবর্দ্ধনবিধানতঃ ॥
 আয়ুস্শান্তিভিক্ষং জ্ঞাতিং বর্ণয়ামো বয়ং যতঃ ।
 ততঃ প্রসিদ্ধতামেতি যশোশ্লাকমতঃপরং ॥

সূত কহিতেছেন । ধর্মরাজ এইরূপ প্রশংসা করাতে
 তাঁহারা অত্যন্ত প্রসন্ন চিত্ত হইয়া ধর্মরাজ ও ভদ্রকালী
 উভয়ের বাক্যই আমাদের অমূল্য, তাহাই আমাদের
 সেব্যা, এবং পিতামহ ব্রহ্মার বাক্য ও আমাদের প্রতি প্রকাশ
 হইল, যেহেতু কল্যাণময়ী কালিকা আমাদের কার্যের
 নিয়ন্ত্রী এবং উৎসাহবতী বুদ্ধি-সিদ্ধি প্রদা । অতএব আমরা যশঃ
 প্রার্থনায় বংশবিস্তার করিয়া জাতি স্থাপন করিব । এই চিন্তা
 করিয়া শুদ্ধমনে স্বীয় স্বীয় অভিলାষের ফললাভার্থে সমাধি-
 দ্বারা ইচ্ছা জ্ঞাত হইয়া পরস্পর ফলবন্ধের আশয় অব্যর্থ
 কর্ম মানস এবং প্রবলচিত্ত মনেতে নিশ্চয় করিয়াছিলেন
 যে, আগতুল্য জ্ঞাতির সৃষ্টি করিলে প্রসিদ্ধ কীর্তি ও যশো-
 বৃদ্ধি হইবেক ।

এতদীয়া ইম ইতি স্থাপিতাঃ পৃথিবীতলে ।
 তত্তদাহ্বয় বৃত্তিস্থাঃ স্থাপিতাঃ কমলাদিভিঃ ॥
 তথা তেষামহ্বয়ঞ্চ স্থাপয়িত্বা যশস্বিনঃ ।
 একবিংশতিসংখ্যাকা একবিংশতি পংক্তিভিঃ ॥
 পুরঃ সমভবন্ সর্বে সম্পন্নগুণশালিনঃ ।
 যুবানো যুবতীভিঞ্চ পুরুষার্থদ্রিয়স্তথা ॥
 সুবাসসঃ সমস্থানগুণবাক্শ্চতিসম্পদঃ ।
 কৃতাজ্জলিপুটাঃ সম্যক্ সূনবঃ কায়জা ইব ॥
 তত এতান্ সমাবীক্ষ্য নিজসঙ্কল্পিতান্ পুং ।
 তয়োঃ গ্রজ আহেদং চিত্রগুপ্তাদয়ো মুদা ॥
 বিচিত্রপুরুষাবেতো চাতুর্বর্ণিকসংস্থিতৌ ।
 স্থাপনীয়া চ হ্যস্মাভিঃ নান্নামতো জাতিতোপি বা ॥
 অনেকে সন্তি ভূয়িষ্ঠাঃ কল্পিতা জ্ঞাতয়ঃ কিল ।
 স্থাপকাহ্বয়বন্তঃ স্মরায়ানো হি তথা হি তে ॥

উঁহঁরা উভয়ে এই জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন এই প্র-
 শংসা পৃথিবীতে থাকিবে বলিয়া তত্তৎ ব্যক্তি সকলকে আ-
 হ্বান করিয়া কমলাদির সহিত বৃত্তিস্থিত করিয়াছেন । যে
 তাঁহাদিগের বংশ স্থাপন করিয়া যশস্বী হইল, এইরূপ চিন্তা
 করিয়া এক বিংশতি শ্রেণী ভুক্ত একবিংশতি কায়স্থ স্থাপন
 করিলেন । অনন্তর তাঁহাদিগের অভিলষিত বল-বিক্রম-
 শালী-যুবা-পুরুষ, সস্ত্রীক, শোভন বস্ত্র পরিধান, সমানস্থান,
 গুণ, বাক্য, শ্রুতি ও সম্পদবিত কৃতাজ্জলিপুট উক্ত কায়স্থ-

সন্তান সকলকে দেখিয়া অগ্ৰজ চিত্রগুপ্ত দেব কহিলেন,
হে বিচিত্র! চতুৰ্বর্ণের (১) সংস্থাপনার্থে ইহাঁদিগকে উৎ-
পন্ন করিলাম। কল্পিত জাতি অনেক আছেন, অতএব
ইহাঁরা আমাদিগের স্থাপকাখ্যা জাতি অর্থাৎ চতুৰ্বর্ণের
সংস্থাপক হইলেন।

কল্লান্ত ইব এবহে স্বাস্তসৰ্ব্বগুণৈঃ সহ।

তস্মাদেতে চ সৰ্ব্বৈ বৈ বর্ণাদ্যন্ত প্রসেবিনঃ ॥

দ্বিতীয়বর্ণমধ্যস্থা ব্যবসায়প্রবৃত্তয়ঃ।

ইতি নিশ্চিত্য তানাহ পুরুষান্ পংক্তিবর্গিণঃ ॥

যতন্ত্বস্মাকমেবাপি ক্ষত্রবর্ণঃ প্রশংসিতঃ।

উৎপত্তিসময়ে ধাত্ৰা লোকনির্মিতকৰ্ম্মণা ॥

তস্মাদ্যুয়ং সদা তদ্বৎ সমানা জাতিপংক্তয়ে।

অস্মাভিঃ স্থাপিতাঃ সাক্ষাৎ ক্ষত্রা ভবত বর্ণতঃ ॥

আজীবনং যথাস্মাকং মুখ্যং লেখনকৰ্ম্ম যৎ।

ভবতামপি তৎ কৰ্ম্ম কৃতমাজীবনাগুয়ে ॥

কল্লান্তের ন্যায় ইহাঁদিগকে নিজগুণে সৃষ্টি করিয়াছি,
অতএব ইহাঁরা আদিবর্ণের সেবক এবং দ্বিতীয়-বর্ণের-
ব্যবসায়-সম্পন্ন। এই নিশ্চয় করিয়া ঐ পুরুষ পংক্তিগণ-
কে কহিলেন যে, বিধাতা আমাদিগকে সৃজন করিয়া প্রশং-
সিত ক্ষত্রিয় বর্ণ করিয়াছেন, অতএব তোমরা আমাদিগের

(১) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম বিশেষে জাতিভেদ
স্থাপন করেন।

স্থাপিত জ্ঞাতি বলিয়া কৃত্রিয় বর্ণ হইলে । আমাদিগের
যাবজ্জীবন লেখন কার্য্যই প্রধান, তোমাদেরও সেই কার্য্য
বিধেয় ।

মসীলেখনলেখন্যো গৃহীধ্বং বহুমানতঃ ।

এতদ্ভগবতীরূপং বিত্তসম্বতমাত্মনঃ ॥

সর্বকায়স্থিতং কৰ্ম্ম লেখ্যামো যদ্বয়ং ততঃ ।

কৰ্ম্মানুরূপনামানি কল্পিতং বেদসাবয়োঃ ॥

অগ্নিমির্মিতভাবানাং ভবতামপি তত্ত্বা ।

জ্ঞাতিনাম তথা ভাব্যং সৰ্বেষামপি সম্বতং ॥

কায়স্থাহ্বয়ঃ ইত্যাহুৰ্ভূবনে সৰ্ব্বতো জনাঃ ।

অস্ম্যাম্মিভ কায়স্থান্ ভবতন্তে সমাজগুঃ ॥

সম্মান পুরঃসর মসীপাত্র ও লেখনী গ্রহণ করিয়া নিজ
দেবতা ভগবতীর ন্যায় বোধ করিবে । আমরা সকলে
সর্ব কায়স্থিত কৰ্ম্ম (১) লিখন করি, তজ্জন্য বিধাতা
আমাদিগের কৰ্ম্মানুরূপ কায়স্থ নাম দিয়াছেন । আমাদিগের
নির্মিত বলিয়া তোমাদিগের এবং তোমাদিগের জ্ঞাতিবর্গ
ভুবন মধ্যে কায়স্থাত্ম্য বিখ্যাত হইবে ।

অস্ম্যাকং মুখ্যমাচর্ষে গোত্রং লোকপিতামহঃ ।

ভবৎস্বপি চ কেষাঞ্জেভদেবাস্ত সগোত্রজং ॥

কুলানাং পতয়ঃ সন্তি যুনয়ো ভুবনস্থিতাঃ ।

চতুরশীতিসংখ্যাতঃ সহস্রাণি সমাজগুঃ ॥

(১) কায়িক পাপ পুণ্য ।

এতৈর্গুণিভিরাম্মাত। গোত্রসংখ্যা মহীমসো ।
 চতুরশীতিরিত্যেবং বিত্তে যুয়ং পরম্পরং ॥
 বিবাহবিধিহেতোস্ত গোত্রপার্থক্যকল্লিনা ।
 তত্র তত্র চ তৈরুক্তা গোত্রং গোত্রস্থ দেবতা ॥
 কুলাচারোপি তত্রোক্তো নিজনৈজক্রিয়াময়ঃ ।
 তস্মাদ্ভবন্তিঃ কায়স্থৈর্ভাবিতাবসছুক্তিষু ॥
 একবিংশতয়ো যুয়ং পংক্তিবর্গব্যবস্থিতাঃ ।
 যথাস্বথং বিচরত জ্ঞাতিতস্তপ্রসিদ্ধয়ে ॥

ব্রহ্মা আমাদিগের মুখ্যগোত্র বলিয়াছেন । তোমাদি-
 গেরও কোন দেবতা গোত্রদেবতা হইবেন । ভুবনে ৮৪০০০
 চতুরশীতি সহস্র কুলপতি মুনি আছেন । তাঁহাদিগের মধ্যে
 কেহ কেহ তোমাদিগের গোত্র হইবেন । বিবাহ বিধি হেতু
 তোমাদের গোত্র ও গোত্রদেবতা পৃথক পৃথক হইবেন ।
 তাঁহারা স্বস্ব কার্যের অনুরূপ কুলাচার করিবেন । অতএব
 তোমরা একবংশীতি শ্রেণী কায়স্থ হইয়া স্তখে স্বস্ব বংশ
 বিস্তার হেতু চেষ্টা করিতে থাক ।

অধুনা সর্বত্র ব্যাপি স্বাচারব্যবহারিণঃ ।
 পবিত্রাত্মান এবস্ত্ব হিংসাকার্যবিরাগিণঃ ॥
 সত্যবাচ সমুদ্ভিষ্টাঃ স্তেয়কর্ম পরাঙ্মুখাঃ ।
 শৌচাচারবিধাতারঃ সম্যগিন্দ্রিয়যাজনাঃ ॥
 সংসর্গশুদ্ধিসং প্রাপ্তসর্বভূদয়শালিনাঃ ।
 দাতারো জীবিতা ব্যাপ্তিবিধিপীষপূরিতাঃ ॥

দয়ালবশ্চ সৰ্বব্রত পরকার্যেষু চান্নবৎ ।
 বিজ্ঞায় স্বগত্বংথেষু সমানগুণ ধৰ্ম্মিণঃ ॥
 অক্ৰোধননিমিত্তেন ক্ষমাবন্তঃ স্থিরোদয়াঃ ।
 জ্ঞানবিজ্ঞান বিজ্ঞেয় স্বভাববিধিসৌহৃদাঃ ।
 অধৰ্ম্মিজনসংসর্গবিমুখাঃ পুণ্যবুদ্ধয়ঃ ॥
 অশ্রৌরপি চ সংকুতৈর্বিস্তারয়ত সদ্যশঃ ॥

এক্ষণে সকলে স্বস্ব আচারবান, পবিত্রচিত্ত, অহিংসক,
 সত্যবাদী, চৌর্য্যকর্ম্মরহিত, শৌচাচার, যথাবিধি ইন্দ্রিয়
 যাজন, সংসংসর্গ, ঐশ্বর্য্যশালী, দাতা, দয়ালু, পরোপকারী,
 পরদ্বংথে-দ্বংথী, পরস্বথে-স্বথী, অক্ৰোধী, ক্ষমাশীল, বিজ্ঞান-
 বেত্তা, সংস্বভাব, অধার্ম্মিকসংসর্গত্যাগী এবং পুণ্যবুদ্ধি
 হইয়া অন্যান্য সংকার্য্য দ্বারা সদ্যশ বিস্তার করিতে রহ ।

প্রজ্ঞাবতঃ পরোৎকর্ষসংযুতান্ স্থান বৃত্তয়ঃ ।
 হৃষ্টান্ গুরবো যান্তি সন্তিস্তিভুবনান্তরে ॥
 তস্মাদেতদ্বিমর্ষণ তোষণীয়া বয়ংহি বঃ ।
 যদুক্তং বৈদিকান্নায়ৈঃ সর্ব্বথা কৃতনিশ্চয়ৈঃ ॥
 সম্পন্নমতিভির্ভদ্রকালিকা কুলরক্ষয়া ।
 সৌভাগ্যনিধিভিস্তস্মাদ্যুজ্জ্বলতির্ভাব্যাতাং যশঃ ॥
 যশোভির্ভাব্যতে সন্তিঃ সর্ব্বসাধনযুক্তিভিঃ ॥

ত্রিভুবনের মধ্যে সাধুলোকেরা গুরুলোকদিগকে সম্মান
 পূর্ব্বক সন্তোষ করিয়া থাকেন, অতএব তোমরা অক্ৰোধী
 হইয়া আমাদিগকে তুষ্ট রাখিবে এবং বৈদিক উপ

দেশ যাহা নিশ্চিত আছে, তদনুগত হইলে ভদ্রকালী
তোমাদিগের কুলরক্ষা করিবেন । তোমরা সৌভাগ্যশালী
হইয়া সর্বথা যশঃ উপার্জন করিতে রহ ।

অথ মমিস্মিতা এত। একবিংশতিপংক্তয়ঃ ।

কায়স্থবিধিবিজ্ঞানজ্ঞাতয়ঃ সর্বসম্মতাঃ ॥

যুগেষু ত্রিযু সম্যক তাং পার্থক্যজ্ঞপ্তিবর্গিণঃ ।

সম্বন্ধিনো ভবন্তস্ত ভবন্ত ভুবি ভাস্বরাঃ ॥

কলৌ কুলীনকৃত্যশ্চ ব্যক্তিস্বারমদর্শনং ।

কর্তুং ভবতয়া পার্থ স্বস্থজ্ঞাপ্তিব্যবস্থয়া ॥

প্রজ্ঞানসারবৃত্তীনাং প্রবৃত্তিস্তৎসমোচিতাঃ ।

বিবাহভোজনান্নায় বর্ণধর্মব্যবস্থয়া ॥

দশপৌরুষনিবৃহৎ বিধিনা পরিনায়ণং ।

ভোজনঞ্চ সতানুক্তং যতঃ শুদ্ধিমতস্থিতে ॥

মমিস্মিত এই একবিংশতি শ্রেণীকে কায়স্থ বলিয়া
সকলে গণ্য করিবে । এই প্রথম কল্পে ত্রিযুগে পৃথক্
ভাবাপন্ন সমানবুদ্ধি সজাতীয় সমূহ পৃথিবী মণ্ডলে ভাস্বরা
(১) সকল তোমার সম্পর্কীয় হইবে । কলিযুগে কুলীন
কার্যের নিমিত্ত জনসমস্তের অদর্শনীয় যে আদ্যপর্য্য বিবা-
হ ভোজন আন্নায় (২) বর্ণ ধর্ম এই সকলের ব্যবস্থা দ্বারা
হে পৃথ্বিপাল ! স্বীয় স্বীয় জ্ঞাতির ব্যবস্থা করিবে । দশম

(১) বীর পুরুষ ।

(২) শুক পরম্পরা প্রাপ্তোপদেশঃ ।

পুরুষ ত্যাগ করিয়া পরিণয়ন ব্যবহার করিবে মহৎফল
এই উক্ত । যেহেতু শুদ্ধি মতেতে অবস্থিত জন সম্বন্ধেই
এই রূপ করিয়া থাকেন ।

সূত উবাচ ।

একবিংশতিসংখ্যাকাঃ পংক্তয়স্তৎ পৃথক্ মতাঃ ।

আদাবেবহি তদ্ধৰ্ম্মঃ স্বধৰ্ম্মকৃতনিশ্চয়াঃ ॥

এতাবৎস্ চ তাবৎস্ কথ্যতে চ মহাধিপ ।

মিথো ন ভক্তিসম্বন্ধসিদ্ধয়ে তু কলৌ যুগে ॥

ইমে স্ত্রীয়া ইতি জ্ঞানমগ্ৰথা ন হি সিধ্যতি ।

অতঃ পৃথক্ তয়া বর্ণাঃ কৃতঃ একৈকবিংশতিঃ ॥

বিলোক্য স্বান্নবর্ণস্বং কুর্ষস্ব ব্যবহারিকং ।

সৰ্বমেবাপি সৰ্ব্বৈপি বর্ণধৰ্ম্মাভিগুণ্যে ।

পংক্তিব্যক্তিমতো বক্ষ্যে তেষাম্ভ ভবতামহং ॥

সূত কহিতেছেন । কায়স্থজাতি একবিংশতি শ্রেণী
তাহা পৃথক্ ভাবে জানিবে । পূর্বকালে তাঁহাদিগের যে
ধৰ্ম্ম তাহাই তাঁহাদিগের স্বধৰ্ম্ম নিশ্চয় করা হইয়াছে ।
হে মহাধিপ ! যে হেতু কলিযুগে ভক্তি সম্বন্ধ পরস্পর
সিদ্ধ হয় না । অতএব এই একবিংশতি শ্রেণীতে এক-
বিংশতি প্রকার ধৰ্ম্ম আমি বলিয়াছি । এই আমার ধৰ্ম্ম,
ইত্যাকার জ্ঞান না থাকিলে কোন প্রকার সিদ্ধ হইতে পারে
না । এই জন্ম পৃথক্ ভাবে একবিংশতি প্রকার শ্রেণীবদ্ধ
করা হইয়াছে । বর্ণ ধৰ্ম্ম রক্ষার নিমিত্তে স্বান্নবর্ণস্ব ধৰ্ম্ম

সূর্য্যধ্বজঃ স্থিতৌ কৃত্য ষ্ঠগজাতিবিচক্ষণঃ ।
 প্রথমঃ পুরুষো জ্ঞেয়ো যথার্থস্থাননামবান্ ॥
 দ্বিতীয়স্থ স বিজ্ঞেয়শ্চন্দ্রহাস উদারধীঃ ।
 তৃতীয়ঃ সূরিচন্দ্রাৰ্দ্ধিশ্চন্দ্রেদেহশ্চতুর্থকঃ ॥
 পঞ্চমো রবিদাসোপি রবিরত্নশ্চ তৎপরঃ ।
 সপ্তমো রবিধীরঃ স্নাদম্ভমোরবিপূজকঃ ॥
 গম্ভীরো নবসংখ্যাকো দশমঃ প্রভুসংজ্ঞকঃ ।
 একাদশো ময়া খ্যাতো বল্লভঃ পরমার্থধীঃ ॥
 উদারহাসো বিজ্ঞেয়ো রবির্দ্বাদশমো যথা ।
 মধুমানন্তংপরশ্চ বিশ্বদেবতসংখ্যয়া ॥
 ভট্টঃ স্তভট্টঃ সৰ্ব্বজ্ঞো বিজ্ঞেয়শ্চ চতুর্দশঃ ।
 নিগমাহ্বানবান্ জ্ঞেয়ো ধীমান্ পঞ্চদশো পরঃ ॥
 ত্রীণোরঃ ষোড়শতমো রাজধানা ততঃ পরঃ ।
 অষ্টাদশম আনন্দঃ সন্তু মৈকোনবিংশতিঃ ॥
 বিশ্বাসঃ পঞ্চতন্ত্রজ একবিংশতমঃ সুরাঃ ॥

১ সূর্যধ্বজ। ২ গুণজাতিবিচক্ষণ চন্দ্রহাস। ৩ উদারধীঃ
সূরচন্দ্রাধ্ব। ৪ চন্দ্রদেহ। ৫ রবিদাস। ৬ রবিরত্ন। ৭ রবি-
ধীর। ৮ রবিপূজক। ৯ গভীর। ১০ প্রভুসংস্রক। ১১
বল্লভ। ১২ পরমার্থধীঃ উদারহাস। ১৩ দ্বাদশরবিতেজো-
বৎঃ যক্ষ্মান। ১৪ বিশ্ব-দেবতার সংখ্যাবিশিষ্ট তট্ট। ১৫

স্বপণিত সর্বজ্ঞ নিগমাহ্বান । ১৬ ধীমান ক্রীগৌর । ১৭
রাজধানী । ১৮ আনন্দ । ১৯ সমুদ্রম । ২০ বিশ্বাস । ২১ পক্ষ-
তত্ত্বজ্ঞ । ইহারা সকলেই স্মরতুল্য । ইদানীন্তন স্থান রাজো-
পাধি ও ক্রিয়া ক্রমশ আখ্যানে পরিবর্তন হইয়াছে । যথা,
রায়, মল্লিক, মজুমদার ইত্যাদি ।

এতেষামনুগন্তারো বিংশবিংশমিতাঃ পুনঃ ।

বিংশবর্গনিয়ন্তারঃ স্ববংশস্থিতিবর্তিনাঃ ॥

স্বসম্বন্ধবিধায়ার্থকার্য্য কারণযুক্তয়ে ।

কুলাচারপ্রকৃত্যর্থঃ সকলস্তম্বতো মতঃ ॥

তেষু মুখ্যস্ত বক্ষ্যামি সূর্য্যধ্বজিকসংজ্ঞকঃ ।

যথাতত্ত্বস্ত গুণতো নামতো বিভবাদপি ॥

ইহাদিগের অনুগামীরা বিংশতিবর্গে খ্যাত এবং তাঁহা-
রাই বিংশবর্গের নিয়ন্তা । স্বীয়বংশের স্থিতিপ্রবর্তনের
ও সম্বন্ধ বিধানের গোত্রান্তর (১) কার্য্য ও কারণের
যুক্তির নিমিত্তে কুলাচারাদি প্রসিদ্ধ যে সকল মত তাহা-
দিগের মধ্যে যথার্থ গুণ নাম ও বিভবযুক্ত সূর্য্যধ্বজের
উপাখ্যান করিতেছি ।

সূর্য্যবংশীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয় ।

চিত্রগুপ্তস্ত সঙ্কল্পাৎ পুমান্ স্বয়মজায়ত ।

স সূর্য্যধ্বজ ইত্যখ্যমুবাণ প্রাক্তনশ্রিয়া ॥

ভোগ্যযোগ্যদশাপন্নো বস্ত্রমভো নিরুক্তয়া ।

(১) বিবাহ বিধানের গোত্রান্তর ।

সূর্য্যধ্বজাকৃতি প্রোক্তং চিহ্নং যশ্চ প্রবর্ততে ॥
 দেহে যশ্চ ততো জ্ঞেয়ঃ সূর্য্যধ্বজ উদারধীঃ ।
 মুখ্যাস্বয়ো মনোজ্ঞশ্চ রবেন্তেজস্বিনো পুনঃ ।
 সমাশ্রয়েণ সেবায়াঃ সূর্য্যধ্বজ উতোচ্যতে ।

চিত্রগুপ্তদেব বংশবৃদ্ধি কামনায় সূর্য্যদেবের আরাধনা
 করাতে, এক পুরুষ স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া প্রাক্তন কর্মফলে
 শ্রীয়াহিত উত্তম ভোগাদি লাভ করিয়াছিলেন । পুনর্ব্বার
 সূর্য্যদেবের আরাধনা করাতে তদঙ্গে সূর্য্যধ্বজাকৃতি চিহ্ন
 হয়, তজ্জন্ম তাঁহার নাম সূর্য্যধ্বজ হইয়াছিল ।

অহো তেজস্বিনং বেত্তি নাস্রয়ং সৰ্ব্বুত্মিনং ।
 কুলেক্টৈদেবতং যেমাং শ্রীমানাদিত্য এব সঃ ॥
 এবং বিজ্ঞায় কায়স্থো ভবৎসন্ততি সাত্বিকঃ ।
 কুলেক্টৈদেবতান্নানং ত্বামহং পরিপূজয়ে ॥
 এবং স্তুতিমতেরাসীক্তশ্চ বিশ্বস্তুরোদয়ঃ ।
 বিবস্বান্ বিশ্বতশ্চক্ষুঃ প্রত্যক্ষঃ করুণানিধিঃ ॥
 বয়ং বরয় ভদ্র ত্বং মতঃ সন্তোষবারিধেঃ ।
 কিমিচ্ছসি স্তুতিং কুর্বন্ ইত্যাহ গগনস্থিতঃ ॥
 বিধেহি তারক মাং ত্বমেবৈকং সৰ্ব্বলার্থদং ।
 ত্বন্মামবসতিস্থানং দেক্তি মে বিশ্বলোচন ॥

অহো (১) প্রথমত সূর্য্যধ্বজ গৃহাশ্রয় করেন নাই ।
 কেবল তেজস্বী সূর্য্যদেবকে ভজনা করিতেন ; সেই আদি-

তাই যাঁহার কুলদেবতা ছিলেন এবং বিজ্ঞেয় কায়স্থ আপনকার সাহিত্যিক সম্ভতি, অতএব কুলদেবতা যে তুমি তোমাকে আমি সর্বথা পূজা করি। এই স্তব (১) করিলে পর, বিশ্বাত্মর সূর্য্য রূপাবলোকনে প্রত্যক্ষ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সম্বন্ধ হইয়াছি, তুমি মনোভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। সূর্য্যধ্বজ বলিলেন, হে ভবান্বিত তারক ! হে বিশ্বলোচন ! আপনি আপনকার নামযুক্ত ও সকলার্থদ বাসস্থান আমাকে প্রদান করুন।

এবমভাষিতঃ সূর্য্যো বরমেব হি দীংসতে ।

এবমস্থিতিঃ স্বব্যক্তং বভাষে ভগবানিদং ॥

সূর্য্যধ্বজস্য তস্যৈব নিবাসায় ভুবঃ স্থলে ।

কল্পয়ামাস সূর্য্যাত্ম্যং পুরীং পরমশোভনাং ॥

তস্যাং নিবসতস্তস্য কশ্যপাজ্জাবিধায়িনঃ ।

সুহৃদা সখিযুক্তস্য সদাচারস্য যোহম্বয়ঃ ॥

তস্য সূর্য্যধ্বজাত্ম্যাদীং কিল বৃদ্ধাস্থয়োচিতাঃ ।

একপত্নীত্রতং তেষাং পুংসাং বংশাচ্চ জন্মনাং ॥

আবালতোপি যে নিত্যং বিদ্যাভ্যাসনতং পরাঃ ।

যৌবনে বিষয়াসক্তাশ্চৈতসঃ স্তম্ভহেতবে ॥

ন চ মন্থমস্তাশ্চ বিষয়ে ব্যাকুলাত্মতাং ।

আশ্রমং প্রথমং তে চ অনতিক্রম্য বৈদিকীং ॥

যুক্তিমানাদ্য বিধিনা গার্হস্থমবলম্বয়ান্ ।

(১) মূল গ্রন্থে বিস্তারিত স্তব আছে।

তত্রাপি ষট্ স্বকর্মাণি চক্রুঃ কেবলয়া ধিয়া ॥

বিরাগিণো ভবেয়ুঃস্ম সংপ্রাপ্য সূতসম্ভবং ।

বানপ্রস্থা ভবেয়ুশ্চ ততঃ সম্যাসসেবিনঃ ॥

চতুর্দ্বাশ্রমযোগেষু শাম্যাদধুরুত্তমাঃ ।

সর্বত্র বিষয়াসক্তিরহিতা শিবহেতবে ।

সূর্যদেব এইরূপ উক্ত হইয়া বলিলেন, তোমার মনো-
ভীষ্ট সিদ্ধ হউক । তৎপরে তাঁহার নিবাসের নিমিত্ত
শোভন উৎকৃষ্ট সূর্য্যাখ্যা পুরী নির্মিত হইলে বৈদিকগুরু
কশ্যপ মুনির আদেশে বন্ধুবান্ধববেষ্টিত হইয়া নীতিশালী
পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন । সেই সূর্য্যধ্বজের বংশ সূর্য্য-
ধ্বজ নামে বিখ্যাত হইয়াছে । ঐ বংশীয় পুরুষ সকলের
প্রত্যেকক পত্নীভূত ছিল । তাঁহারা বাল্যকালাবধি বিদ্যা-
শিক্ষায় উৎসুক এবং যৌবন সময়ে স্ত্রণের নিমিত্ত বিষয়াসক্ত
হইতেন । ঐ বংশীয় সদ্যবহারাস্থিত পুরুষ সকল প্রথমে
ব্রহ্মচর্যাশ্রম অবলম্বন করিতেন এবং বৈদিক যুক্তি প্রাপ্ত
হইয়া পরে শাস্ত্রানুসারে গৃহাশ্রম করিয়া যজনাদি ষট্
কর্ম্ম (১) করিতেন এবং সূত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া বৈরাগী
অর্থাৎ গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সম্যাস সেবী হইয়া পরে
বানপ্রস্থাশ্রমী হইতেন এবং স্ত্রীয় মঙ্গলের নিমিত্ত বিষয়া-
সক্তি রহিত হইয়া চতুঃপ্রকার আশ্রমযোগে মোক্ষ প্রাপ্ত
হইতেন ।

(১) ইজ্যাদ্যঘনদানাদিযাজনাধ্যাপনে তথা । প্রতিগ্রহশ্চ তৈষক্:
ষট্ কন্ম বিপ্র উচ্যতে । ইতি মহাভারত ।

সূর্যধ্বজা দ্বিজ্ঞানঃ দ্বিতীয়া ইহ ভারতে ।

ভবিষ্যন্তি নিজং কৰ্ম কুৰ্ব্বাণাঃ শাস্ত্রদৰ্শিতং ॥

সদা সদাচারপরাঃ পরপ্রাণিহিতে রতাঃ ।

যাজ্জিয়াং বৃত্তিমানাদ্য গার্হপত্যাদিসেবকাঃ ॥

সূর্যধ্বজ বংশীয়েরা এই ভূমণ্ডলে শাস্ত্রোক্ত নিজকৰ্ম করত দ্বিতীয় দ্বিজ্ঞা (১) এবং সৰ্বদা সদাচারবিশিষ্ট ও প্রাণি সকলের হিতকারী হইয়া যাজ্ঞিক বৃত্তি (২) প্রাপ্তি পূৰ্বক গৃহস্থাদি ধৰ্ম্মসেবা করিবেন ।

ভগবন্তুক্তিরূপেণ হরিং তুষ্যন্তি কৰ্ম্মণা ।

কিং পুনঃ পরমোৎকৃষ্টধৰ্ম্মিণস্তে কলৌ যুগে ॥

সূর্যধ্বজা সদাচারা শিখাসূত্রধরা অম্বী ।

এতং সূর্যকুলেষ্ঠদৈবতধিয়ঃ সূর্যধ্বজস্তাম্বয়ে ॥

ব্যক্তীনাঞ্চ নিরূপণোদ্ভববিধিং শৃণুস্তি যে মানবাঃ ।

দাতারশ্চ তদম্বয়োক্তিমতয়ন্তে সংভবেয়ুস্তথা ॥

ইতি চিত্রবিচিত্রোৎপত্তৌ সূর্যধ্বজস্ত রূপনিরূপণং ।

ভগবন্তুক্তিরূপ কার্য্য দ্বারা শ্রীহরির সন্তোষ করিতেন, পুনশ্চ কি কহিব সূর্যধ্বজবংশীয়দিগের তুল্য ধৰ্ম্মিষ্ঠ কলি-যুগে কে আছেন । তাঁহারাও সদাচারী শিখাসূত্রধারী এবং কুলের ইষ্টদেব সূর্যের ধ্যানপরায়ণ হয়েন, অতএব সূর্য-

(১) কত্রিয় ।

(২) অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তর্পণং । হোমো দৈবো বলি-
ভৌতো ন্যজোহতিগিপূজনং । গারুড়ে ১১৫ অধ্যায়ে ।

ধ্বজগোত্রীয় ব্যক্তিদিগের বৃত্তান্ত (১) যে মামবেরা শ্রবণ করিবেন তাঁহার দাতা এবং সূর্য্যধ্বজবংশীয়দিগের ন্যায় পুণ্যশালী হইবেন ।

চিত্রগুপ্তস্য জ্ঞাতি চন্দ্রবংশীয় কায়স্থ কত্রিয় ।

সূত উবাচ ।

চিত্রগুপ্তাখ্যকো জ্ঞাতির্যথা সূর্য্যধ্বজেহিবৎ ।
তথৈব চন্দ্রহাসাখ্যো জ্ঞাতিঃ কায়স্থসম্ভবঃ ॥
স একদা মুখ্যপুমান্ সখীনাং স্থিতিহেতবে ।
সম্ভূতো চ বিশুদ্ধায়ৈ বৃত্তয়ে সমচিস্তয়ৎ ॥
কুলেষ্টদৈবতো যস্য চন্দ্রমাঃ সমজায়ত ।
তস্মাদেনং সমারাক্ষ্মমভবৎ কৃতনিশ্চয়ঃ ॥
এবং স চ বিনিশ্চিত্য চন্দ্রমসমুপাসিতুং ।
যযৌ স্তমেরুশিখরং স্পর্শ্বশ্চৈশোভিতং ॥

সূর্য্যধ্বজ চিত্রগুপ্তের যেরূপ জ্ঞাতি, চন্দ্রহাস কায়স্থও সেইরূপ জ্ঞাতি । ঐ প্রধান পুরুষ চন্দ্রহাস কোন সময়ে বন্ধু সকলের স্থিতির নিমিত্ত এবং বিশুদ্ধ বৃত্তি হেতু সন্তান লাভ কামনায় নিজ কুলদেবতা চন্দ্রের আরাধনার্থে স্তমেরু শিখরে গমন করিয়া চন্দ্রের স্তব (২) করিলেন ।

(১) জন্ম কক্ষ বৃত্তান্ত ।

(২) মূল গ্রন্থে বিস্তারিত স্তব আছে ।

স্ত্রী নয়েবং সন্তুষ্টো রাজা সর্ববিজ্ঞান্যঃ ।
 ওষধীনাধিপতির্জহাস শুভবীক্ষণৈঃ ॥
 আবিরাসীৎ সমকোহসৌ চন্দ্রমায়ুগলাঙ্ঘনঃ ।
 কৃপানিধিরুবাচেদং শরৎসংপূর্ণবৎসলঃ ॥
 বরং বরয়তামাশু মন্তো মনসি নিশ্চিতং ।
 ঐশ্বর্যাপি স্তভগং পুণ্যং বরয়ামাস সত্ত্বরং ॥
 দদাসি যদি দেবেশ বাঞ্ছিতং মে দদস্ব তং ।
 মদীয় বংশবর্গস্ত বাসস্থান মনুত্তমং ॥
 উপাসনায় ভো স্বামি মর্ত্যেচ সততং স্থিতাঃ ।
 তস্মাদ্যাচেতু মে নাথ ভবতা দেয়মর্থবৎ ॥

চন্দ্রহাস স্তব করিলে পর দ্বিজরাজ ওষধীপতি চন্দ্র শুভ
 দর্শন পূর্বক হাস্য করিয়া যুগাঙ্ক কৃপাসমুদ্রে প্রত্যক্ষ হইয়া
 বলিলেন, তুমি আমার নিকট মনোমত বর প্রার্থনা কর ।
 চন্দ্রহাস এই শুভবাক্য শ্রবণমাত্র বর প্রার্থনা করিলেন, হে
 দেবেশ ! যদি আমাকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন, তবে আমার
 বংশীয়বর্গের উত্তম বাসস্থান প্রদান করুন । হে প্রভো ! আমার
 সেই বংশীয়েরা মর্ত্যলোকে অবস্থিত হইয়া তোমাকে উপাসনা
 করিবার নিমিত্ত হৃদয়ে অর্থশালী স্থান প্রার্থনা করিতেছি ।

এবমাভাষিতঃ প্রীত্যা প্রহস্তু পুনরপ্যত ।
 মনঃ সঙ্কল্পিতঃ সর্বমেতাবতে ভবিষ্যতি ॥
 ভবদুত্তবসাজ্জাতো হাসোয়ং তদ্বানপি ।
 চন্দ্রহাসাভিধানেন সর্ব কায়স্থমণ্ডলে ॥
 গণ্ডলেখঃ স্ততেজস্বী চন্দ্রবস্তুশোভিতঃ ।

মহীষতী সন্নীপনশ্চন্দ্রহাসো গিরীধরঃ ॥

অতুলস্থিতিমৎ সাক্ষাৎ পুরং নির্মাণ শোভনং ।

চন্দ্রহাসাভিধাংলেভে কায়স্থজ্ঞাতিলক্ষণং ॥

ভবতন্তুত পুরুষাঃ সন্তুষ্ট গুণমূর্তয়ঃ ।

যদ্যবৈ লেখনং সর্বৈ লভিস্যন্তি চ তে নিজং ॥

এমাং লেখনধর্মোস্ত ক্ষত্রবর্ণানুধর্মিণাং ।

ক্রীমতাং মুখ্যপুরুষে ত্বয়ি সম্মানদায়িনাং ॥

ভগবদ্তুক্তিচিত্তানাং সর্বজীবহিতাত্মনাং ।

ভরদ্বাজপ্রসাদেন সদাচার স্বধর্মিণাং ॥

বেদাভ্যাসনস্থতীনাং শ্রোত স্মার্তানুযায়িনাং ।

চিত্রগুপ্তস্ত পুণ্যেন সর্বব্যাপারবর্তিনাং ।

বিশুদ্ধায়ত্তিরেবাস্তু প্রাতঃস্নান প্রসঙ্গিনাং ।

এইরূপ কথিত হইলে চন্দ্রদেব হস্ত করণানন্তর আছন্দ পূর্বক বলিয়াছিলেন, তোমার এই মানসিক সকল সিদ্ধ হইবে। তোমার বিনয় বাক্যে আমার হাস্ত হইয়াছে, সেই হেতু তুমি কায়স্থমণ্ডলে চন্দ্রহাস নামে বিখ্যাত হইলে। যেরূপ পণ্ডলেখা (১) বিশিষ্ট ও তেজশালী চন্দ্রবমুখশোভী পর্ব-
তেশ্বর মহীষতীতে চন্দ্রহাসাখ্য অতুলস্থিতিমান শোভন পুরকে
নির্মাণ করিয়া জ্ঞাতী সূর্যধ্বজবংশীয়েরা কায়স্থদিগের লক্ষণ
যদ্রূপ লাভ করিয়াছিলেন, চন্দ্রহাস সেই মত আখ্যা লাভ করি-
লেন এবং সন্তোষ-জনক গুণ ও মূর্তিবিশিষ্ট সূর্যধ্বজবংশীয়েরা
যেরূপ নিজকর্মলেখন লাভ করিয়াছিলেন, তোমার বংশীয়

জন সকলের তাদৃশ লেখন ধর্ম হউক এবং কত্রিকবর্ণিত
হইয়া শ্রীমান, সম্মানদায়ক, ভগবন্তকৃতি মন, সকল কীর্তির
হিতকরী এবং ভরবাজমুনির অনুগ্রহে সদাচার ও স্বীয় স্বীয়
ধর্ম বেদাধ্যয়নরূতি বেদোক্ত শ্রুত্যানুষ্ঠান করিয়া চিত্তগুণের
পুণ্যেতে সকল কার্য্যকারণ প্রবর্তক এবং ভূত জন সমস্তের প্রধান
পুরুষ যে তুমি তোমার প্রাতিঃস্নানাদির ফললাভ ও বিশুদ্ধরূতি
হউক ।

ইতি দ্বা বরং তস্মৈ তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ।

চন্দ্রহাস স্তদাদেশং চক্রে সবিধিপূর্বকং ।

তত্রৈবিত্তিমতস্তস্য বহুধা বংশতন্তুভিঃ ।

পুত্র পুত্রজ পুত্রাদিনপ্ত নপ্তজ নপ্তজৈঃ ।

অহং সম্বন্ধি তদ্বর্গবিভবৈ ব্যাপ্তানহী ।

চন্দ্রহাসস্য বংশীয়াঃ কৃতযজ্ঞোপবীতিনঃ ।

কুলবন্ধকুলাচার গোত্রগোত্রজ মানিনঃ ।

মানয়েয়ুঃ কুলেষ্টস্য দৈবতস্য বিশোধনং ।

চন্দ্রমা এইরূপ বর প্রদান করিয়া অন্তর্দান হইলে চন্দ্র-
হাস ভক্তি পূর্বক তাঁহার আদেশ পালন করিয়াছিলেন । চন্দ্র-
হাসাখ্য পুরবাসী চন্দ্রহাসের অনেক বংশ বিস্তার হইয়া পুত্র
পৌত্র তৎপুত্রাদি দুহিতা দৌহিত্র তৎপুত্রাদি বহু বান্ধব ও বিভ-
বের সহিত এই পৃথিবীমণ্ডলে বিস্তার হইয়া চন্দ্রহাসের বংশীয়
পুরুষ সকল যজ্ঞোপবীতধারী প্রাচীন কুলাচার গোত্র গোত্রা-
ন্তর মানী কুলের ইচ্ছাদেবতার বিশোধন (১) করিতেন ।

(১) পুরশচরণাদি ।

শরদ্যং সবনং কার্য্যং কালে শাস্ত্রানুদর্শনাং ।
 ধনং ধান্যানি বাসাংসি প্রদত্ত্বা কুণ্ডলানিচ ।
 প্রভোজয়েদ্ভ্রাক্ষণাংশ্চ ভক্তিমন্তঃ সদা ততঃ ।
 গাশ্চ বাজীবরাংশ্চাপি মহিষীবৃষভাংশ্চথা ।
 অশ্বিন দত্তং হৃতং জপ্তং কৃতং ভবতি চাক্ষয়ং ।
 তথৈব কালে শরদি শুক্লপক্ষে স্নশোভনং ।
 দিনানাং নবকং প্রাপ্য দুর্গাদেবী সমীজ্যতে ।
 সর্বকায়স্থবর্গানাং নাবরাত্রিক পূজনং ।
 অবশ্যকর্তব্যতয়া সমারাধ্যং সমীরিতং ।

ঐ ভক্তিমান পুরুষ সকল শাস্ত্রগত বিধি দর্শন করিয়া শার-
 দীয় উৎসব করিতেন ; উৎসবানুরোধে ধন ধান্য বস্ত্র ও কুণ্ড-
 লাদি প্রদান পূর্বক ব্রাহ্মণ সকলকে ভোজন করাইয়া গো
 অশ্ব মহিষ ও বৃষভাদি প্রদান করিতেন । উৎসবানুরোধীয়
 দান যজ্ঞ আহুতি ও জপ প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য সকল অক্ষয়
 প্রাপ্ত হয় । শরৎকালে শুক্লপক্ষে দিবসের মধ্যে প্রতি-
 পদাদিশোভন নবম দিবস প্রাপ্ত হইয়া দুর্গাদেবীকে স্বয়ং পূজা
 করিতেন । মেহেতু কায়স্থবর্গের নাবরাত্রিক পূজা অবশ্যই
 কর্তব্য ।

আশ্বিনস্ত্যাপিতভূম্যাং ভূতয়াং কালিকাচরনং ।
 দর্শে দ্বীপান্বিতা কার্য্য। বহু বিস্তারশালিভিঃ ।
 তদনু প্রতিপদ্যাক্ষ স্থাপনীয়ে বলি প্রভুঃ ।
 তস্য হারিপ্রতিহারো বামনঃ প্রতিপূজ্যতে ।
 স এব দেবঃ সংপূজ্যো যাবৎ কার্ত্তিকীপূর্ণিমা ।

মহোৎসববিধানেন পরমোদার চেতসা ।

এবমাদি প্রকর্তব্যং কায়স্থৈর্বৈষণ্বাজয়া ।

পৃথিবী মধ্যে আশ্বিন মাসের ভূতচতুর্দশীযুক্তা অমাবস্যাতে সমারোহপূর্বক শ্রীশ্রীকালীকাদেবীর পূজা ও স্বীপাশ্বিতা কার্য্য করিতেন, তৎপশ্চাৎ প্রতিপদাদি তিথিতে বলিপ্রভু (১) বলির দ্বারী বামনাবতার বিষ্ণুকে স্থাপিত করিয়া কার্তিকীপূর্ণিমা পর্য্যন্ত মহোৎসব বিধানে পরম সন্তোষ-চিত্তে পূজা করিতেন । ইত্যাদি কার্য্য সকল বিষ্ণুর আজ্ঞাবশতঃ উদারবুদ্ধির সহিত কায়স্থদিগের নিত্য কর্তব্য ।

চন্দ্রহাস প্রভৃতীনাং কুলবৃদ্ধানুসারতঃ ।

এবং কুলীনধর্ম্মোয়ং চন্দ্রহাসানুশাসনাৎ ॥

এতেষাং ন কচিস্তাবী কুলেচ তিলবঞ্চকঃ ।

পরনিন্দঃ পরক্লীবোহধর্ম্মবানধর্ম্মনিন্দকঃ ॥

নকশিৎপঞ্চতির্যুক্তো মহাপাতকরাশিভিঃ ।

কৌলিষ্ঠং পরমকৈতৎপৈশুষ্ঠং পরিবর্জনং ॥

এবং স্বধর্ম্মসিদ্ধান্ত বেদিনশ্চান্দ্রহাসিকাঃ ।

সংভবেয়ুমহাপৃষ্ঠে বয়স্থাঃ কুলধর্ম্মিণঃ ॥

চতুর্ষেবয়ুগেষু সন্তবেয়ুঃকুলে দশাঃ ।

চন্দ্রহাস সমুৎপত্তিঃ ত্র্যতপাপাপহারিণী ॥

বংশশুদ্ধকরী কীর্ত্তিশিধানন্দবিবর্দ্ধিনী ।

চরিতামৃতপীযুষ বর্ষস্তী বিশ্ববেধসঃ ॥

ইতি পদ্মপুরাণে চিত্র বিচিত্রোৎপত্তৌ চন্দ্রহাস

কায়স্থান্তিশয় জ্ঞাতি বর্ণনং নাম সপ্তমোধ্যায়ঃ ।

খড়্গদহ নিবাসী কৈলাসবাসী বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহো-
দয় কর্তৃক স্মৃতি নামক গ্রন্থ হইতে ধৃত ।

চন্দ্রহাসের শাসন হেতু চন্দ্রহাস প্রভৃতির প্রাচীন কুলের
অজুগত এবং কুলীনধর্মিষ্ঠ ইহাদিগের কুলে কোন প্রকার
বঞ্চক পরনিন্দক বিক্রম হীন অধার্মিক ধর্মনিন্দক এই পঞ্চ
মহাপাতক যুক্ত কেহ হইবেন না । হিংসাকর্ষন পূর্বক পরম
কৌলিগ্র প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রহাস বংশীয় পুরুষ সকল স্বীয়ধর্মের
সিদ্ধান্তভ্রষ্ট হইবেন । পৃথিবীমণ্ডলে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া
কুলধর্মাদি (১) আচরণ করিবেন । চারিযুগে ইহাদিগের কুলে
দশবিধ সংস্কার হইবে । এই চন্দ্রহাসের উৎপত্তি অবগম্য
পাপ ধ্বংস হয়, বংশের শুদ্ধকর কীর্তি এবং চিত্তের নিত্য
আনন্দ বৃদ্ধি হয় । ব্রহ্মা তৎসম্বন্ধে চরিতায়ত পীযুষ তাহা-
দিগের প্রতি বর্ষণ করেন ।

চিত্রগুপ্ত দেবের গুণবোধক নামানি । যথা

প্রাণিনাং গুপ্তাগুপ্ত সদস্য কন্দলেখক ইত্যর্থঃ চিত্রগুপ্তঃ ।

অত্র গ্রন্থে ৭ পত্রে ও অন্যান্য পত্রে দ্রষ্টব্যং ॥ প্রদীপঃ চিত্র-
গুপ্তস্য নামান্তরং অর্থাৎ কায়স্থকুলের আদিপুরুষকুলোদ্ভূত-
কায়স্থ ইত্যর্থঃ প্রদীপঃ ॥ ইতি পুরাণম্ ।

চিত্রসেনঃ } চিত্রগুপ্তের রূপভেদ । যথা । বিহায় দেহং
চিত্রাঙ্গদঃ }

ভূমিষ্ঠ ত্রিধারুপোবভূবহ। চিত্রগুপ্তচিত্রসেন (১) চিত্রা-
নন্দ (২) ইতি ত্রয়ঃ। স্বপ্নে মর্ত্যে চ পাতালে রাজন্তে চিরযুগ্মং।
ইত্যাচারনির্ণয়তন্ত্রং ॥

শ্রেণিঃ } গ্রন্থান্তরে চিত্রগুপ্ত দেবস্ত নামান্তরং ॥
শেনিঃ }

যমঃ (৩) চিত্রবিচিত্র যমজ্যোৎপন্ন ইত্যর্থঃ যমঃ (৪) ইতি
পাণ্ডে ।

চিত্রগুপ্তঃ প্রাচীনঃ চিত্রের গুপ্তগুপ্তঃ লেখক ইত্যর্থঃ
চিত্রগুপ্তঃ। ইতি বিজ্ঞানতন্ত্রে। অত্র নাম পশ্চিমদেশে প্রসিদ্ধ ॥

ধর্মরাজঃ চিত্রগুপ্তের নামান্তরং। যথা। যমায় ধর্মরাজায়
মৃত্যবেত্যাদি ॥

মদীশঃ। মস্তা এবশ মস্তেতি মদীশ ইতি সংজ্ঞকঃ ॥
ইত্যাচারনির্ণয়তন্ত্রং ॥

বিচারপতিঃ রাজাধিকরণে (৫) তন্নিযুক্তং কায়স্থং। ইতি
বিষ্ণুসংহিতা ॥ অন্যত্র অত্র গ্রন্থে ২৩ পত্রে দ্রষ্টব্যং ॥

(১) চিত্রসেনো বিচিত্রশ্চ নররুর্নির্ভয়ো দৃঢ়ঃ। হুনেত্র কহ ধর্মশ্চ
হুন্নতাশ্চৈব তৎসুতাঃ। ইতি মার্কণ্ডেয় পুরাণং।

(২) গ্রন্থান্তরে ইহারি নাম বিচিত্রঃ।

(৩) যমজঃ ইত্যমরঃ ॥

(৪) বসবোচ্চৌ বমোচ্চৌ যট্ গ্রহ নক্ষত্র ভূবিভাগঃ। এতে সর্কে
মহাসভাঃ মহোজো বলশালিনঃ ॥ নানা বর্ণ বতঃ সর্কে নানান্বর
বিভূষণাঃ ॥ আসন সর্কে মহাজ্ঞানঃ পৃথিবী পরিপালকঃ ॥ ইতি
বৈকুণ্ঠে ॥

(৫) বিধয়ো বিধরশ্চৈব পূর্বলক্ষণে তথোক্তং। নির্ণয় শ্রেণি
পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রে বিধিরূপং স্মৃতং ॥ ইত্যধিকরণমালায়ং ॥

লেখকঃ লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্য কৃত্তে বিচক্ষণান্।
ইতি শব্দকল্পদ্রুমধৃত পরাশরঃ ॥ অন্ত্যচ্চ ।

লেখকস্তান্মিত্তিকরঃ কায়স্থোক্ষরজীবকঃ ॥ ইতি হলায়ুধঃ
স্মৃতিঃ ॥

প্রশ্ন । কায়স্থেরা মাসাশৌচ জ্ঞাত শূদ্র হইবেন কিনা ?

উত্তর । হইবেন না । যথা । প্রাচীন স্মৃতির মতানুসারে
উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ দেশাবচ্ছিন্ন ব্রাহ্মণ কায়স্থ ক্ষত্রিয় বৈশ্য
প্রভৃতি যাবজ্জাতীর দশাহাশৌচ আবহমান ব্যবহার রহিয়াছে।
অধুনা (১) এতদ্দেশীয় স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত নূতন
স্মৃতির মতে ব্রাহ্মণ, এহব্রাহ্মণ, বর্ণব্রাহ্মণ (২) ও রাঘবদির
দশাহাশৌচ ব্যবহার হইতেছে। কায়স্থ, বৈদ্য, বণিক এবং
নবশাখ শূদ্রদিগের মাসাশৌচ ব্যবহার লিখিয়াছেন । কিন্তু দশম
ব্যতীত একাদশ পুরক পিণ্ড (৩) উত্তমমধ্যমাদম কোন জাতির
কুত্রাপি দান বিধি নাই । নবম দিবসে নবম পিণ্ড দান করা
ইয়া এক পিণ্ড বক্রি রাখিয়া অশৌচবহন করান, পরে ত্রিংশৎ
দিবসে বক্রি পিণ্ড দান করাইয়া শুচি করান হয় । যদি দশম
দিবসাদিক অশৌচ ব্যবহারীদিগের পুরক পিণ্ড দশাধিক দান

(১) ৩০০ বৎসর ।

(২) গোপাদি কৈবর্ত প্রভৃতির ॥

(৩) অশৌচের হানাতিরেকে জাতির হানাতিরেক হয় না, যেহেতু
এতদ্দেশীয় নীচ জাতি ডোম কাওরা চণ্ডালাদির দশাহাশৌচ ব্যবহার
হইতেছে এবং পশ্চিমদেশের কুর্খি কাঁহু খাম্ব প্রভৃতি জাতিরও দশাহা-
শৌচ ব্যবহার হইতেছে। তাহাতে তাহাদিগকে কি করিতে হইবেক ?

বিধি (১) থাকিত; তবে দশম দিবসাবধি অশৌচের বিধি কহি-
লেও কহিতে পারিবে। এবং ষষ্ঠাশৌচে অর্থাৎ ষাঠারহ, মাতুল ও শ্বশুরাদির দ্বি ত্রি রাত্রাশৌচ (২) বিধি ব্যবহার বন্ধ হইতেছে, তখন কি প্রকারে ন্যূনাধিকাশৌচ ব্যবহার হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞবরেরা বিবেচনা করিবেন।

প্রশ্ন। মাসাশৌচ ব্যবহারীরা যদি দশম বা দ্বাদশ দিবসে বপন কার্য্য করিয়া তৎপরদিবসে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করেন, তবে ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা তাঁহাদিগের দানান্ন গ্রহণ করিতে পারিবেন কিনা ?

উত্তর। পারিবেন। স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আপন

(১) পুরক পিণ্ড অর্থাৎ প্রেত দেহের দশমাজ পুরণ কারণ প্রাচীন স্মৃতির মতে সর্বজাতির প্রতি দশম দিবসে দশম পিণ্ড দান বিধি আছে এবং যুক্তিসিদ্ধও বটে। রঘুনন্দনের স্মৃতির মতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্বজাতির নবম দিবসে নবম পিণ্ড দ্বারা নবমাজ পুরণ করিয়া এক পিণ্ড বাকী রাখিয়া ঊনবিংশতি দিবসাবধি শ্রাজনের একাজ ভজ করিয়া রাখেন। ইহা উচিত হয় না। যদি কহেন প্রেতদেহের সঙ্গিত সম্পর্ক নাই, তবে সংবৎসরাবধি জলপিণ্ড দিতে হয় কেন ? তবেই তো সম্পর্ক আছে। কেবল প্রেতজ কারণে পতিত জ্ঞান করা হয় মাত্র। পূর্ণ সংবৎসরে পিণ্ড সময় অর্থাৎ সপিণ্ডকরণ করিলেই পিতৃপুরুষ উচ্চ গতি প্রাপ্ত হইবেন। অতএব অজ্ঞভজ না রাখিয়া দশম দিবসে দশম পিণ্ড দান করিয়া শুচি হওয়া যুক্তিসিদ্ধ। যথা—“যুক্তিমূলানিশা-
ত্রাণি।” ইতি প্রাচীন প্রমাণ।

(২) মাসাশৌচ ব্যবহারীদিগের ষষ্ঠাশৌচে তবে নবমদিবস বিধি উচিত ছিল।

শ্রুতিতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত যাবজ্জাতিকে শূদ্র বলিয়া মাসাশৌচ
বিধি করিয়াছেন, কিন্তু স্বদেশবিশেষীয় ক্ষত্রিয় ও রাজপুত্রেরা
দশম বা দ্বাদশ দিবসে অশৌচান্ত হইয়া ব্রাহ্মাদি করিতে-
ছেন। ঔহাদিগের ক্রিয়োপলক্ষে ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা দানাম
কিরূপে গ্রহণ করিতেছেন? এবং এতদেশীয় বৈদ্য জাতি
যাঁহারা চিরকাল ব্যাপিয়া অপৈতকে মাসাশৌচ ব্যবহার
করিয়া আসিতেছিলেন, প্রায় ১৫০ শত বৎসর হইল বিক্রম-
পুরস্থ বৈদ্যজাতি রাজা রাজবল্লভ কিয়দংশ স্বজাতি ঐক্য করিয়া
অশ্বোষ্ঠ আচারে পৈতা ধারণ এবং পক্ষাশৌচ ব্যবহার করিয়া-
ছিলেন(১)। তৎকালে সমুদয় বৈদ্য জাতি সম্মত না হওয়াতে
কেহ যজ্ঞোপবীত, কেহ ইচ্ছা উপবীত ধারণ, কেহ বিনা উপ-
বীতে কালযাপন করত মাসাশৌচ ও পক্ষাশৌচ অদ্যাপি ব্যব-
হার করিতেছেন, তাহা দৃশ্যমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে পক্ষাশৌচিরা
যখন ব্রাহ্মাদি করিতেছেন, তখন ঔহাদিগের ক্রিয়োপলক্ষে
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা আগমন পূর্বক দানাম গ্রহণ করিতেছেন।
যদি এই সকল জাতির প্রতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দয়া প্রকাশ
করিতেছেন, তবে ব্রহ্ম কায়োদ্ভব সাক্ষাত ধর্ম চিত্রগুপ্ত দেবের
সন্তানদিগের প্রতিও কৃপা প্রকাশ করিবেন—বিশেষতঃ কায়-
স্থেরা ব্রাহ্মণের নিতান্ত ভক্ত। আচার নির্ণয় তন্ত্রে ;—যথা
জাত্যা মসীশাঃ কায়স্থা ব্রাহ্মণেশ্বর মানসাঃ।

প্রশ্ন—শূদ্রোপাধি যে দাস শব্দ, তাহা কায়স্থেরা নামান্ত্রে কেন ব্যবহার করেন ?

উত্তর—শূদ্রেরা রণগত দাস, কায়স্থেরা তাহা নহে। তাহা হইলে সর্বদেশে ও সর্বশ্রেণীর কায়স্থেরাই নামান্ত্রে দাস শব্দ ব্যবহার করিতেন। উত্তরপশ্চিমদেশস্থ কায়স্থেরা লালা (১) শব্দ ব্যবহার করেন। এবং এতদ্দেশস্থ উত্তররাষ্ট্রীয় ও বঙ্গ-শ্রেণী কায়স্থেরা নামান্ত্রে ঠাকুর শব্দ ব্যবহার করেন। যথা, ঘোষঠাকুর বহুঠাকুর মিত্রঠাকুর ও গুহঠাকুর, (২) ইহা দেশপ্রসিদ্ধ আছে। এবং তত্তদদেশীয় ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সর্ব-জাতিই ঠাকুর কহিয়া থাকেন। তবে এতদ্দেশীয় দক্ষিণরাষ্ট্রীয় শ্রেণী কায়স্থেরা ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ সম্মান প্রদানার্থে তত্তৎ-সমীপে এবং ক্ষত্রিয় চিহ্ন ধারণার্থে দাস শব্দ ব্যবহার করেন। যথা ব্রহ্মবৈবর্তে গণেশ খণ্ডে ;—বিপ্রস্থ কিকরোড়ুপো বৈশ্যো-ডুপস্থ ভূমিপঃ। ব্রাহ্মণের দাস ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের দাস বৈশ্যঃ। এবং পশ্চিমদেশস্থ ও কলিকাতার বড়বাজারস্থ ক্ষত্রিয়েরা নামান্ত্রে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা ;—মফুলাল

(১) লালা উপাধি প্রাচীন হিন্দুরাজদত্ত অর্থাৎ ঐহিক পারজিক উভয় কর্তৃদক্ষ একরূপ মাননীয় উপাধি। রাজদত্ত প্রাপ্ত হওয়ার পরে যোষাদি উপাধি প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। বিশেষায়সম্মান করিলে কেচিৎ পাওয়ার যায়। এবং লালা উপাধি এতাদৃশ মাননীয়, যে, ভগবান ঐক্ককের প্রতিও পশ্চিমদেশে ব্যবহার হয়।

(২) ঠাকুর শব্দে দেবতা, ইতি অনন্ত সংহিতা। ঠাকুর, ইতি তাহা এই ঠাকুর শব্দ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কায়স্থ প্রভি ব্যবহার হইয়া আসিতেছে

দাদা জহরীলাল দাস মতিলাল দাস ইত্যাদি এবং দেবতা, পিতা, গুরু ও গুরুতরব্যক্তি প্রভৃতির নিকট ব্রাহ্মণেরাও দাস স্বীকার করিয়া থাকেন এবং সেবক ও আজ্ঞাকারী পাঠাদিও লিখিয়া থাকেন। উৎকল দেশের বৈতরণী নদী তীরস্থ যাজপুরাদি গ্রামে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গোস্বামীরা স্থায়ী স্থায়ী নামান্ত্রে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা শ্রীপূর্ণানন্দ দাস গোস্বামী ও উৎসবানন্দ দাস গোস্বামী ইত্যাদি। অতএব নামান্ত্রে দাস শব্দ ব্যবহার করিলেই যে শূদ্র হয় এমন নহে।

প্রশ্ন—এতদেশীয় কায়স্থেরা যজ্ঞোপবীত হীন কেন হইলেন?

উত্তর—হিন্দুরাজ্যবসানে যবনাধিকার মধ্যে দুর্দান্ত যবনেরা হিন্দুধর্মলোপার্থে বিশেষতঃ দুর্বল শান্তস্বভাব গোড় ও বঙ্গদেশীয় প্রজাদিগের প্রতি বহুতর ক্রেশদায়ক হইয়াছিল। এমন কি, ব্রাহ্মণ কায়স্থ ক্ষত্রিয়দিগের যাবদীয় গ্রন্থ ও যজ্ঞসূত্র হরণ করিয়া অগ্নিতে ভস্ম করিত। ইহারা বারম্বার সংস্কার পূর্বক উপবীত ধারণ করিলে তাহারাও বারম্বার হরণ করিয়া দগ্ধ করিত। এতদুপায়ে ভীত হইয়া পরার্থী কর্মচারী ব্রাহ্মণ জাতির পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত হইয়া যজ্ঞসূত্র ধারণ পূর্বক স্থানে স্থানে সঙ্কোপনে রহিতেন। কায়স্থেরা প্রায় সকলেই রাজ-কর্মচারী (১) থাকিতে লুক্কায়িত হইতে না পারিয়া যজ্ঞসূত্র

(১) হিন্দুরাজ্যধিকারে ও যবনরাজ্যধিকারেও কায়স্থ বাতীত অন্যান্য জাতিদিগকে রাজকর্মের ভারপূর্ণ করিতেন না।

রাখিতে পারিলেন না । যদি কহেন রাজকর্ম্মী ব্যতীত অগ্ন্যায়
কায়স্থেরা উপবীত-হীন কেন হইলেন ? তদুত্তর । রাজভয়ে
এবং প্রধানদিগের ব্যবহার না থাকাতে অগ্ন্যায়েরাও উৎসাহ
ভঙ্গ হইয়া ক্রমশঃ রহিত করিয়া অনভ্যাস হইয়াছে । এতদু-
পদ্বের প্রমাণ ইংরাজ রাজপুরুষদিগের পুরাবৃত্তে বিস্তার
আছে এবং দেশপ্রসিদ্ধ প্রবাদও শ্রুত হয় ।

প্রশ্ন—যজ্ঞশূত্র বিহীন হইলে শূত্র কহিতে হইবে কি
না ?

উত্তর—না, যেহেতু বিবাহমাত্র শূত্রদিগের এক সংস্কার ।
ইদানীন্তনীয় ও এতদ্দেশীয় কায়স্থদিগের উপবীত সংস্কার
ব্যতীত আর আর সকল সংস্কারই রহিয়াছে । যথাশাস্ত্র
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনর্বার উপবীত ধারণ করিলেই করিতে
পারেন । ইহার প্রমাণ মন্বাদি গ্রন্থে রহিয়াছে । এবং দক্ষিণ
পশ্চিম উত্তর প্রদেশের যাবদীয় কায়স্থদিগের যজ্ঞোপবীত
প্রভৃতি দশ সংস্কার আবহমান ব্যবহার এবং দৃশ্যমান রহি-
য়াছে । এবং পূর্বে কত্ৰিয়েরা সংস্কার বিহীন শূত্রবৎ হইয়া
পুনঃ সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন । তৎপ্রমাণ, যথা ;—

পৃথিব্যবাচ ।

সন্তি ব্রহ্মময়ি গুপ্তা এতে কত্ৰিয়পুঙ্গবাঃ ।

হৈহয়ানাং কুলে জাতান্তেষাং ব্রহ্মস্তু মাং মুনৈ ।

অস্তি পৌরবদায়াদৌ বিদূরথঃ স্ততঃ প্রভুঃ ।

ঋক্ষে সংবর্জিতো বিপ্র ঋকবত্যাধ পর্বতে ।

তথানুকম্পয়ানেন ষড্বনাথা মিতৌজসা ।

পরাশরেন দায়াদিঃ সৌদাসস্তাভিরক্ষিতঃ ।
 সৰ্ব্ব কৰ্ম্মাণি কুরুতে শূদ্রবত্তন্তু স দ্বিজঃ ।
 সৰ্ব্ব কৰ্ম্মেভ্যাভিখ্যাতঃ স মাং রক্ষতু পার্ধিবঃ ।
 এতে ক্ষত্রিয় দায়াদান্তত্র তত্র পরিশ্রুতাঃ ।
 ব্যোমকায় হেমকারাদি জাতিমিত্যং সমাশ্রিতাঃ ।
 যদি নামভিরক্ষন্তি ততঃ স্থাস্তামি নিশ্চলাঃ ।
 এতেষাং পিতরশ্চৈব তথৈব চ পিতামহাঃ ।
 মদৰ্থং নিহতা যুদ্ধে রামেনাক্লিষ্টকৰ্ম্মণা ।
 তেষামপচিতিশ্চৈবং ময়া কার্য্য মহামুনে ।
 ততঃ পৃথিব্যা নির্দিষ্টাংস্তান্ সমানীয় কশ্যপঃ ।
 অভিষিক্তমহীপালান্ ক্ষত্রিয়ান্বীৰ্য্য সম্মতান্ ।

ইতি মহাভারতে রাজধৰ্ম্মে ।

পৃথিবী কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আমাতে গুপ্তভাবে ঐসকল
 ক্ষত্রিয়সন্তানেরা অন্যান্য নাম, জাতি ও কৰ্ম্মাবলম্বী হইয়া
 রহিয়াছেন । কেহ কেহ কার্ত্তবীৰ্য্যাজ্ঞের বংশজ । তাহা-
 দিগকে আনয়ন করিয়া আমাকে রক্ষা করন্ । ইহার মধ্যে
 রাজা বিদূরথ ক্ষত্রিয়ের সন্তানেরাও আছেন । যাহাদিগকে
 ভল্লুকেরা প্রতিপালন করিয়া ঋক্বেৎ পর্ব্বতে লুকায়িত করিয়া
 রাখিয়াছে । কোন কোন বালকদিগকে পরাপর মুনি রক্ষা
 করিয়াছেন । তাঁহারা সৌদাস রাজ্য বংশজ । ইহারা অপ-
 কৃষ্ট কৰ্ম্ম করিয়া শূদ্রবৎ হইয়া রহিয়াছেন । সৰ্ব্বকৰ্ম্মকুশল
 সেই ক্ষত্রিয়ভূপতিসন্তানেরা আমায় পালন করন্ । ঐ ক্ষত্ৰ-
 সন্তানগণमध्ये কেহ বা কৰ্ম্মকার, কেহ বা স্বর্ণকার ইত্যাদি

জাতি হইয়া পুরুষানুক্রমে রহিয়াছেন। হে ঐশ্বৰ্য্য ! যদি আমাকে স্থাপন করেন, তবে ইহাদিগকে আনয়ন করিয়া পুনঃ ক্রত্ৰিয়সংস্কার পূৰ্বক উহাদিগের হস্তে আমাকে অৰ্পণ করুন। যাহাদিগের পিতৃপিতামহেরা আমার জন্ম রামের হস্তে নষ্ট হইয়াছেন (১), হে মহামুনে ! আমি এক্ষণে তত্ত্বৎশীল ক্রত্ৰিয়দিগের সেবা করিব। মহর্ষি কশ্যপ পৃথিবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া পূৰ্বোক্ত ত্রাত্য ক্রত্ৰিয়সন্তানদিগকে আনয়ন করিয়া ক্রত্ৰিয় সংস্কার পূৰ্বক রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন। অতএব এক্ষণেও কায়স্থদিগেরও পুনঃ উপবীতসংস্কার হইতে পারে। এবং সংস্কার না হইলেই যে দ্বিজাতিবর্ণ বর্ণচ্যুত হয়, এমত নহে। যথা ;—

কুন্তীপুত্র কর্ণের কোন সংস্কার হয় নাই, তিনি সূত কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া সূতপুত্র বিখ্যাত ছিলেন। এবং তৎকর্ণপুত্র বৃষকেতুরও কোন সংস্কার হয় নাই। কর্ণের মৃত্যু হইলে উদকক্রিয়ার সময় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বৃষকেতুকে স্ত্রীপরিজনাদির সহিত নিজালয়ে আনয়ন করিয়া ক্রত্ৰিয়সমাজভুক্ত করিয়া স্বগৃহে রাখিয়াছিলেন। এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পুত্র শুকদেবের নাড়ীচ্ছেদ প্রভৃতি কোন সংস্কার হয় নাই, এজন্য তাঁহাকে কি অত্রাক্ষণ কহিবেন ? কদাচই নহে। অতএব দ্বিজাতিবর্ণদিগের সংস্কারবিহীনতা জন্ম দ্বিজত্বের হানি হয় না।

(১) ইহাতে বোধ হইতেছে, রাজ্য অধিকার নিমিত্তে ত্রাক্ষণ ক্রত্ৰিয়ের মৃত্যু হইয়াছিল।

তত্রাপি এতদেশের কায়স্থদিগের আর আর সংস্কার মধ্যে
হুঙ্ক উপবীত সংস্কার হীনতামাত্র অভাব আছে।

প্রশ্ন। এতদেশীয় কায়স্থেরা কিয়ৎকালাবধি মাসাশৌচ
ও নামাস্তে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া এবং উপবীতহীন হইয়া
দেব ও পিতৃকৰ্ম করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে যদি পূর্ববৎ
যথা-কৃত্রিয় বর্ণাচারে কৰ্ম্মাদি করেন, তবে পূর্বাবধি অপব্যস্তের
কৰ্ম্ম সকল সফল হইবে কি না ?

উত্তর। শাস্ত্রাদিতে বিধি রহিয়াছে। নিষ্ফল হইবার
সম্ভব কি ? যথা ;—

অজ্ঞানাদযদিবা মোহাৎ প্রচ্যবেতাস্বরেষু চ।

স্মরণাদেবতদ্বিক্ষেপঃ সম্পূর্ণং স্তাদিতি শ্রুতিঃ ॥

যজ্ঞাদিতে অজ্ঞানতঃ বা ভ্রমবশতঃ কোন মন্ত্ৰচ্যুত হইলে
ত্রিবিধুঃ স্মরণ করিলে ক্রিয়াদির সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়।

যদসঙ্গং কৃতং কৰ্ম্ম জানতা বা প্যজানতা।

সঙ্গং ভবতি তৎ সৰ্ব্বং শ্রীহরেনামানুকীৰ্ত্তনাৎ ॥

ইতি স্মৃতিঃ।

জানত বা অজানত যে কোন কৰ্ম্ম অসঙ্গত হয়, ত্রিবিধুঃ
স্মরণ করিলে তত্তৎ কৰ্ম্মসঙ্গ সম্পূর্ণ হয়।

প্রশ্ন। কায়স্থেরা কিয়ৎকাল মাসাশৌচ ও নামাস্তে দাস
এবং উপবীতহীনতায় শূদ্রবৎ কৰ্ম্ম করিয়া যখন আসিতে
ছেন, তখন তাহাকেই কুলচার কহিতে হইবে কি না ?

উত্তর। হইবে না। যথা ;—

ন যজ্ঞ সাক্ষাধিবরো ন নিবেধঃ প্রভৌ স্মৃতৌ ।

দেশাচারঃ কুলাচারৈরন্তজ ধর্ম্যং নিরূপ্যতে ॥

ইতি ক্ষন্দপুরাণং ।

যে দেশে প্রাতি স্মৃতি প্রভৃতির প্রত্যেক বিধি ও নিবেধ নাই, সেই দেশেই দেশাচার ও কুলাচারানুসারে ধর্মের নিরূপণ করিবে ; অর্থাৎ শাস্ত্র সত্ত্বে দেশাচার ও কুলাচার গ্রাহ্য নহে । তবে শাস্ত্র জ্ঞাত হইয়া বিবর্ণাচারে কর্ম করিলে তৎকর্মাদি পণ্ড হইয়া কঠা পাপগ্রস্ত হয়েন । (১) এক্ষণে কজিয়াচারে কর্ম করা কঠব্য ।

প্রশ্ন । কায়স্থকুলোদ্ভব রাজা আদিত্যশূর (২) যজ্ঞার্থে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ এতদ্দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন । ঐ পঞ্চ কায়স্থেরা ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের সেবার্থে আইসেন কিনা ? এবং ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের অতিদীর্ঘ পুরোহিত গোত্র পঞ্চ কায়স্থেরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিনা ?

উত্তর । সেবার্থে আইসেন নাই, কিন্তু পঞ্চ ব্রাহ্মণেরা ঐ পঞ্চ কায়স্থদিগের পুরোহিত ছিলেন বটে । এক্ষণেও তত্তৎ সন্তানেরা তৎকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু পুরোহিত-গোত্র প্রাপ্ত হয়েন নাই—ইহাদিগের গোত্র আবহমান কাল স্থির আছে । এবং ইহারা দশ জনেই যজ্ঞ (৩) করিতে আসিয়াছিলেন ; যথা ।

(১) অধ্যক্ষো নিধনঃ শ্রেষ্ঠঃ পরাধ্যক্ষোভর্যাবহঃ ॥ ভগবদ্বীত্যাং ।

(২) আইনাব্দবরী ও ছায়রোল মতাকরণ ।

(৩) কায়স্থেরা চাতুর্ভূষণ সংস্থাপক এবং বটকর্ম্মশালী ইতি পাঠ্যে ।—তবেই যজ্ঞ কল্লাইতে অধিকারী হয়েন । অত্র এত্বে ৫২ । ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

কনজাবিপতিধীরঃ পত্রার্থে বিধৃতঃ স্বধীঃ ।

বিজ্ঞাতাঃ পণ্ডিতাঃ সর্বৈষ আদিত্যশ্চাভি মন্ত্রিতঃ ॥

গৌড়েশ্বর মহারাজ রাজসূয়মনুষ্ঠিতং ।

ভ্রমার্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্ত দ্বিজা দশ ॥

ইতি কৌস্তভব্রহ্মধৃত কবি ভট্ট শালিবাহনঃ ॥

গৌড়েশ্বর রাজা আদিত্যশূর রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান মানস
করিয়া যজ্ঞ যোগ্য দশজন দ্বিজ পাঠাইতে পত্র প্রেরণ
করিয়াছিলেন । কনজাবিপতি রাজা তৎপত্রার্থ বিদিত হইয়া
দশজন দ্বিজ (১) গৌড় দেশে রাজা আদিত্যশূরের যজ্ঞার্থে
প্রেরণ করিয়াছিলেন ।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমনীয় বাহনাদি ।

গোযানেনাগতা বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিক ত্রয়াঃ ।

গজে দত্ত কুল প্রোষ্ঠো নরযানে গুহঃ স্বধীঃ ।

ইতি কুলশীঘ্রপ্রবাহ ধৃত কুলাচার্য্য কারিকা ।

পয়ার । গোযানারোহণে আইলা বিপ্র পঞ্চজন ।

অশ্বে ঘোষ বহু মিত্র করিলা গমন ॥

গজে দত্ত গুহ কৈলা নরযানে গতি ।

কত মত দাসগণ আইলা সংহতি ॥

পঞ্চব্রাহ্মণানাং গোত্রং যথা ।

বাংস্ফ	গোত্রে	হান্দি	মহাশয়
ভরদ্বাজ	"	ক্রীহর্ষ	"
শাণ্ডিল্য	"	ভট্টনারায়ণ	"

(১) পঞ্চব্রাহ্মণ ও কায়স্থকজির ।

কায়স্থ	গোত্র	দক্ষ	মহাশয়
সাবর্ণ	"	বেদগর্ভ	"

পঞ্চকায়স্থানাং গোত্রং । বধা ;—

গোভম	গোত্র	দশরথ বহু	মহাশয়
সৌকালীন	"	মকরন্দ ঘোষ	"
বিশ্বামিত্র	"	কালিদাস মিত্র	"
ভরদ্বাজ	"	পুরুষোত্তম দত্ত	"
কায়স্থ	"	দশরথ গুহ, নামান্তর বিরাটগুহঃ ।	

পরে ঐ ব্রাহ্মণি তুল্য পঞ্চ ব্রাহ্মণঠাকুরেরা মহারাজ আদি-
শূরের সমীপে ঐ পঞ্চ কায়স্থ মহাত্মাদিগের পরিচয় যেরূপ
গৌরবে দিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন ।

ঘোষস্থ পরিচয় ।

স্বকৃতালি কৃতাম্বর এসকৃতী
ক্ৰিতিদেব পদাম্বুজ চাকুরতিঃ ॥
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিঃ
বিজবন্দ্য কুলোদ্ভবা চার্য্য গতিঃ (১) ॥
সচঘোষ কুলাম্বুজ ভানুরয়ং
প্রথিমেন্দু যশঃ স্বরলোক যশঃ ॥
সততং স্বস্থখী সমতিষ্ঠ স্বধীঃ
শরদিন্দু পয়োস্বধি কুন্দ যশাঃ ॥

(১) গতি মনোজ ইতি । মেদিনী !

৮৪: ~~কালকাল~~ পয়ার। ঘোষন্ত। স্মৃতির, পুণ্যকল বহুবৎ হয়ে।

আছয়ে ইহাঁর দেহ বেক্টন করিয়ে ॥

বিপ্রপদে অবিবাদে আছে তাঁর মন ॥

মকরন্দ নাম সদা তপ পরায়ণ ॥

বন্দ্য কুলোদ্ভব বিপ্র ভট্ট তপতরু ॥

মনোজ্ঞ হইয়ে তাঁরে বরেছেন গুরু ॥

ঘোষ কুলাম্বুজ প্রকাশক বিকর্তন ॥

যশেতে পূর্ণিত ক্ষিতি শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥

সদা স্মৃখী শিষ্টে ইষ্টে নিষ্ঠ পুণ্যবান ॥

তপে করেছেন দেবলোক বশমান ॥

পয়সিদ্ধ পুষ্পকুন্দ আর পূর্ণশশী ॥

সদা তায় শোভা পায় শুভ্র যশোরানি ॥

বসোঃ পরিচয়ঃ ।

বহুধাধিপ চক্রবর্তিনো বহুতুল্যাবহুবংশ সন্তবাঃ ।

বহুধা বিদিতাণ্ডগাণবৈ নিয়তং তেজসিনো ভবন্তনঃ ।

দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ(১)প্রথমঃ কুলে।

দশদিশাং জয়িনাং যশসাজয়ী বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে।

লঘু ত্রিপদী। এই ক্ষিতি পতি, অতি মহামতি,

অষ্ট বহু তুল্য জানি ।

সেই বহু বংশ, স্মৃমি অবতংস,

মহাতেজী মহামানী ।

শৌর্য্য, বীর্য্য অতি, যুদ্ধে মহারথি,

দশ দিক করে জয় ।

রাজা প্রজা মেলি, দশরথ বলি,

সেই হেতু নাম কর ।

মিত্রশু পরিচয়ঃ ।

যশস্বিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্বসাদরঃ

প্রমত্ত(১) সত্ত্বমত্ত(২) হঃ শরৎ স্তম্ভাংগু বদ্ যশঃ ।

প্রতাপ তাপনোত্তপদ্বিষালি(৩) যোষিদা(৪)লিকো ।

বিভাতি মিত্রবংশ-সিন্ধু কালিদাস চন্দ্রকঃ ।

দ্বিজালি পালনার্থকোহপ্যাশোচ(৫) হর্ব সেবকঃ,

কুলাসুজ প্রকাশকো যথাক্রকার দীপকঃ ।

দীর্ঘ ত্রিপদী । যশস্বীর যশোধর, সর্ববস্ত্রেতে সমাদর,

অস্ত্রে শাস্ত্রে স্তনিপুণ ধীর ।

ধর্ম যুদ্ধে শত্রু মারি, কাদান শত্রুর নারী,

প্রতাপে তপন মহাবীর ।

সত্ত্বগুণে স্ফুটিত, মিত্রবংশার্ণবোখিত,

চন্দ্রসম হইলা প্রকাশ ।

শরচ্ছন্দে জিনি জ্যোতি, পিতৃদেবার্চনে মতি,

কালী-ভক্ত নাম কালিদাস ।

(১) ভীঃ ন রিপুং হস্তি ধর্মবিৎ । ভাগবত ।

(২) ক্ষুঃ । অমরঃ ।

(৩) শত্রু জেগি অমরঃ ।

(৪) যোষিত স্ত্রী অমরঃ ।

(৫) অশোচ অসহকৃতি । ইতি ত্রিকাণ্ডশেখ ।

পালন সেবন দানে, তেঁবেনৈ ব্রাহ্মণগণে,

অহংকার না করেন তায় ।

মিত্রকুল পদ্মশ্রেণী, মধ্যে যেন দিনমণি,

অপ্রকাশ হইল তাহার ।

গুহ্য । অয়ং গুহকুলোদ্ভবো দশরথাভিধানো

মহান্ কুলান্বজ মধুব্রতো বিবিধ পুণ্যপুঞ্জাষিতো ।

নিশম্য গুহভাষিতং সকল সভ্যহাস্যং ব্যভূৎ

সবঙ্গ গমনোদ্যতো বিবিধ মানভঙ্গোন্নতঃ ॥

তেটকচ্ছন্দ । মহাবংশোদ্ভূত নানা পুণ্যচারী ।

রাজসূয় শাখা মধু যজ্ঞকারী ॥

ইহ শুভ্রমতি পুণ্য পুঞ্জাষিত ।

গুহবংশোদ্ভব নাম দশরথ ॥

সভা মধ্যে ব'সে যত সভ্য ছিলা ।

গুহ শব্দ শুনে হাসিতে লাগিলা ॥

হাস্তে আশ্রয় লান হইয়া বিমন ।

মানভঙ্গে বঙ্গে করিলা গমন ॥

দত্তত্ব । অহং পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ

কৃতী হৃদন্তকুল সন্তবো নিখিল

শাস্ত্র বিদ্যোত্তমঃ । বিলোকিতু

মিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো

চকার নৃপতিঃ সতং বিনয় হীনতো নিকূলং ।

পয়ার । আমি মহামাণ্ড দত্ত কুলের প্রধান ।

শিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠ পুরুষোত্তম আখ্যান ॥

সর্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সদা শুভ কার্য্য ।

বিপ্র সঙ্গে এসেছি দেখিতে (১) এই রাজ্য ॥

রাজা কন নবগুণে কুলীনের মূল ।

বিনয় হীনেতে দত্ত হইলা নিকূল ॥

অতএব কায়স্থেরা শূদ্র বা শুশ্রূষক হইলে প্রথমতঃ রাজ
দভায় প্রবেশ করিতে পারিতেন না এবং রাজাও তাঁহাদিগের
পরিচয় স্বয়ং লইতে ইচ্ছা করিতেন না । এবস্তৃত মান্যরূপে
পরিচয় দেওয়া কখনই সম্ভব হইত না । আর ঐ রাজা আদিত্য-
শূর ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থদিগকে যজ্ঞ দক্ষিণার্থ মহা-
সম্মানে গ্রাম ধন ও ধেনু প্রভৃতি তুল্যরূপে দান করিয়া উভয়
জাতিকেই এতদ্দেশে বাস করাইতেন না । বিশেষতঃ তৎকিয়ৎ
কাল পরে রাজা আদিত্যশূরের বংশের বিরাম হইলে কায়স্থ
কুলোদ্ভব রাজা বল্লালসেন ঐ উভয় জাতির সম্মানদিগকে
অস্বত্ন করিয়া তন্মধ্যে যাঁহাদিগকে নবগুণ বিশিষ্ট পাইয়া-
ছিলেন তাঁহাদিগকে কুল সম্মান প্রদানান্তে ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্য
নিযুক্ত করিয়া তদ্বংশাবলির আদান প্রদানের গ্রন্থ প্রস্তুত
করাইয়া উভয় জাতির কুলগ্রন্থ ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্যের হস্তে
রাখিয়াছেন তাঁহাদিগের বংশানুক্রমে তত্তৎ কর্ম্মে অদ্যাবধি
নিযুক্ত আছেন ; তাহাও দৃশ্যমান আছে । অতএব যদিপি
কায়স্থেরা শূদ্রবর্ণ হইতেন তবে ধর্ম্ম সংস্থাপক হিন্দুরাজা
আদিত্যশূর ও রাজা বল্লালসেন কায়স্থদিগের কুলাচার্য্যার্থ

(১) অহঙ্কার পূর্ব্বক বজ্ঞার্থে আসিয়াহি না কহিরা, দেখিতে
আসিয়াহি কহাতে বিনয়গুণে হীন হইলেন । অর্থাৎ অহঙ্কার করা হইল ।

ব্রাহ্মণদিগকে নিযুক্ত করিতেন না। এবং তৎকালের ব্রাহ্মণ-
রাও তৎকর্ম করিতে স্বীকার হইতেন না। যথা ;—

শূদ্রাশ্বং শূদ্রসম্পর্কং শূদ্রেঃ সহ সমাগমং ।

শূদ্রবেশ্বনি চাহারঃ স্থলস্তমপিপাতয়েৎ ॥ স্মার্ত্তি ।

ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ, তন্মধ্যে যাঁহারা নবগুণ-
বিশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা কুলীন হইয়াছিলেন। ততঃকুলীন
সন্তানদিগের কুলের বিবরণ। যথা ;—

কুলীনঃ—উত্তমকুলোদ্ভব। তৎপর্যায়ঃ মহাকুলঃ ২ আৰ্য্যঃ
৩ সভঃ ৪ সজ্জনঃ ৫ সাধুঃ ৬ ইত্যমরঃ ।

অথাধুনিক কুলীন লক্ষণং । কুলং উৎকর্ষ বিশেষ বংশঃ
ইতি সঙ্কেতং । তদ্ব্যাপত্যমিত্যর্থং কুলশব্দাদীন্ প্রত্যয়েন
কুলীন ইতি পদসিদ্ধিরিতি । অর্থাৎ কুলীন শব্দেই উৎকর্ষ
বিশেষ বংশ জাতক ব্যক্তিরিতি । তথাচ লক্ষণং । উৎকর্ষ
বিশেষধর্ম্মাবচ্ছিন্ন বংশজাতকভেদসিদ্ধি তদ্ব্যবস্থং কুলীন-
মিতি । উৎকর্ষবিশেষস্ত নবধাগুণাঃ । যথা ।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনং । নিষ্ঠারুতি
স্তপো দানং নবধা কুললক্ষণং । অতএব উৎকর্ষ বিশেষাত্মক
নবধা গুণবিশিষ্টত্বং কুলীনত্বং । এতেন ইদানীং সাধারণ
সামান্য জনানং যদি নবধা গুণা বর্ত্তন্তে তদা তেপি কুলীনাঃ
হ্যঃ তন্ন । অনবচ্ছিন্ন পর্য্যায়ত্বং কুলীনত্বং (১) । প্রমাণং যথা ।

সপর্য্যয়াং সমাসাদ্য দান গ্রহণমুত্তমং ।

কুল্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরম্পরং ।

(১) শূদ্রে নবগুণের সত্ত্ব নাই ।

তথাচ । কুলীনস্ত হুতাং লক্সা কুলীনায় হুতাং দদৌ ।

পর্যায় ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ ॥

তথাচ । আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশস্ত্যাগস্তথৈব চ ।

প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রে চ কুলকশ্ম(১) চতুর্বিধং ।

ইতি কুলদীপিকা ।

বল্লাল ভূপালকৃতাঃ কায়স্থাকুলীনাঃ ।

সৌকালীনগোত্রে মকরন্দ ঘোষঃ ১ গোতমগোত্রে দশরথ
বহুঃ ২ বিশ্বামিত্রগোত্রে কালিদাস মিত্রঃ ৩ কাশ্যপগোত্রে
দশরথ গুহঃ হাশ্বাদবমানিতো বঙ্গগতঃ ৪ ভরদ্বাজ গোত্রে
পুরুষোত্তম দত্ত বিনয় হীনতো নিকুলঃ ৫ । রাজাদিত্যসূরের
বংশের বিরাম হইলে কায়স্থ বংশাবতংশ গুণিগুণজ্ঞ রাজা
বল্লাল সেন (২) পূর্ব লিখিত ব্রাহ্মণ কায়স্থ, কুলীন সম্ভান-
দিগকে আশ্রয় পূর্বক স্থায় সভায় আনয়ন করিয়া গুণ বিচার
ক্রমে যাঁহারা নবগুণাস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগকে পিতৃবৎ
কুলমান প্রদান করিয়া গ্রামাদি দান করিয়া স্থাপিত করিলেন ।
তদ্বিশেষঃ । ঘোষস্ত ষষ্ঠ পুরুষযোর্বাসস্থানে ক্রমেণ বালী আক-
নাথ্যো গ্রামো । বসোঃ পঞ্চ পুরুষয়োঃ শুক্তি মুক্তির্বাস-
স্থানে ক্রমেণ বাগাণ্ডী মাহিনগরাথ্যো গ্রামো । মিত্রস্ত অষ্টম
পুরুষয়োঃ ধুই গুই মিত্রয়োর্বাসস্থানে ক্রমেণ বঁড়িশা টেকা
নাম গ্রামো । এবং ঐ পূর্বোক্ত যাজ্ঞিক ঘোষ বহু মিত্র

(১) বিপর্যায়কুলং নাস্তি ন কুলং রণুপিণ্ডয়োঃ ।

(২) কায়স্থজাতি আইন আকসরী^৩ হাররোল মতাকরণ ।

কুলীনদিগের সম্মান মধ্যে যাঁহারা নবগুণের ন্যূন হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বংশজ (১) বলিয়া কুলাচার্য্য এষ্টে লিখাইয়া পূর্ব পুরুষের সম্মানার্থে তিন ছয় অষ্টাদশ গ্রাম অষ্টাদশ জনকে বাস করিতে প্রদান করিয়াছিলেন । যথা ;—ষোড়শ খনিয়া ১ দীর্ঘাঙ্গ ২ আমরেশ্বর ৩ করাতি ৪ শাক্রালি ৫ শেয়াখালা ৬ ॥ বসোঃ চিত্রপুর ১ পঞ্চমূলী ২ দীর্ঘাঙ্গ ৩ গোহরি ৪ নিমার্কা ৫ শালমূলী ৬ । মিত্রেশ চাকলই ১ দাঁতিয়া ২ চাঁদড়া ৩ দাব্‌ড়াকুপি ৪ কুমারহট্ট ৫ বালিয়া ৬ । ইদানীন্তন এই সকল সমাজের বংশজেরা কুলীনদিগের ৬ সমাজের পরিচয় প্রায় দিয়া থাকেন । একারণ ঐ সকল সমাজ প্রায় গুণিতে পাওয়া যায় না । কিন্তু কুলাচার্য্য ঘটক (২) দিগকে অবিদিত নাই ।

পরে বল্লাল ভূপালাত্মজ মহাত্মা লক্ষণ সেন রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ কুলীনদিগকে মহা সমাদরে নিজ সভায় আনয়ন পূর্বক নানাবিধ সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন । তৎ ক্রিয়াকাল পরে পুরন্দর বসু খানোপাধি মহাত্মা, কায়স্থ কুলীন (৩) দিগের ত্রয়োদশ পর্য্যায়াবধি পর্য্যায়বন্ধ ও ভ্রম-

(১) আচারাদি নবগুণ মধ্যে কোন কোন গুণের হ্রাসতা ।

(২) বল্লাল বিষয়ে হ্রাস কুলীনঃ দেবতা স্বয়ং । মৌলিকাঃ যেরব জেরা ঘটকাঃ স্তুতি পাঠকাঃ ।

ইতি কুলদীপিকা ।

(৩) কেচিৎ কুলাচার্য্য বিশিষ্টত্বং কুলীনত্বং । রাখাতন্ত্রে বাহুদেহ প্রতি ত্রিপুত্রোবাচ । কুলাচার্য্য বিনা পুত্র নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে শক্তি

কৃত কুলোদ্ধারের নিয়ম করেন, পূর্বের বিপর্যয়ে বিবাহ হইত ।

ইডুপলক্ষে সিদ্ধ সাক্ষ মৌলিকাঃ । গোড়েকৌ কীর্তিমন্ত-
শির বসতি কৃত্য মৌলিকাযেহি সিদ্ধাঃ । তে দত্তাঃ সেনদাসাঃ
করগুহসহিতাঃ পালিতাঃ সিংহদেবাঃ ॥ যোবাপাদ্যাভি মুখ্যাঃ
স্থিতিবিনয়ঃ জুষঃ সপ্ততিস্তে দ্বিপূৰ্বা হোড়াদ্যা বীক্ষ্য রাজ্ঞা
চরণগুণযুতা মৌলিকাভেনসাধ্যাঃ ॥ ১ ॥ সিদ্ধ মৌলিকস্ত স-
মাজঃ । দত্তস্ত বালী ১ নেওদা ২ আমলহাড়া ৩ চাকলই ৪
আর্টিসেওড়া ৫ দীর্ঘঙ্গ ৬ কোদালে ৭ পাঁচনৌর ৮ বটগ্রাম ৯
খোপাপুর ১০ বরাটিয়া ১১ নীলপুর ১২ জটগ্রাম ১৩ লোণা ১৪
জেজুর ১৫ মৈদগাঁ ১৬ বিজুর ১৭ দেড়্যাটন ১৮ চুপঞ্জলা ১৯
হাড়গ্রাম ২০ বেওড়া ২১ দেওড়া ২২ বিঘাটি ২৩ কেওটা ২৪
কলিঙ্গনগর ২৫ কোনা ২৬ স্নগক্ষ্যা ২৭ কোমগর ২৮ গৃহিণী ২৯
সেনেটি ৩০ । সেনস্ত দীর্ঘঙ্গ ১ কোনা ২ । দাসস্ত শাঁক-
রালি ১ সেওড়া ২ হরিপুর ৩ কালীঘাট ৪ মুড়াগাছা ৫ শাটি-
শেওড়া ৬ মেদগ্রাম ৭ । করস্ত পাণিহাটি ১ বন্দিপুর ২ । পালি-
তস্ত কোনা ১ বড়ুয়া ২ । সিংহস্ত আনুলে ১ চৌলা ২ বর্দ্ধ-
মান ৩ বেলুন ৪ আকনা ৫ পাঁচনৌর ৬ মহানাদ ৭ পাটনা
৮ । দেবস্ত কর্ণসোনা ১ চিত্রপুর ২ ভূষালি ৩ চাগাঁ ৪ আঁতুর
৫ বৈরাটি ৬ গরিপা ৭ নীলপুর ৮ গৌরহট্ট ৯ দেবগ্রাম ১০

হীনস্য তে সিদ্ধিঃ কথং ভবতি রে হুত । যমাংশ সন্তাং লক্ষ্যং ব্রহ্মা কিং
তপ্যতে তপঃ । ব্রহ্মা অশ্বং ব্রহ্মা পূজাং জপঞ্চ বিকসং হুত । বিশেষ
হুলাগব তস্ত্রে দেখিবেন ।

ইন্দ্রাগী ১১ চৌরগাঁ ১২ কর্ণপুর ১৩ ॥ : ॥ দ্বিসপ্ততি সাধ্য-
মৌলিকাঃ । যথা—

হোড়ঃস্বর ধর ধরগী বাণ আইচ সোমঃ পই সুর সামঃ ।
ভঞ্জে বিন্দো গুহবল লোধঃ শর্মা বর্মা ছই ডুই চন্দ্রঃ । রুদ্রো
রক্ষিত রাজাদিত্যো বিষ্ণুর্নাগঃ খিল পিল গুতঃ । ইন্দ্রো গুণ্ডঃ
পালো ভদ্র ওম শচাকুর বন্ধুর নাথঃ । শাঁই হৈশশচ মনো গণ্ডো
রাহা রাণা রাহত শানা দাহা দানা গণ উপমানা । খামঃ
ক্ষোম ঘর বৈ ওষো বীদ স্তেজ শচাণব আশঃ । শক্তিভূতো
ত্রকঃ শান্নঃ ক্ষেমো হেমো বর্দ্ধন রঙ্গঃ । গুইঃ কীর্তি যশঃকুণ্ডো
নন্দীশীলো ধনু গুণঃ ।

বঙ্গজশ্রেণী কায়স্থানাং কুলীনাঃ মৌলিকালিখ্যন্তে ।

গোড়দেশ হইতে যে যে কায়স্থেরা বঙ্গদেশে বাস করিয়া-
ছিলেন, তাঁহারা বঙ্গজশ্রেণী আখ্যাত হইয়া বঙ্গে বাস করি-
তেছেন । তাঁহাদিগের কুলীন মৌলিক ক্রমে কহিতেছি । যথা ।

রাঢ়েন স্থাপিতং পূর্বং পশ্চাদঙ্গ বিশেষত ।

চন্দ্রদীপ শিবস্থানং যথা কুলীন মণ্ডলং ।

বঙ্গবংশেষু মুখ্যোদ্যৌ নাম্না লক্ষণ পুষণৌ ।

ঘোষেষুচ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভূজ মহাকৃতিঃ ।

গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে অশ্বপতি(১)স্তথা ।

দত্তে নারায়ণশ্চৈব এতেচ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ ।

অপরন্ত । নাগে দশরথশ্চৈব মহানন্দস্ত নাথকঃ ।

(১) পূর্বে এতদেশীয় বোদ্ধা ও রাজাদিগের অশ্বপতিও গজপতি
ইত্যাদি নাম হইত ।

চন্দ্রশেখর দাসস্ত সেনে গঙ্গাধরসুতা ।
 দামোদর করঃ খ্যাতো দামস্তৃষাপতিসুতা ।
 পালিতে জনসংজ্ঞাসাক্ষে নারায়ণাখ্যকঃ ।
 পালে আবঃ সমাখ্যাতে রাহাবংশেষু কৃষ্ণকঃ ।
 ভদ্রে দিগম্বরশৈব ধরেচ ব্যাস সংজ্ঞকঃ ।
 প্রভাকরস্ত নন্দীশ্রাৎ কেশবো দেববংশজঃ
 অবীপতিরিতিখ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীর্তিতঃ ।
 সোমে বংশধরশৈব সিংহে রত্নাকরসুতা ।
 নারায়ণঃ সমাখ্যাতে রক্ষিতেচ তথা পরে ।
 বেদগর্ভাকুরশৈব দৈত্যারি বিষ্ণু সংজ্ঞকঃ ।
 আঢ্যে ত্রিলোচনো খ্যাতো নন্দনেচ উষাপতিঃ ।
 এতে বঙ্গজ নির্দিষ্টা বল্লালেন মহাস্বনা ।
 অন্তেপি শূদ্রা বিখ্যাতা স্তত্র দেশ নিবাসিনঃ (১) ।
 তে বঙ্গজাঃ সমাখ্যাতাঃ করণেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

ইতি বঙ্গজকুলাচার্য্য ।

এবং উত্তর রাঢ়িয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীদ্বয়েরাও ব্রহ্মকায়স্থ
 কত্রিয়বর্ণ । গ্রন্থ বাহুল্য নিমিত্তে বিস্তাররূপে লিখিলাম না ।

ইতু্যপলক্ষে গোত্রপ্রবরাঃ লিখ্যন্তে ।

গোত্রপ্রবর্তক মুনিব্যাবর্তকো মুনিগণঃ । যমদগ্নিগোত্রস্থ
 প্রবরাঃ যমদগ্নি ঔর্ষবশিষ্ঠাঃ । ১ । ভরদ্বাজ গোত্রস্থ ভরদ্বা-

(১) বঙ্গজকায়স্থের কুলাচার্য্য লিখিলেন যে এতদ্ভিন্যোরা শূদ্র,
 তবে উক্ত বঙ্গজশ্রেণীরা শূদ্র হইলেন না ইহাই স্থির হইল ।

ଆନ୍ଧ୍ରମସ ବାହସ୍ପତ୍ୟାଃ । ୨ । ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗୋତ୍ରସ୍ତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର
 ଔତତ୍ତ ଦେବରାଟଃ । କେଚିଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀତି କୌଷିକାଃ । ୩ ।
 ଅତ୍ରି ଗୋତ୍ରସ୍ତ ଅତ୍ରିତ୍ରେୟ ଶାତାତପାଃ । ୪ । ଗୋତମ ଗୋତ୍ରସ୍ତ
 ଗୋତମ ବଶିଷ୍ଠ ବାହସ୍ପତ୍ୟାଃ । ୫ । ବଶିଷ୍ଠ ଗୋତ୍ରସ୍ତ ବଶିଷ୍ଠଃ । କେ-
 ବାକ୍ସିଂ ବଶିଷ୍ଠାତ୍ରି ସାଙ୍କୃତ୍ୟଃ । ୬ । କାଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ରସ୍ତ କାଶ୍ୟପା-
 ମ୍ପାର ନୈଢ୍ରବାଃ । ୭ । ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଗୋତ୍ରସ୍ତ ଅଗସ୍ତି ଦଧୀତି ଜୈମିନୟଃ
 । ୮ । ମୌକାଲିନ ଗୋତ୍ରସ୍ତ ମୌକାଲିନାନ୍ଧ୍ରମସ ବାହସ୍ପତ୍ୟାମ୍ପାର
 ନୈଢ୍ରବାଃ । ୯ । ମୌଦାଲ୍ୟ ଗୋତ୍ରସ୍ତ ଔର୍ବ ଚ୍ୟବନ ଭାର୍ଗବ ଜ୍ୟା-
 ଦୟାଧୃବତଃ । ୧୦ । ପରାଶର ଗୋତ୍ରସ୍ତ ପରାଶର ଶକ୍ତି ବଶିଷ୍ଠାଃ ।
 ୧୧ । ବୃହସ୍ପତି ଗୋତ୍ରସ୍ତ ବୃହସ୍ପତି କପିଳ ପାର୍ବିଣୀଃ । ୧୨ ।
 କାଶ୍ୟନ ଗୋତ୍ରସ୍ତ ଅଶ୍ୱଥ ଦେବଳ ଦେବରାଜାଃ । ୧୩ । ବିଷ୍ଣୁ ଗୋତ୍ରସ୍ତ
 ବିଷ୍ଣୁର୍ବଦ୍ଧି କୌରବାଃ । ୧୪ । କୌଷିକ ଗୋତ୍ରସ୍ତ କୌଷିକାତ୍ରି ଜମଦଗ୍ନୟଃ
 । ୧୫ । କାତ୍ୟାୟନ ଗୋତ୍ରସ୍ତ ଅତ୍ରି ଭୃଗୁ ବଶିଷ୍ଠାଃ । ୧୬ । ଆତ୍ରେୟ
 ଗୋତ୍ରସ୍ତ ଆତ୍ରେୟ ଶାତାତପ ସାଂଧ୍ୟାଃ । ୧୭ । କୃଷ୍ଣାତ୍ରେୟ ଗୋତ୍ରସ୍ତ
 କୃଷ୍ଣାତ୍ରେୟାତ୍ରେୟା ବାମାଃ । ୧୮ । କାନ୍ତ ଗୋତ୍ରସ୍ତ କାନ୍ତାଶ୍ୱଥ ଦେବଳାଃ । ୧୯ ।
 ସାଙ୍କୃତି ଗୋତ୍ରସ୍ତ ଅବ୍ୟାହାରାତ୍ରି ସାଙ୍କୃତ୍ୟଃ । ୨୦ । କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ
 ଗୋତ୍ରସ୍ତ କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ ଶ୍ତିମିକ କୌଂସାଃ । ୨୧ । ଗର୍ଗ ଗୋତ୍ରସ୍ତ
 ଗାର୍ଗ୍ୟ କୌସ୍ତଭ ମାଣ୍ଡବ୍ୟାଃ । ୨୨ । ଆନ୍ଧ୍ରମସ ଗୋତ୍ରସ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ର-
 ମସ ବଶିଷ୍ଠ ବାହସ୍ପତ୍ୟାଃ । ୨୩ । ଅନାର୍ବକାକ୍ଷ ଗୋତ୍ରସ୍ତ ଗାର୍ଗ୍ୟ
 ଗୋତମବଶିଷ୍ଠାଃ । ୨୪ । ଅବ୍ୟ ଗୋତ୍ରସ୍ତ ଅବ୍ୟବିଳି ସାରସ୍ୱତାଃ ।
 ୨୫ । ଜୈମିନି ଗୋତ୍ରସ୍ତ ଜୈମିନି ଔତତ୍ୟ ସାଙ୍କୃତ୍ୟଃ । ୨୬ ।
 ବୃଦ୍ଧି ଗୋତ୍ରସ୍ତ କୁରୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ୱିରୋ ବାହସ୍ପତ୍ୟାଃ । ୨୭ । ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟ
 ଗୋତ୍ରସ୍ତ ଶାଣ୍ଡିଲ୍ୟାସିତ ଦେବଳାଃ । ୨୮ । ବାଂସ ଗୋତ୍ରସ୍ତ ସାବର୍ଣ

গোত্রয়োঃ ঔর্ধ্ব চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্যাণুবৃতঃ । ২৯ । আল-
ম্বায়ন গোত্রস্ত আলম্বায়ন শালঙ্কায়ণ শাকটায়নাঃ । ৩০ ।
বৈয়াসপদ্য গোত্রস্ত সাক্ষতিঃ । ৩১ । স্মৃতকৌশিকা গোত্রস্ত
কুশিক কৌশিক স্মৃতকৌশিকাঃ । কেশাঙ্কিৎ কুশিক কৌশিক
বঙ্কুলাঃ । ৩২ । শক্তি গোত্রস্ত শক্তি পরাশর বশিষ্ঠাঃ । ৩৩ ।
কাম্মারম গোত্রস্ত কাম্ময়নাস্মিরস বাহ্‌স্পত্যভরদ্বাজাজমীঢাঃ
। ৩৪ । বাস্তুকি গোত্রস্ত অক্ষোভ্যনন্ত বাস্তু কয়ঃ । ৩৫ ।
গৌতম গোত্রস্ত গৌতমাস্মিরস বাহ্‌স্পত্য নৈধ্রবাঃ ।
কেশাঙ্কিৎ গৌতমাস্মিরসাবাসাঃ । ৩৬ । শুনক গোত্রস্ত শুনক
শৌনক গৃৎসমদাঃ । ৩৭ । সৌপায়ন গোত্রস্ত ঔর্ধ্ব চ্যবন
ভার্গব জামদগ্ন্যাণুবৃতঃ । ৩৮ । ইতি ধনঞ্জয় কৃত ধর্ম্মপ্রদীপে
গোত্রপ্রবর বিবেকঃ ॥

প্রশ্ন । ব্রহ্মকায়স্থ, করণ-কায়স্থ ও শূদ্রকায়স্থের ভেদ কি ?

উত্তর । ব্রহ্মকায়স্থ দুই প্রকার । প্রথমতঃ ব্রহ্মার সর্ব
কায়োদ্ভব চিত্রগুপ্তদেব তদ্বংশজ ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ
অত্র গ্রন্থে স্থানে স্থানে এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতানাং ব্যবস্থাস্থাং
দ্রষ্টব্যং ।

দ্বিতীয় ত্রেতাযুগে পরশুরামের নিঃক্ষত্রিয় সময়ে রাজর্ষি
চন্দ্র সেনের সন্তান মহর্ষি দাল্ভ্য ও রাম কর্তৃক রক্ষিত
সন্তান ও তৎসন্তানেরাও ব্রহ্মকায়স্থ (১) অত্র গ্রন্থান্তে ব্রাহ্মণ
পণ্ডিতানাং ব্যবস্থাস্থাং দ্রষ্টব্যং ।

(১) ব্রহ্মকায়স্থ চিত্রগুপ্তদেবের সন্তানদিগের সহিত সমিকরণ এবং
মহর্ষিদাল্ভ্য ও রাম উভয় ব্রাহ্মণ কর্তৃক রক্ষার্থে ব্রহ্মকায়স্থঃ, ক্ষত্রিয়বর্ণ ।

করুণ দুই প্রকার ; তদৈক করুণ কায়স্থ সংজ্ঞা লাভ করি
রাছেন । যথা ।—

মহুঃ । ঝল্লোমল্লশচ রাজহাষাত্যা মিচ্ছিব রেবচ ।

নটস্থ করুণশ্চৈব খশ দ্রবিড় এবচ ॥

ত্রৈতায়ুগে পরশুরামের নিঃকজ্রিয় সময়ে কতক কজ্রিয়-
সম্ভ্রানেরা পলায়ন করিয়া নানাদেশে ঝল্ল মল্ল(১) মিচ্ছিব
নট করুণ খশ দ্রবিড়াখ্যায় স্ব স্ব দেহ প্রচ্ছন্ন করিয়াছিলেন,
তন্মধ্যে যাহারা ক্রমশঃ সংস্কার রহিত হইয়া নীচাচারে রহি-
লেন, তাঁহারা নীচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । যাহারা ব্রহ্মকায়স্থবৎ
আচার ব্যবহার সংস্কার ও তদবৃত্ত্যবলম্বে(২) আবহান কাল
বাপন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারাই করুণকায়স্থাখ্যায় অব-
স্থিত(৩) । এই সকল করুণ কায়স্থেরা প্রায় উৎকল দেশে বাস
করেন । তাঁহাদিগের করুণ কায়স্থাখ্যা শুনিয়া তদ্দেশস্থ বর্ণ-
শুদ্ধর শূদ্রাবিশিষ্ট করুণেরাও কদাচিত করুণকায়স্থ কহিয়া
থাকে, কিন্তু তাহা নহে, তাহারা করুণ নামে খ্যাত ।

প্রশ্ন । মহুঃ গ্রন্থের এক শ্লোকে ঝল্ল মল্লাদি নীচ জাতির

(১) অধুনা প্রায় ৩।৪ শত বৎসর হইল এক জন মল্ল সম্ভ্রান সৌ-
ভাগ্যোদয় রাজজ্ঞী লাভ করিয়া ব্রাত্য ঘোচনে কজ্রিয়সংস্কারে সং-
স্কৃত হইয়া পুরুষানুক্রমে কাল বাপন করিয়া আসিতেছেন, অদ্যাপি
ঐ রাজ্যকে সকলে মল্লভূমি কহিয়া থাকে ।

(২) যো যস্য বৃত্তসম্ভোগি স তজ্জাতি প্রকীর্ত্তিতঃ । মহুঃ

(৩) জনৈক করুণ কায়স্থ বহু কালাবধি অতি বিখ্যাত গোম্বারী
মেদিনীপুরে বাস, হুঃখিনিী, কৃষ্ণদাসের পাঠ বলিয়া বিখ্যাত ।

সহিত ব্রাত্য ক্ষত্রিয় করণ যখন গ্রথিত রহিয়াছে, তখন কেহ নীচ কেহ উচ্চ কিরূপে সম্ভবে ?

উত্তর । এক শ্লোকে গ্রথিত হইলে কি সকলেই উত্তম বা অধম হইবে, এমত নহে ।

যথা অমরঃ । যমানিলেন্দ্র চন্দ্রার্ক বিষ্ণু সিংহাংশু বাজিষু ।

শুকা হি কপিভেকেয়ু হরিণা কপিলে ত্রিষু ॥

যম, বায়ু, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য্যঃ, বিষ্ণু, সিংহ, কিরণ, ঘোটক, পক্ষী, সর্প, বানর, ভেক, গাভী. (হরিশব্দে) এই সকলকে বুঝায় । তবে ইহারা সকলেই কি ত্যজ্য বা পূজ্য হইবেন ? (অর্থাৎ নহে) যদি কহেন (হরি) শব্দবোধক নাম ; এটিও ব্রাত্য ক্ষত্রিয় বোধক নাম, হরি শব্দেও যদি উত্তমাদম বুঝায়, তবে ব্রাত্যক্ষত্রিয় শব্দেও উত্তমাদম বুঝাইবে । এবং ব্রাত্যক্ষত্রিয় করণেরা সদ্ব্রতি অর্থাৎ কায়স্থব্রতি দ্বারা আবহমান জীবিকা করিতেছেন, (১) তাহাতে অত্র করণের নীচত্ব সম্ভবে না ।

দ্বিতীয়, শূদ্রাবিশেষতঃ করণজাতি শূদ্রমধ্যে পরিগণিত, কেচিন্মতে ইহাদিগকে কায়স্থ কহেন । কিন্তু কায়স্থ লিখনটী প্রমাদ কহিতে হইবে, যেহেতু ইহারা নীচশূদ্র সঙ্করজাতি, এবং পৃথক্ ব্রত্যাপজীবী ।

রুদ্রয়ামলে যথা । শূদ্রাবিশেষতঃ করণোদ্বিজাগ্রে ধাবকঃ কৃতঃ ।

(১) কেচিদ্ভ্রাত্য পরিখ্যাতা তথা ব্রতাস্থসারতঃ । ব্রতি স্বর্গাচ পখ্যাত ব্রতিরেব গরীয়সী । কুলপঞ্জিকা ধৃত ব্যাসঃ ।

শূদ্রা গৰ্ভে বৈশ্যোরসে জাত করণজাতি দ্বিজাতির আজ্ঞা-
বাহক ।

মনুঃ টীকাকারঃ কুল্লুক ভট্টঃ । রাজ ধনধান্য দুর্গাস্তঃ পুররক্ষক
পারশবোধ্য করণানামিতি ।

রাজার ধনধান্য দুর্গ অন্তঃপুর রক্ষক পারসব উগ্র(১)ও করণ ॥

গোবিন্দকান্ত বিদ্যাহুঘণ সংগৃহীত লঘুভারতং ।

দুর্গাস্তঃ পুররক্ষাচ শুশ্রূষাচ দ্বিজম্মনাং ।

ধনধান্যাধ্যক্ষতা করণানাং নিযন্ত্রিতা ॥

অত্র বৈশ্যশূদ্রা গৰ্ভোৎপন্নঃ । করণের রুতি দুর্গও অন্তঃ-
পুর রক্ষা এবং ধনধান্যাধ্যক্ষতা ও দ্বিজাতিদিগের শুশ্রূষা মহ-
র্ষিরা পূর্বে কহিয়াছেন । তবেই ইত্যাদি শাস্ত্রের প্রমাণে
এবং জীবিকান্বারা অত্র শূদ্রাবিশস্তঃ করণজাতি কদাচ কায়স্থ
নহে, এক বর্ণসঙ্কর নীচজাতিমাত্র । যথা । বৃদ্ধিরেব গরীয়সী ।
ইতি ব্যাসঃ ।

তৃতীয়, অধুনা কমলাকরভট্ট নামক এক পণ্ডিত শূদ্রধর্ম
তত্ত্ব নামক গ্রন্থে নিকৃষ্টশূদ্র বর্ণসঙ্করজাতিকে পটাদি লেখনার্থ
কায়স্থ লিখিয়াছেন । যথা, বৈশ্যাদিপ্রাজো বৈদেহঃ ক্ষত্রিয়
বৈশ্যায়াং জাতামাহিয্যাঃ ।

মাহিষ্য বনিতা স্নুর্বেদেহাদ্যঃ প্রসূয়তে ।

স কায়স্থ ইতি প্রোক্ত স্তন্য ধর্মো বিধীয়তে ।

লিপীনাং দেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ ।

গণকত্বং বিচিত্রঞ্চ বীজপাটী প্রভেদতঃ ।

অধমঃ শূদ্রজাতিভ্যঃ পঞ্চসংস্কারবানসৌ ।

চাতুর্বর্ণস্ত সেবাং হি লেপিলেখন সাধনাং ।

ব্যবসায় শিল্পকর্ম তজ্জীবনমুদাহৃতং ।

শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ বস্ত্রমারক্তমস্তসা ।

স্পর্শনং দেবতানাঞ্চ কায়স্থাদ্যো বিবর্জয়েৎ ।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যতে বৈদেহ, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যতে
মাহিষ্য, বৈদেহ হইতে মাহিষ্যতে জাতসন্তানকে কমলা-
কর ভট্ট নামক পণ্ডিতরচিতগ্রন্থে পটাদি চিত্রলেখনার্থ অধম
শূদ্রজাতিকে যে কায়স্থ বলিয়াছেন, ঐ কায়স্থেরা পঞ্চ সং-
স্কারযুক্ত এবং উহাদিগের জীবিকা দেশজাতলেখন (১) গণ-
কল্প (২) বিচিত্র (৩) বীজপাটী প্রভেদকারী (৪) চাতুঃবর্ণের
সেবক । এবং লেপি লেখন (৫) ইত্যাদি নানাবিধ শিল্পকর্ম
উহাদিগের জীবনোপায় । এবম্প্রকার বর্ণসঙ্কর নীচশূদ্র
কায়স্থদিগের শিখাসূত্র রক্তবস্ত্র ও দেবতাদি স্পর্শন নিষেধ ।
এবং সর্বজাতিতেই উক্তমাধম আছে । যথা, ব্রাহ্মণ মধ্যে
বর্ণব্রাহ্মণ ইত্যাদি । অতএব, উহাদিগকে যে কায়স্থ কহা
সে কিবল নাম করণ মাত্র । (৬)

(১) ভূমিতে লেখন অর্থাৎ আলিপনা এবং প্রস্তর ও কাষ্ঠকলঙ্কে
লিখনেত্যাদি ।

(২) দৈবজ্জীবী ।

(৩) শূচি দ্বারা বস্ত্রাদিতে শিল্পকর্মকরণ এবং শেলাই ইত্যাদি ।

(৪) বীজাদি প্রভেদকরণ ও বপন ইত্যাদি ।

(৫) দেওয়ালাদি লেপন ও চিত্রকরণ যথা পটুয়া ইত্যাদি । পুরাণার্থ
প্রকাশ ।

(৬) যথা কাষ্ঠময়ে হস্তী যথা চর্মমহোমুগঃ ।

এম। অগ্নিপুৰাণীয় জাতিমানাখিত বঙ্গজকুলার্চ্যাকারি-
কাঙ্কিত শব্দকল্পক্রম ধৃত প্রমাণে যথা।

আদৌ প্রজাপতেজ্জাতা মুখাঙ্গিপ্রাঃ সদারকাঃ।

বাহোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতা উৰ্বোবৈশ্যা বিজজিহ্নে ॥

পাদাচ্ছূদ্রশ্চ সন্তুতস্ত্রিবর্ণশ্চ চ সেবকঃ।

ব্রহ্মার মুখ হইতে সন্ত্রীক ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়,
উরু হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই
শূদ্রের পুত্র হীম, তৎপুত্র প্রদীপ, তৎপুত্র কায়স্থ, বহুবিধ লিপি
কারক, সেই কায়স্থের পুত্রের নাম চিত্রগুপ্ত এবং কায়স্থেরাও
কহেন যে তাঁহাদিগের আদি পুরুষের নাম চিত্রগুপ্ত; তবেই
নামে নামে যখন এক হইল তখন তাঁহাদিগকে শূদ্র কহিতে
হইবে কিনা?

উত্তর। অগ্নিপুৰাণ অষ্টাদশ পুরাণ মধ্যে গণ্য বটে, কিন্তু
তাহাতে সংশয় হইতেছে যেহেতু অত্র পুরাণের শ্লোক সং-
খ্যার নিশ্চয় নাই। কোনগ্রন্থে ১৪০০০। ১৫০০০। ১৬০০০। হাজার
শ্লোক পাওয়া যায়। ইতি পুরাণেতিবৃত্ত। তবেই ২০০০ ছুই
হাজার শ্লোকের যখন ন্যূনাতিরেক হইল, তখন তৎপুরাণোক্ত
সমুদায় প্রমাণ কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে? কেননা আধু-
নিক পণ্ডিতেরা যখন বাহার প্রতি সদয় বা নির্দয় হয়েন তখন
তাহাই লিখিতে পারেন। (১) বোধ হয় ব্রহ্ম কায়স্থদিগের প্রতি
কোন রাগপ্রযুক্ত সেই নির্দয়তাই ঘটিয়াছে। তাহা এই কয়ে-

(১) ব্রহ্মকায়স্থ প্রতি এরূপ ক্রোধোক্তি ক্ষত্রিয় শ্লোক অন্যান্য
গ্রন্থেও দেখা যায়।

কটি শ্লোক স্তম্ভনার কোণে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ইহা অবি-
বাক্য নহে। যেহেতু প্রতিভে উক্ত আছে, ব্রাহ্মণোহস্য
মুখমাসীৎ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মার মুখ হইতে একাকী উৎপন্ন
হইয়াছেন, এবং অন্যান্য পুরাণাদিতেও তাহাই। কেবল এই
অস্থিরাস্ত্র অগ্নিপুৰাণীয় জাতিমালা(১) তে বর্ণিত হইয়াছে,
মুখ হইতে ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক উৎপন্ন হইয়াছেন, ভাল তবে কি
ব্রাহ্মার মুখমধ্যে উদ্বাহকার্য্য নির্বাহ হইয়াছিল? যদি কহেন
তাহা নহে, পুরুষপ্রকৃতি ব্রাহ্মার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া পরে
বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে (সদারকা) শব্দ ঘটে না।
দ্বিতীয় ব্রাহ্মা যে শূদ্রকে সৃজন করিয়া তৎসংশাবলী প্রভৃতিকে
দ্বিজাতিবর্ণের সেবার্থে নিযুক্ত করিলেন, তৎপরেই তৎপ্র-
পৌত্র(২) অবধিকে পুনশ্চ যদি লিখনকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন,
ভাল না হয় পিতামহ ব্রাহ্মার ভ্রম হইয়াছিল, তবে সেবাকা-
র্য্যার্থে কি কোন দ্বিজাতিবর্ণকে নিয়োগ করিয়াছিলেন? পুন-
রায় প্রশ্নকার কহেন যে শূদ্রের বৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম চিত্রগুপ্ত,
কায়স্থদিগের আদিপুরুষের নামও চিত্রগুপ্ত, অতএব নামে
নামে যখন এক হইল তখন সমব্যক্তি না কহিব কেন? তদু-
ত্তর ব্রাহ্মকায়স্থদিগের আদিপুরুষ যে চিত্রগুপ্তদেব ইহ পিতা-

(১) পণ্ডিত সমাজে গ্রাহ্য নহে।

(২) ইহার জাত নাম কায়স্থ বহুবিধ লিপিকারক বলিয়া উক্ত হ-
ইয়াছে, বহুবিধ লিপি অর্থাৎ ভূমিতেও দেওয়ানে চিত্রকরণ এবং কাষ্ঠ
ফলকে ভাস্কর্য্যে ও প্রস্তর খণ্ডে লেখন ইত্যাদি। ইহা ব্রাহ্মকায়স্থের
কর্ম নহে।

মহাবাহুর সর্বকায়োদ্ভব সাক্ষাৎধর্ম জগতের পিতৃপতি, তাঁহার সহিত শত্রেয় বৃদ্ধ প্রপৌত্রের নাম এক্য হওয়াতে তিনি শূদ্র হইবেন? অর্থাৎ কদাচ নহে। বহু পুরাণে যথা ভার্গবো রাঘবো গোপত্সয়ো রামাঃ প্রকীর্তিতাঃ। এক রাম ব্রাহ্মণ যমদগ্নিঋষির সন্তান, দ্বিতীয় রাম কৃত্তির রাজা দশরথাজ্ঞ, তৃতীয় রাম গোপজাতি নন্দগোপের পুত্র, অতএব ইহাদিগের সমনাম হওয়াতে ইহারা কি সমজাতি বা সম ব্যক্তি হইবেন? কদাচ নহে। অতএব, যুক্তিহীন বিচারে ধর্মহানিঃ প্রজায়তে। অর্থাৎ যে শাস্ত্র যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাতে ধর্মের হানি করে।

প্রশ্ন। চিত্রগুপ্ত বংশীয় ও চন্দ্রসেন রাজবংশীয়েরা ব্রহ্ম কায়স্থ কৃত্তির বর্ণ, তাহাতে আমার সংশয় ছেদ হইয়াছে, এক্ষণে এতদ্দেশীয় পূর্বস্থিত দেব দত্ত করাদি রুদ্র, ভদ্র, শর্মা, বর্মা, ওম, প্রভৃতি সিদ্ধ সাদ্র মৌলিক কায়স্থদিগের আয়ুল জানিতে ইচ্ছা হইতেছে।

উত্তর। চিত্রগুপ্ত সন্তান ও চন্দ্রসেন রাজসন্তান(১) দিগের আয়ুল তুমি জ্ঞাত হইয়া নিঃসংশয় হইয়াছ। এক্ষণে এতদ্দেশীয় পূর্বস্থিত দেবদত্ত পালিতাদি ও রুদ্রভদ্র শর্মা, বর্মা, ওম, প্রভৃতি কায়স্থদিগের আদ্যোপান্ত আমি কীর্তন করিতেছি

(১) ত্রৈলোক্যে পরশুরাম ও দালেন্ডাঋষি কর্তৃক চিত্রগুপ্তের সন্তানদিগের সহিত সংমিলিত করাতে চিত্রগুপ্তের প্রাধান্য রহিল, ইহাতে উভয়দিগকে চিত্রগুপ্ত সন্তান বলাতে দোষ হয় না। যেহেতু কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ চিত্রগুপ্তদেবকে কহিতে হইবে।

শ্রবণ করুন । ইঁ হারাও ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, তাহা না হইলে
আদিসূর আনিত বোষ বহু মিত্র দত্ত গৃহ বাজিক ব্রহ্মকায়স্থ
ক্ষত্রিয়েরা ইহাদিগের সহিত আহার ব্যবহার পরিগনাদি
ক্রিয়া কখন করিতেন না, অতএব যখন উত্তমেরা গ্রহণ করি-
য়াছেন তখন তাঁহাদিগকেও উত্তমকহিতে হইবে (১) তথাপি
তাঁহাদিগের আদ্যোপাস্ত কহিতেছি শ্রবণ করুন যথা ।

ব্রহ্মাপুত্রং প্রদীপঞ্চ কায়াদক্ষিণতোহম্বজং ।

বামকায়োন্তবা পত্নী তেনকায়স্থ সম্ভবঃ ।

প্রদীপস্ত ত্রয়ঃ পুত্রাঃ খ্যাতা ত্রিভুবনেপি চ ।

চিত্রগুপ্তো বসেৎস্বর্গে চিত্রাক্ষো নাগসমিধৌ ॥

শ্রেণী চ মর্ত্যলোকে বৈ ক্রমাদেশান্তরং গতাঃ ।

কালিঞ্জরং গুজ্জরাটং নন্দিগ্রামক দ্রাবিড়ং ।

রাঢ়ে বঙ্গ্রে ক্রমেনৈব দাক্ষিণং রাঢ় মেবচ ॥

ওড়্বেচ কামরূপেচ গোড়়ে বারেন্দ্র দেশকে ।

এতেষাঞ্চ স্মৃতা যে যে তেহপি তদেশ সংজ্ঞকাঃ ॥ পরাশরঃ

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পুত্র প্রদীপ (২) ব্রহ্মা তদক্ষিণ কায়ান্ত্রে
সৃজন করিলেন এবং তাঁহার বাম কায়ান্ত্রে প্রদীপের পত্নীকে
উৎপন্ন করিলেন (৩) পিতামহ ব্রহ্মার কায়োৎপন্ন হেতু

(১) উত্তমে উত্তমে মিলে অধমে অধম । কে কোথা দেখেছে মিলে
অধমে উত্তম । ইতি ভারতচন্দ্র রায় ।

(২) চিত্রগুপ্তদেবের নামান্তর অত্রগ্রন্থে ৭০ পত্রে অষ্টব্যং ।

(৩) আদিসূরে প্রদীপদেবের ত্রীকে ব্রহ্মার বামকায়ান্ত্রে উদ্ভব
করাতে ত্রী জাতির এক নাম বামা হইয়াছে ।

তাঁহাদিগের কায়স্থ সংজ্ঞা হইয়াছে। প্রদীপদেবের ত্রি-
পুত্র, চিত্রগুপ্ত স্বর্গে, চিত্রাঙ্গ পাতালে এবং শ্রেণী মর্ত্য লোকে (১)
বাস করায় বংশধ্বজি হওয়াতে দেশদেশান্তরে বসতি করি-
লেন। প্রথমতঃ অযোধ্যায় (২) পরে মথুরায় কালিঙ্গনে
গুজরাটে নন্দিগ্রামে দ্রাবিড়ে ক্রমে রাঢ়ে বঙ্গে দক্ষিণ রাঢ়ে
উৎকলে কামরূপে গোঁড়ে বারেন্দ্র দেশাদিতে বসতি করাতে
তাঁহারা সেই সেই দেশাখ্যায় বিখ্যাত হইলেন। যথা,
অযোধ্যায়ী মাথুর গোড় উত্তররাঢ়ি দক্ষিণরাঢ়ি বঙ্গজ বারেন্দ্র
শ্রেণী ইত্যাদি। অতএব গোড় বঙ্গাদি দেশের পূর্বস্থিত কায়-
স্থেরা ব্রহ্মকায়স্থ কৃত্রিয় বর্ণ তাহাতে সংশয়াভাব।

(১) এই তিন ব্যক্তিই এক এবং একেই তিন, কেবল স্থানভেদে
নাম ভেদমাত্র। যথা, জীগঙ্গাদেবী, স্বর্গে মন্দাকিনী, পাতালে ভো-
গবতী, পৃথিবীতে ভাগীরথী। চিত্রগুপ্ত দেবাদিত্রয়কেও তৎ
জানিবেন।

(২) কোশলো নামমুদিতঃ স্ক্রীতো জনপদোমহান্। নিবিষ্টঃ
সরস্বতীরে পশু ধান্য ধনর্দ্ধিমান্। অযোধ্যানাম নগরী উদ্যাদী-
ল্লোক বিজ্ঞতা। মম্বনা বানবেস্তেণ পুঠৈব পরিনির্মিতা। ইতি বাদ-
কাণ্ডে পঞ্চমাধ্যায়ে। অর্থাৎ সরস্বতীরে কোশলনামে ধন ধান্য পশুপূর্ণ-
এক উন্নত গ্রাম ছিল, তন্মধ্যে অযোধ্যা নামে এক বিখ্যাত নগরী ছিল
যাহা পুরাকালে মানবেস্ত মম্বর দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণকৃত্রিয় কায়স্থ বৈশ্য শূদ্রানাং উৎপত্ত্যাদি প্রদর্শনং ।

ব্রাহ্মণঃ

ব্রাহ্মণমুখজ

মুখস্বরূপ

কর্ষজ

ব্রাহ্মণোহস্তু মুখমাসীৎ বাহৌ রাজস্ব্য
কৃতঃ । উরুস্তদস্তু যদ্বৈশ্যঃ পশুভ্যাং শূদ্রোহজা
য়ত । ইতি মৎস্যপুরাণধৃত শ্রুতিঃ ।

ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভূজো মহাত্মা । বিড়ুরন-
জিহ্মশ্রিত কৃষ্ণবর্ণঃ । ভাগবতে ২য় স্কন্ধে । (১)
ক্ষত্রধর্মাদপগতো ব্রাহ্মণত্বমুপাগতঃ । ধ-
র্মস্য বচনাৎ প্রীতো বিশ্বামিত্রস্ততো ভবান্
গরুড়পুরাণং ।

তৎপরে ইনি ব্রহ্মর্ষি হয়েন । ইতি ত্রিকা
গুণেশঃ ।

মহাবীর্য্যাদুরূক্ষয়ো নাম পুত্রোহভূৎ । তস্তু
ত্রয়্যাক্ষণ পুঙ্করিণৌ কপিচ পুত্রোহভূৎ । তস্তু
ত্রিতয়ম পশ্চাৎ বিপ্রতামুপজগামঃ । বিষ্ণুপু-
রাণং ৪ অং ১৯ অধ্যায়ে ।

পুত্রগৎসমদস্তু চ শুনকো যস্তু শৌনকঃ ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রা স্তথৈব চ ।
ইতি বায়ুপুরাণং ১।(২)

ধর্ম ও জী-

ধর্ম অধ্যয়নং যজনং দানঞ্চৈতি ।

(১) বিরাটরূপের মুখস্বরূপ ব্রাহ্মণ, মহাত্মা ক্ষত্রিয় ভূজস্বরূপ, উরু-
স্বরূপ বৈশ্য, এবং শূদ্র পদতলস্বরূপ ।

(২) অর্থাৎ যিনি যেস্বরূপ কর্ম আচরণ করিয়াছিলেন, তিনি সেই
সেই জাতি হইয়াছিলেন ।

বিকা

জীবিকা। অধ্যাপনং যাজনং প্রতিগ্রহঞ্চ।
ইতি নানাপুরাণং।

আশ্রমং

চতুষ্টয়ং। ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ বাণপ্রস্থঃ স-
ন্ন্যাসী চ। ইতি নানাপুরাণং।

কৃতিয়ঃ }
বাহুজঃ }

অত্র গ্রন্থে ১০৫ পত্রে ১ম শ্লোকে দ্রষ্টব্যং।

বাহুস্বরূপ

অত্র গ্রন্থে ১০৫ পত্রে ২য় শ্লোকে দ্রষ্টব্যং।
প্রকারান্তর।

সূর্য্যবংশীয়

সূর্য্যস্থ পুত্র বৈবস্বত মনুঃ সত্যযুগে মনুরেব
রাজাসীং তস্তপুত্র ইক্ষ্বাকুঃ ত্রেতাযুগে রাজাসীং
তে চ সূর্য্যবংশীয়াঃ। ভাগবতং।

চন্দ্রবংশীয়

চন্দ্রস্থ পুত্র বুধঃ তস্ত বৈবস্বত মনু কন্যায়াং
ইলায়াং ভার্য্যায়াং পুরুষবাঃ তস্ত বংশানুক্রমে
চন্দ্রবংশীয়াঃ। তত্রৈব।

ধর্ম্ম ও জী-
বিকা

ধর্ম্ম। অধ্যয়নং যজনং দানঞ্চ। জীবিকা,
প্রজারক্ষণং করগ্রহণঞ্চ। ইতি নানাপুরাণং।

আশ্রমং

ত্রয়ং। ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ বাণপ্রস্থঃ। ইতি
নানাপুরাণং।

কায়স্থঃ }
সর্বকায়জ }

অত্র গ্রন্থে ৬ পত্রে শেষ ২ পঙ্ক্ত্যবধি ৭
পত্র যাবৎ দ্রষ্টব্যং।

বাহুস্বরূপ

অত্র গ্রন্থে প্রথম পত্রে এবং ১০৫ পত্রে
দ্বিতীয় শ্লোকে দ্রষ্টব্যং।

বাহুজ

বাহ্যোশ্চকত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতি-
তলে । ইতি কায়স্থ কৌস্তভ ধৃত ব্যোম-
সংহিতা ।

সূর্যবংশীয়

চিত্রগুপ্তদেব জ্ঞাতিবুদ্ধিকামনায় সূর্য-
দেবের উপাসনা করাতে সূর্যদেব এক পুত্র
তঁাহাকে প্রদান করেন তঁাহার নাম সূর্যধ্বজঃ ।
অত্র গ্রন্থে ৫৯ পত্রে দ্রষ্টব্যং ।

চন্দ্রবংশীয়

চিত্রগুপ্তদেব পুনশ্চ জ্ঞাতি বুদ্ধ্যর্থ চন্দ্র-
দেবের উপাসনা করেন তাহাতে চন্দ্রদেব
এক পুত্র প্রদান করেন তঁাহার নাম চন্দ্রহাসঃ ।
অত্র গ্রন্থে ৬৪ পত্রে দ্রষ্টব্যং ।

অন্যচ্চ । অত্র গ্রন্থে ব্রাহ্মণপণ্ডিতানাং
ব্যবস্থায়ান্ দ্রষ্টব্যং ।

আচারাদি

আচার । সদাচার পরা নিত্যং রতা হরি-
হরার্চনে । দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ
পূজকাঃ । ইতি স্কান্দে । অন্যচ্চ ।

ধর্ম ও

জীবিকা

অত্র গ্রন্থে ১৪ পত্রে ৯ পঁক্ত্যাবধি ১৫ পত্রে
৪ পঁক্তি যাবৎ শ্লোকে দ্রষ্টব্যং ।

আশ্রমং

চতুর্কয়ং । ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ বাণপ্রস্থঃ স-
ন্ন্যাসী চ । অত্র গ্রন্থে ৬১ পত্রে নিম্নে ২
পঁক্ত্যাবধি ৬২ পত্রে ৫ পঁক্তি শ্লোক যাবৎ
দ্রষ্টব্যং ।

বৈশ্যঃ	অত্র গ্রন্থে ১০৫ পত্রে প্রথম শ্লোকে
উরুজ	দ্রুতব্যং ।
উরুস্বরূপ	তৎ পত্রে ২য় শ্লোকে দ্রুতব্যং । প্রকা-
পার্শ্বজ	রস্তরং অত্র গ্রন্থে ১ম পত্রে দ্রুতব্যং ।
ধর্ম ও জী-	ধর্ম, অধ্যয়নং যজনং দানঞ্চ । জীবিকা
বিকা	কৃষি বাণিয্য পশুরক্ষা । ইতি নানাপুরাণং ।
আশ্রমং	আশ্রমং ব্রহ্মচর্য্য গৃহস্থ বাণ গ্রন্থঃ ।
	ইতি নানা পুরাণং ।
পাদজ	অত্র গ্রন্থে ১০৫ পত্রে ১ম শ্লোকে
	দ্রুতব্যং ।
শূদ্র	অত্র গ্রন্থে ১০৫ পত্রে ২য় শ্লোকে দ্রুতব্যং ।
পাদস্বরূপ	অত্র গ্রন্থে ১ম পত্রে দ্রুতব্যং ।
ধর্মঃ	দ্বিজাতিবর্ণের সেবা । ইতি নানাপুরাণং ।
জীবিকা	দ্বিজাতিবর্ণের সেবা এবং শিল্পকর্মঃ ।
	ইতি নানাপুরাণং ।
আশ্রমং	গৃহস্থমাত্রং ।

প্রশ্নঃ । কনজ দেশ হইতে বেদবেত্তা পঞ্চজন ব্রাহ্মণ ও তাদৃশ যজ্ঞ যোগ্য পঞ্চকায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞ করিতে আগমন করেন। কিন্তু দশজনকেই যজ্ঞযোগ্য বেদবেত্তা কহিতে ছেন। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহারও যজ্ঞ করিবার অধিকার আছে, তাহার প্রমাণ কি ?

উত্তর । জনকঃ সৌনকো বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজ্ঞে ইতি শ্রুতিঃ ।

তথাহি তুল্যাস্ত দর্শনং । ইতি বেদান্ত ৩য় অধ্যায় ৯ সূত্রং ।

শ্রীভগবান পূজ্যপাদ স্বামির ব্যাখ্যা রাজাজনক ও মৌনক ও বৈদেহ ক্ষত্রিয়েরা বহু দক্ষিণা দিয়া স্বহস্তে যজ্ঞ করিয়াছেন। ই হাদিগের তুল্য গৃহস্থ জ্ঞানিরা বর্ণাশ্রম কৰ্ম্ম সকল করিলে সৰ্ব্বোত্তম সাধক হয়েন। বিশেষতঃ বর্ষানুষ্ঠান সকাং যজ্ঞ রাজা আদিত্যসূর করিয়াছিলেন। এই যজ্ঞ রাজসূয় যজ্ঞের এক শাখা এই বিদ্যাকে মধু তুল্য জানিয়া ইহার এক নাম বেদে মধু যজ্ঞ (১) কহিয়াছেন। এই জন্ম এই যজ্ঞাধিকারী কায়স্থ ক্ষত্রিয় ব্যতীত ব্রাহ্মণ নহেন। ঐ রাজা বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞান্তে পুত্রোষ্টিয়াগ করেন, তাহাও স্বকাম যজ্ঞ। অন্যান্য প্রমাণ অত্রগ্রন্থে ৬২ পত্রে দ্রষ্টব্য।

বর্ষানুষ্ঠান যজ্ঞ ও আর আর যজ্ঞ ক্ষত্রিয়দিগের অধিকার ও স্বধৰ্ম্ম হয়, যথা ;—

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।

বিষয়েষু প্রসক্তিচ্চ ক্ষত্রিয়স্ত সমাসতঃ।

মনুঃ ১ ম অধ্যায় ৮৯ শ্লোক।

অর্থাৎ প্রজা রক্ষণ, দান যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন এবং বিষয় স্মৃথে আসক্তি ক্ষত্রিয় জাতির স্বভাবতঃ হইয়া থাকে।

অপিচ। ইজ্যাধ্যয়ন দানানি বিহিতানি দ্বিজম্ননাং।

জন্ম কৰ্ম্মাবদাতানাং ক্রিয়াচাশ্রম চোদিতা।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ ম স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ১৩ শ্লোক।

অর্থাৎ যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন ও দানাদি কৰ্ম্ম নিত্যরূপে করণে দ্বিজাতিদিগের দ্বিজত্ব হয় ইতি।

প্রশ্ন। স্মার্তরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শূদ্রোপাধি মধ্যে বহু ঘোষা
দি পদ্ধতি লিখিয়াছেন। এবং তদুপাধি যখন কায়স্থদিগের
দৃশ্য হইতেছে, তখন তাহাদিগকে শূদ্র কহিতে হইবে কিনা ?

উত্তর। স্মার্তরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শূদ্রোপাধি মধ্যে যদিও
বহু ঘোষাদি পদ্ধতি লিখিয়া থাকেন তত্তৎ পদ্ধতি শূদ্রোপাধি
মধ্যে বলিয়া কোন পুরাণাদিতে পাওয়া যায় না। বরং দেব-
তাদিগের মধ্যে পাওয়া যায়। যথা।

বহি ও কুর্মপুরাণে।

‘আপোক্রবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোহনলঃ।

প্রতুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোহস্টৌ প্রকীর্তিতাঃ।

দক্ষপ্রজাপতির বসুনাম্নী কন্যার গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে অষ্ট
পুত্র জন্মে তাঁহাদিগের উপাধি বহু।

এবং বিষ্ণুপুরাণং। ধর্ম্মের নখর নাম্নী কন্যার পুত্রের
উপাধি ঘোষঃ।

অমরাভিধানং। সূর্য্যের উপাধি মিত্রঃ।

বিষ্ণু পুরাণং। অত্রি মুনির পুত্রোপাধি দত্তঃ।

ত্রিবিষ্ণুর সহস্র নাম মধ্যে ধৃত তন্ত্রোপাধি গুহঃ।

গিবের পুত্র কার্ত্তিকেয়ের নামান্তর গুহঃ।

ইত্যাদি বহুতর দেবতাদিগের উপাধি মধ্যে কায়স্থদিগের
উপাধি পাওয়া যায়।

পরন্তু পূর্ব্বোক্ত দশ জনেই যজ্ঞে যাজ্ঞিক হইয়া যজ্ঞ পূর্ণ
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পঞ্চ কায়স্থ যিনি যে উপাধি

ছিলেন (১) তিনি সেই সেইদেবতার আরাধনা করিতে রাজা

চতুর্পাধি স্থির রাখিলেন। যথা ;—

বহুদেবতার	উপাসনা করিয়া	বহু	উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন
ইন্দ্রদেবতার	„	ষোষ	„
সূর্য্যদেবের	„	মিত্র	„
কার্ত্তিকের	„	গুহ	„
দৈবত দেবতার	„	দত্ত	„

অতএব এই রাজদত্ত যজ্ঞোপাধি বংশোপাধি হইয়া চির-
পরিদ্রা রহিয়াছে। অধুনা যেমন রায় মজুমদার মল্লিক ইত্যাদি
উপাধিও বংশোপাধি হইয়া রহিয়াছে। এবং পূর্বেও এরূপ
উপাধি ক্ষত্রিয়-কায়স্থদিগের ছিল। (২)

প্রশ্ন। পুরাণসংহিতা এবং তন্ত্রাদির প্রমাণ দ্বারা কায়স্থেরা
ব্রহ্মবর্ণ ক্ষত্রিয় তাহা সম্পূর্ণাবধারিত হইল। এবং যদিও
কায়স্থদিগের লক্ষণ ব্রহ্ম আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম কর্ম্ম স্থানে
স্থানে শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে ক্রমান্বয়ে শ্রবণ করিতে
ইচ্ছা করি।

উত্তর। কায়স্থদিগের লক্ষণাদি সকল কহিতেছি শ্রবণ
করুন।

(১) পূর্বে তত্তৎ দেশে কায়স্থেরা এইরূপ যজ্ঞ করিতেন, এ কারণ
তাদি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যেহেতু বিশেষামুসন্ধান করিলে
মিত্র দত্ত প্রভৃতি উপাধি পশ্চিমোত্তর দেশে পাওয়া যায়।

(২) অগ্নি মিত্র নামে এক রাজা ছিলেন ইনি পুষ্প মিত্রের পুত্র এবং
মিত্র নামে এক সংহিতা কর্তা ছিলেন তিনিও এই বংশোদ্ভব।
তিনি বিষ্ণু পুরাণে। অধুনা কালিদাসকৃত মালবিকাগ্নি মিত্র প্রমুখ।

কায়স্থপদ্মত কুলরাম ।

বিদ্যাবস্তুঃ শুচির্বীরো দাতা পরোপকারকঃ ।

রাজকৰ্ম্মী ক্ষমাশীলঃ কায়স্থঃ সপ্তলক্ষণং ।

লেখকঃ আল্পিকরঃ কায়স্থোক্ষরজীবকঃ ।

শব্দকল্পদ্রুমপদ্মত পরাশরসংহিতায়াং ১০ অঃ ।

হলায়ুধস্মৃতিঃ । লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যৈর্বিচক্ষণান

বিষ্ণুসংহিতায়াং । রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তঃ কায়স্থকৃতঃ

রাজাধিকরণ (১) কৰ্ম্মে কায়স্থদিগকে নিযুক্ত করিবেন

ব্যবহার ।

ব্রহ্ম বৈবৰ্ত্তে । সুবুদ্ধিঃ শিবযুক্তিষ্চ শাস্ত্রজ্ঞো ধৰ্ম্মমানসঃ
পদ্ম পুরাণং । সদাচার পরা নিত্যং রতা হরিহরার্চনে ।

দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ ।

কায়স্থেরা নিত্য সদাচারী হরিহরের অর্চক এবং দেব
পিতৃ অতিথীদিগের পূজক ।

প্রশ্ন । কায়স্থেরা বেদাধ্যয়ন করিতে এবং দেব পিতৃ
করিতে প্রণব ও স্বাহা স্বধা প্রভৃতি ব্রহ্মান্ শব্দ উচ্চা
করিতে পারিবেন কি না ।

(১) অধিকরণ মালায়াং । অধিকরণং যথা । বিষয়োবিষয়ৈ
পূৰ্ব্বপক্ষতথোক্তরং । নিৰ্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রে অধিকরণং স্মৃত
ভূগতি কায়স্থদিগকে বিষয় অবিষয় পূৰ্ব্বপক্ষ উক্তর নিৰ্ণয় এই পদ
অধিকরণ কার্গ্যে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ ইহাদিগকে বিচারপতি ব
নিযুক্ত করিবেন ।

উত্তর। পারিবেন যখন শাস্ত্রাদিতে ও আচার ব্যবহার দ্বারা দ্বিজবর্ণ নিশ্চিত আছেন। পরন্তু পশ্চিমোত্তর দেশের যাবতীর কায়স্থেরা দেব ও পিতৃকৰ্ম করণার্থে প্রণবাদি মন্ত্র (১) উচ্চারণ করিয়া কৰ্ম করেন। এবং তত্তদদেশের ব্রাহ্মণেরাও তত্তৎ কৰ্ম্মেতে প্রণবাদি মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া কৰ্ম্মাদি করাইয়া থাকেন যে হেতু ব্রাহ্মণ শব্দ উচ্চারণ ব্যতীত দেব ও পিতৃকৰ্ম্মাদি সিদ্ধ হয় না। অতএব বেদে অনধিকারিকেহই নহে। যথা

ভাগবতীয় দ্বাদশ স্কন্ধে।

বিপ্রোধীত্যাধুয়াৎ প্রাজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়োদধিমেখলাং।

বৈশ্যোধনপতিশ্চৈব শূদ্রঃ শুদ্ধেত পাতকাং।

ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন করিলে জ্ঞানবান্ হইবেন, ক্ষত্রিয়েরা সমাগরা পৃথিবীর রাজা হইবেন, বৈশ্যেরা ধনবান্ হইবেন, শূদ্রেরা নিষ্পাপ হইবেন।

যোগোপনিষদ।

ওঙ্কারমূলং পরমং পদান্তরং গায়ত্রী সাবিত্রীস্বভাসিতান্তরং।

বেদান্তরং যঃ পুরুষো নসেবতে বৃথান্তরং তস্য নরস্য জীবনং।

যাহার উপাসনা করিলে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং যাহাকে সাবিত্রী রূপা গায়ত্রী (২) প্রভৃতি স্বভাষিত লক্ষিত হইয়া থাকে সেই প্রণব মূলবেদ যে পুরুষ সেবা না করেন, তাহার জন্ম বৃথা।

(১) প্রণব, তৎসৎ স্বাহা স্বধা প্রৌষট্ বৌষট্ ইত্যাদি।

(২) গায়ন্ত্র্যে ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীং তৎততঃ স্মৃতাং। ইতি স্মৃতিঃ।

ভগবদগীতায়াম্ ।

ওঁ তৎসদিত্তি নির্দেশো ব্রাহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ ।

ব্রাহ্মণাস্তেন্ন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ।

প্রণব ওঁ তৎসৎ মন্ত্র উচ্চারণ ব্যতীত কোন মন্ত্র যপ যজ্ঞ
দীক্ষা শিক্ষা পূজা সংস্কার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কোন পুণ্য কর্মাদির
সম্পূর্ণ ফল ভাগী হয়েন না ।

ব্রহ্ম বৈবর্তে । স্বাহাশস্তাদেবদানে পিতৃ দানে স্বধা পরা ।

স্বাহা দেবদানে ও স্বধা পিতৃদানে প্রশস্তা ।

ব্রহ্মবৈবর্তে স্বাহোপাখ্যানে ।

ঋবয়ো মুনয়শ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ।

স্বাহান্তম্ মন্ত্রমুচ্চার্য হবির্দদতি নিত্যশঃ ।

স্বাহাযুক্তঞ্চ মন্ত্রঞ্চ যো গৃহ্নাতি প্রশস্তকং ।

সর্বসিদ্ধি ভবেত্তস্মৈ ব্রহ্মণ গ্রহণ মাত্রতঃ ।

বিষহীনো যথাসর্পো বেদহীনো যথা দ্বিজঃ ।

পতিসেবা বিহীনা স্ত্রী বিদ্যাহীনো যথা নরঃ ।

ফলশাখা বিহীনশ্চ যথা বৃক্ষোহি নিন্দিতঃ ।

স্বাহা হীনা তথা মন্ত্রো নক্রতং ফলদায়কঃ ।

ঋষিগণ মুনীগণ ব্রাহ্মণগণ এবং ক্ষত্রিয়াদিরা (১) দেব-
তাদিগকে স্মৃত বা কোন প্রকার দ্রব্য দান করিতে হইলে
স্বাহান্তমন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক দান করিবেন । স্বাহাযুক্তমন্ত্র দ্বারা
দেব পূজা প্রশস্ত হয় । এই ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য মন্ত্র গ্রহণ মাত্র
কর্মির সর্ব কর্ম সিদ্ধ হয় । নতুবা যেমন বিষহীন সর্প বেদ

(১) ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র ।

বিহীন ব্রাহ্মণ পতিভক্তি বিহীনাত্মী বিদ্যাহীন মানব এবং
শাখা হীন বৃক্ষ ইত্যাদিরা যক্রূপ ব্রথানাম ধারণ করে, তক্রূপ
দেব পিতৃ কন্মাদি ব্রথা হয় ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং ।

স্বাহাঙ্কিকা সর্বস্বরেশতৃপ্তিহেতুঃ স্বধেতি পিতৃতৃপ্তিহেতুঃ ।

নাকস্থিতা নাকপ্রদানরূপা সমস্ত যজ্ঞাদি ফল প্রদানা ।

স্বাহারূপা (১) দেবতাদিগের তৃপ্তির কারণ । স্বধারূপা
পিতৃলোকদিগের তৃপ্তির কারণ । ইহারা স্বর্গস্থিতা এবং স্বর্গ-
প্রদায়িনী ও সমস্ত যজ্ঞাদির ফলদাত্রী হয়েন ।

স্বাহোচ্চারণতো দেবান্ স্বধোচ্চারণতঃ পিতৃনৃ ।

বিভোজ্যান্নদানেন ভূতাদ্যানতিথীনপি । ইতি গারুড়ে । (২)
ব্রহ্মবৈবর্তে । স্বধা পিতৃণাং পত্নীচ মুনিভির্মমুভি ন্নরৈঃ ।

পূজিতা পিতৃদানঞ্চ নিষ্ফলঞ্চ যয়া বিনা ।

স্বধা পিতৃপত্নী মুনিগণ মনুগণ নরজাতিরা পিতৃতৃপ্ত্যর্থ
পূজা করিয়া থাকেন । অতএব পিতৃযজ্ঞার্থে স্বধা ব্যতীত
কোন দ্রব্যাদি দান করিলে নিষ্ফল হয় ।

ব্রহ্মবৈবর্তে ।

শরৎ কৃষ্ণাত্রয়োদশ্যাং মঘায়াং ব্রাহ্মবাসরে ।

স্বধাং সংপূজ্য যত্নেন ততঃ ব্রাহ্মং সমাচরেৎ ।

স্বধাং নাভ্যর্চ্য হে বিপ্র ব্রাহ্মং কুর্ধ্যাদহম্মতিং ।

নভবেৎ ফলভাক সত্যং ব্রাহ্মস্তু তর্পণশ্চ ।

(১) স্বাহাদেব পত্নী ।

(২) দেবতা পিতৃ ভূতাদি অতিথিদিগকে স্বাহা স্বধা উচ্চারণ
বাম ভোজ্যের প্রদান করিবে ।

শরৎ কালীন কৃষ্ণপক্ষীয় মঘাত্রয়োদশীর শ্রাদ্ধবাসরে যত্ন
পূর্বক স্বধা দেবীর পূজা করিয়া পরে শ্রাদ্ধাদি করিবেন ।
হে বিপ্র ! স্বধা দেবীকে পূজা না করিয়া ষাঁহার শ্রাদ্ধ তর্পণ
করিবেন তাঁহার কদাচ তত্তৎ কর্মের ফল ভাগী হইবেন না ।

তত্রৈব । স্বধা স্বধা স্বধেত্যেবং যদি বারত্রয়ং স্মরেৎ ।

শ্রাদ্ধস্ত ফলমাপ্নোতি বলস্ত তর্পণস্তচ ।

স্বধোচ্চারণ মাত্রেণ তীর্থস্নায়ী ভবেন্নরঃ ।

মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো বাজপেয় ফলং লভেৎ ।

স্বধা স্বধা স্বধা ত্রিবার স্মরণ করিলে শ্রাদ্ধ তর্পণের ফল
লাভ হয় । এবং মানবগণ স্বধা উচ্চারণ করিলে তীর্থস্নায়ীর
শ্রায় পবিত্র হয় । এবং সর্ব পাপ মুক্ত হইয়া বাজপেয় যজ্ঞের
ফল লাভ করেন ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণীয়া চণ্ডা ।

স্বাহামিবৈ পিতৃগণস্তচ তৃপ্তিহেতু রুচ্যার্য্যসে হ্রমত এব
জর্নৈঃ স্বধাচ ।

হে দেবি ! তুমি স্বাহারূপা দেবতাদিগের তৃপ্তিকারিণী ।
এবং স্বধারূপা পিতৃদিগের তৃপ্তিকারিণী, এইহেতু দৈব ঔষধি-
যজ্ঞ সিদ্ধার্থে জনগণে তোমাকে উচ্চারণ করিয়া থাকেন ।

মৎস্ত পুরাণং ।

মাণ্ডুৰ্যে মাণ্ডবী নাম স্বাহা মাহেশ্বরীপুরে ।

তথাস্মৈ দেবদৈত্যাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়ান্তথা ।

বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ বহবঃ সিদ্ধিমীপ্সূর্যথেষ্পিতাং ।

শ্রীশ্রীসতীর অষ্টোত্তর শত নাম পাঠের মধ্যে স্বাহা শব্দ
চাতুর্বর্ণের পাঠ্য ।

তত্ত্বসারং । তন্ত্ৰোক্তং প্রণবং দেবি বহ্নিজায়াঞ্চ শূদ্ররীং ।

প্রজপেৎ সততং শূদ্র নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।

তন্ত্ৰে শ্রীমহাদেব কহিয়াছেন । প্রণব স্বাহা স্বধা শূদ্রেরা সর্বদা উচ্চারণ করিতে পারেন তাহাতে কোন বিচার করিবার আবশ্যক নাই ।

নির্বাক তন্ত্ৰং ।

অবধূতো গৃহস্থো বা ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণোপি বা ।

তন্ত্ৰোক্তেষু মন্ত্ৰেষু সর্বেষু অধিকারিণঃ ।

অবধূত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ এবং অত্রাহ্মণ ইহারা সকলেই তন্ত্ৰোক্ত প্রণবাদি মন্ত্ৰে অধিকারি হইবেন । অতএব বিবেচনা করুন, ব্রাহ্মণ শব্দাদি দ্বারা স্ব স্ব ইচ্ছ সাধনার্থে অর্থাৎ দেব পিতৃ কন্যার্থে শূদ্রের প্রতিও যখন শাস্ত্রে অনুমতি রহিয়াছে । তখন দ্বিজবর্ণ যে কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের প্রতি কোন মতেই নিষেধ সম্ভবে না ।

শ্রাদ্ধতন্ত্ৰে । গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া ।

দেবসেনা স্বধা স্বাহা মাতরো লোক মাতরঃ ।

শান্তিঃ পুষ্টি ধৃতি স্তৃষ্টি রান্নদেবতয়া সহ ।

আদৌ বিনায়কঃ পূজ্যো অন্তে চ কুলদেবতাঃ ।

ষোড়শ মাতৃকা পূজা করাইবার সময় ব্রাহ্মণেরা স্বাহা স্বা (১) মন্ত্র সর্বজাতিকে উচ্চারণ করাইয়া পূজা করাইয়া কেন, ইহা সর্বত্র বিদিত আছে ।

(১) নান্দীনুথ প্রভৃতি শাস্ত্রে স্বধা পরিবর্তে পুষ্টি উচ্চারণ করিয়া দক্ষাদি সর্ব জাতিতেই পূজা করিয়া থাকেন ।

জীবন মুক্ত্যৰ্থে এবং দেবপিতৃ কৰ্মাদিতে সাবিত্ৰীৰূপা
গায়ত্ৰী উচ্চারণ কৰিতে পারিবেন। যথা ;—

ঐক্যাবেদ জননী পূজিতাঃ প্রথমে যুনে ।

দ্বিতীয়ে চ দেবগণৈঃ তৎ পশ্চাদ্বিভূষাং গণৈঃ ।

ততঃ চাশ্বপতিঃ পূৰ্ব্বং পূজয়ামাস ভারতে ।

তৎ পশ্চাৎ পূজয়ামাস্ত বর্ণাশ্চত্বার এবচ ।

ইতি ঐক্যবৈবৰ্ত্তে ।

সাবিত্ৰীৰূপা গায়ত্ৰী উপাসনা প্রথমে মনু সকলে কৰি-
য়াছেন । দ্বিতীয়ে দেবগণ তৎপরে অশ্বপতি রাজা কৰিয়াছেন,
তৎ অব্যবহিত পরেই চাতুৰ্বৰ্ণে উপাসনা কৰিয়াছেন ।

প্রণব ব্যাহতিভ্যাক্ষ গায়ত্ৰ্যা ত্ৰিতয়েন চ ।

উপাস্যং পরমং ঐক্য আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ।

ইতি যোগিয়াস্তবক্ষ্যঃ ।

প্রণব ব্যাহতি গায়ত্ৰী এই তিন পৃথক বা সমুদায়ের
অর্থজ্ঞান সহিত আত্মা বিশিষ্ট দৈহিক মাত্ৰেই উচ্চারণ কৰিতে
পারিবেন ।

লপিত্বা প্রতি পদ্যেত গায়ত্ৰীং ঐক্যং সহ ।

সোহমস্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ ।

ইতি স্মার্ত রঘুনন্দন ধৃত ব্যাসস্মৃতিঃ ।

গায়ত্ৰীর প্রতিপাদ্য যে ঈশ্বর তেঁহ মন বুদ্ধিচিত্ত অহঙ্কা-
রের অধিষ্ঠাতা যে আত্মা তাঁহার সহিত ভিন্ন নহেন, ইত্য-
কার জ্ঞানে যে কেহ হউন, উপাসনা কৰিতে পারেন, এই
বিধি শাস্ত্ৰে রহিয়াছে ।

চতুর্থা শাস্তিক কৃষ্ণা, বিপ্র জলং স্পৃষ্টা ।
 ক্ষত্রিয়ো বাহনায়ুধং স্পৃষ্টা বৈশ্যঃ প্রতোদং রক্ষীনবা স্পৃষ্টা
 শূদ্রোযষ্টিং স্পৃষ্টা শুদ্ধঃসন্ গায়ত্রীং সংস্মৃত্য
 বৈধস্মানং কুর্যাৎ সঙ্ক্যাদি দেব পূজনং । ইত্যাদি ।
 ইতি স্মার্ত রঘুনন্দনস্ত ব্যবস্থা ।

আদ্য শ্রীক্ষে চতুর্থা শাস্ত্যন্তে বিপ্র জলস্পর্শ করিবেন ।
 ক্ষত্রিয় বাহনায়ুধ (১) স্পর্শ করিবেন, বৈশ্য প্রতোদ (২) স্পর্শ
 করিবেন ; শূদ্র যষ্টি স্পর্শ করিবেন । তৎপরে গায়ত্রী স্মরণ
 করিবেন চাতুর্বর্ণের প্রতিবিধি রহিয়াছে ।

ইতি শ্রীক্ষে তত্ত্ব স্মার্ত রঘুনন্দন ।

প্রশ্ন । নানা শাস্ত্রের প্রমাণে এবং উৎপত্তি আচার ও
 ব্যবহারে প্রভীত হইলাম কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় বর্ণ বটেন । কিন্তু
 পুরাণে লেখেন ত্রেতাযুগে শ্রীপরশুরাম একবিংশতিবার এই
 পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছেন ।

দ্বিতীয় ইত্যাদি প্রমাণানুসারে স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের
 স্মৃতির শুদ্ধিতত্ত্ব লেখেন । যথা ;—শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদি-
 ত্যাদি । অর্থাৎ বেদাদর্শনে ক্ষত্রিয়েরা ক্রিয়ালোপ হেতু ক্রমশ
 ইহ লোকে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । তৃতীয় বিষয় পুরাণ
 প্রমাণে লেখেন মহানন্দিস্ততঃ মহাপদ্মনন্দঃ ক্ষত্রিয়ান্তকারী
 হইবেন । অতএব এই তিন প্রকার প্রমাণে যখন পৃথিবীতে
 ক্ষত্রিয়ের অভাব হইল, তখন কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব কি রূপে
 সম্ভব হইতে পারে ।

(১) অত্রাদি আদিপক্ষে লেখনি প্রভৃতি ।

(২) অত্রাদি তাড়ন দণ্ড ।

উত্তর। ক্রমাগুয়ে কহিতেছি শ্রবণ করুন। নিঃকত্রিয় শব্দ একবার ব্যতীত দ্বিতীয়বার কদাচ সম্ভবে না, তবে এক-বিংশতিবার কি রূপে নিঃকত্রিয় শব্দ লিখিত হইয়াছে। তবে যে নিঃকত্রিয় শব্দ লিখিত আছে, সে যেমন নিলোভ ব্যক্তি (১) কিন্তু কেহই নিলোভ হইতে পারে না। তবে অধিকাংশ লোভ রহিত মাত্র, সেইরূপ নিঃকত্রিয় শব্দ জানিবেন। এবং পরশুরাম যে জন্ম পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃকত্রিয় করেন তৎকারণ শ্রবণ করুন। যথা ;—

ভাগবতস্ত নবমস্কন্ধীয় দ্বাদশাধ্যায়ে ১২ শ্লোকের
স্বামীরটীকা।

ত্রিঃসপ্তকৃৎস্নরেণুকয়া দুঃখাবেশাং উদর তাড়নং কৃতং ।

ততো রামস্তাবং কৃত্বঃ ক্ষত্রমুৎসাদিতবান ইতি প্রসিদ্ধিঃ ।

পরশুরাম একবিংশতিবার নিঃকত্রিয় করিয়াছিলেন। (তাহার তাৎপর্য্য) যখন হৈহয় বংশোদ্ভব কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুনের সম্মুখের পরশুরামের পিতাকে বধ করিয়া তাঁহার মাতাকে পীড়ন করেন, তখন রামের মাতা রেণুকা শোক দুঃখে কাতরা হইয়া আত্মনাদের সহিত বারম্বার হারাম হারাম হাতাত হাতাত বলিয়া একবিংশতিবার স্বীয় উদরে আঘাত করিয়াছিলেন। রাম দূর হইতে সেই শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক দ্রুত-গমনে গৃহে আসিয়া পিতার মৃতদেহ দর্শন ও মাতার অদর্শনে শোক দুঃখে অমর্ষাভিভূত হইয়া কহিলেন। যেমন আমার মাতা ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক পীড়িতা হইয়া হারাম হারাম হাতাত হাতাত

(১) ঐহিকে বা পারত্রিকে জনগণের অবশ্য লোভ থাকে।

১১৪ পত্রের কোড় পত্র ।

ওমিতোকাকরংত্রক বাহরম্ভামহম্মরণ ।

যঃপ্রসাদি ত্যজনুদেহং সযাতি পরমাংগতিং ॥ ১৩

ভগবদগীতায়াং ৮ অধ্যায় ।

কৃষ্ণ অর্জুনকে কহিতেছেন । যে ব্যক্তি ব্রহ্মবাচক একাঃ
কর ওঁ কারকে উচ্চারণ করত উচ্চারণের প্রয়োজন হইয়াছি
আমি আমাকে অনুচিন্তা করিয়া দেহকে ত্যাগ করিয়া গমন
করেন তিনি পরম গতিকে প্রাপ্ত হইবেন ।

১২১ পত্রের কোড় পত্র ।

তদ্বিদং বৈষ্ণবমংরাম পিতৃপিতামহংমম ।

কত্রধর্মমুপাস্থিত্য গৃহাণ ধনুরুদ্যতং ॥ ৩১

যোজয়ন্ত গৃহীত্বাচ শরৈণ রঘুনন্দন ।

যদিশক্লেসি সন্ধাতুং যুদ্ধং দাস্যামিভে ততঃ ॥ ৩২

তচ্ছ্রুত্বা নামদধ্যাস্য রামোবাস্যভাষিতং ।

গৌরবা যজ্ঞিত কথঃ পিতৃবর্চন মনুযীং ॥ ৩৩

অতবানশ্চি তেকর্ম্ম যোরংযতুত্বয়া কৃতং ।

নভেভ্যশ্চৈ তৎকর্ম্ম পিতুরানুগ্যকারিণঃ ॥ ৩৪

বীর্ষাশক্তি পরিক্ষীণং কত্রমুৎসাদিতংত্বয়া ।

লাতিক্রুরেণ তেনত্বং কর্ম্মণা গর্বিতোভব ॥ ৩৫

অানয়েদং ধনুর্দিব্যং পশ্যামে ধনপৌকষং ।

কত্রস্যাপি মহভেজঃ পশ্যাৎ তুত্তনন্দন ॥ ৩৬

ইত্যাদি ।

বাল্মীকীয় রামায়ণস্য আদিকাণ্ড ৭৭ সর্গ ।

পরশুরাম কহিতেছেন । হে রামচন্দ্র । আমার পিতৃ
পিতামহের ব্যবহৃত এই বৈষ্ণব ধনুরুদ্যানি আমি উদ্যত

করিয়াছি তুমি ক্ষত্রিয়কুমার অতএব স্বধর্মাবলম্বী হইয়া যত
পূর্বক গ্রহণ কর । ৩১

হে রঘুনন্দন । একবার ধনুক খানী গ্রহণ করিয়া ইহাতে
শরযোজনা কর যদি এই ধনুকের ছিলায় তুমি বাণগন্ধা
করিতে পার তাহা হইলে আমি এক প্রকার তোমার সহি
সংগ্রাম করিব । ৩২

শ্রীরামচন্দ্র যমদগ্নিকুমার পরশুরামের গর্ভিত বচ
শ্রবণ করিয়া পিতা দশরথের সম্মুখে সারলেপ বাক্য ব্যবহা
না করিয়াই তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৩৩ ॥

হে যমদগ্নিনন্দন । আপনি যে সকল অদ্ভুত কন্ম সম্পাদন
করিয়াছেন আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি কিন্তু আপনি পিতৃ
বিলাপখেদে দুঃখিত হইয়া সেই সকল কন্ম করিয়াছেন
বলিয়া আমি আপনার প্রতি অমুয়া প্রকাশ করি নাই । ৩৪ ॥

আপনি যে সকল ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিয়াছেন তাঁহা
দিগের বীর্যও ছিল না, শক্তিও ছিল না, বীর্যাহীন ও সামর্থ্য
রহিত ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিয়াছেন বলিয়া এই অকি
ঞ্চিৎকর ক্রুর কন্ম দ্বারা গর্ব প্রকাশ করিবেন না ॥ ৩৫ ॥

হে ভৃগু কুমার এক্ষণে আপনার স্বর্গীয়বাণখানি আন
য়ন করুন তাহা হইলেই আমার বল ও পৌরুষ জানিতে
পারিবেন । আপনি নিশ্চয় জানিয়াছেন যে ক্ষত্রিয়দিগের
কিছুই বল নাই । যাহা হউক আমিও ক্ষত্রিয় অদ্য আমার
তেজের মহত্ত্ব আছে কি না অবলোকন করুন ॥ ৩৬ ॥

বলিয়া স্বীয় উদরে একবিংশতিবার আঘাত করিয়াছেন ।
আমিহ তেমনি এই পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়
করিব । ইহা কেবল হৈহয় কুলের প্রতি । তজ্জন্ম তাঁহার
এক নাম হৈহয় কুলান্তক বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে ।
তবে তদুপলক্ষে শত্রু পক্ষীয় অন্যান্য বহু ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হই-
য়াছে । ইত্যভিপ্রায় । এই ঘটনায় পৃথিবীর ক্ষত্রিয় কুল যে
সমূলে নিম্নমূল হইয়াছে এমৎ নহে । তৎপরেও ক্ষত্রিয় বিদ্য-
মান ছিলেন । দ্বাপরযুগে ভারতযুদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণ রাজা যুধি-
ষ্ঠিরের প্রতি কহিয়াছিলেন । যথা ;—

বাসুদেব উবাচ ।

শৃণু কৌন্তেয় রামশ্চ প্রভাবো যো ময়াশ্রুতঃ ।

মহর্ষীগাং কথয়তাং বিক্রমং তশ্চ জন্মচ ।

যথাচ যামদগ্নেন কোটীশঃ ক্ষত্রিয়া হতাঃ ।

উদ্ধৃতা রাজবংশেশু যে ত্বয়া ভারতে হতাঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন হে যুধিষ্ঠির ! আমি পরশুরামের
বিক্রমের কথা যাহা শুনিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন । যদ্যপিও
পরশুরাম কোটী কোটী ক্ষত্রিয় নষ্ট করিয়াছিলেনবটে কিন্তু
ঐ সকল রাজ বংশে পুনর্ব্বার যে সকল ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হই-
য়াছিল যাহাদিগকে তুমি ভারত যুদ্ধে বধ করিলে । তাহাতেও
সম্যক ক্ষত্রিয় কুল নষ্ট হয় নাই । কেন না তৎপরে শ্রীরাম
চন্দ্রের এবং পাণ্ডবার্জুনের বংশ প্রভৃতিও ছিল । পুরাণে
দৃশ্য হইতেছে ।

দ্বিতীয় মনুঃ—১০ ম অধ্যায় ৪৩ শ্লোকে
শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপা দিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ ।

বৃষলঙ্ঘং গতা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেনচ ।

মনুর টীকাকার কুল্লুকভট্টঃ শনকৈ রিতি । ইমা বক্ষ্যমানাঃ
ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ উপনয়নাদি ক্রিয়ালোপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ যাজনা-
ধ্যাপন প্রায়শ্চিত্তাদ্যর্থদর্শনাভাবেন শনৈঃ শনৈঃ লোকে শূদ্রতাঃ
প্রাপ্তাঃ ।

অর্থাৎ শ্রীমনু অনুশাসন করিয়াছেন যে এই সকল ক্ষত্রিয়
জাতি বেদের অদর্শন হেতু ব্রাহ্মণ কর্তৃক ক্রিয়ালোপ প্রযুক্ত
বিশেষতঃ ইহলোকে ক্রমে ক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন (১)
এই বচনস্থ ইদম শব্দে বক্ষ্যমানাঃ ঐ বক্ষ্যমান শব্দে কথিত
হইবে যে ক্ষত্রিয় জাতি । তৎপরেই, কহিয়াছেন । যথা ;—
মনুঃ । পৌণ্ড্র কা শ্চেদ্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃশকাঃ ।

পারদাঃ পহ্লবা শ্চীনাঃ কিরাতা দারদাঃ খশাঃ । ১০ অধ্যায়
৪৪ শ্লোক । পৌণ্ড্র ক ওদ্র দ্রবিড়ঃ কাম্বোজ যবন শক পারদ
পহ্লব চান কিরাত দারদ খশ । ইহারাই কথিত ক্ষত্রিয় ক্রিয়া-
লোপ বশতঃ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত নহে ।

তৃতীয় বিষ্ণুপুরাণে ।

মহানন্দি স্তুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোহতিতেজো মহাপদ্মানন্দঃ ।

পরশুরাম ইবাপরোহ (২) খিল ক্ষত্রিয়াস্তকারী ভবিতা ।

(১) বেদ বাহাদিগের জাতি মানধর্ম সেই বেদ অদর্শনে তাঁহার
নিরাপদে রছিলেন, কেবল ক্ষত্রিয় বৈশ্বদিগের শূদ্রত্ব ঘটিল । কি
কলমের জোর ?

(২) ইদম বা ইব শব্দে তুল্য ।

এই প্রমাণস্থ ইদম শব্দে তুল্য অর্থাৎ পরশুরামের স্তায় ক্ষত্রিয়ান্তকারী হইবেন অতএব অত্র প্রমাণের ইব শব্দের ভাবার্থে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যেমন রাম সম্যক ক্ষত্রিয়ান্তকারী হয়েন নাই সেই রূপ মহাপদ্মানন্দও সম্যক ক্ষত্রিয়ান্তকারী হইতে পারিবেন না । ইহা যুক্তিযুক্তও বটে । যে হেতু ত্রীশ্রীঈশ্বর পৃথিবীর কৰ্ম্ম নিষ্পাদনার্থে মানব বর্গকে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন ; তাহার একবা দুই শ্রেণীকে একেবারে নির্মূল করিবেন এমৎ সম্ভব নহে ।

ভাগবতস্ত নবমস্কন্ধীয় দ্বাদশাধ্যায় ৫৬ শ্লোকে

পুষ্পোহিরণ্যনাভস্ত ধ্রুবসন্ধিস্ততোভবৎ ।

সুদর্শনোথাগ্নিবর্ণঃ শীত্ৰস্তস্ত মরুঃ স্ততঃ ॥ ৫ ॥

ঘোসাবাস্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপগ্রাম মাস্থিতঃ ।

কলেরন্তে সূর্য্যবংশং নষ্টং ভাবয়িতা পুনঃ ॥ ৬ ॥

সূর্য্যবংশীয় মরু নামক রাজা যিনি যোগসিদ্ধ তিনি কলাপ নামক পল্লীতে অবস্থিতি করিতেছেন । তাহার কন্যা হইলে সূর্য্যবংশের ধ্বংশ হইতে দেখিবেন । তাহা হইলে ক্ষত্রিয় থাকাই নিশ্চয় হইল । যুগাবসানে ক্ষত্রিয়াবসান হইবেন এবং পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইবেন । যখন ইত্যাদি প্রমাণে ক্ষত্রিয় থাকাই স্থির হইল ! তখন কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়ত্বের অভাব হইল না ।

কলিযুগাব্দঃ ২০০০ । গোড়াজ দেশের রাজচক্রবর্তী কায়স্থরাজবংশাবলী ।

রাজাদিগের নাম	পালিত রাজধানী	মন্তব্য কথন ।
হ্রোতায়ুগের কায়স্থ দত্তবংশীয় রাজ । শ্রীমান্ হরিদেব দত্ত	বর্দ্ধমান ক্ষীরগ্রামে	লক্ষা ছাড়িয়া শ্রীশ্রীউগ্রচণ্ডা দেবী এই রাজাকে দয়া করিয়া স্বপ্ন দিয়া ছিলেন । সেই গান শ্রাদ্যাবধি বর্দ্ধ- মানদি দেশে প্রচলিত আছে । যথা ;— কত নিদ্রা যাও রাজা হয়ে অচেতন । লক্ষা ছাড়ি আইলাম তোমার ভবন । ইত্যাদি এক্ষণে কলিযুগের কায়স্থ রাজাদিগের নামাবলী দেখাইতেছি ।
যজ্ঞ বংশীয় কায়স্থরাজ । শ্রীমান্ স্রযজ্ঞ দেব	বৰ্ভকোট বড়াল	এই রাজা কায়স্থ ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, ইঁহ মগধ রাজ্যে এক কীকাত নগর স্থাপন করিয়াছিলেন । ইঁহারি এক নাম বীর দেব ছিল, ইঁহ ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী ছিলেন, এ প্রযুক্ত ইঁহার এক

রাজাদিগের নাম :	পালিত রাজধানী	মন্তব্য কথন :
<p>শ্রীমান্ শ্বকুত দত্ত দেব । শ্রীমান্ অনঙ্গ ভীম । শ্রীমান্ রণ ভীম । শ্রীমান্ গজভীম । শ্রীমান্ দেবদত্ত । শ্রীমান্ জগৎ সিংহ ।</p>	<p>বৰ্তকোট বড়াল ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ</p>	<p>নাম ইন্দ্র ছিল । ইত্যার্য্য্যাবৰ্ত্তাশ্বেষণঃ । অপিচ অচির নিৰ্ণয়তন্ত্রে ইহাৰ প্রশংসা অগ্রে করিয়া- ছেন । ইহারি পুত্র শ্বকুত দত্ত দেব ইহ পুরাণে, ও রাজাবলী বক্তাদিগের গ্রন্থে প্রসিদ্ধ যশস্বী হয়েন । ইতি ছায়রল মোতাক্করীন্ । আরবী অক্ষরে লিখিত অতি প্রাচীন গ্রন্থ তাবৎ পণ্ডিতদিগের মান্য । ইতি ছায়রল মোতাক্করীন্ ।</p> <p>ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ</p>

রাঃদিগের নাম।	পালিত রাজধানী	মন্তব্য লেখন
হী নান্ ভূদেব সিংহ।	বর্তকোটি	৩
শ্রীমান্ মোহন দত্ত।	বড়াল	৩
শ্রীমান্ বিনদ সিংহ।	ঐ	৩
শ্রীমান্ শঙ্কর সেন।	ঐ	৩
শ্রীমান্ মিত্র জীত।	ঐ	৩
শ্রীমান্ ভূপাং।	ঐ	৩
শ্রীমান্ সদস্য।	ঐ	৩
শ্রীমান্ জয়ধাক।	ঐ	৩
শ্রীমান্ উদয় সিংহ।	ঐ	৩
শ্রীমান্ বিশ্ব সিংহ।	ঐ	৩
শ্রীমান্ নিহন্ত।	ঐ	৩
শ্রীমান্ রঘুদেব।	ঐ	৩
শ্রীমান্ কলকাতার নাম।	ঐ	৩

রাজাদিগের নাম ।	পালিত রাজধানী	মন্তব্য কণম ।
শ্রীমান্ কালিদেব ।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ বজ্রীকরণ ।	ঐ	ঐ
শ্রীমান্ সর্ষজিৎ সিংহ ।	ঐ	ঐ
এই বংশে ভোজ কায়স্থ ।		
শ্রীমান্ ভোজকর রায় ।	বঙ্গর ভোজ রাজ্যে	এই রাজা যজ্ঞ বংশীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয় ভোজ- রাজ্য অধিকার করিয়া বঙ্গরে সিংহাসন স্থাপন করেন, ইহার সন্তানদিগের পদবী ইহার নাম সম্বন্ধে ভোজ হইয়াছিল । ইতি ভোজ কাব্য । তথা ছায় রল মোতাকরীন্
শ্রীমান্ কালসেন ভোজ ।	ঐ	ঐ
যজ্ঞ বংশে ভোজ কায়স্থ রাজা ।		ইতি ছায়রল মোতাকরীন্
শ্রীমান্ মাধব সেন ভোজ ।	বঙ্গর	ঐ

রাজাদিগের নাম ।	পালিত রাজধানী	মন্তব্য কথন ।
ক্রীমান্ জয়পতি ভোজ ।	ঐ	ঐ
ক্রীমান্ সমঞ্জস ভোজ ।	ঐ	ঐ
ক্রীমান্ প্রভুভোজ ।	ঐ	ঐ
ক্রীমান্ কর্ণবরভোজ ।	ঐ	ঐ
ক্রীমান্ লক্ষ্মণভোজ ।	ঐ	ঐ
ক্রীমান্ ভোজয়িতা ভোজ ।	ঐ	ঐ
স্বর বংশীয় কায়স্থ ক্ষত্রিয় কাণ বুলোদ্রব রাজা ।	রাজপুর ও বড়াল	এই রাজ চক্রবর্তী মহাস্থর দেবতা বিশেষ পুণাত্মা ছিলেন ইহঁর পদবী বামন ছিল । ইতি রাজাবলি পতাকা ও জৈন রাজতরঙ্গিণী ও আখ্যা- বর্ত্ত অন্তর্ভুক্ত । ইহঁ পারশ্ব দেশ প্রকাশক হয়েন, ইহ দারদ বাদশাহার দলস্থ এক সেনাপতি ছিলেন
ক্রীমান্ আদিত্য স্থর ।		

রাজাদিপের নাম ।	পালিত রাজধানী ।	মন্তব্য কথন ।
<p>ক্রিয়ান্ যামিনীভান্ স্থর । বামন ধিরাজদেশস্থ ।</p>	<p>রাজপুর বড়াল</p>	<p>তথা ইহার নাম আদিশিরি ছিল। ইতি সম্রাট নামা। পরে ইহ গোড়ের হয়েন। ইতি ছায়রল মোতা- ক্ষরীণ। ইহার আর এক রাজধানি পালিবৃত বিক্রম- পুরে ছিল, আর এক সিংহাসন রক্ষ মরকতে অর্থাৎ রঙ্গপুরে ছিল। ইত্যর্থ্যাবর্ত পত্রিকা ১৭৪ সংখ্যা ইহ পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ জন ব্রহ্মকায়স্থ দ্বিজ- দিগকে কনজ দেশ ইহাতে আনিয়া বর্মানুষ্ঠান যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তৎপ্রমাণ অত্র গ্রন্থে ৮২ পাত্রে দেখুন।</p> <p>এই রাজা আদিত্যহরের পুত্র কায়স্থ ক্ষত্রিয়, ইন্দ্রবংশজ ঘোষ মহাশয়কে আকনাদি গ্রামাধিপতি করিলেন বহুবংশজ বস্তু মহাশয়কে মাইনগর গ্রা- মাধিপতি করিলেন। মিত্রবংশজ মিত্রমহাশয়কে</p>

রাজাদিগের নাম।	পালিত রাজধানী।	মন্ডব্য কথন।
<p>শ্রীমান্, অনিরুদ্ধ সুর।</p> <p>শ্রীমান্, প্রতাপরুদ্র সুর।</p>	<p>রাজপুর বড়াল ঐ</p>	<p>বরিশাদি গ্রামাধিপতি করিলেন। দৈবত বংশজ দত্ত মহাশয়কে বালি আদি গ্রামাধিপতি করিলেন। কার্তিক বংশজ গুহ মহাশয়কে বঙ্গাধিপতি করি- লেন। ইতি রামেশ্বর কারিক। ইহার নামাবলম্বে রাজপুরের দক্ষিণ এক নূতন নগর হয় তাহার নাম লোকে এই জন্য অদ্যপি জয়নগর পলাবীর্গী কহে অর্থাৎ প্রবালে নির্মিত। ইতি দেশমাল।</p>
<p>শ্রীমান্, ভূদত্ত সুর।</p>	<p>ঐ</p>	<p>ইতি ছায়রল মোতাক্করীন্। ইহার প্রকৃত নাম এক রামেশ্বর ছিল। ইতি মন্ডুল যুগয়া। ইহার এক নাম গোপীচন্দ্র ছিল। ইতি প্রাচীন প্রয়োগ।</p>
<p>শ্রীমান্, ভূদত্ত সুর।</p>	<p>ঐ</p>	<p>ইতি ছায়রল মোতাক্করীন্।</p>

রাজ্য-দিগের নাম ।	পালিত রাজধানী ।	নতুন তথ্য ।
ক্রীমান্ পিরিধর স্তর ।	রাঙ্গপুর	ঐ
ক্রীমান্ পৃথীধর স্তর ।	বড়াল	ঐ
ক্রীমান্ সৃষ্টিধর স্তর ।	ঐ	ঐ
ক্রীমান্ প্রভাকর স্তর ।	ঐ	ঐ
ক্রীমান্ জয়ধর স্তর ।	ঐ	ঐ
<p>কলিযুগাদ্ ৩২৭৮ ।</p> <p>পালবংশীয় কায়স্থ রাজা ।*</p> <p>ক্রীমান্ ভূপাল পাল ।</p> <p>গৌড়</p>		

ইনি কলিযুগাদ্ ৩২৭৮ সময়ে রাজা করেন ।

ইতি ছায়রল মোতাকরীন্ তথা আইন আকবরী ।

* কলিযুগাদ্ ৩২৭৮ বৎসরে পালবংশীয় রাজাদিগের বিরাম হইয়াছিল । ৩৭২০ বৎসর পরে এই দেশ অরাজক হইয়াছিল পরপরে উদ্ভ্রুবো ও পলিনি ও জাঘলশ ও গোলশেটর ইত্যাদি বিকিরদ্বীরা বরাহদ্বীপ হইতে আসিয়া এই দেশে আসিয়াছিল । ঐরাবতী ৫০৪ সনে । অশ্ববৎসর ইহার রাজ্যভোগ করিয়া পরে স্ব ইচ্ছায় পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছিলেন তৎপরে প্রায় ৪২৩ বৎসর পুনরায় এইদেশ অরাজক হইয়া ছিল পরে ইংরাজী ১০৬৩

তৎকালে ইনি রাজ্য করিয়াছিলেন । তৎকালে ইনি রাজ্য করিয়াছিলেন ।

রাজ্যাদিগের নাম	পাণ্ডিত রাজধানী	মন্তব্য কথন ।
ক্রীমান্ উত্তরপাল পাল ।	গৌড়	ঐ
ক্রীমান্ দেবপাল পাল ।	দেবল গ্রাম	ইঁহার মন্ত্রী ক্রীদর্ভপানী নামে এক ব্রাহ্মণ সু- পণ্ডিত ছিলেন । ইত্যার্য্যাবর্ত্তাশ্বেষণ ।
ক্রীমান্ ভূমিপাল পাল ।	ঐ	ইত্যার্য্যাবর্ত্তাশ্বেষণ ইতি ছায়রল মোতাক্করীন্ ।
ক্রীমান্ ধনপতিপাল পাল ।	ঐ	ঐ
ক্রীমান্ মাক্ষাপাল পাল ।	ঐ	ঐ
ক্রীমান্ জয়পাল পাল ।	ঐ	ঐ
ক্রীমান্ রাজপাল পাল ।	রাজমহাল	ঐ
ক্রীমান্ ভোগপাল পাল ।	ঐ	ইহার মন্ত্রী ক্রীসোমেশ্বর নামে এক ব্রাহ্মণ সু- পণ্ডিত ছিলেন ইঁহ নিঃসন্তান ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভোগপাল রাজা হয়েন, ইত্যার্য্যাবর্ত্তাশ্বেষণ । ইতি ছায়রল মোতাক্করীন্ ।
ক্রীমান্ জগপাল পাল ।	ঐ	ঐ
ক্রীমান্ গোপালপাল পাল ।	গৌড়	ইহার মন্ত্রী ক্রীপঞ্চাল নামে এক ব্রাহ্মণ সুপ- ণ্ডিত ছিলেন । ইত্যার্য্যাবর্ত্তাশ্বেষণ ।

রাজাদিগের নাম :	পালিত রাজধানী	মন্তব্য কথন '
শ্রীমান্ ধর্মপাল পাল ।	তাণ্ডা	ইহার মন্ত্রী ক্রীগর্গ নামে এক ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত ছিলেন । ইত্যার্য্যাবর্ত্তাহুষণ ।
শ্রীমান্ শূরপাল পাল ।	যুঙ্গের পর্ব্বত	ইঁহার মন্ত্রী ক্রীকেন্দার মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত ছিলেন । ইত্যার্য্যাবর্ত্তাহুষণ ।
শ্রীমান্ নারায়ণপাল পাল । কলিগতাব্দ ৪১৬৭ বাঙ্গাল ৪৭৩ শঃ ১৮৮- ইং ১০৬৩ সনে বিরাম ।	ঐ	ইঁহার মন্ত্রী ক্রীগর্গ মিশ্র নামে এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন । ইত্যার্য্যাবর্ত্তাহুষণ । কলিযুগাব্দ ৩৪২৪ বৎসরে পালবংশ বিরাম হয় ।
* অশ্বষ্ঠকায়স্থ সেনবংশীয় রাজা শ্রীমান্ বিজয় সেন বোদ্ধ ।	মালদহ- লক্ষ্মীটী	ইঁহার স্বীয় রাজধানী পূর্ব্বে বিক্রমপুর স্থবর্ণ গ্রামে ছিল ইহ বোদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, ইঁহারি

* অশ্বষ্ঠশকে বৈদ্যচিকিৎসা ব্যবহারী মাত্রই ইতি ভরতঃ । চিকিৎসা ব্যবহারী লোক সকল বৈদ্য নামে
খ্যাত সর্ব্বদেশে প্রসিদ্ধ কিন্তু বৈদ্য জাতি যে এক ভিন্নশ্রেণী এমত অন্য কোন দেশে দেখা যায় না বিশেষতঃ
অশ্বষ্ঠকায়স্থ পশ্চিমদেশে প্রসিদ্ধ আছেন এবং নান্যাস্থানে অশ্বষ্ঠনাম্য এক কায়স্থ লিখিত ইইয়াছে যথা।

রাজ-নিগদ নাম ।	পালিত রাজধানী	মন্তব্য কথন ।
		<p>এক নাম ধীসেন বৌদ্ধ ছিল । এই রাজা ধীমহি গায়ত্রী ছন্দ ত্রাত্য ত্রাক্ষণদিগের প্রদানে ধীসেন হইয়া ছিলেন । ইহারি আর এক নাম শুকসেন ছিল । অর্থাৎ শুকপক্ষাকৃতি এক সিংহাসন করিয়া শুকসেন নাম হইয়া ছিল । ঐ রাজার শুকসেন নাম ছায়রল মোতাক্করীণে লিখিত হইয়াছে । সচরাচর লোকে এক্ষণে ইহাকে যে বৈদ্য জাতি কহে তাহার কারণ অজ্ঞাত লোক সকল বৌদ্ধপদবী অবগে বৈদ্য শব্দ নিষন করিয়া প্রয়োগ করিয়াছে ।</p>

ক্রীমদ্ভানাগরা গোড়াঃ ক্রীৎসৈশ্চৈব মাথুরাঃ । অহিফণাঃ শৌরসেনাশ্চৈথৈব চ । বর্ণোবর্ণদ্বয়-
 চৈব অশ্বষ্ঠাদ্যশ্চ সত্তম । ইতিপাল্লো ও ভবিষ্যে । অতএব সেনবংশীয় রাজারা অশ্বষ্ঠকায়স্থ ছিলেন ইতি
 ছায়রল মোতাক্করীণ । প্রাচীন তাম্রলিপি প্রামাণিক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে এবং আইন আকবরীতেও লিখি-
 য়াছেন ইছারা কায়স্থ জাতি ছিলেন পাঠক মহাশয়েরা ঐ সকল প্রাচীন রাজবংশাবলি বর্তমান রাজগুহে

রাজদিগের নাম ।	পালিত রাজধানী	মন্তব্য কথন ।
		<p>বস্তুতঃ ইহ অশ্বষ্ঠ কায়স্থকুলোদ্ভব ইতি ছায়- রল মোতাক্করীন্ । ঐ প্রকার সিংহল দ্বীপীয় অমর সিংহ বৌদ্ধকে কেহ কেহ বৈদ্য শব্দ কহেন কিন্তু তিনি কায়স্থ ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ গয়ায় প্রকাশ ও বর্তমান রাজসভায় মুর্শিদাবাদের রাজদরবারে প্রকাশ আছে । অমর সিংহ জৈনেন্দ্র কায়স্থ বৌদ্ধ ইতি মুক্তামাণিক- টিকা ।</p>
<p>শ্রীমান্, বল্লাল সেন বৌদ্ধমতালম্বী ।</p>	সপ্তগ্রাম	<p>ইহ বিজয় সেনের পুত্র রাজা হইয়া ৪০ বৎসর রাজ্য করিয়া স্বর্গগত হয়েন ইহ অশ্বষ্ঠ কায়স্থ ছিলেন । ইতি ছায়রল মোতাক্করীন্ । এবং আইন আকবরী ।</p>
<p>শ্রীমান্, লক্ষণ সেন</p>	ঐ	<p>ইতি ছায়রল মোতাক্করীন্ ও আইন আকবরী ।</p>

রাজ্যাদিপের নাম।	পালিত রাজধানী	সন্তব্য কথন।
শ্রীমান্ কেশব সেন বৌদ্ধমতাবলম্বী শ্রীমান্ মাধব সেন ঐ শ্রীমান্ সদাশূর সেন ঐ শ্রীমান্ তোত্রভীমসেন ঐ শ্রীমান্ কার্তিক সেন ঐ	সপ্তগ্রাম ঐ ঐ ঐ ঐ	ঐ ঐ ঐ ঐ এই রাজার রাজ্যকালিনে বাঙ্গলা সন ৫৯৩ সনে ১ আশ্বিন দিবসে ইং ১১৮৬ সনে ১৬ সেপ্টেম্বর দিবসে এই অঙ্গ গোড়রাজ্য জলপ্লাবনে মগ হইয়া ছিল ইতি জ্যোতিষশাস্ত্রং অপিচ জঙ্গনামা ও আ- ধ্যাবর্ত্তপত্তিকা এবং দেশমালা।
অম্বষ্ঠকায়স্থ সেনবংশীয় রাজা শ্রীমান্ হরিসেন পৌত্তলিক	হরিপুর	এই রাজা মহাপুণ্যাত্মা হইয়াছিলেন ইহ এক রাজধানী হরিপুরে করিয়াছিলেন ইতি জঙ্গনামা।

রাজাদিগের নাম ।	পাক্ষিত রাজধানী ।	মন্তব্য কথন ।
<p>ক্রীমান্ শক্রয় সেন পৌতলিক ।</p>	<p>নবদ্বীপ</p>	<p>এই রাজা নব উত্থাপিত দ্বীপে নূতন রাজধানী করিলেন ইহার চতুঃপার্শ্বে জলগড়বন্ধি গঙ্গা-দেবী আপনি করিয়াছিলেন রাজা ঐ দেবী সিদ্ধ ছিলেন গঙ্গাদেবীর মায়ায় এই নগর সৰ্ব্ব ভীৰ্ময় সৰ্ব্ব বিদ্যালয় ইহঁয়াছিল । এই জন্ত ইহার এক নাম মায়াপুরশাস্ত্রে কহেন । যথা । মায়াপুরে মহেশানী বারমেকং শচীস্থতঃ । ইতি উদ্ধান তস্ত্র ।</p> <p>এইরাজা ব্রাহ্মণদিগের কুলশ্রেণী ও গাঁই বদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মকায়স্থদিগের কুলপৰ্য্যস্ত করিয়া পৰ্য্যাবদ্ধে মুখ্যাদিকুল বিভাগ করিলেন ।</p> <p>এই সেনবংশীয় রাজারা ১২ পুরুষে ১৩৭ বৎসর ১ এক মাস রাজ্য করিয়াছিলেন । ইংরাজী সন</p>
<p>ক্রীমান্ নারায়ণ সেন ।</p>	<p>ঐ</p>	<p>ঐ</p>
<p>ক্রীমান্ লক্ষণ সেন ।</p>	<p>ঐ</p>	<p>ঐ</p>

রাজ্যদিগের নাম।	পালিত রাজধানী	মন্তব্য কথন।
		১২০৩ শালে বাঙ্গালী ৬১০ সনে বক্তারবরক্ষীলজী নামক এক যবনরাজ আসিয়া রাজ্যক্রমণ করিয়া লইলেন এই সময়ে গৌড়দেশে* যবন রাজা হইল। ইতি বঙ্গোপাখ্যান।

* গৌড়াদ্ব শব্দে অঙ্গ গৌড় পঞ্চগৌড়ের রাজধানী এই দেশ গৌড়, বেহেরু পঞ্চগৌড়ের এক প্রধান অঙ্গ এই গৌড় হয়েন এবং অঙ্গ নামে এক কায়স্থ রাজা অতিপূর্বে ইহার অধিপতি হইয়া ছিলেন এজন্যও অঙ্গ গৌড় শব্দ প্রয়োগ হয়। বিশেষতঃ বলিরাজ্যের তিনপুত্র রূহস্পতির ভ্রাতা। অঙ্গমুনির রূপায় তিনপুত্র হইয়াছিল যথা ১ অঙ্গ ২ বঙ্গ ৩ কলিঙ্গ কলিঙ্গ, এই ত্রেতা অঙ্গ এই গৌড়াদ্বিপতি হয়েন এই কারণেও এই গৌড়ের নাম অঙ্গ গৌড় লোকে কহে। ইতি মহাভারতঃ। অশ্বিচ পঞ্চগৌড় যথা। সারস্বতা কাবিকুজা গৌড় মৈথিলি কোকল।। পঞ্চ গৌড়। ইতি খ্যাতা বিষ্ণু সোক্তর বাসনঃ। ইতি স্বল্পে অর্থাৎ সারস্বতা গৌড়ঃ কাবিকুজাগৌড় অঙ্গ গৌড় ত্রিভুক্তি গৌড় মৈথিলি গৌড় এই পঞ্চ গৌড় বিষ্ণু পুর্কতের পরে পরে নিম্ন ভাগেস্থিত। বস্তুতঃ পুর্কোক্ত রাজ চক্রবর্তীদিগের গড়বঙ্গী দেশের নামাবলয়ে গৌড় শব্দ শাস্ত্রে কহেন। ইতি নানার্থকোষঃ। পুর্কোক্ত রাজচক্রবর্তীদিগের এক নিতা পদবী গৌড়েশ্বর গজপতি নামে বিখ্যাত। গজপতি, অশ্বপতি, নরপতি, ছত্রপতি, এইচারি পদবী ভারতবর্ষে রাজ্যদিগের ইয়া থাকে তদ্ব্যয় গৌড়েশ্বর গজপতি নামে প্রসিদ্ধ। ইতি হিঙ্গ উপাখ্যান।

রাজাদিগের নাম	পালিত রাজধানী	মন্তব্য কথন ।
বঙ্গ কায়স্থ গুহবংশীয় স্বাধীন রাজা ।	বংশহরধর্ম দ্যট	ইহঁর এক নাম বিক্রমাদিত্য ছিল । গুহবংশ- বলি পত্রিকা ।
শ্রীমান্ ক্রীহারি রায়চৌধুরী ।	ঐ	ইতি গুহবংশাবলি পত্রিকা ।
শ্রীমান্ ভবানীদাস রায়চৌধুরী ।	ঐ	ইহঁর নাম বসন্ত রায় ছিল ইতি গুহবংশাবলি পত্রিকা ।
শ্রীমান্ জনকীবল্লভ রায়চৌধুরী ।	ঐ	এই রাজা অঙ্গ গোড় ও বঙ্গদেশ বলে অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন ইহঁর সেনা দশানিকিনী ছিল পরে রাজা মানসিংহের যুদ্ধে বদ্ধ হইয়া মৃত হইয়া- ছিলেন ইতি দেশাধিপতিদিগের স্বাক্ষরিত গুহবংশ- বলি পত্রিকা । অন্তঃ । যশর নগরধাম প্রতাপ আদিত্যনার্য মহারাজ বঙ্গ কায়স্থঃ ইত্যাদি ।
শ্রীমান্ প্রতাপাদিত্য রায়চৌধুরী ।	ঐ	ভারতচন্দ্র রায়ের বিদ্যাসুন্দর ।
শ্রীমান্ কচু রায়চৌধুরী ।	ঐ	ইহঁর প্রকৃত নাম রাজা রাঘব রায় ছিল ইহ

রাজাদিগের বান.	পাণ্ডিত্য রাজধানী	মন্তব্য কথন।
		<p>কয়েক বৎসর স্বাধীনরূপে রাজ্য করিয়া সগৰ্ভত হয়েন ইহঁ নিঃসন্তান ইহঁর জ্ঞাতি বংশজ সস্তা- নেরা রাজ্যচ্যুত হইয়া পরাধীনরূপে কোন কোন গ্রামের ও ভূমির জমিদার হইয়া রহিলেন। যথা জমিদার শ্রীকালীশ্বর রায়চৌধুরী, তস্য পুত্র জমি- দার শ্রীরামদেব রায়চৌধুরী, তস্য পুত্র জমিদার শ্রীকলিনাথ রায়চৌধুরী, তস্য পুত্রজমিদার শ্রীকলী- নাথ রায়চৌধুরী, তস্য ভ্রাতা জমিদার শ্রীবৈকু- ঠনাথ রায়চৌধুরী ও জমিদার শ্রীহরিনাথ রায়- চৌধুরী ও জমিদার শ্রীমথুরনাথ রায়চৌধুরী, ও জমিদার শ্রীকৃষ্ণনাথ রায়চৌধুরী। ইতি বৰ্তমান দেশাধিপতিদিগের স্বাক্ষরিত গুহবংশাবলি পত্রিকা।</p>

কায়স্থ কৌস্তভধত।

কায়স্থ গ্রন্থকর্তা ।

—•—

চিত্রগুপ্ত যমবর্ষ্মণঃ ইহ ব্রহ্মকায়স্থদিগের আদিপুরুষ মহাত্মা
বেদের কঠোপনিষৎ ইত্যাদি বক্তা । যথা ।

যমউবাচ । এতদ্ব্যোবাক্ষরব্রহ্ম এতদ্ব্যোবাক্ষরং পরং ।
এতদ্ব্যোবাক্ষরং জ্ঞাহ্বা যোযদিচ্ছতি তস্ম্য তং । ইতি শ্রুতিঃ ।

চিত্ররথ যমপুত্রবর্ষ্মণঃ—ইন্দ্রজালগ্রন্থ ইত্যাদিবক্তা । যথা ।
ইন্দ্রপ্রাত্যাচেদিপতিশ্চকারেন্দ্রমহঞ্চ সং । ইতি মহাভারতং ।

শ্রীবাস্তব কায়স্থ শ্রীবৎসবর্ষ্মণঃ—মন্ত্রকারক মন্ত্র ইত্যাদি
বক্তা । যথা । ভনন্দশৈবভৎসশ্চ শ্রীবৎসশৈব তে ব্রহ্মণঃ । এতে
মন্ত্রকৃতোজ্জয়া বৈশ্বানারং প্রবরাঃ স্মৃতাঃ । ইতি মৎস্যপুরাণে
১২১ অধ্যায়ঃ ।

কায়প্রকাশবর্ষ্মণঃ—বিদ্যানগরের রাজা রাজচক্রবর্তী বেদের
আর্য্যছন্দকর্তা ও বক্তা । যথা । হর্ষাশ্রুতিমিতদৃশঃ প্রমো-
দবোমাঞ্চ কঞ্চুকাক্ষিতদেহাঃ । আর্য্যগাতং ভক্তা গায়ন্তি
শ্রীপতেশ্চরিত সম্বন্ধাং । ইতি ছন্দোমঞ্জরী ।—

কুলপ্রদীপ বর্ষ্মণঃ—কোষ্ঠীপ্রদীপ ইত্যাদি বক্তা । যথা ।
আসীংকুলপ্রদীপোক্ত যত্র যন্মফলাফলং । ইতি প্রদীপঃ ।

বীরবর মিত্র বর্ষ্মণঃ—এক সংহিতা কর্তা ঐ সংহিতার
নাম বীরমিত্র ।

অমরসিংহ জৈনেন্দ্র বর্ষ্মণঃ অমরকোষ ইত্যাদি গ্রন্থ-
বক্তা এবং ব্যাকরণের টিকাকর্তা । ইতি অমরকোষ ।

দুর্গাদাস সিংহ বর্শ্মণঃ—বেণীসংহার নাটককর্তা। ইতি-
বেণীসংহার নাটকঃ।

ভট্টনারায়ণ সিংহ ও } বৈষয়িক এবং ন্যায়শাস্ত্রের।
ব্রজরাজ সিংহ বর্শ্মণ } টিকাকার। ইতি বৈষয়িকভাষ্য।
সর্ববর্শ্মা বর্শ্মণঃ—কলাপব্যাকরণ কর্তা। ইতি কলাপ।

পদ্মচন্দ্ররায় বর্শ্মণঃ—ত্রিভুক্তিদেশের রাজা অমরকোষের
টিকাকার। ইতি রাজমুক্তাবলী।

মাণিকচন্দ্র রায় বর্শ্মণঃ—অলঙ্কার শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার।
ইতি অলঙ্কারটীকাঃ।

মহারাজ শৃঙ্খলঃ—গণনাবিদ্যা ও অঙ্কবিদ্যা ও বীজগণিত
বিদ্যাবস্তা। ইহঁ শৃঙ্খলর নামে খ্যাতঃ। ইতি অঙ্কবিদ্যা।

কীর্তিবাসবর্শ্মণপণ্ডিত বাল্মিকীরামায়ণের ভাষ্যকার ও পদ্যরচক।

বসু রামানন্দ গোস্বামি বর্শ্মণঃ—জগন্নাথ মঙ্গল গ্রন্থকর্তা।
ইতি জগন্নাথ মঙ্গল।

রসিকানন্দ গোস্বামি বর্শ্মণঃ—বিন্দুপ্রকাশক। ইতি বিন্দুগ্রন্থঃ।

রায় রামানন্দ গোস্বামি বর্শ্মণঃ—ভক্তিপ্রকাশক। ইতি
ভক্তিশাস্ত্রঃ।

রঘুনাথ দাস গোস্বামি বর্শ্মণঃ—সাধন চতুষ্টয় বস্তাঃ। ইতি
ভক্তিরসামৃতসিঙ্ধুঃ।

ত্রিলোচন দাস ঠাকুর বর্শ্মণঃ—চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থকর্তা।
ইতি চৈতন্যমঙ্গলঃ।

সতানন্দ রায় ঠাকুর বর্শ্মণঃ—ভাষ্যতী ইত্যাদি জ্যোতিষ-
কর্তা। ইতি ভাষ্যতী

কাশীরাম দাস বর্ষণঃ—মহাভারতের ভাষ্যকর্তা । ইতি
মহাভারতীয় পয়ার ।

কৃষ্ণদেবগণ বর্ষণঃ চিদানন্দ মন্দাকিনীনামে এক সংস্কৃত
গ্রন্থকর্তা । ইহঁ নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভা-
ধ্যক্ষ ছিলেন এই গ্রন্থে অনেকানেক শাস্ত্রের প্রশংসা দিয়া-
ছেন । ইতি চিদানন্দ মন্দাকিনী ।

পদ্মনাভ দত্ত বর্ষণঃ—ইহঁ সুপদ্মনামক ব্যাকরণ কর্তা ।
ইহঁ নানাশাস্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় ছিলেন ।

বাবু প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস বর্ষণঃ—ইহঁ বহু গ্রন্থকর্তা । যথা ।
নানা তন্ত্র হইতে সংগৃহীত প্রাণতোষণী । ১ ঔষধাবলী । ২
শব্দাস্মৃতি নামক অভিধান ৩ । ক্রিয়াস্মৃতি নামক জ্যোতিষঃ ৪ ।
প্রাণকৃষ্ণ স্মৃতি ৫ । বৈষ্ণবায়ুত ৬ । ইত্যাদি ।

শ্রীমান্ রাজা রাধাকান্তদেব বর্ষণঃ বাহাদুর—শব্দকল্প-
সম অভিধান ইত্যাদি গ্রন্থ কর্তা এবং এই অভিধানে রাজা
প্রণব ব্যহতি ও গায়ত্রী ব্যাখ্যা করিয়াছেন ।

শ্রীমান্ মহারাজা কালীকৃষ্ণদেব বর্ষণঃ বাহাদুর নানাশাস্ত্র
দর্শক কর্তা । এবং পাথুরিয়াঘাটার ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সভাপতি
ছিলেন । এক্ষণে তদ্রূপে রাজা শ্রীমান্ কমলকৃষ্ণদেব বর্ষণঃ বাহা-
দুর তৎসভাপতি হইয়া তত্তৎ কার্য্যাদি নির্বাহ করিতেছেন ।
এবং মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা শ্রীমান্
হরেন্দ্রকৃষ্ণদেব বর্ষণঃ বাহাদুর সহকারি সভাপতি হইয়াছেন ।

শ্রীমান্ বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক বহু বর্ষণঃ কানবংশজ
কুলদীপক আনুলাধিপতি । শব্দকল্পলতিকা নামাভিধান অর্থাৎ

অমরার্থমুক্তাবলীকর্তা এবং শব্দকল্পতরঙ্গিণী নামা কোষকর্তা ।

শ্রীমান্ বাবু কাশীনাথ বসু বর্ষ্মণঃ জ্ঞানাজ্ঞান যুক্তিযুক্ত
প্রকরণকর্তা

শ্রীযুক্তবাবু কিশোরিচাঁদমিত্রবর্ষ্মণঃ নিগুণস্তোত্র প্রকাশকর্তা

শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচরণ মিত্র বর্ষ্মণঃ বেদান্ত সূত্র ভাষ্য
প্রকাশ কর্তা ।

শ্রীমান্ কৃষ্ণরাম মিত্র বর্ষ্মণঃ—ভবানীপুর নিবাসি যশো-
রাশি মৃত বলরাম মিত্রের মধ্যম ভ্রাতা কৃষ্ণরাম মিত্রের কৃত
নয়নগ্রন্থ অতি স্বকোমল কবিতা ।

শ্রীমান্ গৌরচন্দ্র ঘোষ বর্ষ্মণঃ—কলিতত্ত্ব প্রকাশকর্তা ।

শ্রীমান্ গোপাললাল মিত্র বর্ষ্মণঃ—জ্ঞানচন্দ্রিকা কৌস্তভ-
তরঙ্গিণী ভারতবর্ষ ইতিহাস ও শব্দরত্নাবলী অভিধান ইত্যাদি
গ্রন্থকর্তা ।

শ্রীমান্ বাবু রাধামোহন সেন বর্ষ্মণঃ—সঙ্গীততরঙ্গিণী
গ্রন্থকর্তা । ঐ গ্রন্থে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ও ছত্রিশ অনুরা-
গিনী বিচার পূর্বক তালমানের সহিত নানাপ্রকার গান প্রস্তুত
করিয়াছিলেন । ইতি কায়সং কৌস্তভ গ্রন্থধৃত ।

শ্রীযুক্ত বাবু রোহিণীন্দন সরকার বর্ষ্মণঃ—ইঁহ সংস্কৃত
শাস্ত্রে সুবিজ্ঞঃ । শ্রীমদ্ভাগবত ও পদ্মপুরাণাদির ভাষ্যকার ।

ডাক্তর শ্রীমান্ ফকিরচাঁদ বসু বর্ষ্মণঃ—উজিরপুত্র নামক
প্রভৃতি নাটক গ্রন্থপ্রকাশক ।

পূর্বোক্ত কায়সংস্কৃত্রিয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়েরা
অনেকেই গ্রন্থকর্তা ছিলেন ও এক্ষণেও অনেকে হইতেছেন ।

বঙ্গগৌড়দেশীয় কায়স্থ মন্বদাতা গুরু ।

জিলা	গ্রাম	শ্রেণী	বংশ	কায়স্থ	গোষ্ঠানি
ঢাকা	শানড়া	দক্ষিণরাণ্ডিয়া	দেববংশীয়	ঐ	ঐ
ফরিদপুর	...	বঙ্গজ শ্রোণী	দাস	...	ঐ
মেদিনীপুর	শ্যে ওজবেড়	দক্ষিণরাণ্ডিয়া	ঐ	...	ঐ
ঐ	লালিচক	গোষ্ঠানি
ঐ	তুড়ে	গোষ্ঠানি
ঐ	যাড়ীগড়	গোষ্ঠানি
ঐ	চকপোলা	গোষ্ঠানি
ঐ	মালিকগ্রাম	গোষ্ঠানি
ঐ	লোকপাড়ি	গোষ্ঠানি

জলা	গ্রাম	শ্রেণী	বংশ	কায়স্থ	গোস্থানি
মেদিনীপুর ...	মৈনাথপুর ...	ঐ ...	০ ...	ঐ ...	গোবিন্দচন্দ্র . ঐ
ঐ ...	গোপীবল্লভপুর ...	মনুজকরণ	০	ভুগুণিনি ...	কৃষ্ণদাস গোস্থানির পাঠ
ঐ ...	ভুতলা ...	দক্ষিণরাণী...	০	ঐ ...	নন্দলাল অধিকারী
ঐ ...	ঐ ...	ঐ ...	০	ঐ ...	বিশ্বস্তর ঐ
বর্ধমান ...	গাঁপুলিয়া ...	উত্তরাণী ...	০	ঐ ...	ঐ
ঐ ...	দেঁতুড়পুষ্টি ...	ঐ ...	০	ঐ ...	ঐ
ঐ ...	কুলীনগ্রাম ...	দক্ষিণ ...	বহু ...	ঐ ...	রামানন্দ গোস্থানি
ঐ ...	ঐ ...	ঐ ...	০	ঐ ...	রায় রামানন্দ গোস্থানি
বীরভূম ...	ময়নাডাল ...	উত্তরাণীয় ...	মিত্র	ঐ	ঐ
ঐ ...	ফতেসিংহ ...	ঐ ...	০	ঐ ...	ঐ
নদীয়া ...	অগ্রদ্বীপ ...	ঐ ...	ঘোষাচাঁকুর	ঐ	ঐ
মুর্শিদাবাদ ...	কোমবপাড়া ...	বঙ্গ ...	ঐ ...	ঐ ...	ঐ

এইঘোষ ঠাকুর অগ্রদ্বীপস্থ সিদ্ধবিগ্রহ শ্রীশ্রী ৮ গোপীনাথ জীউর সেবা নিত্য স্বহস্তে করিতেন, পরে ইহঁ লোকান্তর হইলে ৮ গোপীনাথ জীউ ঐ ঘোষ ঠাকুরের আদ্র করিয়া স্বহস্তে পিণ্ড-দান করিয়াছিলেন। ইহা সর্বত্র বিদিত আছে এবং এক্ষণেও বাৎসরিক পিণ্ডদান তাঁহার হস্তের দ্বারায় করণ হয়। ইতি দেশ প্রসিদ্ধঃ। ঐ নরোত্তম দাস গোস্বামি ও বসুরামানন্দ গোস্বামি ও রায় রামানন্দ গোস্বামি প্রভৃতি কায়স্থ গোস্বামিদিগের নাম চৈতন্য চরিতামৃতাদি গ্রন্থে বিদিত আছে। এই সকল গোস্বামি ও তৎসন্তানেরা পুরুষানুক্রমে উত্তম মধ্যমাদি জাতিকে মহামন্ত্র প্রদান করিয়া আসিতেছেন। বিবেচনা করুন ইহা শূদ্রকর্ম নহে। এতদ্ভিন্ন কোন্ কোন্ স্থানে কায়স্থগো-স্বামি আছেন। তাহার বিশেষ সংবাদ। প্রাপ্ত হইলে দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ করিব।

পূর্বে কায়স্থ বিজ্ঞ মহাশয়েরা স্বহস্তে ভূর্গোৎসবাদি পূজা করিতেন। গুরু পুরোহিত বা অন্য কোন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তন্ত্রধারক হইয়া পূজা হোমাদি করাইতেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েক জনের নাম ধাম লিখিতেছি।

জেলা বর্দ্ধমান থানা কালনা গ্রাম গোধাগোবিন্দবাটি কায়স্থ ৮ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্দ্ধনঃ স্বহস্তে ভূর্গোৎসবাদি পূজা করিতেন—তাঁহার প্রপৌত্রাদি বর্দ্ধমান, তন্মধ্যে শ্রীমান্ কালীদাস ঘোষ বর্দ্ধনঃ ইঁহার বাসা শোভাবাজার গোপীসেনের লেন ১০ নং বাটীতে।

জেলা ঐ থানা রায়না গ্রাম মেহারী কায়স্থ ৮ সাগরামরণ

স্বায় বর্ষ্মণঃ স্বহস্তে দুর্গোৎসবাদি পূজা করিতেন তাঁহার প্রপৌত্রোদি বর্তমান রহিয়াছেন।

জেলা বর্দ্ধমান গ্রাম চাঁচাই ৮ খেলারাম সেন বর্ষ্মণঃ স্বহস্তে দুর্গোৎসবাদি পূজা করিতেন, গুরু পুরহিতাদি কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তন্ত্র ধারক হইতেন ইহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র ত্রীমান্ ভোলানাথ সেন বর্ষ্মণঃ কলিকাতা বাগবাজার নিবাশি বাবু রসিকলাল মিশ্রের বঁটীর দেওয়ান।

উপবীত ধারি কায়স্থঃ।

আঁতুল নিবাশি কৈলাশ বাসি মহোদয় রাজা রাজনারায়ণ রায় বর্ষ্মণঃ বাহাদুর তৎপুত্র রাজাশ্রীল শ্রীযুক্ত বিজয় কেশব রায় বর্ষ্মণঃ বাহাদুরের যথোচিত কালে যথা বিধি ক্ষত্রিয় সংস্কারে যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইয়াছেন সেই রাজা বাহাদুর অদ্যাপি উপবীত শোভিত হইয়া রহিয়াছেন।

ব্রাহ্মণপণ্ডিতানাং ব্যবস্থা।

ব্রহ্মকায়স্থঃ যথা।

দক্ষিণরাঢ়ীয়োত্তররাঢ়ীয় বঙ্গভ্যাত্ম্যঃ এতেবাং ক্ষত্রিয়বর্ণ
ইতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নীমাংসনীয় ব্যবস্থা অত্র গ্রন্থে
সপ্রমাণার্থ কৌন্তুভ গ্রন্থে হইতে উদ্ধৃত হইল।

এতে ব্রহ্মকায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়েন ক্ষত্রিয়ায়াং জাতাঃ তে চোত্তম
কায়স্থা বিষ্ণু বসুগণদেবতাঃ চিত্রগুপ্ত যমবংশজাঃ।

এতদ্ভিন্না বৈশ্যেন শূদ্রেণ বা শূদ্রায়াং করণাঃ জাতাস্ত

তে চ ন চিত্রগুপ্ত যমবংশজাঃ শূদ্রজাতযশ্চাধমাঃ দেশবি-
শেষে তেষাং বহুনি নামানি যথা করণকায়স্থঃ মধ্যশ্রেণীকায়স্থঃ
শূদ্রকায়স্থত্বেন প্রসিদ্ধএব । ব্রহ্মকায়স্থাঃ ক্ষত্রিয়বর্ণাঃ । সব-
র্ণেভ্যঃ সর্বণাস্থ জায়ন্তে হি স্বজাতয়ঃ । ইতি যাঞ্ছবক্ষ্য্য বচ-
নাং । এবং হস্তার্জুনং রামঃ সঙ্কায় নিশিতান শরান্ । ইতু্য-
পক্রম্য সগর্ভা চন্দ্রসেনস্ব ভাৰ্য্যা দাল্ভ্যং সমায়যৌ ।

ততোরামঃ সমায়াতোদাল্ভ্যাপ্রমমনুভমং । পূজিতো-
মুনিনা সদ্যঃ পাদ্যার্ঘ্যা চ মনাদিভিঃ ॥ দদৌ কধ্যাহু সময়ে
তস্মৈ ভোজনমাদরাৎ । রামস্ত যাচয়ামাস হৃদিস্থং স্বমনোরথম্ ॥
যাচয়ামাস রামকু কামং দাল্ভ্যো মহামুনিঃ । ততস্তৌ পরম-
প্রীতৌ ভোজনং চক্ৰতুর্মুদা ॥ ভোজনানন্তরং দাল্ভ্যঃ পপ্রচ্ছঃ
তং মুনিং প্রতি । যদ্বয়া প্রার্থিতং দেব তদ্বং শংসিতু মর্হসি ॥

রাম উবাচ । তবাপ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা ।
চন্দ্রসেনস্ব রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্ব হমাস্তনঃ ॥ তস্মৈ ত্বং প্রার্থিতং
দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে । ততোদাল্ভ্যঃ প্রতু্যবাচ
দদামি বরমীপ্সিতং ॥

দাল্ভ্যোবাচ । স্ত্রিয়ং গর্ভমমুং বালং তস্মৈ ত্বং দাতু-
মর্হসি । ততোরামোব্রবীদ্ধাল্ভ্যং যদর্থমহমাগতঃ ॥ ক্ষত্রিয়া-
ন্তঃকরশ্চাহং তত্ত্বং যাচিতবানসি । প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র
কায়স্থোপর্ভ উত্তমঃ ॥ তস্মাং কায়স্থ ইত্যাত্মা ভবিষ্যন্তি
শিশোঃ স্তভাঃ । এবং রামোনহাবাহুর্হিত্বা তং গর্ভমুত্তমং ॥
নির্জগামাপ্রমাত্তস্মাং ক্ষত্রিয়ান্তকরঃপ্রভুঃ । কায়স্থ এষ উৎপন্ন
ক্ষত্রিয়াং ক্ষত্রিয়ান্ততঃ । রামাজ্জয়া স দন্ত্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাবহি-

কৃতঃ (১) কায়স্থ ধর্মবিধিমা চিত্রগুপ্তশ্চ যঃ স্মৃতঃ ॥ (২)
তদগোত্রজ্ঞাশ্চ কায়স্থাদাল্ভ্যগোত্রান্ততোহভবন্। দাল্ভ্যোপ-
দেষতস্তেবৈ ধর্মীর্থাঃ সত্যবাদিনঃ। সদাচার পরাতিত্যং রতা
হরিহরার্চনে। দেবানাঞ্চ বিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ।
ইতি স্কন্দপুরাণং।

দ্বিতীয় ব্যবস্থা ॥

এতদেশীয় মনুস্ত ব্রাহ্মকাশ্মৈঃ ক্ষত্রিয়তয়া বৈধকর্মাভিলাপে
ব্রাহ্ম বর্মান্তং নাম প্রযোজ্যং। যথা। শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রশ্চ
বর্মা ব্রাতাচ ভুতুজঃ (৩) ইতি চিত্রগুপ্ত যমবচনাং। অপিচ
শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণশ্রম্মাং বর্মান্তং ক্ষত্রিয়শ্রম্মতু। ইতি শাতা-
পবচনাচ্। (রায় বর্মান্তং বা) ব্রাহ্মণে দেব শর্ম্মাণৌ রায়-
বর্ম্মাচ ক্ষত্রিয়ে। ধনোবৈশ্চে তবা শূদ্রে দাস শব্দঃ প্রযুক্ত্যাতে।
ইতি বৃহদ্রম্ম পুরাণ বচনাচ্।

(১) ক্ষত্রিয়ের দুইধর্ম্ম অশী ও মমী যথা। কুলপীঠ প্রবাহিত বৃহদ্র-
ম্মথণ্ডে ব্রহ্মোক্তি। অশীনারক্ষণং রাজ্যাং মস্তাদি স্থাপনারচ। উভৌ-
ক্ষত্রিয় ধর্ম্মৌচ ভূমৌ খ্যাতে ময়। কিল ॥ মস্তাদি শব্দে প্রজ্ঞাস্থাপন কর-
গ্রহণ ও বিচারণ ॥ অতএব অশীধর্ম্ম হইতে রহিত করিয়া চিত্রগুপ্ত
দেববংশীয় মমী জীবীধর্ম্মে অতিবিশেষ করিলেন।

[২] কায়স্থঃ ক্ষত্রিয় খ্যাতে। ভবান্ ভূবিবিরাজতে। তদ্বংশমস্তা
যে বৈ তেপিতং সমতাং গতাঃ ॥ তেষাং দেবাণি রুতিশ্চ ক্ষত্রিয়া রততঃ
পরাঃ। সংস্কারাদীনী কর্মাণি যানি ক্ষত্রিয় জাতিস্তু তানি সর্গাণি
কার্গাণি মদাজ্ঞা বশতঃ ক্রিতৌ ॥ উক্তা প্রজাপতিরদং তত্রৈ বাস্তুর্ধে
বিতুঃ ॥

(৩) ক্ষত্রিয়ঃ।

ততঃস্ত্রীভিস্ত দেব্যন্তং নাম প্রযোজ্যং ॥ দেব্যন্তাহি দ্রিয়ঃ
স্মৃতাঃ । ইতুদ্বাহতত্বত বচনাৎ ।

স্ত্রীষু দেবীতি বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়ানাঞ্চ কথ্যতে । দাসীতি
বৈশ্য শূদ্রাস্থ কথ্যতে মুনিপুঙ্গবৈঃ । ইতি বৃহদ্রশ্ম পুরাণ
বচনাচ্চ । অর্থাৎ এতদ্দেশীয় ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত, গুহ,
দেবাদি দক্ষিণ ও উত্তররাষ্ট্রীয় ও বঙ্গজাখ্যা কায়স্থ ইহঁরা
ক্ষত্রিয়বর্ণ ইহঁরা বৈধকশ্মে স্ত্রীয় স্ত্রীয় নামান্তে ত্রাতৃ বা বর্শ্মণ্
শব্দ প্রয়োগ করিবেন যেনন ত্রাক্ষণ দেব শর্শ্মণ কহেন,
তেমন ক্ষত্রিয় রায় বা দেব বর্শ্মণঃ (১) বা ত্রাতা কহিবেন
যম মহাশয়ের আজ্ঞা যম স্মৃতিতে, অর্থাৎ মহাকাল সংহি-
তাতে লিখিয়াছেন । পরন্তু ত্রাক্ষণদিগের শর্শ্মণ এবং ক্ষত্রিয়-
দিগের বর্শ্মণ শব্দ নামান্তে প্রয়োগ করিতে শাতাতপ মুনিও
কহিয়াছেন । ত্রাক্ষণঃ নামান্তে দেবশর্শ্মণঃ ক্ষত্রিয় নামান্তে
রায় বা দেব বর্শ্মণঃ বৈশ্য নামান্তে ধন শব্দ শূদ্র নামান্তে
দাস শব্দ প্রয়োগ করিতে বৃহদ্রশ্মপুরাণে কহিয়াছেন । ত্রাক্ষণ
ও ক্ষত্রিয় স্ত্রীদিগের নামান্তে দেবীশব্দ প্রয়োগ করিতে এবং
বৈশ্য ও শূদ্রদিগের স্ত্রী সকলের নামান্তে দাসীশব্দ প্রয়োগ
করিতে উদ্বাহতত্বের বচন আছে ।

ইতি ত্রাক্ষণ পণ্ডিতানাং দ্বিতীয়াব্যবস্থা ।

(১) দেবপূর্ব্বং নারাখ্যঞ্চ শর্শ্ব। বর্শ্বাদি সংযুতং । ইতুদ্বাহতত্বং ।

তৃতীয় ব্যবস্থা ।

পূর্বোক্ত ব্রহ্মকায়স্থৈঃ ক্ষত্রিয়ৈব কৃত ভ্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তৈ
রপি বৈধকস্মাভিলাপাদি বাক্যে ত্রাত্ বস্মান্তং নাম ওঁকার
যুক্তং প্রযোজ্যং । (১)

ইদানীন্তনৈঃ পূর্বতনৈশ্চ প্রোক্ত কায়স্থৈর্দাসপদোল্লেখেন
বদ্যং কৰ্ম কৃতং বাক্যব্যত্যয় রূপাঙ্গ ভঙ্গাদিত তত্তং কৰ্ম
সিদ্ধমেব ।

প্রধানস্থা ক্রিয়া যত্র সাজ্জং তৎক্রিয়তে পুনঃ । তদঙ্গস্তা
ক্রিয়ায়াস্ত নারতিন্চতৎক্রিয়েতি, ছন্দোগপরিশিষ্টে ইতি সতাং
মতং ।

ইতু্যপনিষদঃ ।

অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্মকায়স্থ সকল ইঁ হারা ভ্রাত্যক্ষত্রিয় ইঁ হারা
স্বীয় স্বীয় নামান্তে এক্ষণে বস্মণপদোল্লেখ করিলেই বৈধকর্মের
অধিকারি হইবেন । ওঁ কারযুক্ত বস্মণ উল্লেখ করিলেই এক
প্রকার ইহাদিগের ভ্রাত্যত্বের প্রায়শ্চিত্ত হইবে । ইদানীন্তন
অথবা পূর্ব পূর্ব সময়ে যে কেহ অজ্ঞানে অনবধানে এক দাস
শব্দ উল্লেখ করিয়া যে যে বৈধকর্ম এবং শ্রাদ্ধাদি করিয়াছেন ঐ
সকল কর্ম কর্মকর্তার লক্ষ্য ও উদ্দিষ্টানুসারে তত্তং কর্ম সকল

(১) ওঁ কার প্রণব উচ্চারণ দ্বারা যে বাহা বাসনা করে তাহার তাহাই
সিদ্ধ হয় । যথা, এতদ্বৈবাক্ষর ব্রহ্ম এতদ্বৈবাক্ষরং পরং । এতদ্বৈবাক্ষরং
জাহ্না যো যদিচ্ছতি তস্ত তৎ । ইতি কঠশ্রুতি । এই প্রণব হিরণ্যগর্ভরূপ
হয়েন এবং পরব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন ইঁ হার উচ্চারণ দ্বারা যে বাহা বাসনা
করে তাহার তাহাই সিদ্ধ হয় ।

সিদ্ধ হইয়াছে ছক্কোগপরিশিষ্টের এবং প্রাচীন মুনি ও পণ্ডিত সকলের এই মত । ইতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতানাং তৃতীয় ব্যবস্থা ।

চতুর্থ ব্যবস্থা ।

পূর্বোক্ত ব্যবস্থা সৎপ্রামাণিকৈব অধিকন্তু ইতি ন্যায়ো-
নাস্মাভিস্তু প্রমাণান্তরমপ্যনুলিখ্যতে । ইত্যপি দাসাদি পদো-
ল্লেন্থেন কৃতং শ্রাদ্ধার্চনাদিকং কৰ্ম্ম সিদ্ধমেব । দৈবকৰ্ম্ম
ততোপিতৃকৰ্ম্ম চ লক্ষ্যানুসারে তথা শ্রীবিষ্ণু স্মরণৈকেন স-
ম্পূর্ণা ভবন্তু ।

যথা শ্রীকৃষ্ণে জীবিতে তদ্বান্ধবশ্চ দ্বারকা মাগত্য হতঃ
কৃষ্ণ ইতি কথয়ামাস্ঃ । তৎকালোচিত মখিল মুপরত ক্রিয়া
কলাপকক্ৰুঃ । তত্রচাস্ম যুদ্ধমানস্মাতি শ্রদ্ধয়া দত্তবিশিষ্ট
পাত্ৰোপযুক্তান্নাদিনা কৃষ্ণস্য বলপ্রাণপুষ্টিরভূদিতি । বান্ধবকৃত
শ্রাদ্ধেন যথা জীবিতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বলপ্রাণপুষ্ট্যাভিধানেন তচ্চ
শ্রাদ্ধং সিদ্ধ মিত্যভিহিতং । ইতি বিষ্ণুপুরাণং স্মরন্তকোপা-
খ্যানং ।

অপিচ । অপবিত্রঃ পবিত্রোবা সৰ্ব্বাবস্থাং গতোপি বা ।

যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাকং সবাহ্যভ্যস্তরঃ শুচিঃ ॥১॥

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যন্তবেৎ ।

তৎসৰ্ব্বমক্ষয়ং দেব শ্রীগোবিন্দ প্রসাদতঃ ॥২॥

মেহাতিক্রমনাশোস্তি প্রত্যবায়ো নবিদ্যতে ।

স্বল্পমপ্যস্ত ধৰ্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ ॥৩॥ ইতি স্মৃতিঃ ।

পূর্বোক্ত ব্যবস্থা সকল অতি যথার্থ ও প্রামাণিক অধিকন্তু
এই সকল শাস্ত্র যুক্তি যুক্ত ন্যায় সম্মত । তত্রাপি অন্য

প্রমাণেতেও আমি কিছু লিখিতেছি। ব্রহ্মকায়স্থ ক্ষত্রিয়েরা পূর্বে অজ্ঞাতে দাসাদি পদ উল্লেখে যে সকল শ্রাদ্ধাদি ও পূজা হোস ইত্যাদি কৰ্ম করিয়াছেন তাহাও সিদ্ধ হইয়াছে। যে হেতু দৈবকৰ্ম ও পিতৃকৰ্ম ও বিবাহাদি কৰ্ম সকল কৰ্ম-কর্তার লক্ষ্যানুসারে এবং অন্ত্য্যবস্থায় কৰ্ম্মকর্তা শ্রীবিষ্ণু স্মরণে শুচি হইয়া থাকেন কর্তার উদ্দেশ্য যে শ্রাদ্ধা ওভক্তি এই এক মহৎ প্রায়শ্চিত্ত, চিত্তের সংস্কারও দেহের সংস্কার হয় ঐ শ্রাদ্ধায় দেবলোক ও পিতৃলোক ও ঋষিলোক সন্তোষ হইয়া কৰ্ম্মকর্তার কৰ্ম্মসিদ্ধ করেন যেমন শ্রীকৃষ্ণের জীবিতাবস্থায় দ্বারকায় সংবাদ হইয়াছিল যে পাতালে শত্রুহস্তে যুদ্ধে কৃষ্ণের মৃত্যু হইয়াছে। তদর্থে কৃষ্ণপুত্রেরা দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রাদ্ধ করিয়া পিণ্ড প্রদান করিলেন ঐ পিণ্ডান পাতালে জীবিত শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণের বলাধিক্য হইয়া শত্রু জাম্বুবানকে যুদ্ধে জয় করিলেন(১) অতএব কৰ্ম্মকর্তার একদৃঢ় শ্রাদ্ধা কৰ্ম্ম সিদ্ধির কারণ হয়, বিষ্ণু পুরাণে স্তম্ভক মনি হরণোপাখ্যানে কহিয়াছেন, অধিকন্তু, শ্রীবিষ্ণুস্মরণে এক কৃষ্ণ

(১) যখন ঈমৃতকে মৃত ও অপ্রেতকে প্রেতৌল্লেখ্যে পিণ্ডদান করাত পাতালে শ্রীকৃষ্ণ বলপূৰ্ণ হইলেন, তখন অদাসকে দাস বলিয়া ক্রিয়াদি করিলে নিষ্ফল হইবার সম্ভব নহে। যদি কেহ কহেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর তাহাকে যিনি যেরূপে দিবেন তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইবেন। তদুত্তরে যে কেহ যে কোন ধৰ্ম্ম কৰ্ম্মাদি করিয়া থাকেন সে সকলই শ্রীশৈবেশ্বরের তৃত্যর্থক শ্রীশ্রীশৈবের ভিন্ন কেহই ফলদাতা নহে। যথা। এতৎ কৰ্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

নাম উচ্চারণে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কৰ্ম্মেন্দ্রিয় অন্তর ও ব্যাহ্যে লোকের যে সকল অপবিত্রতা থাকে তাহাশুচিহ্ন ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি অর্থাৎ প্রণব ও ব্যাহতি ও গায়ত্রী ছন্দের ও মস্ত্রের অক্ষর ও পদ পঠনে কোন অক্ষর বা উচ্চারণ ভ্রষ্ট হইলেও শ্রীগোবিন্দ নাম উচ্চারণে কর্তার কৰ্ম্ম সিদ্ধ হয়। অতএব ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কায়স্থ পুনঃ সংস্কার জন্য অল্প প্রায়শ্চিত্ত করিলেই অর্থাৎ ওঁ তৎসৎ বেদমন্ত্রে উপনয়ন হইলেই মহৎ শঙ্কা যে ব্রাত্যহ এক অশৌচীয় প্রত্যবায় হইতে পরিত্রাণ হইয়া পবিত্র হইবেন। ইতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতানাং চতুর্থ ব্যবস্থা।

পূর্বোক্ত ব্যবস্থা পত্রিকায় যে যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা স্বীয় স্বীয় নাম ও ধাম লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাঁহা-দিগের নাম নিম্নে লিখিত হইল পাঠক মহাশয়েরা দৃষ্টি পাত করিবেন।

পীতাম্বর তর্কভূষণ	নিবাস	বিলুপুষ্করিণী।
নবকুমার বিদ্যারত্ন	নিবাস	আন্দুল।
ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন	নিবাস	আন্দুল
রাজচন্দ্র ন্যায়ভূষণ	নিবাস	আন্দুল
ভগবানচন্দ্র ন্যায়রত্ন	নিবাস	কলিকাতা রাজার বাগান।
মদনমোহন ন্যায়রত্ন	নিবাস	আন্দুল
প্রেমচাঁদ তর্কপঞ্চানন	নিবাস	দ্বারহাটা
কালীশঙ্কর বিদ্যাভূষণ	নিবাস	উত্তরপাড়া
জয়শঙ্কর তর্কালঙ্কার	নিবাস	উত্তরপাড়া

মদনমোহন তর্কালঙ্কার	নিবাস	কলিকাতা ঠনঠনিয়া ।
তারাতাঁদ তর্কবাগীশ	নিবাস	কোন্নগর
নবকৃষ্ণ বিদ্যাবাচস্পতি	নিবাস	কোন্নগর
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	নিবাস	বহড়া ।
বৈদ্যনাথ ঞ্চায়ালঙ্কার	নিবাস	বাঁকুড়া ।
রামগোপাল তর্কপঞ্চানন	নিবাস	শ্রীরামপুর ।
ঈশ্বরচন্দ্র তর্কভূষণ	নিবাস	কোলা ।
ভূর্গাপ্রসাদ বিদ্যাবাচস্পতি	নিবাস	শিবপুর ।
রামচরণ তর্কপঞ্চানন	নিবাস	সালিখা ।
রাধামোহন বিদ্যালঙ্কার	নিবাস	বর্দ্ধমান ।
হরিনাথ ঞ্চায়ভূষণ	নিবাস	শিবপুর ।
মধুসূদন তর্কবাগীশ	নিবাস	সালিখা ।
ঈশানচন্দ্র তর্কচূড়ামণি	নিবাস	কোদালিয়া ।
গৌরীশঙ্কর তর্কসিদ্ধান্ত	নিবাস	বালগড়িয়া ।
রামধন শিরোমণি	নিবাস	খটিরা ।
বিশ্বেশ্বর বিদ্যালঙ্কার	নিবাস	অঁটপুর ।
পীতাম্বর চূড়ামণি	নিবাস	মহীবাটী ।
মধুসূদন তর্কালঙ্কার	নিবাস	খামারপাড়া ।
কৈলাশনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ	নিবাস	মিহরপুর ।
রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত	নিবাস	শিবপুর
লক্ষণচরণ তর্কভূষণ	নিবাস	ভবানীপুর ।
রামগোপাল তর্কালঙ্কার	নিবাস	বাঁপড়দহ ।
ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি	নিবাস	বেগমপুর ।

অভয়-চরণ তর্কালঙ্কার	নিবাস	জমাইবাকসা ।
হলধর তর্কচূড়ামণি	নিবাস	ভাটপাড়া ।
রামরত্ন বিদ্যালঙ্কার	নিবাস	কলিকাতা হোগলকুঁড়ে ।
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	নিবাস	নারিকেলড়াঙ্গা ।
শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ	নিবাস	বংশবাটী ।
শ্রীধর স্মারত্ন	নিবাস	ইল্‌ছবামোল্‌নাই ।
শ্রীনাথ বিদ্যাভূষণ	নিবাস	মাহেশ ।

উক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা ঔচিত্যমুত্তি পুরাণ তন্ত্র সংহিতা প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় এবং দেশবিখ্যাত হয়েন ।

অন্যচ্চ অথ কায়স্থানামুৎপত্তিবর্ণ নির্ণয়শ্চ ।

অগ্নিন্ ভবে জ্ঞানাভাবে মুক্তির্ন ভবতি । তন্মদেহং বিনা-
 ন্ত্র তত্ত্বজ্ঞানং ন লভ্যতে অত ইদৃশীং নৃতনুং প্রাপ্য স্ববর্ণ
 জাতিকুল ধর্ম্মাণাং জ্ঞানমবশ্যমেব বেদিতব্যমস্তি যতঃ স্ববর্ণ
 ধর্ম্ম জ্ঞানাভাবে স্বকর্ম্মাণি যথার্থানি নশ্যঃ কিঞ্চ নীচোচ্চ
 কর্ম্মাচরণেপি দোষভাগী স্যাৎ স্বকর্ম্ম করণাদেব মনুষ্যাণাং
 শ্রেয়ঃ প্রাপ্তিরস্তি, তথাচ ভগবদ্দীত্যাং ভগবদ্বচনং, স্বধর্ম্মে
 নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ । এবঞ্চৈতৎ কথনশ্রায়মাশয়ঃ
 ইহ সংসারে কায়স্থজাতিঃ প্রসিদ্ধান্তি ভারতবর্ষীয় সর্ব্ব
 দেশেষুতজ্জাতীয় মনুষ্যাবহবঃ সন্তি তে চ মহৎ পদং প্রাপ্তাঃ
 কিঞ্চ সর্ব্ববর্ণ রাজকুলেষু রাজকার্য্যাধিকারিণোমস্ত্রিণশ্চাত্ত্ববন্

ইদানীমপি গোড়রাঢ়াদি রাজ্যে তাদৃশাঃ সন্তি কিন্তু অদ্যাবধি
 এতজ্জাতের্বর্ণধৰ্ম্ম নির্ণয়ো ন জাতঃ । ইতি থিম্নং চেতোহস্তি,
 তমির্ণয়াভাবে কারণমপ্যনুমিতমস্তি রাজকীয় কৰ্ম্মাচরণেহ্যচ্চ
 ব্যবহারিক কৰ্ম্মকরণে ব্যাপ্ততয়া নবকাশাৎ পরমার্থ স্বদে-
 শীয় সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসনে সংপ্রদায়াভাবাৎ কিন্তু কায়স্থৈ-
 র্যথাকালং যথারাজ্যং তত্তদ্রাজকীয় ভাবা বিদ্যাস্ত নবীনগ্রন্থ-
 কর্ত্তভিঃ প্রশংসাপি তত্র তত্র প্রাপ্তা । ইংলণ্ডীয়রাজ্যাধিকারে-
 হপি তং কার্য্যার্থ সাধনে তথৈব প্রবীণাস্তদ্বিদ্যায়াং বিদ্বাংসো
 বভূবুঃ, তথাচ সংস্কৃত বিদ্যায়ামপণ্ডিতস্ত প্রযুক্ত স্ববুদ্ধিবলাদ-
 গ্রন্থানবলোক্য স্ববর্ণধৰ্ম্ম নির্ণয় করণেহশক্তাঃ সন্তুঃ পণ্ডিতে-
 ভারং নিধায় স্বয়ং কৃতকৃত্য বভূবুঃ । তথাচ যৈর্যৈঃ পণ্ডিতৈ-
 র্যং যং প্রতি যো যো মার্গোদর্শিতঃ সৈব সৈব তৈস্তৈরনুমতো-
 হভূং, এবঞ্চ কৈশ্চিদেতজ্জাতেঃ সূদ্রহমুক্তং কৈশ্চিচ্চাতুর্বর্ণা-
 ধিকারিত্ব মুক্তং তত্র যোমোপাঙ্গ শ্রীহরিশ্চন্দ্র নামধেয় কা-
 যস্থৈর্যথার্থ নির্ণয়াকাঙ্ক্ষিভিঃ প্রীতিকরৈরিত্যুক্তং, বিদ্বন্! কা-
 যস্থাঃ শূদ্রাঃ ইতি বহবো বদন্তি তেষাং শূদ্রহমবেতি ক্রুহি
 নোচেৎ কথন্তেষামুৎপত্তিঃ, কস্মিন্ বর্ণে সমাবেশঃ, ইতি সপ্র-
 মাণং লিখিত্বা তৎপত্রং মহ্যং দেহি তৎপ্রীত্যে চ বহুগ্রন্থা-
 নবলোক্য কায়স্থানামুৎপত্তির্লিখ্যতে ইদানীমিতি ।

কায়স্থানামুৎপত্তি স্ত্রিধৈবাবলোকিতান্মাভিস্তত্ৰৈক প্রকার
 ত্রক্ষণঃ সৰ্ব্বকায়াজ্জাতা তত্র ভবা ত্রক্ষকায়স্থাশ্চিত্রগুণবৎস্থা
 বা তেষাং চাতুর্বর্ণ্যাচরণং সম্ভবতি যতশ্চ ত্রক্ষণঃ কায়ৈকৈক
 দেশতো ভ্রাস্তবক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাণামুৎপত্তিরেতেষাম্ভ সকল

কায়তোহুদ্দিতি(১) যথা, চ পাদ্মে স্থষ্টিখণ্ডে স্থষ্টিদো সদসং-
কৰ্ম জ্ঞপ্তয়ে ইত্যাদি। অত্র গ্রন্থে ৬পৃষ্ঠা শেষ দুই পঁক্ত্য-
বধি ৭ পৃষ্ঠা যাবৎ দেখিবেন।

অতএব ন তেযাং শূদ্রত্বং শূদ্রস্ত পাদজাত এব সেবাধৰ্ম্ম-
পরঃ নায়ং চিত্রগুপ্তস্ত পাদজাতঃ কিন্তু সৰ্ব্বকায়াজ্জাত এবেত্য-
বধেয়ং শূদ্রোঃপত্তিভারতাদাবপি পাদত এবেতি)। দ্বিতীয়
প্রকারাচ্চ চন্দ্র সেন রাজঃ পত্নী সগৰ্ভা ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম
ভয়াং দাল্ভ্যাশ্রমং গতবতী তত্র পুত্রমজীজনং, স তু পরশু-
রামবাক্যাৎ ধামি দাল্ভ্যেন লিপিকৰ্ম্মণি নিযুক্তোহুদ্দিতি ন
তস্মৈ তদ্বংশানাঞ্চ শূদ্রত্বং (কিন্তু ক্ষত্রিয়ত্বং তৎকৰ্ম্মাচরণমপি
হ্যায়ং) যথা চ স্কান্দে রেণুকামাহাত্ম্যে এবং হস্তার্জুনং রামঃ
সন্ধায় নিশিতান্ শরান্। ইত্যাদি। অত্র গ্রন্থে ১৮৪ পত্রে
ব্রাহ্মণপণ্ডিতানাং ব্যবস্থায়াম্ দ্রষ্টব্যং।

ইতি তদ্বংশানামপি ন শূদ্রত্বং, কেনাপি প্রকারেণ ঘটতে।
যতশ্চ তে ক্ষত্রিয়োদ্ভবাঃ ক্ষত্রিয়া এব তদ্বৰ্ম্মাণাচরণস্ত ধামি-
বাক্যাদেব তেযাং। * তৃতীয় প্রকারাতু বৈদেহান্মাহিষ্যায়াং
জাতোবর্ণশঙ্করঃ তস্মৈ শূদ্রাদপি হেয়ত্বং ভবতি। ইত্যাদি অত্র
গ্রন্থে ৯৮পৃষ্ঠা নিম্ন ৪ পঁক্ত্যবধি ৯৯ পৃষ্ঠা যাবৎ দেখিবেন।

অতএব চিত্রকৰ্ম্ম সূচাবয়নাদি কৰ্ম্মকারকাঃ কায়স্থা এতদ্বংশা
ন তেযাং শূদ্রতুল্যতা কিন্তু ততোহপি নীচতরা বর্ণচতুষ্ঠয়
ব্যবহার রহিতাঃ সন্তি, শূদ্রত্বঞ্চ গোপনাপিতয়োৰ্বদন্তি।

এতাবতা প্রকার ত্রয়োঃপন্নানাং কায়স্থানাং ন শূদ্রতা

(১) অর্থাৎ অধস্তন বর্ণের কৰ্ম্ম করিলেও বর্ণচ্যুত হবেন না।

সমায়াতি যতশ্চ চিত্রগুপ্তবংশীয় চন্দ্রসেনবংশীয়ানামুত্তম বর্ণতা
দৃশ্যতে তেষাং শিখাসূত্রধারণং বেদবিহিত কৰ্ম্মাধিকারিত্বং
চায়াতি অথচ তৃতীয়শ্রুতু শূদ্রাদপি হেয়ত্ব মেতেন ত্রিপ্রকারাণা-
মপি কায়স্থানাং ন শূদ্রতা ঘটতে, অত্ৰাচ্চ লোকদৃষ্ট্যাপি
পরম্পরাতঃ কায়স্থানাং বেদবিহিতাচরণং ব্রাহ্মণভোজনং
দেবাদিপূজনং চ দৃশ্যতে, তথা ব্রাহ্মণোহপি তেষাং গৃহাদমা-
দিকং গৃহীত্বাশ্রাতি ইতি সকল দেশেষু প্রসিদ্ধমন্তি, তেহপি
অন্যাপেক্ষ্যাতিব্রহ্মণ্যাঃ সন্তি, এতাবাং শূদ্রতা চেৎ কথং
ব্রাহ্মণা ভোজনং ভৈক্ষ্য মমত্ব স্বীকর্য্যুঃ । যথা বৃহস্পতি সংহি-
তাবাং, অমৃতং ব্রাহ্মণশ্রামং ক্ষত্রিয়শ্রামং পয়ঃ স্মৃতং । বৈশ্যশ্র-
চাম্রমোবাশ্রামং শূদ্রামং রুধিরং স্মৃতং । তস্মাৎ শূদ্রং ন ভিক্ষেত
যজ্ঞার্থং সদ্ভিজাতয়ঃ । অশানমিব সঙ্কুদ্রস্তস্মাভং পরিবর্জ্জয়েৎ ।
কণানামথবা ভিক্ষাং কুর্য্যাক্ষাতি বিকর্ষিতঃ । সচ্ছদ্রাণাং গৃহে
কুর্ব্বন্ তৎপাপেন ন লিপ্যতে । হারীতোহপি, শূদ্রামেনতু
ভুস্তেন উদরস্থেন যোগ্যতঃ । স বৈ খরত্ব গুপ্তত্বং শূদ্রত্বং
চাধিগচ্ছতি । অগ্নিরাঃ, শূদ্রবেশানি বিপ্রৈঃ ক্ষীরং বা যদি বা
দধি । নিবৃত্তেন ন ভোক্তব্যং শূদ্রামং তদপি স্মৃতং ।
কলৌশূদ্রামভোজন নিষেধোযথা, উদাহতভ্বে, শূদ্রেযু দাস-
গোপাল কুলমিত্রাঙ্ক শীরিণাং । ভোজ্যামতা গৃহস্থশ্রু তীর্থসে-
বাদি দূরতঃ । কোণ্ডে, নচৈবাস্ত্রৈ ব্রতংক্রিয়াং ন চ ধৰ্ম্মান
বদেৎ বুধঃ । এতৈঃ সহৈবং ব্যবহারো ন ব্রিজাতিভিঃ ক্রিয়তে
কদাচিৎ । শূদ্রশ্রুতু শাস্ত্রনিরূপিতোধৰ্ম্মঃ জীবিকা চ ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাণাং অশ্রুকাশ্রমো গার্হস্থ্যঃ উৎপত্তিশ্চ

ব্রহ্মণঃপাদাং ইতিভাগবতং । যদি কদাচিৎ কায়স্থানাং
গেবারুতি স্বীকারেসতি শূদ্রতাক্রবন্তি ক্রবন্তুনাং কানোহানিঃ
কিন্তু তদ্বৃতিরপি নদৃশ্যতে অস্মাভি কেবলং স্বরূপা জীব-
কায়ং কুর্ব্বন্তিতে । স্বরূতিশ্চ সেনৈধভবতি এবং শূদ্রতাস্থাং
চেৎস্বাং ন তত্র পক্ষপাত যদি স্বরূতি স্বীকারে শূদ্রতাস্থান্তি
ব্রাহ্মণাদয়োপি স্বরূতি মধিগতাঃ সন্তি । ইত্যন্যং ।

ফোর্টউলিএম্ কলেজাধ্যক্ষ পণ্ডিতেন সূবে অবধাখ্য
দেশনিবাসিন । কান্ধকুজ ত্রীজগন্নাথ শুক্লেন লিখিত মিদ
মন্তি । সনৎ ১৯২৮ ।

অম্যার্থঃ । এই সংসারে জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয়
না । মনুষ্য দেহ ভিন্ন অন্যত্র তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না । অত-
এব ঐদৃশ মনুষ্য দেহ পাইয়া নিজ, বর্ণ, জাতি, কুল, ধর্ম অব-
শ্যই জানা উচিত । যেহেতু স্ববর্ণ ধর্ম জ্ঞানাতাবে আপনার
কার্য সফল হয় না, এবং উচ্চ ও নীচ ধর্মোচরণে দোষভাগী
হয় । নিজ ধর্মানুসারে কার্য করিলে মনুষ্যের মঙ্গল লাভ
হয় । ভগবদ্বাক্য—স্বধর্মো নিধনশ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ।
নিজ ধর্মো থাকিয়া মরণও মঙ্গল পরধর্মো পাপাদি দোষ
সঙ্কুল । ইহা বলিবার অভিপ্রায় এই সংসারে কায়স্থ জাতি
প্রসিদ্ধ আছেন । ভারতবর্ষে সকল দেশে এতজ্ঞাতির মনুষ্য
অনেক আছেন । তাহারা উচ্চপদাভিষিক্ত এবং রাজস্থলে
রাজ্যাধিকারী মন্ত্রী আবহমান হইয়া আসিতেছেন । অতএব
তিন প্রকার শূদ্র নহে । যে হেতু চিত্রগুপ্তবংশীয় ও চন্দ্রসেন
বংশীয় উত্তমবর্ণ তাহাদিগের শিখাসূত্র ধারণ বেদবিহিত

কৰ্মাধিকারিত্ব আছে । এবং তৃতীয় প্রকার কায়স্থ যদিও শূদ্র অপেক্ষা নীচ, তথাপি তিন প্রকার কায়স্থের শূদ্রত্ব ঘটিতে পারে না । এবং লোক পরম্পরায় দেখা যাইতেছে যে কায়স্থেরা বেদবিহিতাচার, ব্রাহ্মণভোজন, দেবাদি পূজনে অধিকারী । এবং ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদের গৃহে অন্নগ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করেন । সকল দেশে প্রসিদ্ধ আছে তাঁহারা অন্যাপক্ষে ব্রাহ্মণ তুল্য । যদি ইহারা শূদ্র তবে ব্রাহ্মণেরা কিরূপে তাহাদের নিকট অন্নাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন । বৃহস্পতি সংহিতায় উক্ত আছে অমৃতং ব্রাহ্মণম্যান্মিত্যাদি ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত তুল্য । ক্ষত্রিয়াম্ দুগ্ধ তুল্য । বৈশ্যাম্ তন্ন । শূদ্রাম্ কুণ্ডির তুল্য । অতএব ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞার্থে শূদ্রের নিকট ভিক্ষা করিবে না । শ্মশানের ন্যায় মস্কুদ্রকে পরিত্যাগ করিবে । হারীত কহিয়াছেন, শূদ্রান্নেনেতি । শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া যে মরে সে ব্যক্তি গর্দভ, উষ্ট্র অথবা শূদ্র হয় । অঙ্গিরা, শূদ্রবেশনাতি । শূদ্র গৃহে ব্রাহ্মণ ক্ষীর বা দধি ভোজন করিবেন না । সেও শূদ্রান্ন । কলিতে শূদ্রান্ন ভোজন নিষেধ । তিথ্যাদি তত্ত্বে শূদ্রেষু ইত্যাদি বন্ধুত্ব ও পরস্পর কৃত্তিকারব্যাদি করণে শূদ্রের মধ্যে দাম ও গোপ ইহাদিগের অন্ন ভোজন প্রসিদ্ধ ছিল । কিন্তু তীর্থ সেবাদির ব্যাঘাত জন্য কলিতে নিষেধ । কৌশ্ম না ইতি পশ্চি ব্যক্তি ইহাদিগকে ব্রত বলিবেন না । এবং ধর্ম কহিবেন না । ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগের সহিত কখন ব্যবহার করিবেন না । শূদ্রের শাস্ত্র নির্দিষ্ট ধর্ম ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সেবা জীবিকা । ইহাদিগের

এক গার্হস্থ্য ধর্ম । ব্রহ্মের পদ হইতে উৎপন্ন ইতি ভাগ-
বতং । কায়স্থ সেবারুত্তি পরায়ণ বলিয়া যদি শূদ্রবলে বলুক
তাহাতে আমাদের ক্ষতি কি । কিন্তু আমরা কায়স্থের শূদ্র-
বৎ আচার ব্যবহার দেখি না । তাহারা কেবল স্মৃতিদ্বারাই
জীবিকা নির্বাহ করে । স্মৃতি তাহাদিগের সেবা এই বলিয়া
যদি শূদ্র হয় হউক তাহাতে পক্ষপাত নাই ।

কাশীস্থ পণ্ডিতানাং ব্যবস্থা যথা ।

কায়স্থপদংহি নতাবৎ সর্বেষাং কায়স্থপদ ব্যবহার্য্যানা
মেকরূপেণ বোধনেকমং কিন্তু চিত্রগুপ্ত সম্ভূতো চন্দ্রসেন
সম্ভূতেই ক্ষত্রিয়ত্ব ব্যাপ্য জাতিবিশেষ পুরস্কারেণ অবর্ত-
মানং তয়োরেব মুখ্যং । অন্যেষু সঙ্কর জাতিয়েষু তু কায়স্থ-
পদ প্রাপ্তি নিমিত্ত ঘটক পাটী জীবগণিতাদি বৃত্তিকত্বোপ-
লক্ষিতো ধর্ম বিশেষ (১) এবং কায়স্থপদ প্রাপ্তি নিমিত্ত
মাস্তাং চিত্রগুপ্ত (২) চন্দ্র সেন (৩) বংশদ্বয়েন প্রদিক্ষস্বাপি ।

কাশীস্থ পণ্ডিতাঃ ।

সংমতি রাজ্যার্থে ভট্ট মথারাম শর্ম্মণঃ । ১ । সংমতি রত্ন
ভট্ট অনন্ত শর্ম্মণঃ । ২ । সংমতি রত্ন শেখোপহব ভিকুজীপন্ত
শর্ম্মণঃ । ৩ । সংমতি রত্নদর্থে কালেক রোপাখ্য রাজারাম

(১) ইহার বিশেষ অত্র গ্রন্থে ৯৮ পৃষ্ঠা ও ৯৯ পৃষ্ঠা যাবৎ দেখিবেন ।

(২) চিত্রগুপ্ত বংশ অত্র গ্রন্থে ৬ পৃষ্ঠে নিম্নে ২ পত্র্যবধি ৭ পৃষ্ঠা যাবৎ
দেখিবেন ।

(৩) চন্দ্রসেন বংশ অত্র গ্রন্থে ১৪৯ পৃষ্ঠা ১৫০ পৃষ্ঠে ৪ পত্র্যবধি
দেখিবেন ।

শাস্ত্রিণঃ । ৪ । সংমতি রত্নার্থে ভট্ট নারায়ণ শর্ম্মণঃ । ৫
 সংমতি রত্নার্থে ধর্ম্মাধিকারি চুণ্ডি রাজ শর্ম্মণঃ । ৬ । সংমতি
 রেতদর্থে বাপুদেব শাস্ত্রিণঃ । ৭ । সংমতিরেতদর্থে বামনা
 চার্য্যাণাং । ৮ । সংমতি রত্ন রামচন্দ্র শাস্ত্রিণঃ । ৯ । সংমতি
 রত্নার্থেপণ্ডিত বিভবরাম শর্ম্মণঃ । ১০ । সংমতি রত্নার্থে অক্ষ
 পুত্রোপাখ্য বানরুক্ষ শাস্ত্রিণঃ । ১১ । সংমতি রত্নার্থে ঠৈয়া
 শাস্ত্রিণঃ । ১২ । সমমান্যমার্থা মানবল্লুপাখ্য নৃসিংহ
 শাস্ত্রিণা । ১৩ । সংমতি রত্নার্থে নারায়ণ শাস্ত্রিণঃ । ১৪ ।
 সংমতি রত্নার্থে শ্রীতু্যপাখ্য গণেশ শাস্ত্রিণঃ । ১৫ । সংমতি
 রত্নার্থে খনং গহৃত্যুপাহব বান শাস্ত্রিণঃ । ১৬ । সংমতি রত্ন
 জোড়োপাহব পুরুষোত্তম শাস্ত্রিণঃ । ১৭ । সংমতি রত্নার্থে
 হর্ডেকের গঙ্গাধর শর্ম্মণঃ । ১৮ । সংমতি রত্নার্থে রাজারাম
 পংতস্থ । ১৯ । সংমতি রত্নার্থে মেহেদলোপাখ্য রাজারাম
 শাস্ত্রিণঃ । ২০ । সংমতি রত্নার্থে শুক্লোপাখ্য ধোংড শাস্ত্রিণঃ
 । ২১ । সংমতিরেতদর্থে পৌরাণিক নানা শাস্ত্রিণঃ । ২২ ।
 সংমতিরেতদর্থে চিতনেইতু্যপাহব চুণ্ডি রাজ দীক্ষিতস্থ । ২৩
 সংমতিরত্নার্থে মরাচোপাহব কেশব শর্ম্মণঃ । ২৪ । সং-
 মতিরত্নার্থে পট্ট বর্দ্ধনোপ নামক রামরুক্ষ শাস্ত্রিণঃ । ২৫ ।
 সংমতিরেতদর্থে ভারোদ্রাজোপ নামক দামোদর শাস্ত্রিণঃ
 । ২৬ । বিশ্বনাথ শাস্ত্রিণঃ । ২৭ । মহাবল যজ্ঞেশ্বর দীক্ষি-
 তস্থ । ২৮ । রানডোপাখ্য বাণশাস্ত্রিণঃ । ২৯ । দ্রাবিড লক্ষ্মী-
 নাথ শর্ম্মণঃ । ৩০ । চতুর্দ্ধবোপাহব বৈঘনাথ দীক্ষিতস্থ । ৩১ ।
 মাধবাচার্য্য শর্ম্মা । ৩২ । ভাউ শাস্ত্রী । ৩৩ । বাপু শাস্ত্রিণঃ

। ৩৪ । বিদ্বচ্ছন্দশেখর শর্ম্মণঃ । ৩৫ । শ্রীরাধামোহন শর্ম্মণঃ
 । ৩৬ । শ্রীতারারচরণ শর্ম্মণঃ । ৩৭ । বেচনরাম শর্ম্মণঃ । ৩৮ ।
 শ্রীকালীপ্রসাদ শর্ম্মণঃ । ৩৯ । শ্রীকৈলাশচন্দ্র শর্ম্মণঃ । ৪০ ।
 ত্রিপাঠী শ্রীতলপ্রসাদ শর্ম্মণঃ । ৪১ । রামমিশ্র শাস্ত্রিণঃ । ৪২ ।
 শ্রীবেচারাম শর্ম্মণঃ । ৪৩ । বিষ্ণুহরি শর্ম্মণঃ । ৪৫ । দেবকৃষ্ণ
 শর্ম্মণঃ । ৪৬ । রমানাথ শর্ম্মণঃ । ৪৭ । পণ্ডিত রামজসন
 শর্ম্মণঃ । ৪৮ । ফোপনামোপাধ্যায় প্যারেলার শর্ম্মণঃ । ৪৯ ।
 ত্রিপাঠীদেবীদয়ালু শর্ম্মণঃ । ৫০ । গোপীনাথ ত্রিপাঠিনঃ
 । ৫১ । জ্যোতির্বিদঃ রাজাজী শর্ম্মণঃ । ৫২ । শিবরাম শর্ম্মণঃ
 । ৫৩ । ভৈরবচন্দ্র শর্ম্মণঃ । ৫৪ । বামদেব শর্ম্মণঃ । ৫৫ ।
 অয়িকাদত্ত শর্ম্মণঃ । ৫৬ । জানকীপ্রসাদ শর্ম্মণঃ । ৫৭ । রুক্ষপাল
 শর্ম্মণঃ । ৫৮ । বলদেব শর্ম্মণঃ । ৫৯ । গোবিন্দচারি শর্ম্মণঃ
 । ৬০ । শ্রীরামনারায়ণ শ্রীঠাকুরদাস দেবশর্ম্মণঃ । ৬১ ।
 শ্রামাচরণ শর্ম্মা । ৬২ । অগ্নিহোত্রী বিশ্বনাথ শর্ম্মণঃ । ৬৩ ।
 জ্যোতির্বিৎ সিদ্ধেশ্বর শর্ম্মণঃ । ৬৪ । শ্রীনবীন নাবায়ণ শর্ম্মণঃ
 । ৬৫ । শিরোমন্ত্যপন মেক । ৬৬ । শ্রীমদনমোহন শর্ম্মণঃ ৬৭ ।
 শ্রীসদানন্দচন্দ্র শর্ম্মণঃ । ৬৮ । শ্রীরামধর শর্ম্মণঃ । ৬৯ ।
 শ্রীকেদারনাথ শর্ম্মণঃ । ৭০ । শ্রীকালীকুমার শর্ম্মণঃ । ৭১ ।
 শ্রীকরণাময় দেবশর্ম্মণঃ । ৭২ । শ্রীজয়রাম শর্ম্মণঃ । ৭৩ ।
 শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মণঃ । ৭৪ । শ্রীমতীশচন্দ্র শর্ম্মণঃ । ৭৫ ।
 শ্রীমধুসূদন ন্যায়বাগীশাণঃ । ৭৬ । শ্রীহরিনাথ ভট্টাচার্য্য
 শর্ম্মাণঃ । ৭৭ । শ্রীহরচরণ শর্ম্মাণঃ । ৭৮ । শ্রীবংশীনাথ
 পণ্ডিত শর্ম্মণঃ পর্ব্বতীয়াশ্র । ৭৯ । শক্তিদত্ত শর্ম্মণঃ । ৮০ ।

শ্রীকৃষ্ণনাথ শর্ম্মণঃ । ৮১ বাস হরিকৃষ্ণ শর্ম্মণঃ । ৮২। দ্বারিকণ
দত্ত শর্ম্মণঃ । ৮৩। ইন্দ্রদত্ত শর্ম্মণঃ । ৮৪। যোগেশ শর্ম্মণঃ । ৮৫
লক্ষ্মণাজ্যতিবিদঃ । ৮৬। কুবেরপতি শর্ম্মণঃ । ৮৭। দ্বিবেদ
পণ্ডিত বস্তীরাম শর্ম্মা । ৮৮ ভবানীপ্রসাদ শর্ম্মণঃ । ৮৯। অমু-
মর্থ মমংস্ত্রি পাঠ্যুপাহব শ্রীজবাহির শর্ম্মা । ৯০। শ্রীবিশ্ব-
রূপ শর্ম্মণঃ । ৯১। রামপুর বাসি মিশ্রোপাহব শ্রীরাম-
গোবিন্দ শর্ম্মণঃ । ৯২। পংক্তিভর্গেব শ্রীহর্ষ শর্ম্মণঃ সংমতিরত্র
অত্রোরাত্র শ্রীমস্তাগবত পরায়ণ কর্ত্তুঃ । ৯৩। শ্রীমৎ অনন্ত
শর্ম্মণঃ । ৯৪। দ্বিবেদ শ্রীরাম মনোরথ শর্ম্মণঃ । ৯৫।
শ্রীরামচন্দ্র পাতুঃ । ৯৬।

প্রশ্ন । সামবেদানুযায়ী কর্ম্ম ব্রাহ্মণেরা করেন । যজু-
র্বেদি কর্ম্ম শূদ্রেরা করেন । এবং কায়স্থেরাও যজুর্বেদমতে
ক্রিয়াদি করিতেছেন । তদ্ব্তে তঁাহাদিগকে শূদ্র কহিতে
হইবে কি না ।

উত্তর । যজুঃ ঋক্ সাম অথর্ব এই বেদ চতুর্ভুয় কথিত
আছে (১) চতুর্বেদি ব্রাহ্মণ আছেন (২) এবং চতুর্বেদি কায়-

(১) অথর্ব বেদকে কোন কোন শাস্ত্রে বেদ মধ্যে গণ্য করেন না ।
কিন্তু বহু শাস্ত্রে এবং সামবেদের ছন্দজ্যোপনিষদে লেখেন অথর্ব চতুর্থবেদ ।
তদ্রূপ ক্ষত্রিয় কায়স্থদিগকে কোন কোন গ্রন্থে শূদ্র কহেন কিন্তু ঐতিহ্য স্মৃতি
প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে এবং আচার ব্যবহার ধর্ম্মকর্মে ইহঁরা ক্ষত্রিয়বর্ণ প্রতীপন্ন
হইতেছেন ।

(২) ত্রিবেদি ব্রাহ্মণ এতদ্ব্তে আছেন । অথর্ববেদি ব্রাহ্মণ উৎ-
কলাদিদেশে পাওয়া যায় ।

স্থও আছেন (৩) ঋক্বেদি কায়স্থ উত্তর দেশাদিতে আছেন । অথর্ববেদি কায়স্থ উৎকল দেশাদিতে আছেন । ইহা পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছি অন্যান্য কোথায় আছেন সংবাদ প্রাপ্ত হইলে লিখিব । হুগলীর অন্তঃপাতি খলিশিনী বেজড়া ও বড়াদি গ্রামের বসু বংশ মহাশয়েরা কিন্তু এতদ্দেশের কায়স্থ মহাত্মারা বহু সংখ্যা যজুর্বেদি হয়েন । তৎকারণ লিখিতেছি যথা । সর্কং হেদং ব্রহ্মণাইব সৃষ্টং ঋগ্ভোতাজাতং বৈশ্বং বর্ণং আছঃ । যজুর্বেদং ক্ষত্রিয়শ্চাছর্ষোনিং সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রস্তুতিঃ । পূর্বে পূর্বেভ্যোবচ এতদূচুঃ । ইতি তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ৩ অ ১২ ৯২ ।

এই জগৎ ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে ইহাই শাস্ত্রাদিতে কথিত আছে । ঋগ্বেদ হইতে বৈশ্ববর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে । যজুর্বেদ হইতে ক্ষত্রিয় বর্ণ (৩) জন্ম গ্রহণ করেন । সামবেদ ব্রাহ্মণদিগের প্রস্তুতিঃ । বেদানাং গোত্রং যথা । ঋগ্বেদশ্রুত্রেয়গোত্রং ব্রহ্মদৈবতং (৪) গায়ত্র্যচ্ছন্দঃ । যজুর্বেদশ্রুত্রেয়গোত্রং রুদ্রদৈবতং ত্রৈষ্ণুভচ্ছন্দঃ । সামবেদশ্রুত্রেয়গোত্রং বিষ্ণুদৈবতং জাগতচ্ছন্দঃ ।

(৩) অত্র গ্রন্থে কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ বুঝাইতেছে । যথা অসীনা রক্ষণং রাজ্যং মস্যাৎতৎস্থাপনংকৃতং । এতৌরাজস্যধর্মৌচভূমৌনিগদিতৌময়া । ইতি বর্ণসম্বিদভঙ্গঃ ।

(৪) দেবতা ইত্যমরঃ—(৫) ভরদ্বাজ ঋষি কায়স্থদিগের সনাতার সংস্কার ও বেদ পাঠাদির গুরু ছিলেন অত্র গ্রন্থে ৬৬ পত্রে ৯ পঙক্ত্যবধিৎসাবৎ

(৬) কশ্যপ ঋষি ও কায়স্থদিগের গর্ভাধানাদি দশ সংস্কারের পুরোহিত এবং বেদ পাঠের গুরু ছিলেন অত্র গ্রন্থে ৪৬ পত্রে তৃতীয় পঙক্ত্যবধি দেখিবেন ।

অথর্ববেদস্ত বৈজনন গোত্রং ইন্দ্রদৈবতং আনৃকুভংজ্জু
ইতি ব্যাগরচিতং চরণ ব্যুৎ । এবং বিষ্ণুপুরাণে লিখিত
ছেন পুরাকালে যজুর্নামে এক বেদ মাত্র ছিল দ্বাপর যু
ত্রাকার আজ্যায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস তাহা চতুরংশে বিভা
করেন তদ্বৈতু কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাম বেদব্যাস হইয়াছে
এবং ক্রিয়াকালে যদি কোন বেদমস্ত্রের অভাব হয় তাহা
ত্রাক্ষণ পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দেন । যজুঃসর্গত্রগায়তে । যজুর্কে
মন্ত্রদ্বারা সর্ববেদি কন্ম সমাধা হয় । অতএব যজুর্কেদে কায়
ক্ষত্রিয়দিগের বিশেষ অধিকার রহিয়াছে । বিজ্ঞবরেরা বিবে
চনা করিয়া দেখিবেন কায়স্থ ক্ষত্রিয় মহাত্মাদিগের কো
মতেই শূদ্রতা ঘটে না । যজুর্কেদ শূদ্রদিগের অধিকার বল
দে কেবল ভ্রমমাত্র । যেহেতু বেদমস্ত্রে শূদ্রদিগের অধিকা
নাই ।

ইহভব সংসারে নানাবিধ জীব আছে তন্মধ্যে মানব
জাতি শ্রেষ্ঠ যেহেতু ইহাদিগের ঈশ্বর জ্ঞান আছে এবং
প্রায় সর্বজীবে দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন ও শাস্ত্রানু
সারে ধর্ম কর্মাদিও করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে ভারতবর্ষীয়
হিন্দুদিগের ধর্ম কর্মাদি বর্ণাশ্রমে করিতে হয় । সেই বর্ণ
জাতি বা শ্রেণী প্রধানত্ব রূপে পঞ্চমভাগে বিভক্ত হইয়া
রহিয়াছে তাহা দৃশ্যমান রহিয়াছে এবং এই জন্ম দ্বীপের
ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য বর্ষীয় দেশাদিতেও তাহাই
প্রসিদ্ধ আছে । যথা

হিন্দুভাষায় ব্রাহ্মণ	ইংলিশ ইক্লীজিয়েষ্টিক ও মিশেনরি	ফেঞ্চ ইক্লীজিয়েটিক মিসিয়েনের মিনিত্যের	ইটালিয়ান মিশিওনারিও	স্পেনিয়ন্ মিজিও নোরিও মিশিওনোরিও
ক্ষত্রিয়	মিলেটেরি	মিলেটোর	মিলিতার	মিলিতারমল্লাদো
কায়স্থ	শিভিল	শিভিল	শিভিল	শিভিল
বৈশ্য	মার্চেণ্টে	মারসাঁ	মারশিয়ানা	মারসাঁদ
শূদ্র	সর্ভেণ্টে ওয়াকসোয়ান	স্যোরভিতের দমৈতিকসাঁসা	স্যোরভিতোর	স্যোরদর করতে সঁদের

এই পঞ্চ শ্রেণী ব্যতীত রাজকর্ম প্রভৃতি কোনদেশে
সুচারু রূপে নির্বাহ হয় না, তদ্ব্যতিরিক্ত পুরাকালের বিজ্ঞ-
বরেরা পঞ্চবর্ণের উৎপত্তি রহিয়াছে দেখিয়া ধর্ম কর্মাদি
করিবার সংক্ষেপার্থে চতুর্থ শ্রেণী বা বর্ণ নির্দিষ্ট করিয়া-
ছেন তৎকারণ কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের তুল্যোৎপত্তি ও বৃত্তি দ্বারায়
উভয়কে দ্বিতীয়বর্ণ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়বর্ণ নিশ্চয় করিয়াছেন
অতএব বহু আয়াসে নানাশাস্ত্রের প্রমাণাদি অত্র গ্রন্থে
উদ্ধৃত করা গেল, হে কায়স্থ মহাত্মারা সাবকাশ মতে
স্থির চিন্তে অবলোকন করিলে আমার পরিশ্রমের সাফল্য
হইবে, বিপক্ষ জাতি দিগের ইন্দ্রজালবৎ বাক্যে মন বুদ্ধিকে
আচ্ছাদন করিবেন না, অথবা কোন ধন বিদ্যাভিমানিরা
যদি কোন প্রকার নিকৃৎসাহ বাগাড়ম্বর করেন বা এত-
দ্বিঘ্নে তাচ্ছল্যতা প্রকাশ করেন তাহাতে আপনারা উৎ-
সাহ ভঙ্গ না হইয়া আরও কর্মাদি (যজ্ঞসং বিধি পূর্বকং)
ইত্যাদি বিধি পূর্বক সমাপন করাইবেন সৎকর্মের প্রভাবে
ক্রমশ বহু সংখ্যাতে বুদ্ধি পাইবে, মানব বর্ণের মন কদা-

চিৎ তুল্য হয় না, পৃথক্ ঘটে পৃথক্ বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে কিন্তু সংকল্পের প্রভাবে মান ও ধর্ম রক্ষাথে তাঁহারাই দলবদ্ধ হইয়া যাজন করিবেন, যেমন প্রথম বয়সে নানাজাতীয় ধর্ম্ম মনোনিবেশ হয়, কিন্তু বুদ্ধিরগাঢ়তা হইলে তাঁহারাই পুনর্ব্বার হিন্দুধর্ম্ম মনোভিনিবেশ করত স্বধর্ম্ম যাজন করেন, তখন আমাদের শাস্ত্রের প্রমাণ সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। যথা—ভগবদ্গীতার্থঃ (স্বধর্ম্মে নিধনঃ শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ইত্যাদি অর্থাৎ স্বধর্ম্ম যাজন করিলে মঙ্গল হয় কদাপিও তাহার ছুঃখ হয় না অন্য ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে পরম ছুঃখভোগ করিতে হয় শাস্ত্রে ইহাই বলিয়াছেন। যদি বল বহুকালবধি ভ্রষ্ট যাজন করিয়া আসিতেছি এক্ষণে এই মত যাজন করিলে কিরূপে কল্মসিদ্ধ হইবেক, যে প্রকারে সিদ্ধ হইবেক তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণাদি অত্র গ্রন্থে লিপি হইয়াছে দৃষ্ট করিলে চিত্তের সংশয় ছুরীকৃত হইয়া তখন নিশ্চলভাবে অনায়াসে ক্রিয়াদি নির্ব্বাহ করিতে স্বয়ং যত্নবান হইবেন, তাহার উত্তরসাপেক্ষ আবশ্যক করিবে না, যথা—(উদ্ভোগিনঃ পুরুষসিংহ মূপৈতি লক্ষ্মীঃ) ইত্যাদি সিংহ স্বরূপ হইয়া যে মানবগণ উদ্ভোগী হয়েন লক্ষ্মী তাঁহাদের প্রতি অবশ্যই প্রসন্ন হয়েন এইরূপ সংকল্পের চেষ্টায় সতত থাকিলে ক্রমশঃ ঈশ্বর তাঁহাদের উন্নতি মান ও যশ ইত্যাদি অনায়াসে লাভ করিয়া দেন।

ইতি মীমাংসনীয় প্রথম সংখ্যা গ্রন্থ সমাপ্তং ।

